Hitesranjan Sanyal Memorial Collection
Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta

Record No.	CSS 2000/121	Place of Publication:	Calcutta
		Year:	1854
		Language	Bangla
Collection:	Indranath Majumder	Publisher:	Bhaskar Jantra
Author/ Editor:	Bipradas Tarkabagish & Umakanta Bhattacharya (tr.)	Size:	14.5x22cms.
		Condition:	Brittle
Title:	Balmiki Ramayana: Adikanda	Remarks:	Translation of the first part of the epic the *Ramayana.*

বাল্মীকি রামায়ণ।

আদিকাণ্ড।

বর্দ্ধমানাধিপতি শ্রীশ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ

মহতাবচন্দ্ বাহাদুরের আজ্ঞানুসারে

ও ব্যয় দ্বারা

শ্রীযুক্ত বিপ্রদাস তর্কবাগীশ এবং শ্রীযুক্ত উমাকান্ত ভট্টাচার্য্য

কর্তৃক অনুরূপ অনুবাদিত।

বহু বুধজন সংশোধিত হইয়া

কলিকাতা:

ভাস্কর যন্ত্রে মুদ্রিত হইল।

শকাব্দা: ১৭৭৬। ব.ং ১২৬১ সাল। ইং ১৮৫৪।

PRINTED BY SHIBKRISHNA MITTER

ভূমিকা।

এক সময়ে বর্দ্ধমান মহারাজেশ্বর চতুর্দ্দশ নরেন্দ্র শ্রীলশ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ মহতাবচন্দ্ বাহাদুর ধীরগণ বিরাজিত রাজসমাজে অধ্যাসীন হইয়া অধ্যাপক বর্গকে কহিলেন আমি কৃত্তিবাসকৃত ভাষা রামায়ণ বিলোকন করিয়াছি তাহাতে বাল্মীকি কৃত মূল রামায়ণার্থ প্রকাশ হয় নাইএবং তাহা ইতর ভাষায় পরিপূর্ণ বিশেষতঃ পয়ার আদিছন্দের মেলন উত্তম হয় নাই অতএব গৌড়ভাষা পয়ার আদিছন্দে ঐ মূলার্থ প্রবন্ধ করিতে অভিলাষ করি, ইহাতে প্রাজ্ঞবরেরা নরেশ্বরকে সাধুবাদ প্রদান পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা করিলেন রাজাজ্ঞা প্রতিপালন করিবেন, তৎপরে শ্রীশ্রীমমহারাজাধিরাজ বাহাদুরের দুই সভাপণ্ডিত উপবিষ্ট হইয়া পূর্ব্বোক্ত নিয়মে কবিতা নির্ম্মাণারম্ভ করিলেন এবং পণ্ডিতগণ মধ্যস্থ এক জনকে লিপিকার্য্যে রাখিলেন, শ্রীশ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজের অপার মহতী কীর্ত্তি এই আদিকাণ্ড সমাপ্ত হইল পাঠক মহাশয়েরা দৃষ্টিপাত করুন।

নমো রামচন্দ্রায়।

রামং লক্ষ্মণপূর্ব্বজং রঘুবরং সীতাপতিং সুন্দরং,
কাকুৎস্থং করুণাময়ং গুণনিধিং বিপ্রপ্রিয়ং ধার্ম্মিকং।
রাজেন্দ্রং সত্যসন্ধং দশরথতনয়ং শ্যামলং শান্তমূর্ত্তিং,
বন্দে লোকাভিরামং রঘুকুলতিলকং রাঘবং রাবণারিং॥১

সুমিত্রানন্দনজ্যেষ্ঠ রঘুকুলবর। সকরুণ সীতানাথ কাকুৎস্থ সুন্দর॥
গুণসিন্ধু বিপ্রবন্ধু সত্যধর্ম্ম পর। রঘুকুল তিলক শ্যামল কলেবর॥
দশরথ সুত রাম ভুবনাভিরাম। রাবণারি রাঘবের চরণে প্রণাম॥১

জয়তি রঘুবংশতিলকঃ কৌশল্যানন্দিবর্দ্ধনো রামঃ।
দশবদননিধনকারী দাশরথিঃ পুণ্ডরীকাক্ষঃ॥২

রঘুকুলতিলক শ্রী কমল লোচন। কৌশল্যার মহানন্দ বর্দ্ধন নন্দন॥
দশরথ গৃহে জাত জয় সর্ব্বক্ষণ। দশবক্ত্র রাবণের নিধন কারণ॥২

রাম রামেতি রামেতি কূজন্তং মধুরাক্ষরম্।
আরূঢ়কবিতাশাখং বন্দে বাল্মীকি কোকিলম্॥৩

রাম রাম রাম ইতি মধুর অক্ষর। উচ্চারণকারী সদা যেন পিকবর॥
কবিতাশাখির শাখা যাঁহার আশ্রয়। বন্দি সেই বাল্মীকিমুনীন্দ্র অনাময়॥৩

তপস্যায় বেদপাঠে বাল্মীকি নিরত।
বক্তাগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠ যত্যাচার ব্রত॥
রূপোধন মণ্ডলীতে প্রধান আখ্যান।
জিজ্ঞাসেন মুনীন্দ্র নারদে উপাখ্যান॥
সমস্ত গুনির মধ্যে শ্রেষ্ঠ কোন্ জন।
ধর্ম্মজ্ঞ কৃতজ্ঞ আর সত্য বাক্যে মন॥
উদার চরিত্র কেবা নিয়মিতাচারী।
ঈদৃশ মনুষ্য কেবা বলুন বিচারি॥
সর্ব্বপ্রাণি হিতে রত অতি বলবান।
সুদৃশ্য সংসার মধ্যে বিশিষ্ট বিদ্বান॥
জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মাণ্ডে প্রধান বুদ্ধিমান।
হিংসা শূন্য আক্রোশে দেবতা কম্পবান॥
সমর্থ সংসারে সদা সংসার পালনে।
প্রজানুগ্রাহক পরিপূর্ণ নানা গুণে॥
রত্নাকর তুল্য ধনী সর্ব্বলক্ষ্মীবান।
বায়ু অগ্নি সূর্য্য চন্দ্র উপেন্দ্র সমান॥
শক্র সম বিখ্যাত কে শাসনে সংসারে।
বাঞ্ছা মুনে তব স্থানে শ্রবণ বিস্তারে॥
দেবঋষি জ্ঞাত তুমি খ্যাত চরাচরে।
দেখিয়াছ অবশ্য এরূপ কোন নরে॥
বাল্মীকি মুনীন্দ্র বাক্য করিয়া শ্রবণ।
ত্রিকালজ্ঞ বিজ্ঞ ব্রহ্ম পুত্র তপোধন॥
নারদ নিশ্চয় করি কহেন বচন।
বাল্মীকি মুনীন্দ্রবরে করি সম্বোধন॥
সর্ব্বগুণ সম্পন্ন তোমার উক্ত জন।
একাধার অত্যন্ত দুর্লভ তপোধন॥
দেবগণ মধ্যে মুনে দেখিতে না পাই।
সুরে নরে একাধার আর দেখি নাই।
সর্ব্বগুণ যুক্ত এক নর নিশাকর।
বিখ্যাত ইক্ষাকু বংশ প্রশংস্য সুন্দর।
নামে রাম ঘনশ্যাম সর্ব্ব গুণাধার।
তব উক্ত গুণযুক্ত প্রথিত সংসার॥
জ্ঞানবান তেজঃপুঞ্জ ধন্য ধৃতি স্থান।
যতি মহামতি দেবাধিক দীপ্তিমান॥
সংপূর্ণ স্বাধীন সদা বুদ্ধি বিলক্ষণ।
নীতি শাস্ত্রে নিপুণ বাক্যজ্ঞ বিচক্ষণ॥
শ্রীযুক্ত সর্ব্বদা শক্ত শক্র কুলনাশে।
পার্শ্বদ্বয় দুর্জ্জয় বিপুল ভুজপাশে॥
আজানুলাম্বিত বাহু গ্রীবা কম্বুপ্রায়।
মহাতেজা মহা ধনুর্দ্ধারী মহাকায়॥
দৃঢ়জানু অরিকুল দলনে সমর্থ।
সুবদন বলবান বিক্রম অব্যর্থ॥
অঙ্গচয় ব্যঙ্গ নয় সর্ব্ব সুদর্শন।
সম্পূর্ণ প্রতাপ স্নিগ্ধ বর্ণ সুশোভন॥
বিশাল নয়ন স্থূল বক্ষো লক্ষ্মীবান।
ধর্ম্মজ্ঞ সত্যপ্রতিজ্ঞ জিতেন্দ্রিয়াধান॥
স্থিরমন জ্ঞানবান শুচি বীর্য্য ধারী।
সর্ব্বলোক সুপালক ধর্ম্ম রক্ষা কারী॥
বিশারদ শাস্ত্রে বেদবেদাঙ্গে নিপুণ।
সর্ব্বলোক প্রিয় সাধু সুশীল সদ্গুণ॥
সর্ব্বদা সন্তুষ্ট সুবেষ্টিত সাধুজনে।
আবৃত সমুদ্র যথা তরঙ্গিণী গণে॥
গাম্ভীর্য্যে পয়োধি সম স্থৈর্য্যে হিমালয়।
বীর্য্যে বিষ্ণু তুল্য দৃশ্যে যথা চন্দ্রোদয়॥

ক্রোধে কালানল তুল্য ক্ষমাগুণে ক্ষিতি।
দানে ধনপতি সম নাহি উপমিতি॥
স্বীয় গুণে সর্ব্ব প্রজা করেন রঞ্জন।
সেই হেতু রাম নাম বিখ্যাত ভুবন॥
সর্ব্বগুণযুক্ত পিতৃভক্ত মহাজ্ঞানী।
শ্রেষ্ঠজ্যেষ্ঠপুত্র সত্যশীল মহামানী॥
যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত অযোধ্যাভুবনে।
করিবেন দশরথ ভাবিলেন মনে॥
পূর্ব্ববর প্রাপ্তিহেতু কেকয়নন্দিনী।
চাহিলেন বরদ্বয় ভরত গর্ভিণী॥
নিজ পুত্রে রাজ্যদান রামে বনবাস।
সত্যরক্ষা হেতু রাজা করেন আশ্বাস॥
অনুজ্ঞা করিলা রামে অরণ্য গমনে।
পিতৃ আজ্ঞা হেতু রাম চলিলেন বনে॥
অনুগত প্রিয়ভ্রাতা অনুজ লক্ষ্মণ।
অগ্রজ রামের সঙ্গে করিলা গমন॥
পতিব্রতা সীতা ভার্য্যা ভর্ত্তার কারণে।
হইলা অনুগামিনী গহন গমনে॥
দশরথ নৃপসহ পুরবাসিজন।
কিয়দ্দূরে রাম সহ করিলা গমন॥
শৃঙ্গবের পুরেতে হইয়া উপনীত।
ভাগীরথী তীরে সূতে ত্যজিলা ত্বরিত॥
বহু বন দুর্গম নিম্নগা সরোবর।
অতি ক্রম করি রঘুবংশ গুণাকর॥
ভরদ্বাজ ভাষিত হইয়া ভগবান।
চিত্রকূটগিরিবরে করিলা প্রস্থান॥
রমণীয় আশ্রম করিয়া তথা রাম।
লক্ষ্মণ জানকী সহ করেন বিশ্রাম॥
চর্ম্মাম্বর রঘুবর বল্কল ধারণ।
পুষ্পপুঞ্জে বাস্তুদেবে করিলা পূজন।
গীর্ব্বাণ গন্ধর্ব্ব প্রায় সুন্দর প্রকাশ।
সদার সানুজ তথা নব বনবাস॥
সীতা রাম শ্রীমন্ত লক্ষ্মণ তিন জন।
পাইয়া পর্ব্বত রাজ পরম শোভন॥
মেরু যথা ধূর্জ্জটি ধনদ অধিষ্ঠানে।
তাদৃশ দেদীপ্যমান স্থান সম্পাদানে॥
চিত্রকূটে গিয়া রাম হৃত মনোরথ।
পুত্রশোকে স্বর্গ গত রাজা দশরথ॥
পিতাগত বনে রাম এই কুসম্বাদ।
শ্রুত মাত্র ভরতের বিপুল বিষাদ॥
হইয়া মাতুলালয়ে শোকার্ত্ত অতুল।
আসিলেন অযোধ্যায় নিতান্ত ব্যাকুল॥
আগমন মাত্র মুনি বশিষ্ঠ প্রমুখে।
রাজ্যার্থে সুনীতিশাস্ত্র পড়িলা সম্মুখে॥
হইলেন পুরস্কৃত নৃপতি সন্তান।
যশস্বি ধর্ম্মাত্মা তবু রাজ্য নাহি চান॥
অতি অনিবার্য্য রাজ্যলোভ পরিহরি।
শ্রীরামে দর্শন জন্য যান ত্বরা করি॥
রামাগ্রে কহিলা গিয়া ভরত প্রধান।
জ্যেষ্ঠ কুলশ্রেষ্ঠ তুমি দেব ভগবান॥
সম্পত্তি সংযুক্ত রাজ্য গ্রাহ্য কর প্রভু।
তোমা ভিন্ন অন্য জনে নাহি শোভে কভু॥
অতএব এই ভিক্ষা কর সম্পাদান।
রাজ্য কর আর্য্য তবে হয় শোভমান॥

নীতিযুক্ত এই বাক্য ভরতের উক্ত।
পিতৃবাক্যে রাজ্যলোভে শ্রীরাম বিমুক্ত॥
প্রবীণ ভরত প্রভু ইচ্ছাধীনতায়।
রাজ্যভার অর্পণ করিলা পাদুকায়॥
বারম্বার ভরতে করেন নিবারণ।
রঘুশ্রেষ্ঠ কুলজ্যেষ্ঠ রামনারায়ণ॥
অপ্রাপ্তকামনা দশরথের নন্দন।
ভরত পাদুকা সহ করিলা গমন॥
নন্দিগ্রামে শ্রীরাম গমন আকাঙ্ক্ষায়।
সেবন করেন রাজ্য দিয়া পাদুকায়॥
পুরজন গমন শঙ্কায় ভগবান।
সত্বরে দণ্ডকারণ্যে করিলা প্রস্থান॥
পরিহরি শৈলবর রাম রঘুবর।
বঁধিলেন বনে বনে বহু নিশাচর॥
বিরাধি রাক্ষস ধ্বংস করিয়া কৌশলে।
শরভঙ্গ দর্শন করেন বনস্থলে॥
সুতীক্ষ্ণ অগস্ত্য মুনি সহ সহোদর।
দর্শনান্তে সুপ্রীত হইলা রঘুবর॥
অগস্ত্যমুনীন্দ্রবাক্যে শ্রীমধুসূদন।
বনমধ্যে ইন্দ্র ধনু করিলা গ্রহণ॥
অক্ষয় শায়ক সহ প্রাপ্তি তূণদ্বয়।
প্রীতিযুক্ত মহারণ্য প্রাপ্ত মহাশয়॥
পঞ্চবটী নামক সুন্দর বনস্থলে।
বসতি করেন রাম অতি কুতূহলে॥
বনমধ্যে বনচর গণসহ বাস।
মায়ারূপে রক্ষোগণ দেখাইল ত্রাস॥
আসিলেনঋষি গণ শ্রীরাম সদনে।
সকলে শরণাপন্ন সরোজলোচনে॥
মহেন্দ্র সদৃশ মহাবলী ধনুর্দ্ধর।
খড়্গধারী সনারী মানুজ বীরবর॥
কামরূপা রাক্ষসী আখ্যান শূর্পনখা।
বিরূপা করেন তারে শরণ্যের সখা॥
শ্রবণে রাক্ষসী শূর্পনখার বচনে।
আসিল রাক্ষস গণ দ্রুত সেই বনে॥
ত্রিশিরা খরদূষণ রাক্ষস ভূষণ।
রণে রাম সর্ব্ব রক্ষে করিলা নিধন॥
চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস সেনাপতি।
এককালে বিনষ্ট করিলা বিশ্বগতি॥
পরে জ্ঞাতিগণ বধ বিপুল বিষাদ।
বিশ্বখ্যাত লঙ্কানাথ পাইল সম্বাদ॥
মহাবলী দেবাবলীজয়ী মহাশূর।
ক্রোধভরে রাক্ষসেন্দ্র হুঙ্কারে প্রচুর॥
মহামায়ী মারীচের না শুনি নিষেধ।
মারীচ সহায়ে দ্বন্দ্বে মাতিল দুর্ম্মেধ॥
মহাবলী রামচন্দ্র রঘুবংশবর।
রাম সহ শত্রুতা না সাজে লঙ্কেশ্বর॥
বারম্বার মারীচ করিল নিবারণ।
নিষেধ না মানি মরু নিকশানন্দন॥
কাল প্রাপ্তে হিতবাক্যে করে অনাদর।
সমারীচ রামাশ্রমে গমন তৎপর॥
মায়াবিমারীচ পরে শ্রীরাম লক্ষ্মণে।
মায়াবলে নিয়া গেল অতি দূর বনে॥
লঙ্কেশ্বর অবসর প্রাপ্ত সেই কালে।
সুরসুতা সমা সীতা হরে মায়াজালে॥

যুদ্ধ উপলক্ষে পক্ষি জটায়ু বিনাশ।
শূন্যবাস গৃধ্র নাশ দেখি শ্রীনিবাস॥
সন্তপ্ত অত্যন্ত শোকে রঘুবংশ বীর।
বিবিধ বিলাপে সর্ব্ব ইন্দ্রিয় অস্থির।
গৃধ্ররাজ দাহান্তরে বনান্তরে রাম।
দনুপুত্র কবন্ধে দেখেন ঘনশ্যাম॥
সেই কোপে বিনাশিলা বিকট কবন্ধ।
দেহ দাহে প্রাপ্ত দিব্য দেহ অনুবন্ধ॥
শবরী সমীপে শীঘ্র যাও রঘুবর।
সধর্ম্মিণী তপস্যানিরতা নিরন্তর॥
কবন্ধ বদনে বাক্য বিদিত শ্রীহরি।
সলক্ষ্মণ চলিলেন যেখানে শবরী॥
পাইয়া সৎপূর্ণ পূজা শবরী নিকটে।
হনূমান সহ দেখা পম্পা নদী তটে॥
জানিলেন হনূমান বদনে সংবাদ।
সুগ্রীব সংসর্গে খণ্ডে সমগ্র বিষাদ॥
সীতা হরণাদি সর্ব্ব হয় পরিশ্রুত।
বালি সহ বৈরিভাব জ্ঞাত করে দ্রুত॥
প্রবল বালির বল শুনিলা তথায়।
মহাদুঃখে সখ্য ভাবে সুগ্রীব কথায়॥
বালিবধে বিশিষ্ট প্রতিজ্ঞাকৃত রাম।
বিজ্ঞাত কপীন্দ্রবর বালি বলগ্রাম॥
সশঙ্ক সুগ্রীব স্বীয় সহোদর নাশেশ।
রামে করে কিন্তু কিন্তু বদনে না ভাষে॥
অন্তর্যামি অখিলাত্মা চিদাত্মা চিন্ময়।
বালি বধে সুগ্রীবের সংপূর্ণ সংশয়॥
প্রত্যয়ার্থে প্রবল ধনুর্ভি কলেবর।
প্রক্ষিপ্ত স্বপদে শত যোজন অন্তর॥
শরে সপ্ত তাল ভেদ গিরি রসাতল।
প্রত্যয়ার্থে পরীক্ষা দিলেন মহাবল॥
লোকাতীত কর্ম্ম যত করি নিরীক্ষণ।
কপীন্দ্রের মহা প্রীতি হইল তৎক্ষণ॥
পরে পরস্পর সখ্য সম্ভাষাচরণ।
উভয়ে উভয় প্রতি বিশ্বাসিত মন॥
প্রতিজ্ঞা সমাধা করি কপীন্দ্র শ্রীরামে।
সুগ্রীব সহিতে রাম যান বালি ধামে॥
কিষ্কিন্ধায় প্রকোপে কম্পিত কপিবর।
ঘন ঘন ঘন প্রায় গর্জ্জন তৎপর॥
মহাশব্দ সুগ্রীবের করি অনুমান।
অন্তঃপুর বহির্গত বালি বীর্য্যবান॥
সুগ্রীব বচনে বালি বধিলেন রাম।
সুগ্রীবে সমস্ত রাজ্য দেন ঘনশ্যাম॥
শ্রীহরির আজ্ঞাধীন আজ্ঞাধীন হরি।
সুগ্রীব স্বপুর মধ্যে যান ত্বরা করি॥
উপস্থিত বর্ষাকাল সংগ্রাম অকাল।
প্রতিজ্ঞাপালনে ক্ষান্ত হরি হরিপাল॥
বর্ষাঋতু পরিগতে বিজ্ঞ কপিবর।
স্বদেশ বিদেশে সৈন্য প্রেরিলা বানর॥
সীতা অন্বেষণে সৈন্য সমস্ত প্রেরণ।
সম্পাতি বচনে পরে পবন নন্দন॥
অঞ্জনাপ্রসূত শত যোজন বিস্তীর্ণ।
মহাবল মহাসিন্ধু হইল উত্তীর্ণ॥
রাবণ পালিতা পুরী স্বর্ণপুরী লঙ্কা।
প্রবেশিল মরুৎপুত্র পরিহরি শঙ্কা।

অশোক কানন মধ্যে হরিমধ্যক্ষীণা।
জানকী কানকী লতা ধ্যানপরাধীনা॥
কানন প্রবিষ্টা সীতা দৃষ্টে হনূমান।
আত্মপরিচয়ে করে অঙ্গুরীপ্রদান॥
যেরূপে আছেন রামচন্দ্র বর্ত্তমান।
সীতা প্রতি নিবেদন করে হনূমান॥
সীতার সন্দেশ বীর করিয়া গ্রহণ।
শ্রীরামের অঙ্গুরীয় ফেরায় দর্শন॥
পরে মন্ত্রি সুত পঞ্চ পঞ্চ সেনাপতি।
সমরে সংহার করে পবন সন্ততি।
প্রহস্তের পুত্র নাশে বীর জম্বুমালি।
অক্ষয় কুমার বধে যোদ্ধা মহাবলী॥
রক্ষোগণে আবদ্ধ হইয়া হনূমান।
করিল না তাহে দেহ অস্ত্রে পরিত্রাণ॥
অভিপ্রায় ছিল তায় পিতামহ বর।
পাশে বদ্ধ কিছুকাল রবে কলেবর॥
ইচ্ছাধীন করিল ভ্রমণ লঙ্কাপুরী।
পুচ্ছে অগ্নিপ্রজ্বলিত গলদেশে ডুরী॥
পরে লঙ্কাপুরী বীর করিয়া দাহন।
পরিত্যাগ করে সীতা পাইয়া দর্শন॥
শীঘ্রগতি উপনীত রাম সন্নিধানে।
প্রদক্ষিণ করি রামে মধুর ব্যাখ্যানে॥
লঙ্কার বৃত্তান্ত আর সীতার দর্শন।
সীতাপতি সন্নিধানে করে নিবেদন॥
পরে রাম সুগ্রীব যাইয়া সিন্ধুতীরে।
করিলা সমুদ্র জয় সূর্য্যপ্রভা শরে॥
শোষে তনু জর্জ্জর হইয়া অকুপার।
রামসন্নিধানে উপনীত পারাবার॥
কহে সিন্ধু দীনবন্ধু রাম দয়া নিধি।
সীতা হেতু কর সেতু বন্ধনের বিধি॥
সিন্ধু বাক্যে সেতুবন্ধ করে পরে নল!
সেই পথে লঙ্কাতে প্রবেশে চমূদল॥
সনাতন নিধন করিয়া দশাননে।
অভিষিক্ত করিলেন ভক্ত বিভীষণে॥
সেই কর্ম্ম প্রভু ধর্ম্ম করিয়া দর্শন।
প্রশংসা করেন ইন্দ্র আদি দেবগণ॥
দেব ঋষি মহর্ষি প্রভৃতি বহু স্তবে।
পূর্ণ উপচারে পূজা করেন রাঘবে॥
পূজিত শ্রীরামচন্দ্র সর্ব্ব সুরগণে।
সীতাপ্রতি অনুমতি অগ্নিপ্রবেশনে॥
পতিবাক্য শিরোপরি ধরি অবশেষ।
করিলেন সীতা সতী অনলে প্রবেশ॥
পুণ্য বায়ু বহে কহে আকাশে বচন।
পুষ্পবৃষ্টি হয় আর দুন্দুভি নিস্বন॥
অগ্নি বাক্যে বুঝিলেন রাম বিশ্বপতি।
যথার্থ নিষ্পাপা সীতা পতিপ্রাণা সতী॥
আপনাকে কৃতার্থ জানিলা রঘুবর।
বিগত হইল তাহে অঙ্গগত জ্বর॥
সুরগণ সন্নিধানে প্রাপ্ত বহুবর।
সীতাপ্রাপ্ত পরে রঘু বংশ গুণাকর॥
সীতাসহ পুষ্পক শতাঙ্গ আরোহণে।
নন্দিগ্রামে আসিলেন সহসঙ্গিগণে॥
ভ্রাতৃগণ সহ জটাভার উচ্ছেদন।
সীতা সহ পুন রাজ্য প্রাপ্ত নারায়ণ॥

পৃথিবী কণ্টক নরান্তক বিনাশনে।
বহুযজ্ঞে পূজিত করিলা দেবগণে॥
সীতা সহ সুখে রাম করেন বিরাজ।
পুত্র সম সামন্ত পালেন মহারাজ॥
অযোধ্যার অধিপতি শ্রীযুক্ত শ্রীরাম।
হর্ষযুক্ত দশরথ পুত্র গুণধাম॥
প্রভুর পালনে হৃষ্ট প্রমুদিত প্রজা।
সন্তুষ্টপোষণে পুষ্ট সর্ব্ব ধর্ম্ম ধ্বজা॥
নিরাময় সর্ব্বপ্রাণি শোকাদি রহিত।
শস্য পূর্ণ রামরাজ্য উৎপাত বর্জ্জিত॥
স্বপুত্র মরণ কেহ না করে দর্শন।
অবিধবা নারী করে পতি শুশ্রূষণ॥
বায়ু অগ্নি অম্বু জল ভয় বিবর্জ্জন।
সত্যযুগে যথা তথা সুখি প্রজাগণ॥
রামরাজ্যে পরহিংসাকারি বিবর্জ্জিত।
ছিল না অনাথা তথা নরে অপণ্ডিত॥
নহে ব্যাধি যুক্ত দুর্গ মুক্ত সর্ব্বজন।
আধি ব্যাধি যুক্ত আর ছিল না কৃপণ॥
অশ্বমেধ যজ্ঞশত করিবেন রাম।
বহু স্বর্ণ গোদান পূর্ব্বক গুণধাম॥
করিলেন বহু কাল রাজ্যে রঘুপতি।
স্বস্ব ধর্ম্মে চতুর্ব্বর্গ স্থাপন সম্মতি॥
দশবর্ষ সহস্র অপর দশশত।
রাজ্যভোগ করি হরি ব্রহ্মলোকে গত॥
সেই সর্ব্বগুণারাম শ্রীরাম শ্রীযুক্ত।
নিজ বাহুবলে সর্ব্ব শাসনে নিযুক্ত॥
পূর্ব্বে তুমি জিজ্ঞাসা করিলে মম প্রতি।
সেই সর্ব্ব গুণযুক্ত রাম মহামতি॥
নারদের বচন শ্রবণ করি মুনি।
কহিলেন এই বাক্য বাল্মীকি সদ্গুণী॥
দেবঋষি যতগুণ কহিলে আপনি।
একাধারে নরে আর কদাচ না শুনি॥
সেই সর্ব্ব গুণের একত্র সমবায়।
সংপ্রতি শ্রীরামচন্দ্রাধারে শোভা পায়॥
পরম আখ্যান এই আয়ুর্ব্বৃদ্ধিকর।
যশোবল বর্দ্ধনে বর্দ্ধিত করে নর॥
শ্রীরাম চরিত করে যে নরে পঠন।
তাহার দুরিত হয় ত্বরিত খণ্ডন॥
এ অধ্যায় পুণ্য কথা যে করে কীর্ত্তন।
পঠনে শ্রবণে সর্ব্ব পাপ বিমোচন॥
শ্রীরাম চরিত সব করিলে শ্রবণ।
যেফল সেফল প্রাপ্ত হয় সেই জন॥
বিদ্বান্‌গণের মধ্যে যদি সুবোদ্ধায়।
এ অধ্যায় অধ্যয়ন করেন শ্রদ্ধায়॥
উক্ত সর্ব্ব আশ্রমের সুখভোগ পরে
পরব্রহ্মে লীন হন তত্ত্ব কলেবরে॥
ব্রাহ্মণ পড়েন যদি এই রামায়ণ।
বাগীশত্ব পাইবেন ঋষির বচন॥
ক্ষত্রিয়ে করিলে পাঠ নৃপতিত্ব পান,
বৈশ্যজাতি সমুদায় পুণ্য.ফলবান
শ্রবণে শূদ্রের হয় মহত্ত্ব প্রাপণ
আদিকাণ্ডে সংগ্রহ স্বর্গের সমাপন॥

ত্রিপদী।

নারদোক্তবাণী শুনি,বাক্য বিশারদ মুনি,
বাল্মীকি সশিষ্য সবিস্ময়ে।
মানসে মুনীন্দ্র নরে, পূজা করি রঘুবরে,
পূজিলেন পদ্মজতনয়ে॥
পাইয়া সে মহাপূজা,মুনি ঋষিগণ রাজা,
জিজ্ঞাসা করিয়া ঋষিবরে।
অনুজ্ঞাপ্রাপণান্তর, স্বর্গাগত মুনিবর,
দণ্ডদ্বয় রহিলেন পরে॥
অনন্তর তপোধন, যান সহ শিষ্যগণ,
পুণ্যদা তমসা নদী তীরে।
তীর্থ প্রাপ্তে জ্ঞানিবর,সুপবিত্র-কলেবর,
শিষ্য প্রতি কহেন সুস্থিরে॥
তীর্থ অতি সুনির্ম্মল,শর্করাদি হীন স্থল,
শুন ভরদ্বাজের নন্দন।
পুণ্য প্রসন্নতাধান, সজ্জন মনঃসমান,
সুনীর সুন্দর সুদর্শন॥
এই মহাতীর্থ জলে,স্নান হেতু অত্রস্থলে,
সম্প্রতি করিব অবস্থান।
গচ্ছ পুত্র শীঘ্রগতি, মমাশ্রমে মহামতি,
আনিয়া বল্কল কর দান॥
গুরুবাক্যে ভারদ্বাজ, না করিয়া ক্ষণব্যাজ,
উপনীত মুনীন্দ্র আশ্রমে।
অবিলম্বে মুনিবরে, বল্কল দিলেন করে,
তথা হৈতে আনিয়া সম্ভ্রমে॥
শিষ্যদত্ত পরিধান, বল্কল করি আদান,
জলে স্নান করি মুনিবর।
তথাবগাহনান্তরে, মন্ত্র জপ করি করে,
বাগ্যত হইলা গুণাকর॥
যথার্থবিধিবিধানে,তোষি আত্মপিতৃগণে,
তর্পণে বাল্মীকি মুনিশ্রেষ্ঠ।
অনন্তর তমসার, তীরে ভ্রমি গুণাধার,
বনশোভা দেখিলা যথেষ্ট॥
তথা মুনি অপরঞ্চ, সুন্দর দর্শনক্রৌঞ্চ,
মিথুনে দেখেন পরে মুনি।
যমসম ব্যাধপরে,এককৌঞ্চে লক্ষে শরে,
মুনীন্দ্র সমক্ষে অস্ত্রগুণি॥
বিনাশিল মাংসাশনে,মুনীন্দ্র বিষাদমনে,
দেখিলেন শোণিতাঙ্গ বকে।
ভূমিতলে ম্রিয়মাণ,বিলুণ্ঠিত করি প্রাণ,
আর্ত্তা বকী কান্দে পতিশোকে॥
ক্রৌঞ্চীর করুণাস্বন, শ্রবণে ক্রৌঞ্চনিধন,
বিষাদ করিয়া সেই বনে।
শিষ্য সহ মুনিবর, করুণায় সকাতর,
নিকটে আসিয়া দুই জনে॥
ধর্ম্মাত্মা ব্রাহ্মণোত্তমে,মহাজ্ঞানী সসম্ভ্রমে,
শুনিলেন বকীর রোদন।
ক্রন্দমানা বকীপ্রতি, কহিলেন মহা যতি,
শ্লোক ছন্দে প্রথম বচন॥
করিলেন সম্বোধন, অরে নিশাদ নন্দন,
প্রতিষ্ঠা না পাইবে সবর।
মিথুন হইতে বকে,বিনাশ করিলে লোকে,
বিশেষে কামার্ত্ত কলেবর॥

কিরাতোপলক্ষে মুনি, বাক্য বলি মহাগুণী,
অতি চিন্তা যুক্ত অনন্তর।
ভাবিলেন এই রূপ, বলিলাম একি রূপ,
মম তুণ্ডজাত মনোহর॥
এই রূপ দণ্ড দ্বয়, ধ্যান করি মহাশয়,
সেই বাক্য পরামর্শদ্বার।
পার্শ্বস্থিত শিষ্যবরে, জিজ্ঞাসেন মৃদুস্বরে,
ভরদ্বাজ করত বিচার॥
চতুষ্পদে যুক্তা বাণী, সমান অক্ষর জানি,
কি বাক্য বদনে বহির্গত।
শোক করি এই উক্ত, সেই হেতু উপযুক্ত,
শ্লোক নাম হয় অর্থগত॥
শিষ্য অতি উপযুক্ত, মুনিবাক্য যুক্তি যুক্ত,
শ্রুত মাত্র করিলা স্বীকার।
আচার্য্যের পূর্ণ প্রীতি, দৃষ্টি করি যথা রীতি,
মহামতি মুনীন্দ্র কুমার॥
গুরুশিষ্য পরস্পরে, করিয়া সম্ভাষা পরে,
সেই শোক চিন্তা অনুক্ষণ।
আশ্রমে শিষ্য সঙ্গে, আসিলেন চত্তরঙ্গে,
পরিত্যাগ অন্য আলাপন॥
ভরদ্বাজ মুনি অংশ, বিনয়ী পবিত্র বংশ,
অগ্রে আসি সম্পূর্ণ কলস।
স্থাপন কুটীরদ্বারে, যথাবিধি সুবিচারে,
পরিপূর্ণ করি ঘন রস॥
পরে শিষ্য সহ মানী, আশ্রমে পরম জ্ঞানী,
উপনীত সংস্থিত আসনে।
ধ্যানযুক্ত মুনিরাজ, পরে কিছু কালব্যাজ,
বাল্মীকি মুনীন্দ্র সন্নিধানে॥
ব্রহ্মা আদ্য প্রজাপতি, প্রভু সুবিশুদ্ধ মতি,
মুনীন্দ্র আশ্রমে আগমন।
স্বয়ম্ভু ঐশ্বর্য্যবান, অন্তর্যামী ভগবান,
মুনিবরে করিতে দর্শন॥
বাল্মীকি ব্রহ্মারে দেখি, মনোমধ্যে মহাসুখী
গাত্রোত্থান করি মুনিবর।
কৃত কৃত্য করপুটে, আসন হইতে উঠে,
প্রণাম করিলা বহুতর॥
অত্যন্ত বিস্ময়ান্তরে, পূজারম্ভ সুরবরে,
পাদ্য অর্ঘ্য আসন বন্দনে।
বিহিত মত প্রণতি, করি বিপ্র সরস্বতী,
জিজ্ঞাসেন মধুর বচনে॥
অনন্তরে প্রজাপতি, পূজনে সন্তোষমতি,
মুনি দত্তাসনে উপবিষ্ট।
পিতামহ মুনিপ্রতি, বসিবার অনুমতি,
করি বাঞ্ছা পূরণে অভীষ্ট॥
দেখিলা অখিলপতি, লইয়া সে অনুমতি,
আসনে বসিয়া শুদ্ধ মন।
তদ্গত মানস মুনি, বাল্মীকি পরম গুণী,
ধ্যানে অবস্থিত তপোধন॥
মুনিবর বারম্বার, ক্রৌঞ্চী শোকে শোকাধার,
পূর্ব্বশ্লোক করি উচ্চারণ।
অন্তর্ধ্যানে তপোবনে, ভাবিলেন মনে মনে,
হয়ে অতি শোকাকুল মন॥
অত্যন্ত কুটিল মতি, নিষ্ঠুর ব্যাধ সন্ততি,
হা, দুরাত্মা কি কষ্ট আচরে।
যেহেতু সুন্দর ক্রৌঞ্চ, বিনাশিল অপরঞ্চ,
অকারণে বিদ্ধ করে শরে॥

মুনি প্রতি প্রজাপতি, হাস্য করি মহামতি,
পরে এই উক্তি উচ্চারণ।
হয়ে মহাঋষি তুমি, বক বধ শোকভূমি,
শোচনায় বলিলে বচন॥
তোমার শোচিত বাক্য, অর্থ অনুগত শক্য,
শ্লোকরূপী হইল সংপ্রতি।
ছন্দো বদ্ধ তব ভাষ, বেদ ব্রহ্ম সুপ্রকাশ,
প্রবৃত্তা পরমা সরস্বতী॥
মুনিবর এই ছন্দে, প্রকাশ পরমানন্দে,
শ্রীরাম চরিত সমুদায়।
ধর্ম্মাত্মা সদ্গুণাধার, বুদ্ধিমান্ পরিষ্কার,
তাঁর গুণ ব্যাখ্যা হয় যায়॥
মুনিবর মম পুত্র, নারদ হইতে সূত্র,
পূর্ব্বে তুমি প্রাপ্ত উপদেশ।
শ্রীরাম রহস্য কথা, পূর্ব্ব উপদিষ্ট যথা,
প্রকাশিবে আদ্য অন্ত শেষ॥
রামচন্দ্র গুণাধার, স্বপর সহায় তাঁর,
সকলের চরিত্র বর্ণন।
রক্ষোবংশ রাবণান্ত, উৎপত্তি সংস্থিতি অন্ত,
সীতার সমূহ আচরণ॥
রহস্য প্রকাশরূপে, কর মুনি কোন রূপে,
সমুদায় স্বরূপ বর্ণন।
অজ্ঞাত যে ভগবান্, আর রাম গুণাখ্যান,
বিস্তারিত হইবে স্মরণ॥
মুনিবর মম বরে, সর্ব্বজ্ঞ হইয়া পরে,
সরাজ্য সদারে সুপ্রকাশ।
দশরথ নৃপতির, আখ্যান বর্ণন স্থির,
যথা স্থিতি ভাষণ নির্য্যাস॥
অনুষ্ঠিত শত তাঁর, সম্পূর্ণ রূপ প্রচার,
আমার প্রসাদে হবে তব।
এই কাব্যে মুনিবর, তব বাক্য গুণাকর,
মিথ্যা না হইবে এক লব॥
রমণীয় রামকথা, শ্লোক বদ্ধ হয় যথা,
কর তথা উত্তম রচন।
যেপর্য্যন্ত ধরাতলে, সংস্থিত শৈল সকলে,
আর যত তরঙ্গিণী গণ॥
তাবত্ তোমার কৃত, রামায়ণ রসামৃত,
প্রকাশিত রবে রসাতলে।
তব কৃত কথামৃত, যে পর্য্যন্ত ধরা স্থিত,
সঞ্চারিত করিবে সকলে॥
তাবৎ কাল পূর্ব্বাপর, মম ধামে মুনিবর,
সুখে বাস করিবে নিশ্চিত।
এই কথা মুনিপ্রতি, সম্ভাষিয়া প্রজাপতি,
সেই স্থলে হন অন্তর্হিত॥
শিষ্যসহ অনন্তর, বাল্মীকি মুনীন্দ্রবর,
বিভুগতে বিস্ময় মানসে।
মুনীন্দ্র শিষ্য সকলে, পরে পরম কৌশলে,
এই শ্লোক কহিলা সহাসে॥
প্রীয়মাণ বারম্বার, করিলেন সুবিস্তার,
চতুষ্পাদ সমাক্ষরে মুনি।
মুহুর্ম্মুহু তব উক্ত, শোক শ্লোকরূপে যুক্ত,
সংসারে সুখ্যাত মহাগুণী॥
পশ্চাতে পরম জ্ঞানী, শুনি শিষ্যগণ বাণী,
এ বুদ্ধি হইল উপস্থিত।
সমুদায় রামায়ণ, শ্লোক ছন্দে বিবরণ,
বর্ণন করিব সুনিশ্চিত।

ধর্ম্মার্থ কামনা যুক্ত, নানা চিত্র অর্থে উক্ত,
বিস্তার করিব রামায়ণ।
রত্নাঢ্য সুরত্নাকর, যথা তথা মনোহর,
হবে লোক কর্ণ রসায়ন॥
প্রতিজ্ঞা পূরণ হেতু, মুনি মহা জ্ঞানসেতু,
সরল সকল অর্থযুক্ত।
চতুষ্পাদ মনোহর, শ্লোকচ্ছন্দে সুমাক্ষর,
রামকীর্ত্তি কীর্ত্তনোপযুক্ত॥
যশস্বির যশস্কর, রচিলেন মনোহর,
কাব্য মুনি উদার চরিত।
আদিকাণ্ড রামায়ণ, পদ্মযোনি আগমন,
যুগ স্বর্গ সাঙ্গ সমুদিত॥

পয়ার॥

প্রাপ্ত রাজ্য রাঘবের পরম চরিত।
বিচিত্র পবিত্র পদ বিনাশে দুরিত॥
প্রকাশ করেন মুনি বাল্মীকি প্রধান।
বিষ্ণু গাথা মিষ্ট কথা অমৃত সমান॥
চতুর্ব্বেদ মর্ম্মগ্রহ পরম শোভন।
অন্যান্য অপূর্ব্ব ইতিহাস পুরাতন॥
শ্রবণ করান মুনিবর বিপ্রগণে।
ব্রতস্থিত জিতেন্দ্রিয় সমস্ত ব্রাহ্মণে॥
ধৌম্য আর মাণ্ডব্য কুশিক সাঙ্কৃত্যে।
অপর কৌশল বংশোদ্ভব সর্ব্বজনে॥
মহাবংশ ইক্ষ্বাকু শ্রী রামাংশ সম্ভব।
জানকী তনয় ব্রহ্মচারী কুশীলব॥
ইত্যাদি সমূহ জনে গ্রন্থ রামায়ণ।
অর্থ সহ মুনিবর করান শ্রবণ॥
ধন্য পুণ্য যশঃপ্রদ আয়ুর্ব্বিবর্দ্ধন।
শ্রবণে ত্রিদিব প্রাপ্তি মহা স্বস্ত্যয়ন॥
শ্রীরাম কীর্ত্তন মুনি করিয়া বর্ণন।
সমাদরে শিষ্যগণে করি সমর্পণ॥
ইহ লোকে ধন প্রাপ্তি ধর্ম্ম কাম আর।
নানার্থ সংগ্রহ তথা বেদার্থ আধার॥
যে জন শ্রবণ করে নিত্য সংকীর্ত্তন।
ইহলোকে সুখ ভোগী হয় সেই জন॥
পরে পায় পুণ্যচয় পুরন্দর পুর।
অমর শরীরে করে সর্ব্ব পাপ দূর॥
আদিকাণ্ডে প্রথমে ইক্ষ্বাকু বংশকথা।
জনকের বিস্তারিত সুবর্ণন যথা॥
দেবঋষি পুলস্ত্যের সদ্গুণ কীর্ত্তন।
অশ্বমেধ অবসানে মহা তপোধন॥
মহাত্মা রাজেন্দ্র রামচন্দ্র তুষ্টি হেতু।
রামায়ণ প্রথম হইতে স্বর্গসেতু॥
যে স্থলে ধর্ম্মার্থ যোগ সর্ব্ব পাপ ক্ষয়।
পরম পাবন বিশেষতঃ শুভোদয়॥
এই আদিকাণ্ড মুনি বর্ণিয়া বিস্তারে।
প্রচারেন রামকথা কুশীলব দ্বারে॥
প্রথমে নারদ প্রশ্ন তমস গমন।
দ্বিতীয় আশ্রমে পদ্মযোনিকে দর্শন॥
মুনিবরে বর প্রাপ্তি পরে সমুদায়।
শ্লোক পরিমাণ কথা বিস্তার তথায়॥
অযোধ্যা বর্ণন অতি শ্রবণ মধুর।
রাজা দশরথ গুণ কথন প্রচুর॥
রাজার অমাত্যগণ বর্ণন সুন্দর।
কৌশল্যাদি রাজ্ঞী কথা অতি মনোহর॥

পুত্রহেতু মহীন্দ্রের দ্বিজ আমন্ত্রণ।
দ্বিজ দ্বারা সাঙ্গোপাঙ্গ যজ্ঞ সমাপন॥
বরপ্রাপ্তি সেইস্থানে যজ্ঞ আরম্ভণে।
ভাগার্থি দেবতা বর্গ বর্ণন কথনে॥
দশানন বিনাশনে মন্ত্রণা বিস্তর।
করিলেন স্বস্ব অংশে সর্ব্ব সুরবর॥
যেরূপে ধরণীতলে অংশ অবতার।
সেই সমুদায় কথা বিবিধ বিস্তার॥
পায়স উৎপত্তি নৃপ নন্দন জনন।
কৌশল্যার গর্ব্ভে রামচন্দ্র উৎপাদন॥
ভরতের জন্ম হবে কেকয়ী জঠরে।
শত্রুঘ্ন লক্ষ্মণ জন্ম সুমিত্রা উদরে॥
যেরূপে জন্মিয়াছিল বানর সংহতি।
দশরথ রাজপুরে বিশ্বামিত্র গতি॥
মুনিগণ মহাযজ্ঞ করিতে রক্ষণ।
বিশ্বামিত্র সহ রাম লক্ষ্মণ গমন॥
বিশ্বামিত্রস্থানে নানা শাস্ত্র বিদ্যাভ্যাস।
অনঙ্গ আশ্রমে যথা শ্রীরাম প্রবাস॥
তারকা দর্শন আর তারকাবিনাশ।
অস্ত্রলাভান্তরে যথা সিদ্ধাশ্রমে বাস॥
যজ্ঞরক্ষা সুবাহু বিনাশ শুভ কথা।
মারীচ দর্শন বিশ্বামিত্র বংশ গাঁথা॥
পবিত্র কারিণী সুরতটিনী সম্ভব।
দিব্য গর্ব্ভে অবতার কার্ত্তিক উদ্ভব॥
বিশাল নামক রাজ ঋষিবংশ কথা।
অহল্যার পতি শাপ বিমোক্ষণ যথা॥
মিথিলা নগরী যজ্ঞ বর্ম্ম দৃষ্টিপাত।
মিথিলাধিপতি সহ যেরূপে সাক্ষাত্॥
কৌশিক মহাত্মা মুনি চরিত কথন।
শতানন্দ মুখে শ্রুত শ্রীরাম কীর্ত্তন॥
ধনুর্ভঙ্গ জনকের কন্যা সম্প্রদান।
দশরথ জনক মিলন সমাধান॥
অনন্তর জনক জনক সহোদর।
কন্যাগণ বিবাহ প্রসঙ্গ মনোহর॥
বধূগণ গ্রহণ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার।
নিজপুরে দশরথ গমন বিস্তার॥
পথিমধ্যে জামদগ্ন্য রাম সমাগম।
স্বর্গপথ রুদ্ধ তার করি রঘূত্তম॥
অযোধ্যাপুরী প্রবেশ ভরত প্রবাস।
অযোধ্যা নগরবাসি প্রমোদ প্রকাশ॥
ইত্যাদি সকল কাণ্ড আদিকাণ্ড কথা।
উচ্চারিত কুশীলব প্রমুখতঃ তত্ত্বা॥
ইহাতে হইল চত্তঃষষ্টি স্বর্গ সাঙ্গ।
দ্বিসহস্র আষ্টশত শ্লোক পঞ্চাশাঙ্গ॥
বালক চরিত্র যথা শ্রীরাম বর্ণন।
দ্বিতীয় অযোধ্যাকাণ্ড আখ্যান কথন॥
যে কাণ্ডে শ্রীরামচন্দ্র রাজ্যাভিষেচন।
সঙ্কল্প ব্যাঘাত বাক্য বিস্তীর্ণ বর্ণন॥
কেকয়ীর প্রতি দশরথের বিনয়।
রামশোকে নৃপতির বিদীর্ণ হৃদয়॥
বনবাসে গমন লক্ষ্মণ অনুচর।
শ্রীরামের শোকে বিষাদিত সর্ব্ব নর॥
প্রকৃতিগণের তথা শোকাপনোদন।
রাঘবের পিতৃ সত্যে অরণ্যে গমন॥
ভাগীরথী পারে যাত্রা বর্ণন বিস্তার।
ভরদ্বাজ মুনীন্দ্র দর্শন কথা সার॥

ভরদ্বাজ অভিমতে শ্রীরঘুনন্দন।
যেরূপে করেন চিত্রকূট প্রদর্শন॥
চিত্রকূট পর্ব্বতে প্রভুর পরিবেশ।
সুমন্ত্র সারথি আসি কহিল সন্দেশ॥
দশরথ নৃপতির দেহান্ত বিপত্তি।
ঋষ্যশৃঙ্গ শাপ কথা আর ভরত আপত্তি॥
অযোধ্যা হইতে হরি দর্শন কারণ।
শ্রীরাম সাধন হেতু ভরত গমন॥
ভরদ্বাজাশ্রম স্থানে ভরতের বাস।
শ্রীরাম দর্শন করি পূর্ণ অভিলাষ॥
দশরথ নৃপতিকে জল সম্প্রদান।
শ্রীরামের প্রসন্নতা কীর্ত্তন বিধান॥
জাবালি অপর রাম দেব বাক্যচয়।
ইক্ষ্বাকু বংশের কথা যথা সমুদয়॥
অযোধ্যাগমন প্রতি রাম অস্বীকার।
ভরতে বিদায় কথা অতি সুবিস্তার॥
পাদুকা গ্রহণ করি নন্দিগ্রামে গতি।
মাতৃগণে বিসর্জ্জন অযোধ্যার প্রতি॥
অযোধ্যাপুর প্রবেশ করেন অবিঘ্ন।
ভ্রাতৃ বাক্যে মহামতি নৃপজ শত্রুঘ্ন॥
ইত্যাদি দ্বিতীয় কাণ্ড কথা সমাপন।
নামেতে অযোধ্যা কাণ্ড শাস্ত্রীয় বর্ণন॥
অশীতি সংখ্যক স্বর্গ ইহাতে সমাপ্ত।
শ্লোক সংখ্যা নিরূপণ করিব পর্য্যাপ্ত॥
শতাধিক তাহে বেদ সহস্র সম্মিত।
অধিক সপ্ততি শ্লোক জানিবে নিশ্চিত॥
তৎপরে তৃতীয় কাণ্ড আরণ্য আখ্যান।
যেকাণ্ডে দণ্ডক বনে শ্রীরাম প্রস্থান॥
মৈথিলীর অঙ্গরাগ অনসূয়া কৃত।
এই হেতু সীতায় আপনি সমন্বিত॥
বিরাধ দর্শন আর তাহাকে হনন।
ঋষিগণ সম্মিলন মৈথিলী সান্ত্বন॥
শরভঙ্গাশ্রম প্রাপ্তি অতি শুভক্ষণে।
মহেন্দ্র দর্শন তাহে সুতীক্ষ্ণ সদনে॥
উপনীত সীতারাম তাহার আশ্রমে।
সীতা সহ সুসংবাদ কথন সম্ভ্রমে॥
মন্দকর্ণি সুবর্ণন বাসব প্রেরণ।
দুরাত্মা ইন্দ্রল আদি সংবাদ কীর্ত্তন॥
অগস্ত্য আশ্রম বাস কথিত তথায়।
পঞ্চবটী জটায়ুর দর্শন যথায়॥
জনস্থান প্রস্থানাদি শিশির বর্ণন।
কেকয়ী নিন্দন আর ভরতে স্মরণ॥
শূর্পনখা সহ বাক্য বিরূপ কারণ।
নিধন খরদূষণ ত্রিশিরা নাশন॥
শূর্পনখা রাক্ষসীর লুক্কায় প্রবেশ।
সীতার সৌন্দর্য্য বাক্য রাবণে সন্দেশ॥
সমাগত মারীচ দুর্ব্বৃত্ত নিশাচর।
মৃগরূপে জনকীর কুটীরে সত্বর॥
সীতাপ্রতি রাক্ষসের লোভ প্রদর্শন।
সীতাকে করিয়া লুব্ধা রামে আকর্ষণ॥
মারীচ বিনাশ আর লক্ষ্মণ নিন্দন।
কৌশলে রাবণ করে সীতাকে হরণ॥
পরে রাম লক্ষ্মণ সহিত সমাগম।
জটায়ু নিধন সীতা যাত্রা লঙ্কাশ্রম॥
রাম সহ লক্ষ্মণের পরে কুসংবাদ।
জানকী হরণ জন্য শ্রীরামে বিষাদ॥

জটায়ু দর্শন কথা বিস্তারিত পরে।
পক্ষীন্দ্রে সৎকার কার্য্য দুই সহোদরে।
করিলেন খগেন্দ্রের তর্পণাদি তথা।
কবন্ধ বিনাশ পরে স্বর্গপ্রাপ্তি যথা॥
তৎপরে কবন্ধ বাক্যে সুগ্রীবান্বেষণ।
পম্পানামী নদী তীরে শবরী দর্শন॥
রাম প্রতি শবরীর উপদেশ দান।
আরণ্যক কাণ্ডে কাণ্ড ত্রয় সমাধান॥
চতুর্দ্দশাধিক শত স্বর্গ নিরূপণ।
সার্দ্ধশত শ্লোক চারি সহস্র গণন॥
অপর চতুর্থ কাণ্ড কিষ্কিন্ধা নামক।
শ্রীরামের ঋষ্যশৃঙ্গ গিরীন্দ্র প্রাপক॥
পবন নন্দন সহ সন্দর্শন তথা।
কহিব তাহাতে সীতা সংবাদিনী কথা॥
ঋষ্যমুখ আরোহণ কথন তথায়।
সুগ্রীব সহিতে রামে মিলন যথায়॥
বালি বলী বানরেন্দ্র পৌরুষ কীর্ত্তন।
প্রত্যয়ার্থে সপ্ত তাল বৃক্ষ সম্বেধন॥
বালি সুগ্রীবের যুদ্ধ বালির বিনাশ।
অন্তঃপুরে বালিদারা বিলাপ প্রকাশ॥
তারা প্রতি শ্রীরামের করুণা বিস্তার।
সুগ্রীবের অভিষেক কর্ম্ম সুপ্রচার॥
বালি পুত্র অঙ্গদে সুগ্রীবে সমর্পণ।
যৌবরাজ্যে শুভাশ্রমে তাহার বরণ॥
রামের বিলাপ তথা বিস্তার বর্ণন।
কহিব যেরূপে সান্ত্ব করেন লক্ষ্মণ॥
বর্ষা ঋতু সমাগমে পুনশ্চ বিলাপ।
শরদ বর্ণন তথা সুন্দর আলাপ॥
শরৎকালে মোহজালে রাম বিলাপন।
কাল সমাপন করি করিব কীর্ত্তন॥
শ্রীরামের ক্রোধ তথা সুগ্রীবের প্রতি।
রাম ক্রোধ জানিয়া সুগ্রীব মহামতি॥
লক্ষ্মণের সুসম্ভ্রম কিষ্কিন্ধা প্রেরণ।
দূতরূপে সমাগত সুমিত্রা নন্দন॥
রামাশ্রমে সসম্ভ্রমে সুগ্রীব গমন।
রামের নিকটে গিয়া সুগ্রীব সাধন॥
বানর সংগ্রহ ধরা বর্ণন বিস্তার।
শ্রীরাম সম্মুখে কথা সুগ্রীব রাজার॥
কহিব বানর চমূ যেরূপে প্রস্থান।
বলীমুখ প্রতি তথা অঙ্গুরী প্রদান॥
হনূমান প্রভৃতি সমস্ত কপিগণ।
যেরূপে করিল বিন্ধ্য পর্ব্বত লঙ্ঘন।
অপর বানরে করে গুহায় প্রবেশ।
সীতার প্রবৃত্তি হত বিষাদ বিশেষ॥
কপিগণে যেরূপে সাগর প্রবেশন।
মহামতি সম্পাতি পক্ষীন্দ্র দরশন॥
বিহঙ্গ বচনে স্বর্ণ লঙ্কা সমাচার।
ঈদৃশ চতুর্থকাণ্ড কিষ্কিন্ধা প্রচার॥
স্বর্গ সংখ্যা চতুঃষষ্টি কিষ্কিন্ধা বিধান।
দ্বিসহস্র শ্লোক নব শত পরিমাণ॥
অধিক অপর পঞ্চ বিংশতি তথায়।
অতঃপর সুন্দর সংগীত কাণ্ড তায়॥
অঞ্জনা রঞ্জন পরে লঙ্কায় গমন।
সমুদ্র তরণ কালে সুরসা দর্শন॥
মৈনাকাখ্য গিরিবরে পরে দৃষ্টিপাত।
লঙ্কা সন্দর্শন পূর্ব্বে সিংহিকা নিপাত।

াতে প্রবেশ আর লঙ্কার বর্ণন।
বণের অন্তঃপুরে সীতা অন্বেষণ॥
ষ্পক দর্শন পণ্য বীথিকা বর্ণন।
খিল রাক্ষসেশ্বর দুরাত্মা রাবণ॥
ষ্পক হরণ আর সীতা অন্বেষণা।
নকীর অদর্শনে অত্যন্ত উন্মনা॥
ৎপরে অশোকারণ্য গমন কথন।
শোক বনিকা মধ্যে বৈদেহী দর্শন॥
রণের প্রবেশন প্রমোদ কাননে।
রণ ভৎর্সন তথা প্রলোভ দর্শনে॥
তাপ্রতি পরে যত রাক্ষসী তর্জ্জন।
নুমান বীরে সীতা পাইল দর্শন॥
ভিজ্ঞান দান তথা সীতা সন্তাষণ।
ুমণি দান প্রাপ্ত পবন নন্দন॥
নভঙ্গ মহারঙ্গ রাক্ষস ভৎর্সনা।
ঙ্কর রাক্ষস চর সমগ্র ঘাতনা॥
ন্ত্রিবধ করি পরে সেনাপতি নাশ।
ক্ষয় কুমার বধ তথায় প্রকাশ॥
পবন নন্দন যুদ্ধ কথন বিস্তার।
হাবীর মেঘনাদ রাবণ কুমার॥
হ্মাস্ত্রে সমীর পুত্রে বদ্ধ করে বলী।
রে দূত নিবেদিল গিয়া সভাস্থলী॥
াঙ্গূলে অনল দান তাহা উদ্দীপন।
লঙ্কা দাহ করে তাহে পবন নন্দন॥
জানকীকে দর্শন করিয়া হনূমান।
লঙ্কাপুরী পরিহরি করিল প্রস্থান॥
াম্ববান আদি যত শাখামৃগ গণ
মস্ত সহিতে হয় মারুতি মিলন॥
মধুবন প্রবেশন মাধীক হরণ।
দেব মার্গ আরোহণ ভঙ্গ মধুবন॥
অঙ্গদ প্রমুখ শাখামৃগে রামসঙ্গ।
সীতা প্রাপ্তি মণিদান প্রবৃত্তি প্রসঙ্গ॥
লঙ্কা প্রদর্শন অন্য রাবণ দর্শন।
সীতা সহ দেখা আর অঙ্গুরী প্রেরণ॥
মহাদুর্গ বিধানাদি রাক্ষস চেষ্টিত।
অশোকোপ বনভঙ্গ বাহিনী বেষ্টিত॥
যেরূপে নিগূঢ় গড় বিনাশিল তায়।
শ্রীরামাগ্রে হনূমান কহে সমুদায়॥
যে কাণ্ডে সুগ্রীব সহ শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
প্লবঙ্গম চমূ সহ দক্ষিণে গমন॥
সিন্ধু কূলে সকূলের সঙ্গ করি রাম।
প্রবিষ্ট জলধি তীরে দূর্ব্বাদল শ্যাম॥
পঞ্চম কাণ্ডীয় কথা হইল সমাপ্ত।
সুন্দর নামক কাণ্ড ইত্যাদি পর্য্যাপ্ত॥
সুন্দর কাণ্ডীয় যত স্বর্গ নিরূপণ।
দ্বাবিংশতি ত্রয়াধিক তথায় গণন॥
দ্বিসহস্র চত্বারিংশৎ অধিক পঞ্চম।
তাহাতে বিদিত হবে শ্লোকের নিয়ম॥
অতঃপর ষষ্ঠকাণ্ডে লঙ্কাকাণ্ড নাম।
যে কাণ্ডে সমুদ্র তীরে উপস্থিত রাম॥
লঙ্কা প্রবেশন মন্ত্রি গণ সহ স্থির।
মন্ত্রণা করেন যথা রঘুবংশ বীর॥
লঙ্কাপুরে শ্রীরামের শুনি আগমন।
মন্ত্রিসহ মন্ত্রণা নিবিষ্ট দশানন॥
সাম্য হেতু রম্য বাক্য কহে বিভীষণ।
পরিহর রঘুবর দার দশাননং॥

নগরের সুমঙ্গল এই সুকৌশল।
বিপরীতে অপ্রণয়ে না হবে মঙ্গল॥
বিভীষণ বচন শ্রবণ করি রক্ষ।
সকোপ রক্তাক্ষ ভাবে ভাবে প্রতিপক্ষ॥
পরে পদাঘাতে করে অনুজে তাড়ন।
চতুর্মন্ত্রি সহ তাহে বীর বিভীষণ॥
দুরন্ত পাপিষ্ঠ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পরি হরি।
গদাপাণি গতবান যথায় শ্রীহরি॥
লঙ্কা রাজ্যে নির্ধার্য্য করিতে বিভীষণে।
অভিষিক্ত করিলেন সরোজ লোচনে॥
যত্নকরি শ্রীহরি সাগর জল আনি।
ভক্তে অভিষিক্ত করি হরি মহামানী॥
সমুদ্র দর্শনে হয় সেতু সমারম্ভ।
সেতু বন্ধ সন্ধানে সমুদ্র হৃতদম্ভ॥
সাগর বন্ধনে নল্রে দিয়া উপদেশ।
সমুদ্র তরণ প্রায় লঙ্কায় প্রবেশ॥
অন্তশ্চরে আজ্ঞা চরে করে দশানন।
পরে শুকশারণের বাহিনী দর্শন॥
রাবণের মন্ত্রণা রামের মায়াশির।
সরমার বাক্য শুনি সীতা মনঃস্থির॥
যে কাণ্ডে পশ্চাতে মাল্যবানের আখ্যান।
লঙ্কাপুরী গোপন ভাবিতে ভগবান॥
অনন্তর রামবলে সুস্থির মন্ত্রণা।
রাম সৈন্যে রাবণের চর প্রবেশনা॥
সুবেলারোহণ আর লঙ্কাবরোধন।
যুদ্ধ সমারোহ দ্বন্দ্ব যুদ্ধ প্রবর্ত্তন॥
সুপ্ত বিনাশন যজ্ঞ করে ইন্দ্রজিত্।
প্রবাণে রাঘব সহ সৈন্য প্রকুপিত॥
রাত্রি যুদ্ধ বিধান অপর শরবন্ধ।
দর্পণ দর্শন তথা বিনাশ প্রবন্ধ॥
অস্ত্র বন্ধ বিমোক্ষণ ধূম্রাখ্য নাশন।
পরে নষ্ট যেরূপে রাক্ষস অকম্পন॥
প্রহস্ত বিনাশ আর রক্ষোরণভঙ্গ।
প্রবর্ত্ত উৎকট কর্ম্মে ভাবি রণরঙ্গ॥
কুম্ভকর্ণে জাগরিত করি রক্ষোরাজ।
কুম্ভকর্ণ সহ দৃষ্টি রাক্ষস সমাজ॥
অনুজ সহিতে করে দশমুণ্ড উক্তি।
শ্রীরামের প্রশ্ন কথা রণযাত্রা যুক্তি॥
কুম্ভকর্ণ রণযাত্রা সমাচারে ভীত।
শ্রীরাম সৈনিকপতি কপীন্দ্র চকিত॥
সুগ্রীবেরে ধৃত করে কুম্ভকর্ণ বীর।
যেরূপে হইলা মুক্ত কপীন্দ্র সুধীর॥
হইল শ্রীরাম হস্তে কুম্ভকর্ণ নাশ।
নরান্তক দেবান্তক যাত্রা যমবাস॥
মহোদর ত্রিশিরা অপর মহাপার্শ্ব।
অতিকায় বিনাশে রাঘব দলে হর্ষ॥
মেঘনাদ অস্ত্রে মোক্ষ সসৈন্যে শ্রীরাম
ভৈষজ্য সংগ্রহ আদি যত কার্য্য গ্রাম
পরে বিস্তারিত উল্কা প্রপাত সমর।
কুম্ভ নিকুম্ভের নাশ অত্যন্ত দুষ্কর॥
মকরাক্ষ বীরবধ রাবণ নির্গম।
মায়া সীতা বিনাশিতা রামের সম্ভ্রম॥
ইন্দ্রজিতে বিনাশিতে কুপিত রাবণ।
বহুবিধ অনিষ্ট করিয়া নিরীক্ষণ॥
সমরে সাজিল মহাবলী দশানন।
গতমাত্র বিরূপাক্ষ বীর বিনাশন॥

ত্র আর উন্মত্ত উভয়ে পত্র মরে।
ম বাক্যে রাবণ ভর্ৎসনা বহু করে॥
ন্ত্রযুদ্ধ প্রথমে রাবণ রঘুবরে।
ক্ষ্মণ পতনে রামে বিলাপ সমরে॥
ধ আনিলে পরে লক্ষ্মণ উত্থান।
সিল বাসব রথ রাম বিদ্যমান॥
তলি দর্শন ইন্দ্র বাক্য বিজ্ঞাপন।
বণের যুদ্ধভঙ্গ পশ্চাতে বর্ণন॥
রথির প্রতি রক্ষোভূপতি ভর্ৎসন।
নব সহিতে দ্বন্দ্বে রত দেব গণ॥
হাঘোর শব্দ রথ শূন্য দশানন।
হ সতত হয় পৃথিবী কম্পন॥
পরে রাবণ বধ ত্রিলোক বিশ্রুত।
কাণ্ড কথা ইতি সুধাসমন্বিত॥
পঞ্চাধিক শত সর্গ কাণ্ডে নিরূপণ।
শ্লোক সংখ্যা ইতোমধ্যে করি সঙ্কলন॥
চতুর্থ সহস্র পরে পঞ্চাধিক শত।
অতঃপরে উত্তরকাণ্ডীয় কথা যত॥
যে কাণ্ডে প্রকাণ্ড কাণ্ড রাবণের দারা।
পতিশোকে বিলাপ করিল কত তারা॥
অনন্তর বিভীষণে অভিষেক রাজ্যে।
রাবণের সৎকার করিয়া শেষ কার্য্যে॥
হনূমান প্রবেশন মৈথিলী দর্শন।
জানকীর শুভাগম শ্রীরামে মিলন॥
রঘুবংশ বীর মুখে সীতার ভর্ৎসন।
পরিত্যাগ জানকীর অগ্নি প্রবেশন॥
অনল প্রবেশে তাঁর নাহি দহে অঙ্গ।
তথা হয় লোকনয় অদ্ভুত তরঙ্গ॥
ব্রহ্মাদি সমস্ত দেবগণে সন্দর্শন।
দেব২ মহাদেব দেব নিরীক্ষণ॥
পিতামহ সমাদেশ করিলেন বর।
নিজ পিতা দশরথে দেখ রঘুবর॥
কৈকেয়ী জননী শাপ মোচন তথায়।
দশরথ রাজার সন্তোষে সমুদায়॥
দেবেন্দ্র দেবের বর প্রাপ্তি রঘুবরে।
মৃতদেহে প্রাণ পায় সমস্ত বানরে॥
রাক্ষসেন্দ্র হইতে বিভক্ত রত্নগণ।
শ্রীরামের পুষ্পকাখ্য রথে আরোহণ॥
পশ্চাতে পশ্চাতে শাখামৃগ রক্ষোগণ।
যে রূপে রামের সঙ্গে করিল গমন॥
ভরদ্বাজাশ্রম প্রাপ্তি ঋষীন্দ্র দর্শন।
নন্দিগ্রামে শ্রীরামের পুরে প্রবেশন॥
গুরুগণ সমীক্ষণ অযোধ্যা গমন।
কোশলাপ্রবেশ পিতৃ সত্য সমাপন॥
শ্রীরামের অভিষেক ভরতে আনন্দ।
যৌবরাজ্য ভরতে প্রদান ধন বৃন্দ॥
মুনিগণ আগমন রাক্ষসোৎপাদন।
ত্রিলোক বিজয় কথা যাহাতে শ্রবণ॥
অহল্যা কীর্ত্তন সীতা বনে প্রবেশন।
তৎপরে করেন যাহা সুমিত্রা নন্দন॥
যে প্রকারে জানকী যাইয়া তথা বনে।
বাল্মীকি আশ্রম প্রাপ্তি বিজ্ঞান বর্ণনে॥
কুশীলব উদ্ভব ইক্ষ্বাকু বংশ বৃদ্ধি।
লবণাখ্য বীর বধে শত্রুঘ্নে সমৃদ্ধি॥
শম্বুক বিনাশ আর অগস্ত্যাগমন।
অলঙ্কার প্রাপ্তি শ্বেতনৃপ বিবরণ॥

অশ্বমেধ আরম্ভণ সঙ্গীত শ্রবণ।
গান পরে পরিচয় আপন নন্দন॥
বাল্মীকির বাক্য আর শ্রীরামে বিলাপ।
রসাতলে জানকীর প্রবেশানুতাপ॥
রাঘবের সমারম্ভ ব্রহ্মার দর্শন।
কাল সহকারে হয় দুর্ব্বাসা মিলন॥
ত্রি সহস্র শ্লোক ষষ্টি শ্লোকাধিক শত।
পরি সংখ্যা ইহাতে জানিবা অনুগত॥
ছয় শত বিংশতি সর্গের নিরূপণ।
ঋষি উক্তি সাঙ্গ ইতি বেদ রামায়ণ॥
শ্লোক চতুর্ব্বিংশতি সহস্র রামায়ণ।
পঠনে শ্রবণে সর্ব্ব পাপ বিনাশন॥
বাল্মীকি মুনীন্দ্র কৃত শ্রীবিষ্ণু আখ্যান।
ধন্য কর যশস্কর আয়ুর্ব্বর্দ্ধনাধান॥
পুত্রলাভ পুষ্টিবৃদ্ধি ইহার পঠনে।
সংযম পূর্ব্বক দাশরথি সংকীর্ত্তনে॥
ইহলোকে মহাসুখে থাকে মহামতি।
পরে পায় পরলোকে পরম সদ্গতি॥
ঋষি উক্ত যুক্তি যুক্ত বেদ রামায়ণে।
আদিকাণ্ডে অনুক্রম শুন সাধুগণে॥

ত্রিপদী।

পূর্ব্বশ্রাব্য কাব্য মূল, দেব ঋষি বাক্যে স্থূল,
সমূল বাল্মীকি হয়ে জ্ঞাত।
লোক নিস্তারণ হেতু, রামায়ণ মহাসেতু,
বন্ধনে প্রবর্ত্ত বিশ্বখ্যাত॥
জলস্পর্শ করি ঋষি, পরে যোগাসনে বসি,
কৃতাঞ্জলি পুটে দর্ভাসনে।
তপোবলে জ্ঞানী মুনি, চিন্তাকরি চিন্তামণি,
সুচেষ্টিত চরিত্রান্বেষণে॥
তপস্যায় তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, রাম জন্ম কথা সৃষ্টি,
বল পুষ্টি সর্ব্ব অনুকূল।
লোকপ্রিয় হেতু মুনি, পরম আশ্চর্য্য শুনি,
সত্য বাক্যে সুবর্ণন স্থূল॥
বিশ্বামিত্র সুচরিত, অস্ত্রলাভ কথান্বিত,
দেখি তথা তারকা নিধন।
মহা যজ্ঞ সমীক্ষণ, মিথিলা পুরে গমন,
পরে হর কার্ম্মুক ভঞ্জন॥
রামে রামে পথে বাদ, দশরথে সুপ্রমাদ,
বহুবিধ বিচিত্র কথন।
বিশ্বামিত্র সমাগমে, অভিষেক কালে রাম,
কৈকেয়ীর দুষ্টতা বর্ণন॥
অভিষেকে বিড়ম্বন, অরণ্যে রামে রজ্জন,
দশরথ নৃপতি বিলাপ।
মহামোহে মহীপতি, শমন সদনে গতি,
প্রকৃতি সমস্তে মনস্তাপ॥
কানন প্রবেশে রাম, নবদূর্ব্বাদল শ্যাম,
নিষাদ সংবাদ কথা তথা।
সারথি বর্জ্জন করি, গঙ্গাপারে গিয়া হরি,
ভরদ্বাজ নিরীক্ষণ যথা॥
মুনিবাক্যে রঘুবর, দেখিলেন গিরিবর,
চিত্রকূট চমৎকার স্থান।
বাস্তু কর্ম্ম সমাধান, করি তথা ভগবান,
বিদ্যমান ভরতাধিষ্ঠান॥
যাইতে অযোধ্যাধামে, ভরতে সাধেন রামে,
দশরথ নৃপতি তর্পণ।
অভিষেক পাদুকার, নন্দিগ্রামে পুনর্ব্বার,
ভরতের হইল গমন॥
শুক কানন পরে, পাইলেন রঘুবরে,
তথায় সুতীক্ষ্ণ সমাগম।
অনসূয়া আগমন, অঙ্গরাগ সমাপন,
শরভঙ্গ গৃহে রঘূত্তম॥
অগস্ত্য আশ্রমে বাস, অস্ত্রপ্রাপ্ত শ্রীনিবাস,
বিরাধ সহিতে সন্দর্শন।
পঞ্চবটী প্রাপ্তে হরি, আপনি বল্কল পরি,
মারীচের মৃগাঙ্গ বীক্ষণ॥
জানকী প্রলোভ এণে, দৃষ্টিমাত্র প্রাণপণে,
ধাবমান শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
বিলাপ রামের তথা, কবন্ধ গ্রহণ যথা,
তস্য বধ উক্তি নিরূপণ॥
শবরী দর্শন পরে, পম্পা নদী রঘুবরে,
প্রাপ্তিকালে শোক বিলাপন।
ঋষ্যশৃঙ্গ গিরিপৃষ্ঠে, উপবিষ্ট বহু কষ্টে,
সুগ্রীবের সহিতে মিলন॥
উভয়ে প্রতীত তথা, বালি সহ বাদ কথা,
বালিবধ সুগ্রীবের রাজ্য।
বালিদারা বিলাপন, শান্তি করি নারায়ণ,
বর্ষা বাস ভাবিয়া সাহায্য॥
বর্ষাকাল গেলে পর, রাজ্যরসে কপীশ্বর,
প্রকুপিত রাম রঘুবংশ।
অনুজ প্রেরণ তথা, বানর সংগ্রহ কথা,
পৃথিবী আখ্যান তার অংশ॥
অঙ্গুরী প্রদান সৃষ্টি, বানরের গুহা দৃষ্টি,
পয়োধি প্রবেশ আলাপন।
সম্পাতি দর্শন পরে, পর্ব্বতারোহণ করে,
কপিগণে সাগর লঙ্ঘন॥
সিংহিকা দর্শনাখ্যান, লঙ্কা দেখে হনুমান,
রাত্রিযোগে তথায় প্রস্থান।
লঙ্কাপুরে রামভক্ত, অতিশয় চিন্তাযুক্ত,
পান ভূমি করিলে গমন॥
অবরোধ রক্ষোবরে, দর্শন করিয়া পরে,
অশোক কাননে উপনীত।
তথা সীতা সন্দর্শন, দেখিল রাক্ষসীগণ,
পরে দেখে রাবণ দুর্নীত॥
জানকী সহিতে বীর, সম্ভাষে অতি গম্ভীর,
শ্রীরামের অঙ্গুরীয় দান।
প্রতিদান লয়ে মণি, হরিচমূ শিরোমণি,
বৃক্ষভঙ্গ করে বলবান॥
রাক্ষস রাক্ষসীগণে, বিরোধিতে হনুমানে,
নিধন করিয়া সমুদায়।
আত্মজ অমাত্য যত, সকলে করিয়া হত,
সেনাপতি সংহারিয়া ধায়॥
অক্ষয়কুমার বধে, ইন্দ্রজেতা মহাক্রোধে,
রণে রোধে পবন নন্দনে।
আবদ্ধ হইয়া হরি, লঙ্কাপুরী দহ করি,
মধুহরি উদ্যত গমনে॥
বাহিনী সমাজ পরে, প্রাপ্ত হয় বীরবরে,
মনিদানে রামে সন্তোষণ।
সাগর সঙ্গম কথা, নল সেতু বন্ধ যথা,
শ্রীরামে সমুদ্র প্রতারণ॥
লঙ্কাপুরীরুদ্ধ উক্তি, বিভীষণ ভক্ত ভক্তি,
সংগ্রহণে সখিত্ব সঞ্চার।

রাবণের বধোপায়, জ্ঞাতকরে সমুদায়,
কুম্ভকর্ণ যে রূপে সংহার ॥
ইন্দ্রজিতে নিপাতন, দশানন বিঘাতন,
সীতাত্যাগ ব্রহ্মাদি দর্শন।
সীতাপ্রতি সুপ্রত্যয়, সীতাপ্রাপ্তি পরে হয়,
বিভীষণ মূর্দ্ধাভিষেচন ॥
পুষ্পক রথ প্রাপণ, পরে তথা আরোহণ,
অযোধ্যাগমন কথা যথা।
ভরতের সমাগম, অভিষিক্ত রঘূত্তম,
মঙ্গল সম্বাদ উক্তি তথা ॥
বানর রাক্ষসগণ, করি পরে প্রস্থাপন,
অগস্ত্যাদি মুনিসমাগম।
রাক্ষস উৎপত্তি বাণী, রাবণ বিজয় জানি,
মহাজ্ঞানী মুনীন্দ্র উত্তম ॥
সীতাপরিত্যাগ কথা, প্রকৃতি রঞ্জন যথা,
অনাগত যত রামলীলা।
প্রকাশিত মহীতলে, প্রাপ্তরাজ্য রাম হলে,
তৎকর্ম্ম সমস্ত প্রকাশিলা ॥
শ্রীরামচরিত্র বাণী, বলিলেন মহাজ্ঞানী,
সম্পূর্ণ উত্তরাকাণ্ডে ঋষি।
মুনিগণ আগমন, শত্রুঘ্নকে বিসর্জ্জন,
বর্ণিলেন লৌকিক যাদৃশী ॥
সীতার প্রসব বনে, লবণ বিনাশ রণে,
প্রবেশন মথুরা নগরী।
জানকীর আনয়ন, যজ্ঞ সাঙ্গে পরীক্ষণ,
প্রত্যয় দর্শন হেতু করি ॥
সীতা পৃথ্বী প্রবেশন, রাঘবের সন্তাপন,
কালরূপ দুর্ব্বাসা প্রাপণ।
পরে সুমিত্রা নন্দনে, বিসর্জ্জন ব্যগ্রমনে,
পুত্রে করি রাজ্য সমর্পণ ॥
স্বর্গে গত রঘুপতি, সাঙ্গ রামায়ণ ইতি,
ত্রিলোক প্রদর্শী মুনিবর।
সর্ব্বজ্ঞাত তপোবলে, করে আমলকফলে,
দেখে যথা দেখিল সুন্দর ॥
এই রূপ যোগ দৃষ্টি, শ্রীরাম চরিত্র সৃষ্টি,
প্রকাশ করেন ঋষিরাজ।
ধর্ম্ম কাম অর্থ যুক্ত, শ্রবণ মঙ্গল উক্ত,
শ্রুতি রত্ন সমূহ বিরাজ ॥
মহাশ্চর্য্য কাব্য সিন্ধু, প্রকাশিলা দীনবন্ধু,
চতুর্ব্বিংশ সহস্র গণিত।
শ্লোকামৃত করি উক্ত, ষড়ধিক শতযুক্ত,
সর্গ তাহে আছে পরিমিত ॥
কাব্য রামায়ণ নাম, বিশেষিয়া গুণ ধাম,
প্রকাশিয়া চিন্তাযুক্ত মন।
কে করিবে এ সংসারে, সমুদায় সুবিস্তার,
উপযুক্ত শিষ্য কে এমন ॥
মুনিবর চিন্তাবান, ভাবনায় ভগবান,
নিকটে আসিয়া উপনীত।
বাল্মীকি মুনীন্দ্র শিষ্য, সীতার অবশ্য পোষ্য,
মুনিবেশধারী গুণান্বিত ॥
রূপবান সুতরুণ, সর্ব্বদা উদার গুণ,
খ্যাত সীতাপুত্র কুশীলব।
বিশেষতঃ মহাবংশ, মহেন্দ্রে কঅংশুঅং
রঘুবংশ রামাঙ্গ সম্ভব ॥
লয়ে মুনি শিরোভ্রাগ, বাল্মীকি ঐশ্বর্য্যবান
প্রণত দেখিয়া নিজ অগ্রে

মুনিবর এই কথা, উভয়ে কহিলা তথা,
সুমধুর বাক্য মহাব্যগ্রে ॥
মম কৃত রামায়ণ, কাব্য অতি সুশ্রবণ,
সমুদায় রম্য কথাযুত।
আমার নিকটে সুত, গ্রহণ করেছ দ্রুত,
পুণ্যাশ্রিত শ্রবণ অমৃত ॥
শ্রবণ নিধন উক্ত, ধর্ম্ম কাম অর্থযুক্ত,
পাঠ্য গেয় অতি সুমধুর।
প্রমাণ ত্রিতয় তাহে, বীণা গানাদি প্রবাহে,
অতি স্বাদু সুন্দর প্রচুর ॥
সপ্তস্বরে সমন্বিত, সপ্তজাতি সমাশ্রিত,
শ্রোতৃগণ শ্রবণ সুন্দর।
শৃঙ্গার বীর নামক, রৌদ্র হাস্য ভয়ানক,
বীভৎস পূর্ব্বক একোত্তর ॥
করুণ অদ্ভুত শান্ত, কাব্য রসে সমাক্রান্ত,
এই কথা কহিয়া পশ্চাতে।
মহাঋষি মিষ্টরবে, মহাকাব্য কুশীলবে,
রাম গুণ সমাখ্যান যাতে ॥
প্রয়োগ যথা বিধান, শিক্ষা দিলা ভগবান,
বিশেষ করিয়া মুনিবর।
অন্য কাব্য রামায়ণে, বিস্তার রূপ কথনে,
সীতা সুতে কহেন সত্বর ॥
কর গান সমুদায়, বসিয়া ঋষি সভায়,
পুণ্যবান সাধু সমাগমে।
গুরু আজ্ঞা অনুসারে, পরে দুই সহোদরে,
রাম কথা গাথা তদাশ্রমে ॥
দেবরূপী কুশীলব, রাঘবাঙ্গ সমুদ্ভব,
স্বভাবত সুমধুর স্বর।
শ্রীরামের প্রতিরূপ, বিশ্ব জন্ম যথা রূপ,
প্রতি বিম্ব উৎপত্তি সুন্দর ॥
সাঙ্গ বেদ চতুষ্টয়, অন্য সর্ব্ব শাস্ত্র ময়,
তথা কাব্য করিলেন গান।
ঋষিমুখে উপদিষ্ট, যেরূপ সুন্দর মিষ্ট,
ব্রহ্মবাদি নিকটে আখ্যান ॥
উভয়ের গীতধ্বনি, শ্রবণে কমলযোনি,
মহা প্রীতি প্রাপ্ত সুররাজ।
অশেষ বিবুধ গণ, ইন্দ্র সহ প্রীত হন,
গন্ধর্ব্বাদি পক্ষীন্দ্র সমাজ ॥
প্রফুল্ল পন্নগ গণ, মহা ঋষি যত জন,
প্রীতমনা তৎকালে সকলে।
সেই কুশীলব দ্বয়ে, দেবরূপী মহাশয়ে,
সময় বিশেষে ঋষি স্থলে ॥
রম্য কাব্য রামায়ণ, ঋষি মধ্যে দুই জন,
বীণাযন্ত্রে করিলেন গান।
ঋষি হর্ষ উৎপাদন, সেই কাব্য রামায়ণ,
শ্রবণে অমৃত সমাখ্যান ॥
শ্রবণ করিয়া যত, মুনিগণ অবিরত,
সাধু সাধু প্রশংসিত শব্দ।
তদা এই ধ্বনি শুনি, সুপ্রীত মানস মুনি,
সমূহ সম্পূর্ণানন্দ লব্ধ ॥
যতেক ধর্ম্মবৎসল, শ্রবণে রম্য কৌশল,
জানকীর যুগল নন্দনে।
প্রশংসা করিয়া সবে, সংগীত প্রশংসা রবে,
করিলেন যত মুনিগণে ॥
যথারূপ ভগবান, তথা তচ্চরিত গান,
গীতকর্ত্তা অতি মনোহর।

চমৎকৃত সর্ব্বচিত্ত, যত ছিল পূর্ব্ব বৃত্ত,
হইল সে প্রত্যক্ষ গোচর ॥
কি সংস্কৃত মনোহর, সুরচিত সমাক্ষর,
পদক্রমে মুনীন্দ্র প্রযুক্ত ।
যথা যোগ্য সেই সব, বিজ্ঞ এই কুশীলব,
রামাঙ্গজ দেব উপযুক্ত ॥
সুতরুণ কলেবর, কিবা সুমধুর স্বর,
কি আশ্চর্য্য গান সুস্বাদন ।
পরম অদ্ভুত গীত, পদ সন্ধি সমন্বিত,
তাল জ্ঞান যাহাতে মিলন ॥
সর্ব্বমতে অনুগত, অতিরিক্ত পদ যত,
সুস্বর সম্পূর্ণ সমুদায় ।
এইরূপ প্রশংসিত, সীতাপুত্র গুণান্বিত,
কুশীলব মহর্ষি সভায় ॥
বারম্বার অনুরক্ত, রামগুণ গান ভক্ত,
সাধু সুমধুর গীতগান ।
প্রীতিযুক্তগান শুনি, কুশীলবে কোন মুনি,
করিলেন বারিকুম্ভ দান ॥
কেহ দেন বনফল, স্বাদুরম্য সুনির্ম্মল,
বৃক্ষচর্ম্ম কেহ বা প্রদান ।
আশীর্ব্বাদ সহকার, ধন্যবাদ বারম্বার,
ঋষিমধ্যে হইল সম্মান ॥
এইরূপে যথোচিত, মুনিগণে সুপূজিত,
কবিগণ কাব্যবীজ ময় ।
মুনিস্থানে স্থিরতরে, প্রশংসা লইয়া পরে,
দেবরূপী সীতাসুতদ্বয় ॥
একদিন দুইজনে, গিয়া রাজনিকেতনে,
নৃপগণ সন্নিধানে আসি ।
করিতে মধুর গান, সভাগত জনাখ্যান,
যাবতীয় নিকটে প্রকাশি ॥
পরে মঙ্গলান্তরালে, অশ্বমেধ যজ্ঞকালে,
পাইয়া গায়ক পরিচয় ।
করিয়া বহুসম্মান, প্রীতিযুক্ত ভগবান,
পাঠাইয়া আত্ম দূতচয় ॥
আনাইয়া অতি জবে, গানহেতু কুশীলবে,
আদেশ করেন নারায়ণ ।
সেইকালে সেইস্থলে, কুশীলবে কুতূহলে,
গাইলেন কাব্য রামায়ণ ॥
কর্ম্ম মধ্যে যুক্ত যত, বিপ্রগণ শত শত,
সহামাত্য শ্রীরাম লক্ষ্মণ ।
শত্রুঘ্ন ভরত আদি, বহু নৃপ ব্রহ্মবাদী,
বশিষ্ঠ প্রভৃতি মুনিগণ ॥
সকলের সন্নিধানে, প্রবৃত্ত হইলা গানে,
শুদ্ধাসনে তৎকালে শ্রীরাম ।
সভামধ্যে উপবিষ্ট, স্বচরিত্র অতিমিষ্ট,
ঋষি সৃষ্ট আত্মগুণ গ্রাম ॥
ভ্রাতৃগণ সহকারে, রামায়ণ সুপ্রচারে,
শ্রবণ করিলা নারায়ণ ।
জানপদ গণাবৃত, সুকাব্য শ্রবণাবৃত,
নিকটে আশ্রিত বহুজন ॥
দেবরূপী সুকুমার, যুগল গায়কাকার,
সুরূপ সম্পন্ন দৃষ্ট চর ।
লক্ষ্মণের প্রতি রাম, কহিলেন গুণধাম,
শুন গান কথা পুণ্য কর ॥
অপূর্ব্ব এই আখ্যান, কুমারোক্ত পুণ্যধাম,
দেবরূপী দুইজন মুখে

বিচিত্র অর্থ মিলিত, শুদ্ধপদ সমন্বিত,
সুমধুর স্বরে গান সুখে ॥
দেখ এই শিশুদ্বয়, নৃপতি লক্ষণ ময়,
বিচক্ষণ নাম কুশীলব ।
পরে তপোবনে বাস, ইতিবৃত্ত সুনির্য্যাস,
নিশ্চয় অদ্ভুত কথা সব ॥
বাল্মীকি তপোধন, কৃত এই রামায়ণ,
শ্রবণ সুন্দর মনোহর ।
সভাগণে এই কথা, বলিয়া পশ্চাতে তথা,
অনুজ্ঞা করেন রঘুবর ॥
শুন রামায়ণ ক্রত, যথা ক্রম যথা শ্রুত,
শ্রাব্য কাব্য এই উক্তি শুনি ।
মনকরে কুশীলব, শ্রবণে রত মাধব,
সভাস্থ সমস্ত নৃপমুনি ॥
ইতি উক্ত রামায়ণে, বাল্মীকীয় সৎকথনে,
আদিকাণ্ডে কাব্য সংক্ষেপণ ।
আখ্যাত চতুর্থসর্গ, সাঙ্গ শুন সাধুবর্গ,
শ্রবণ মঙ্গল বিলক্ষণ ॥

পয়ার ।

পূর্ব্ব এই সসাগরা সমস্ত অবনী ।
যাহাদের নিজবীর্য্যে অর্জ্জিতা ধরণী ॥
মনু আদি যত নৃপ সুপুণ্য কীর্ত্তন ।
অপর্য্যাপ্ত বলবান সেই রাজগণ ॥
যাহাদের পূর্ব্বজন্মা নৃপতি সগর ।
যাঁহার খনিত হয় সমস্ত সাগর ॥
যেমন হইত যথা সগর রাজার ।
সৈতেন সঙ্গে ষষ্টি সহস্র কুমার ॥
বর্ষাকাল গতে দীপ্ত যথা দ্বিজরাজ ।
অংশুজালে পরিপূর্ণ কিরণ সমাজ ॥
পুত্র মধ্যে মহীপতি তথা মূর্ত্তিমান ।
শুন কহি বিস্তারে তাঁহার গুণাখ্যান ॥
ইক্ষাকু বংশীয় যত নৃপতি প্রধান ।
তাঁহাদের বংশ কীর্ত্তি বর্দ্ধন ব্যাখ্যান ॥
বাল্মীকি কথিত তাহা সংযুক্ত কীর্ত্তন ।
সর্ব্বপাপ হর এই কাব্য রামায়ণ ॥
শ্রুত ক্রত যত যত সাধু শ্রোতাগণ ।
পুণ্য প্রদ ধর্ম্ম আর কামার্থ মিলন ॥
শ্রুতি স্মৃতি উভয়ের সদুপসংহার ।
শুন কহি আদ্যোপান্ত করিয়া বিস্তার ॥
কোশলা নামেতে জনপদ মনোহর ।
হর্ষযুক্ত প্রফুল্ল যথায় সর্ব্ব নর ॥
সরযূ তটিনী তীরে পুরী পরিসর ।
বহুধনে পশু ধান্যে বর্দ্ধিত সুন্দর ॥
অযোধ্যা তাহার মধ্যে রুচিরা নগরী ।
ভুবন বিখ্যাত নাম সর্ব্ব শোভাকরী ॥
মনুনামা নরবর আদিষ্ট নির্ম্মাণ ।
দ্বাদশ যোজন পুরী আয়তন স্থান ॥
ত্রিযোজন বিস্তার শ্রীমতী সমাখ্যান ।
শোভাময়ী পুরী তাহে নবীন সংস্থান ॥
বিভক্ত উত্তমরূপ প্রজাগণ বদ্ধ ।
পুণ্য ভূমি রাজবর্ত্ম সমস্ত বিশুদ্ধ ॥
অতিরিক্ত জলসিক্ত যাতে রেণুগণ ।
স্নিগ্ধময় রাজপথ পরম শোভন ॥
বহুবস্তু বণিকে বেষ্টিত বিলক্ষণ ।
লাবণ্য সম্পূর্ণ নানা রত্ন বিভূষণ ॥

উচ্চশাল বৃক্ষ গুচ্ছ পুচ্ছলগ্নে তার।
অপূর্ব্ব উদ্যান বনে শোভা চমৎকার॥
গম্ভীর প্রচুর নীর প্রাচীর বেষ্টিত।
মহাদুর্গ নানা অস্ত্র শস্ত্র সমন্বিত॥
তরুণ তোরণ তাহে কঠোর কপাট।
পুরমধ্যে বিরাজিত বিবিধ বিরাট॥
দশরথ নাম রাজা অত্যন্ত মহান।
সে পুরী পালনে কর্ত্তা তুল্য মঘবান॥
দৃঢ় দ্বার প্রতোলিকা সুন্দর বিভাগ।
নানা যন্ত্র অস্ত্র শস্ত্রে খ্যাত অনুরাগ॥
নানাবিধ শিল্পকার্য্য দীপ্ত সদাকাল।
শতহন্তা লগুড়ে নিবিড় পথজাল॥
উচ্চধ্বজ তোরণে তুরঙ্গ করিবর।
রথপূর্ণ নানা যানে আচ্ছন্ন নগর॥
মহাবল চরদলে সদা সুশোভিত।
নানাস্থানে আছে স্তেয় বারণ পণ্ডিত॥
সমস্ত বিভব যুক্ত বহু রত্নচয়ে।
সমাচ্ছন্ন ধনধান্যে আর দেবালয়ে॥
স্বর্গতুল্য সুশোভন সভা শোভান্বিত।
সভা উপবন পণ্যগৃহে অলঙ্কৃত॥
অতিরম্য মহাহর্ম্ম্য পৃথক পৃথক।
নর নারীগণাচ্ছন্ন প্রদীপ্ত পাবক॥
বলবান্ বিদ্বান্ বিশিষ্ট নরগণ।
তাহে সুশোভিত যথা সুরেন্দ্র ভবন॥
রত্নযান সমান সুন্দর শোভাময়।
কমলা প্রতিষ্ঠা স্থান যেন জ্ঞান হয়॥
মহাসৌধ শিখরে শোভিত মহাপুর।
শৈল শৃঙ্গ অঙ্গ রঙ্গ শোভন প্রচুর॥
বিমান শ্রীমান শত শত সম্বলিত।
ইন্দ্র পুরী যথামরাবতী প্রতিষ্ঠিত॥
চিত্রিত শরভ সঙ্ঘ অতি কমনীয়।
চিত্রকর চিত্রপ্রায় যথা রমণীয়॥
বহুবিধ রত্নচয়ে চিত্রিতা নগরী।
হৃষ্ট পুষ্ট জনে জুষ্ট সৌম্য শোভাকরী॥
কোনস্থানে কোন গৃহ অন্তর রহিত।
সমভূমি সর্ব্বভূমি কার্য্যার্থ বিহিত॥
বেণু বীণা মৃদঙ্গ নিনাদে নিনাদিতা।
নিত্য মহোৎসব নিত্য হৃষ্ট জনান্বিতা॥
বেদধ্বনি ধনুর্দ্ধ্বনি প্রতিধ্বনি চয়।
বহুবিধ বিশিষ্টান্ন পান পুরে রয়॥
প্রকৃষ্ট ধূপিত ধূপ ধূমালী ধূসর।
যজ্ঞধূত বাসে অধিবাসিত নগর॥
লোক পাল তুল্য বল শূর সমন্বিত।
সর্ব্ব শাস্ত্র পারদর্শি পণ্ডিত মণ্ডিত॥
যোদ্ধাগণে গুপ্তা সদা অযোধ্যা বসতি।
নাগযূথ সুরক্ষিতা যথা ভোগবতী॥
অমলা প্রতিমা পুরী পরম শোভনা।
মহীন্দ্র মহেন্দ্রগণে রক্ষিত লক্ষণা॥
সর্ব্বোত্তম নিরুপম অগ্নিহোত্রি যথা।
গুণাকর বিদ্যাধর বিপ্রগণ তথা॥
সর্ব্ব শাস্ত্র পারগ সহস্র সত্য শীল।
জপ তপ দয়ান্বিত প্রতাপে অনিল॥
মহাঋষি কল্প অতি যতি সমুদায়।
তাহাতে বেষ্টিতা পুরী সদা শোভাপায়॥
রামায়ণ আদিকাণ্ডে অযোধ্যা বর্ণন।
রাজকীর্ত্তি পরে কহি শুন সর্ব্ব জন॥

ইতি পঞ্চমঃ সর্গঃ।

প অযোধ্যাপুরে, সুবিখ্যাত সুরাসুরে,
বেদজ্ঞ বেদাঙ্গে সুপণ্ডিত।
র্ষদর্শী তেজস্বান, জনপ্রিয় ধৃতিমান,
প্রচণ্ড দোর্দণ্ড অখণ্ডিত॥
াত ইক্ষাকু কুল, অতিরথি সমতুল,
যজ্ঞকারী ধর্ম্মজ্ঞ প্রধান।
দ্র মহর্ষিকল্পে, সর্ব্বজনে যারে জল্পে,
রাজর্ষি অত্যন্ত বলাধান॥
ন্ত অমাত্য জিত, নীতি শাস্ত্র সমন্বিত,
জিতেন্দ্রিয় ধনধান্যবান।
হাঋদ্ধি সুবিভব, ইন্দ্রতুল্য অনুভব,
ধনে ধনপতির সমান॥
তুল্য প্রতিষ্ঠিত, সর্ব্বাশ্রয় মনোনীত,
সর্ব্ব প্রজাপালন তৎপর।
াজা দশরথ নাম, দেবতুল্য বলগ্রাম,
উৎপন্ন তৎপুরে নৃপবর॥
দা সত্যানুসন্ধানে, সুদক্ষ ধর্ম্মার্থ জ্ঞানে,
কাম মোক্ষে কটাক্ষ সন্ধানে।
সেই রাজপ্রিয়া ধরা, ইন্দ্রপাল্যা যথাম্বরা,
পরিপূর্ণা সমস্ত শ্রীমানে॥
র্ম্মজ্ঞ সুমন্ত জন, ধর্ম্ম শাস্ত্র পরায়ণ,
কেহ নহে অন্যায় পণ্ডিত।
না হরেন পর বিত্ত, স্বং বিত্তে তুষ্টচিত্ত,
সুপ্রতিজ্ঞ বাক্য অখণ্ডিত॥
সেই পুরে করি বাস, নীচগণ নহে দাস,
অসন্তুষ্ট নহে কোন জন।
কুটুম্বভরণে রত, নৃপরাজ্ঞ বাসী যত,
পুত্রসম কুটুম্বে পালন॥
সকলের চারুদেহ, কুৎসিত না ছিল কেহ,
শঠতা বিহীন সর্ব্ব জন।
অসত্য বর্জ্জিত সর্ব্বে, রত নহে মানগর্ব্বে,
নহে কেহ পরুষ বচন॥
সংরম্ভ বর্জ্জিত নর, নহে পাপ কলেবর,
পরধন হরণ না করে।
কোন জন নহে খল, পরার্থে প্রবল বল,
অল্প আয়ু নাহি ছিল নরে॥
শরীরে ছিলনা রোগ, নহে অল্পপ্রজা যোগ,
স্বস্ত্রীতে সর্ব্বদা সমাগম।
নারীমাত্র পতিব্রতা, সর্ব্বভাবে পতিরতা,
হইত না কোন কার্য্যে ভ্রম॥
সে নগরে নর অতি, ধৃতিমান শুদ্ধমতি,
যুবতী যাদৃশী শুদ্ধা সতী।
না ছিল অত্যন্ত দীন, কুণ্ডল মুকুটহীন,
নারীমাত্র সতী মালাবতী॥
না ছিল চন্দন হীন, ধনধান্যে উদাসীন,
অজ্ঞান না ছিল সেই পুরে।
কুৎসিত ভূষণ ধর, নহে তথা কোন নর,
ত্রিদিব উজ্জ্বল যথা সুরে॥
আভরণ হীন হস্ত, নহে কেহ অপ্রশস্ত,
অসরল নাস্তিক মানব।
অগ্নিহোত্র বহিষ্কৃত, যাগ হীন কর্ম্মে বৃত,
ইষ্টনিষ্ঠ দাতা ভোক্তা সব॥
অযোধ্যা নামক পুরে, সুবৃত্তি বিহীন নরে,
নাহি ছিল কুকর্ম্ম নিরত।

স্বকর্ম্ম সাধন পর, যাবতীয় দ্বিজবর,
অধ্যয়ন যজ্ঞ নিষ্ঠ যত ॥
প্রতিগ্রহ কর্ম্ম ত্যাগী, সর্ব্বে সত্য অনুরাগী
ক্রোধ যুক্ত নাহি ছিল নর।
পরদ্বেষ পরকথা, পৈশুন্য নাছিল তথা,
নাছিল অশুচি কলেবর ॥
সর্ব্বজন শক্তিমান, সর্ব্বদা মিষ্টান্ন পান,
অদাতা সৌরভ হীন নরে।
অশিষ্ট নাছিল তথা, যে জানে দুঃখের কথা,
সে পুরুষ বর্জ্জিত নগরে ॥
সর্ব্বজনে সুভূষণ, রূপবান বিলক্ষণ,
চাতুর্য্য মাধুর্য্য শীলাচারী।
গুণবান্ শ্রেষ্ঠজন, বহু বস্ত্র সুভূষণ,
সুরস সুস্নেহ পানাহারী ॥
নাহি ছিল আর্ম্মস্তরি, ক্রূরদেহ ক্রূরাচারী,
বিরূপ আলস্য যুক্ত তথা।
মন্দানল কদাকার, বর্জ্জনীয় অযোধ্যার,
নিরুদ্বেগ দীনহীন যথা ॥
নাহি ছিল ব্যাধিযুক্ত, সকলে শঙ্কায় মুক্ত,
ভক্তিহীন রাজন্য তথায়।
বিপ্রভক্ত সুসংযত, পিতৃ দেবাতিথিরত,
দীর্ঘায়ুঃ সুদৃশ্য পুষ্ট কায় ॥
সমস্ত ক্ষত্রিয়গণ, বিপ্রভক্তি পরায়ণ,
বৈশ্য শূদ্র রাজভক্তি যুক্ত।
নাছিল বর্ণসঙ্কর, অযোধ্যায় কোন নর,
আচার বিচার বহির্ম্মুক্ত ॥
এইরূপে ইক্ষ্বাকুর, নরেন্দ্র বংশঠাকুর,
পালনে পালিতা ছিল পুরী।
পূর্ব্বে মনুসুরক্ষিতা, বসুমতী সুখে স্থিতা,
সেই রূপে সৌন্দর্য্য চাতুরী ॥
অগ্নিতুল্য তেজস্বান, মহাযোদ্ধা বলবান,
সহস্র সহস্র সুপালনে।
ধরণী নিঃশঙ্ক দেহা, সিংহ হতে গিরিগুহা,
ভয় হীন সর্ব্বদা কাননে ॥
কাম্বোজ দেশনিবাসী, ছিল সৈন্যদাসদাসী,
হয় দেশবাগাযুজবাসী।
নদীজ বাহ্লীক জাত, যাবতীয় কর্ম্ম রত,
রক্ষিতা শিবের যথা কাশী ॥
বিন্ধ্যাচল বাসী যত, হস্তিযথ অনুগত,
হিমালয় উদ্ভব মাতঙ্গ।
সত্যবীর্য্য গুণ যুক্ত, বলবান দোষ মুক্ত,
শূরগণে সর্ব্বদা সুসঙ্গ ॥
পদ্মাঞ্জন কুলজাত, ভদ্রমন্দ কুলে খ্যাত,
মৃগকুলে উদ্ভব অপর।
ঐরাবতে সমুৎপন্ন, হস্তি বহু গুণাপন্ন,
নিত্য মত্ত সর্ব্ব করিবর ॥
পর্ব্বত প্রমাণ কায়, বারণে বারিত প্রায়,
সেই পুরী সর্ব্বদা শোভনা।
হস্তি মদগন্ধে যুক্তা, সর্ব্বদোষ বহির্ম্মুক্তা,
উচ্চধাম সমূহে রঞ্জনা ॥
সেই পুরী সুবসতি, দশরথ নরপতি,
পূর্ব্বে অতিখ্যাত সুরাসুরে।
সত্যধামা সুবিখ্যাতি, দৃঢ় দ্বারা বসুমতী,
বেশ্ম শত শোভিত সে পুরে ॥
সভা মনোহরা তথা, অপূর্ব্ব উদ্যান যথা,
রক্ষণ করেন নিরন্তর।

কুল সমুদ্ভব, নৃপতি অজপল্লব,
খ্যাত দশরথ নৃপবর ॥
রামায়ণে আদিকাণ্ডে, রামগুণ রসভাণ্ডে,
দশরথ নৃপতি বর্ণনা।
সর্গে সাধুগণ, শুন কহি বিবরণ,
শ্রীরামকীর্ত্তন শুদ্ধমনা ॥
ইতি ষষ্ঠঃ সর্গঃ।

পয়ার ॥

রূপে নিয়ন্ত্রিত তথা দুই জন।
পরেরা পৌরোহিত্য কর্ম্মে নিরূপণ ॥
খ্যাত বশিষ্ঠ বামদেব মহীতলে।
সাঙ্গ বেদজ্ঞ বিজ্ঞ নৃপসভাস্থলে ॥
জন অপর অমাত্য নৃপতির।
ভক্ত অনুরক্ত সুবুদ্ধি সুধীর ॥
সর্ব্বক্ষণ রাজ প্রিয় হিতে অনুরক্ত।
রাজকর্ম্ম ধর্ম্মজ্ঞ সমস্ত কর্ম্মে শক্ত ॥
নাম কহি সকলের করিয়া বিস্তর।
জয়ন্ত বিজয় দৃষ্টি সিদ্ধার্থ অপর ॥
আখ্যাত অর্থসাধক অন্য ধর্ম্মপাল।
মন্ত্র অষ্টকে সুবেষ্টিত মহীপাল ॥
জ্ঞাশীল বিনয়ী নীতিজ্ঞ জিতেন্দ্রিয়।
বুদ্ধিমান তেজস্বান সর্ব্বজন প্রিয় ॥
রাজাজ্ঞা সম্মত কর্ম্মে সর্ব্বদা স্বাধীন।
বলবান ক্ষমাধান বয়সে প্রবীণ ॥
অপরূপ ঈষদ্ধাস্যে আস্য সুশোভন।
অলোভী ধারণাবান সুমিষ্ট বচন ॥
সত্য ধর্ম্মপর সদা অসত্য বর্জ্জনে।
অবিদিত কিছু নাহি সেই সর্ব্বজনে ॥
স্বকর্ম্ম অপর কর্ম্মে সকলে নিপুণ।
রাজা প্রজা মিত্রবর্গ যার সেবা গুণ ॥
উদাসীন অপর বিদ্বেষী যারা খ্যাত।
সকলের চিত্ত চেষ্টা সমস্ত বিজ্ঞাত ॥
ধর্ম্মাচার বিবেকে বিশিষ্ট জ্ঞানবান।
সকলে সমান রূপে সদাকাল জ্ঞান ॥
অধীর ক্রোধির ক্রোধ করে সম্বরণ।
সুবিখ্যাত যার যত বল বিবরণ ॥
পুত্র যদি অবিধি আচরে অনুক্ষণ।
ধর্ম্মত তাহার প্রতি দণ্ডনিরূপণ ॥
বৈরিকুল যদি হয় অকৃতাপরাধি।
ধর্ম্মত তাহার প্রতি নাহি দণ্ড বিধি ॥
পিতৃ পিতামহোচিত কর্ম্মে সুবিখ্যাত।
অশেষ আগত জ্ঞান বিজ্ঞান সুজ্ঞাত ॥
বিষয়ে নিবাসী যত পুরে বর্ণ গণ।
স্বধর্ম্ম সকলে করে সতত রক্ষণ ॥
ধনাগার প্রপূরণে সর্ব্বদা নিরত।
সদাকাল ব্রাহ্মণ হিংসনে বহিষ্কৃত ॥
কদাচিত্ গুরুদণ্ড না কহে সভায়।
পরের নিমিত্ত বল পুরুষত্ব যায় ॥
পরস্পর বিরোধ নিহীন চিরদিন।
প্রীতি যুক্ত প্রিয়ম্বদ পাপাংশ বিহীন ॥
পর অপবাদ শূন্য গুণ বহুতর।
তথাচ কদাচ নহে গর্ব্বিত অন্তর ॥
শান্ত মূর্ত্তি সুকথক সংশয় রহিত।
নরেন্দ্র বচনে শক্ত সদাকালোচিত ॥
নৃপ পরায়ণ নিজগুণগণে খ্যাত।

নামরূপ গুণযুক্ত অস্ত্রবিদ্যা জ্ঞাত ॥
বিনয় বিষয়ে বুদ্ধি গুণ বিলক্ষণ।
এইরূপ নৃপতির সচিব লক্ষণ ॥
নিজ নিজ কর্ম্ম যুক্ত উক্ত যে বেতন।
তন্মাত্র গ্রাহক ছিল গৃহীতা যে জন ॥
পুরে কিম্বা রাজরাষ্ট্রে না ছিল তস্কর।
অশুচি রহিত বাস সদা শোভাকর ॥
পরদারা হারী দুষ্ট শূন্য সেই দেশ।
উদ্বেগ রহিত সর্ব্বে পরিহৃত ক্লেশ ॥
নৃপ নৃপমন্ত্রিগণে পালিত নগর।
হৃষ্ট পুষ্ট অরণ্যাদি পশুপক্ষিনর ॥
এতাদৃশ অমাত্য সমূহ সহকার।
দশরথ নৃপাল পালন চমৎকার ॥
ধরাবাসি জন মন করিয়া রঞ্জন।
ধর্ম্মত পালেন পৃথ্বী নৃপাজ নন্দন ॥
চতুর্ভিতে চর দ্বারে করেন দর্শন।
চতুঃসীমা সূর্য্যদেব কিরণে যেমন ॥
ইক্ষাকু কুলজে শত্রু না করে ঈক্ষণ।
সর্ব্বত্র গমনে মাত্র মিত্র দরশন ॥
সেই সব মন্ত্রী নৃপ হিতকারি গণ।
সদা রাজ হিতান্বেষি পণ্ডিত ব্রাহ্মণ ॥
এই সর্ব্ব জনে যুক্ত দশরথ রাজা।
সূর্য্যসম বিরাজিত সুখীকৃত প্রজা ॥
ইতি ঋষি প্রোক্ত উক্ত রম্য রামায়ণে।
আদিকাণ্ডে সপ্ত সর্গ অমাত্য বর্ণনে ॥

ধর্ম্মশীল ধর্ম্ম পর সেই মহীপতি।
সন্তানার্থ তপস্যায় যত্ন মহামতি ॥
নিজ অংশ বংশ হেতু তপস্যা তৎপর।
তথাপি না জন্মিলেন অংশে বংশধর ॥
চিন্তান্বিত সতত হইলা মহীপতি।
অকস্মাৎ উপজিল নৃপে এই মতি ॥
সর্ব্বদ্রব্য সত্ত্বে সর্ব্ব জন সহকার।
অশ্বমেধ যজ্ঞ কেন না করি প্রচার ॥
দেবার্থ করিতে যজ্ঞ সুনির্শ্চিত মতি
পূজিবেন সর্ব্ব দেবে ভাবিলা ভূপতি ॥
গ্রহণার্থ হিতকারি মন্ত্রি গুপ্ত বাদ।
আনাইলা মন্ত্রিগণে করিয়া সম্বাদ ॥
মন্ত্রিমধ্যে উৎকৃষ্ট সুমন্ত্র মন্ত্রণায়।
এই কথা মহীপাল কহিলা তাহায় ॥
বশিষ্ঠ প্রভৃতি আর যত গুরুগণ।
শীঘ্রগতি সকলেরে আন বিচক্ষণ ॥
নৃপ উক্ত এই উক্তি শুনিয়া সত্বর।
সুমন্ত্র বলেন বাক্য শুন মহীশ্বর ॥
সমস্ত পুরাণ শাস্ত্রে আছে ইহা শ্রুত
বলিয়াছিলেম পূর্ব্বে পদ্মযোনি সুত
সনৎকুমারাভিধেয় কবি সন্নিধানে।
ভবিষ্য তোমার পুত্র উৎপত্তি কথনে
বর্ত্তমান কশ্যপ সন্তান ঋষি বর।
মহাপ্রাজ্ঞ বিভাণ্ডক নাম গুণাকর ॥
হইবেন তাঁর পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষি।
বনমধ্যে জন্মিবেন কানন প্রবাসী ॥
পিতাভিন্ন অন্যকে না জানিবেন কভু
অবিচ্ছেদে ব্রহ্মচর্য্য সাধিবেন প্রভু ॥
লোকে খ্যাত উগ্র তপ হইবে তাঁহার
অগ্নি পিতৃ শুশ্রূষ নিয়ত সদাচার ॥

পস্যায় বহুকাল বিলয়ের পরে।
ঞ্চিবেন পিতাপুত্র একত্র সত্বরে ॥
ইকালে লোমপাদ নামে নৃপবর।
অঙ্গ দেশে প্রবল প্রতাপ নরেশ্বর ॥
বেন সমুৎপন্ন মহা বলবান।
তিক্রম তাঁর পুরে হইবে মহান ॥
নাবৃষ্টি বহুকাল হবে জনপদে।
প্রজাক্ষয়ে ক্ষোভিত নৃপতি প্রতিপদে ॥
ই অনাবৃষ্টি জন্য অঙ্গ দেশপতি।
াইয়া পরম পীড়া করিতে নিষ্কৃতি ॥
হুশ্রুত দ্বিজগণে আনি নরেশ্বর।
অনাবৃষ্টি প্রতিক্রিয়া জিজ্ঞাসেন পর ॥
াজ্ঞায় কহিলেন যত দ্বিজ শ্রেষ্ঠ।
হুশ্রুত বট ভূপ বেদজ্ঞ বিশিষ্ট ॥
মস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞানী জানিয়া উপায়।
কি কর্ত্তব্য কর যাতে অনাবৃষ্টি যায় ॥
আজ্ঞাদানে আজ্ঞা হয় করিব যে রূপ।
দেশের মঙ্গল যাহে জিজ্ঞাসিলা ভূপ ॥
বেদের দৃষ্টান্ত জ্ঞানী যত দ্বিজবর্গ।
জানাইলা নৃপতিকে যাবে উপসর্গ ॥
বিভাণ্ডক মুনিপুত্রে আন নৃপবর।
যে উপায়ে আসিতে পারেন গুণধর ॥
ঋষিপুত্র ঋষ্যশৃঙ্গে নিজ সন্নিধান।
শুদ্ধমনে শান্তা সুতা করিয়া প্রদান ॥
মুনিগণ সুবচন শ্রবণে চিন্তিত।
কি উপায়ে ঋষিপুত্রে করি উপস্থিত ॥
আপনার অসাধ্য জানিয়া নির্দ্ধারণে।
অতএব আনাইলা নিজমন্ত্রিগণে ॥
প্রতিক্রিয়া জিজ্ঞাসিলা পুরোহিত স্থানে।
মন্ত্র তন্ত্র বিশারদ শিষ্ট বিচক্ষণে ॥
নৃপতির উক্তি শুনি অমাত্য পণ্ডিত।
প্রতিক্রিয়া নাহি দেখি কহিলা নিশ্চিত ॥
বলিলেন পরে নৃপ নিজ মন্ত্রিগণে।
অরণ্য হইতে আন বিভাণ্ড নন্দনে ॥
রাজার বচন শুনি মন্ত্রিগণ পরে।
ব্যথিত হৃদয় সবে দুঃখিত অন্তরে ॥
ঋষিভয়ে কহিলেন তাহে সর্ব্বজন।
ঋষ্যশৃঙ্গ নিকটে না করিব গমন ॥
চিন্তা করি কহিব উপায় বহুতর।
আনাইব মুনিসুতে শুন মহীশ্বর ॥
না হইবে কোন দোষ কর্ম্ম হবে সিদ্ধ।
এইরূপ বিস্তর বলিলা মন্ত্রি বৃদ্ধ ॥
তাঁহাদের এই বাক্য শুনি নরপতি।
তৃতীয় দিবস পরে নৃপ মহামতি ॥
পুনর্ব্বার মন্ত্রিগণে করিয়া আহ্বান।
সুমন্ত্রণা নিশ্চিত করিলা মতিমান ॥
বরাঙ্গনা সুনয়না সুরূপা সকলে।
পাঠাইয়া আনাইতে ঋষিপুত্রে ছলে ॥
দেখাইয়া উপায়ে অনেক লোভ তাঁরে।
পিতার নিকট হৈতে প্রবন্ধ সঞ্চারে ॥
বর্ষিবেন তবে দেব তব পুরে জল।
অনাবৃষ্টি নষ্ট হবে জন্মিবে সকল ॥
ঋষিপুত্রাগমনে উদ্বেগ যাবে দূরে।
সুবৃষ্টি সঞ্চারে সুখ সঞ্চরিবে পুরে ॥
সেই ঋষিপুত্র ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিবরে।
কন্যাদান করিবেন ভূপতি সত্বরে

এইরূপে লোমপাদ নৃপতি দুহিতা।
সম্প্রদানে ঋষ্যশৃঙ্গ হবেন জামাতা॥
দশরথ নৃপতির পুত্র গণ হেতু।
যজ্ঞে অগ্নি আহ্বান করিবে জ্ঞানসেতু॥
জন্মিবেন বহু পুত্র তাহাতে রাজার।
এই কথা কহিলেন ব্রহ্মার কুমার॥
সনৎকুমারাখ্য মুখে এ সব কথন।
শুনিয়াছি পূর্ব্বে আমি জানিবা রাজন॥
ঋষিমধ্যে কহিলেন শুনিলাম তথা।
ঋষ্যশৃঙ্গে অঙ্গ রাজা আনাইলা যথা॥
মন্ত্রিগণ সহ নৃপ সেই অনুষ্ঠান।
মহাপ্রাজ্ঞ লোমপাদ করিলা বিধান॥
এই কথা শ্রবণে সত্বর মহীপাল।
কহিলেন কহ সব করিয়া বিশাল॥
ঋষি উক্ত রামায়ণে রম্য আদিকাণ্ডে।
শ্রীরাম চন্দ্রীয় কীর্ত্তি রসপূর্ণ ভাণ্ডে॥
ঋষ্যশৃঙ্গ উপাখ্যানে সচিব বচন।
মনোজ্ঞ অষ্টম সর্গ অত্র সমাপন॥

ত্রিপদী॥

নৃপতির বাক্য পর, কহিলেন মন্ত্রিবর,
আনিবেন যে প্রকারে ঋষি।
ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিবর, তদুপায় নৃপবর,
প্রকাশিব বিস্তরে যাদৃশী॥
লোমপাদ নৃপতিরে, কহিলেন মন্ত্রিবরে,
এই বাক্য করিয়া প্রচার।
উপায় থাকিতে তায়, অস্মদীয় অনুপায়,
সর্ব্বদা চিন্তিত চমৎকার॥

ঋষ্যশৃঙ্গ বনচর, তপস্যায় নিরন্তর,
মুনিবর এক রসে রত।
রমণী সংসর্গ সুখ, তাহে সদা বহির্ম্মুখ,
ইন্দ্রিয় সুখাদি জ্ঞান হত॥
ইন্দ্রিয় কার্য্যের জ্ঞানী, তার অভিপ্রায় জানি,
নরচিত্ত হরে সদা যারা।
লোভযুক্তকরে তারে, কৌশলে কোন প্রকারে,
অরণ্য হইতে আনে তারা॥
মুনিবেশ ধরি নারী, হইয়া কপটাচারী,
উপায় অভিজ্ঞা কালগতি।
যে জানে বিষয় কর্ম্ম, বিজ্ঞাত শঠের ধর্ম্ম,
নির্জ্জনে প্রকাশ করে মতি॥
এই ঋষ্যশৃঙ্গ বর, সদা শুভ ব্রত ধর,
ছলে তাঁরে দেখাইয়া লোভ।
যথা যোগ্য যে উপায়, করিয়া আনিবে তায়,
কোন রূপে নাহি পান ক্ষোভ॥
মন্ত্রিবাক্যে মহীপাল, স্বীকৃত জানিয়া কাল,
তথাস্তু বলিয়া দিলা সায়।
বিচার করিয়া পরে, প্রতিবাক্য নৃপবরে,
মন্ত্রিসহ সাধিলা উপায়॥
ফলবন্ত বৃক্ষ গণ, করি মূল উৎপাটন,
তরণী নির্ম্মাণ করে তায়।
সুগন্ধ দ্রব্যাদি যত, মনোজ্ঞের মনোগত,
স্থাপিলেন রাজা সে নৌকায়॥
পানীয় সুগন্ধ যুক্ত, নানা ফল উপযুক্ত,
সুস্বাদু সুগন্ধি মনোহর।
সুসমৃদ্ধি নৌকোপরে, বহু নৌকা সজ্জা করে,
যাত্রা করে যথা মুনিবর॥

রমুখ্যা বেশ্যাগণে, যাইয়া নির্জ্জন বনে,
নিকটে করিল অবস্থিতি।
মুনীন্দ্র আশ্রম যথা, বিশ্রাম করিয়া তথা,
দর্শনাকাঙ্ক্ষিণী যথা রীতি॥
বিভাণ্ডক মুনিত্রাসে, অঙ্গগুল্ম লতাপাশে,
উদ্বেগ পূর্ব্বক আবরণ॥
আশ্রম হইতে জ্ঞানী, বিভাণ্ডক যাত্রা জানি,
অনুমানি বারাঙ্গনা গণ॥
একা দেখি ঋষি পুত্রে, তাঁহার দর্শন সূত্রে,
নিকটে করিয়া অবস্থান।
বিধ ক্রীড়া বলে, আশ্চর্য্য ক্রীড়নচ্ছলে,
করে নানা ভঙ্গিমা বিধান॥
কেহবা কন্দুক করে, মনোহর ক্রীড়াচরে,
কেহ কেহ সুমধুর গায়।
কৌতুক সুবচন, আর্দ্র যাহে হয় মন,
কেহ নেত্র ভঙ্গিমায় চায়॥
কেহবা বিহ্বলা মদে, আসক্ত মদিরাহ্রদে,
ঊর্দ্ধে উঠে পুনশ্চ পতিতা।
ভ্রূভঙ্গিমায়, মুনীন্দ্র চিত্ত ভুলায়,
কেহ পদ্মহস্ত সমন্বিতা॥
পুরুষের মহানন্দ, বৃদ্ধি যায় সে প্রবন্ধ,
কৃতসাধ্য করিছে প্রকাশ।
মধুর নূপুর রব, নিকটে সঞ্চারে সব,
পিকশব্দে জন্মায় উল্লাস॥
গন্ধর্ব্ব নগর সমা, বনভূমি নিরুপমা,
গীত বাদ্যে উত্তমা অবনি।
সূক্ষ্ম শুভ্র সুবসন, আবৃত সমস্তে বন,
অঙ্গ বিভূষণে সুরঙ্গিণী॥

পরস্পর নারীগণ, শোভা যুক্ত বিলক্ষণ,
উভয়ে উভয়ে করে জয়।
সুললিত সুচলিত, সুবাক্য বিস্তারে রত,
দর্শনে কি সাধ্য স্থির হয়॥
সদ্গন্ধ সুমাল্য চয়, সুরভিচূর্ণক ময়,
কন্দর্প প্রদর্প হেতু করে।
মুনীন্দ্রের মনোহর, ক্ষেপ করে বহুতর,
বনমালা অঙ্গের উপরে॥
অপূর্ব্ব অভূত পূর্ব্ব, দর্শনে অতি অপূর্ব্ব,
বিস্মৃত মুনীন্দ্র সুত পরে।
নিরীক্ষণ করি আগে, রঞ্জিত অশেষরাগে,
অনুরাগে অতনু সঞ্চারে॥
বিচিত্র চিত্রাভরণ, ভূষিত বেশ ধারণ,
মধুর সুস্বরে করে গান।
আশ্রম হইতে মুনি, মধুর সংগীত শুনি,
নিকটে যাইয়া স্থিতিমান॥
আজন্ম অবধি মুনি, এরূপ না দেখি শুনি,
রমণী রঙ্গিণী রঙ্গমালা।
সেই দেশ বাসী যত, নরনারী অবিরত,
গীত বাদ্যে অনেকে বিহ্বলা॥
ঋষিপুত্র সেই স্থানে, বেশ্যাগণ বিদ্যমানে,
কৌতুকে মোহিত বিজ্ঞবরে।
পরম বিস্ময় যুত, বিভাণ্ডকমুনি সুত,
গীত বাদ্য নাট্য বহুতরে॥
বিমোহিত মুনি মন, নিরীক্ষণে বেশ্যাগণ,
মন্দং সুগভীর গায়।
মধুর মধুর ভাষে, গান করে মৃদু হাসে,
আকর্ণ আয়ত চক্ষে চায়॥

প্রমোদে বিহ্বল মন, পরে সেই বেশ্যাগণ,
মুনি সুতে কহে এই কথা।
কে তুমি কাহার সুত, প্রতিষ্ঠিত রূপ যুত,
আসিলে কন্দর্প দেব যথা॥
নির্জ্জন দারুণ বন, নাহি অন্য সন্দর্শন,
কেমনে এস্থানে কর বাস।
জাঁনিবারে ইচ্ছা হয়, সকলে বিনয়ে কয়,
কহ প্রভু যথার্থ নির্যাস॥
অপূর্ব্বা সুন্দরীগণে, মুনিপুত্র নিরীক্ষণে,
আপন বৃত্তান্ত সমুদায়।
কহিতে উদ্যম কারী, শুনিতে কুলটা নারী,
ভাবে মনে হইল উপায়॥
কহিলেন ঋষি বাণী, কশ্যপ সদৃশ জ্ঞানী,
পিতা মম বিভাণ্ডক নাম।
তাঁহার ওরসজাত, ঋষ্যশৃঙ্গ নামে খ্যাত,
বিশেষ বৃত্তান্ত কহিলাম॥
আমার আশ্রম স্থানে, কিকর্ম্ম অনুসন্ধানে,
উপনীত তোমরা সকলে।
কিকার্য্য সাধন করি, ব্যক্ত কর শীঘ্র করি,
সেই কথা শুনিব কৌশলে॥
আশ্রম আমার বটে, এই অতি সন্নিকটে,
আছে নানা স্বাদু মূল ফল।
সেই স্থানে শীঘ্রগতি, চল সবে যথা মতি,
তোমাদিগে দিব সে সকল॥
শুনি ঋষ্যশৃঙ্গ বাক্য, সকলের মতি ঐক্য,
যাত্রায় জন্মিল সেই ক্ষণে।
দেখিতে মুনীন্দ্র ধাম, সম্পূর্ণ হইল কাম,
মুনি সহ চলিল সদনে॥

পরে তারা মুনিধামে, বিশ্রাম করে আরামে
সকলের সমাদর সম।
পাছ্য অর্ঘ সম্প্রদান, আসন করি প্রদান
ফল মূল স্বাদু মনোরম॥
ঋষি পূজা সংগ্রহণ, করি সর্ব্ব নারীগ
শঙ্কাযুক্ত হইল সকলে।
ভাবি ঋষি শাপ ভয়, অত্যন্ত উদ্বিগ্না হ
গমনের প্রতি মতি চলে॥
ঋষিপুত্রে বেশ্যা দলে, সহাস্য বদনে বলে
সুমধুর বচন সুন্দর।
শুনহে ঋষি নন্দন, করিয়াছি আনয়
সুমধুর ফল বহুতর॥
তোমাকে দিলাম দান, ভোজনার্থে ভগব
আস্বাদন দেখ মুনিবর।
আশ্রম সংজাত ফল, সুখ সেব্য এ সব
যদি তব হয় রুচি কর॥
ঋষিবরে অনন্তর, ফলাকার মনোহ
অপূর্ব্ব মোদক করে দান।
এক করে উপলক্ষ, বিবিধ প্রকার ভক্ষ
মধুস্বাদু মনোজ্ঞ বিধান॥
তীর্থবারি কর পান, এই বলি দিয়া দান
ছলে অঙ্গ করে আলিঙ্গন।
প্রমোদে বিহ্বলা হয়ে, সমুদায় বেশ্যাচ
করে নানা ক্রীড়া আরম্ভণ॥
ঋষিপুত্র করে ছল, বক্ষোজ স্তন যুগল
বারম্বার স্পর্শে হর্ষে শিরে।
বদনের মধু গন্ধ, আঘ্রাণে করিতে অ
কর্ণে কথা কহিল অধীরে॥

না জানেন মুনি ছল, ভাবিলেন বুঝি ফল,
উন্মাদক মোদক সুন্দর।
অন্য ভক্ষ্য আস্বাদনে, আনন্দিত হন মনে,
ফলাকার দত্ত বহুতর॥
নহে আস্বাদিত পূর্ব্ব, অপর ফল অপূর্ব্ব,
সে সকল করিয়া ভক্ষণ।
সুমধুর মধু গন্ধি, হয়ে মুনি পানানন্দি,
প্রমোদে প্রপূর্ণ তপোধন॥
সুকোমল নারী অঙ্গ, সহ সুরঙ্গিণী রঙ্গ,
স্পর্শ করি হর্ষে হতজ্ঞান।
নঃস্পর্শে হয় স্পৃহা, না জানেন বেশ্যা ঈহা,
স্নিগ্ধস্পর্শে মুগ্ধ মতিমান॥
মুনিপুত্রে করি স্পর্শ, হইয়া অত্যন্ত হর্ষ,
অনন্তরে চলে বেশ্যাগণ।
স্বকীয় আশ্রম স্থান, দিয়া উপদেশ জ্ঞান,
জানায় নিকটে নিকেতন॥
বেশ্যাগণ যবে পরে, আশ্রমে গমন করে,
ঋষিপুত্র উদ্বিগ্ন নিতান্ত।
উন্মনা হইয়া ঋষি, ক্ষণে উঠি ক্ষণে বসি,
নিদ্রা নাহি হইল একান্ত॥
অনন্তরে নিকেতন, বিভাণ্ডক তপোধন,
আইলেন তপস্যাবিরামে।
তে দেখি সমুৎসুক, ধ্যানযুক্ত বিকৌতুক,
জিজ্ঞাসেন স্নেহ পরিণামে॥
কন সুত জ্ঞান মুক্ত, সুচিন্তা সাগরে ভুক্ত,
পিতা দেখি না কর বন্দন।
তপস্বি জনের নহে, এরূপ সজ্জনে কহে,
হইতে না পারে কদাচন॥

শীঘ্র কহ কহ সুত, হইয়াছে কি অদ্ভুত,
এই কথা জিজ্ঞাসাবসরে।
পিতাকে সমস্ত কথা, ঋষ্যশৃঙ্গ কহি তথা,
অত্যন্ত উদ্বেগ যুক্ত পরে॥
কর পিতা অবধান, সাধু দৃষ্টি রূপবান,
দেখিলাম পুরুষ সুন্দর।
সুকুমার উরঃস্থলে, অত্যন্ত পীনকমলে,
ধরিয়াছে অতি শোভাকর॥
এইরূপ বহুজন, অত্যাশ্চর্য্য তপোধন,
গাঢ় আলিঙ্গন সর্ব্বে করে।
আমারে করিয়া স্পর্শ, হইয়া পরম হর্ষ,
সুমধুর সংগীত সঞ্চরে॥
এইরূপ বারম্বার, মনোহর সুপ্রচার,
ক্রীড়া করে অদ্ভুত আকারে।
নয়ন ভঙ্গিমা রূপ, ভাবিলাম অপরূপ,
মুগ্ধপ্রায় করিল আমারে॥
সুতবাক্য শ্রবণান্তে, ভাবিয়া ঋষি একান্তে
কহিলেন ঋষ্যশৃঙ্গ প্রতি।
তপস্যা করিতে নাশ, রাক্ষস সমূহ বাস,
আসিয়াছে বুঝি নরাকৃতি॥
বিশ্বাস না কর তাহে, যদি তারা কিছু চাহে,
এই বাক্যে করিয়া আশ্বাস।
বিভাণ্ডক নিশাশেষে, তপস্যানিলয়োদ্দেশে,
চলিলা রজনী করি বাস॥
তাঁহার গমনান্তর, প্রকাশিলে সূর্য্যকর,
দ্রুততর মুনীন্দ্র কুমার।
বেশ্যাগণ সঙ্কেতিত, রমণীয় স্থানে গত,
ত্বরান্বিত হয়ে পুনর্ব্বার॥

প্রমোদে বিহ্বল মন, পরে সেই বেশ্যাগণ,
মুনি সুতে কহে এই কথা।
কে তুমি কাহার সুত, প্রতিষ্ঠিত রূপ যুত,
আসিলে কন্দর্প দেব যথা॥
নির্জ্জন দারুণ বন, নাহি অন্য সন্দর্শন,
কেমনে এস্থানে কর বাস।
জানিবারে ইচ্ছা হয়, সকলে বিনয়ে কয়,
কহ প্রভু যথার্থ নির্যাস॥
অপূর্ব্বা সুন্দরীগণে, মুনিপুত্র নিরীক্ষণে,
আপন বৃত্তান্ত সমুদায়।
কহিতে উদ্যম কারী, শুনিতে কুলটা নারী,
ভাবে মনে হইল উপায়॥
কহিলেন ঋষি বাণী, কশ্যপ সদৃশ জ্ঞানী,
পিতা মম বিভাণ্ডক নাম।
তাঁহার ওরসজাত, ঋষ্যশৃঙ্গ নামে খ্যাত,
বিশেষ বৃত্তান্ত কহিলাম॥
আমার আশ্রম স্থানে, কিকর্ম্ম অনুসন্ধানে,
উপনীত তোমরা সকলে।
কিকার্য্য সাধন করি, ব্যক্ত কর শীঘ্র করি,
সেই কথা শুনিব কৌশলে॥
আশ্রম আমার বটে, এই অতি সন্নিকটে,
আছে নানা স্বাদু মূল ফল।
সেই স্থানে শীঘ্রগতি, চল সবে যথা মতি,
তোমাদিগে দিব সে সকল॥
শুনি ঋষ্যশৃঙ্গ বাক্য, সকলের মতি ঐক্য,
যাত্রায় জন্মিল সেই ক্ষণে।
দেখিতে মুনীন্দ্র ধাম, সম্পূর্ণ হইল কাম,
মুনি সঙ্গে চলিল সদনে॥

পরে তারা মুনিধামে, বিশ্রাম করে আরামে
সকলের সমাদর সম।
পাদ্য অর্ঘ সম্প্রদান, আসন করি প্রদান
ফল মূল স্বাদু মনোরম॥
ঋষি পূজা সংগ্রহণ, করি সর্ব্ব নারীগ
শঙ্কাযুক্ত হইল সকলে।
ভাবি ঋষি শাপ ভয়, অত্যন্ত উদ্বিগ্না হ
গমনের প্রতি মতি চলে॥
ঋষিপুত্রে বেশ্যা দলে, সহাস্য বদনে বলে
সুমধুর বচন সুন্দর।
শুনহে ঋষি নন্দন, করিয়াছি আনয়
সুমধুর ফল বহুতর॥
তোমাকে দিলাম দান, ভোজনার্থে ভগব
আস্বাদন দেখ মুনিবর।
আশ্রম সংজাত ফল, সুখ সেব্য এ সব
যদি তব হয় রুচি কর॥
ঋষিবরে অনন্তর, ফলাকার মনোহ
অপূর্ব্ব মোদক করে দান।
এক করে উপলক্ষ, বিবিধ প্রকার ভক্ষ
মধুস্বাদু মনোজ্ঞ বিধান॥
তীর্থবারি কর পান, এই বলি দিয়া দান
ছলে অঙ্গ করে আলিঙ্গন।
প্রমোদে বিহ্বলা হয়ে, সমুদায় বেশ্যাচা
করে নানা ক্রীড়া আরম্ভণ॥
ঋষিপুত্র করে ছল, বক্ষোজ স্তন যুগল
বারম্বার স্পর্শে হর্ষে শিরে।
বদনের মধু গন্ধ, আঘ্রাণে করিতে অ
কর্ণে কথা কহিল অধীরে॥

না জানেন মুনি ছল, ভাবিলেন বুঝি ফল,
উন্মাদক মোদক সুন্দর।
অন্য ভক্ষ্য আস্বাদনে, আনন্দিত হন মনে,
ফলাকার দত্ত বহুতর॥
নহে আস্বাদিত পূর্ব্ব, অপর ফল অপূর্ব্ব,
সে সকল করিয়া ভক্ষণ।
সুমধুর মধু গন্ধি, হয়ে মুনি পানানন্দি,
প্রমোদে প্রপূর্ণ তপোধন॥
সুকোমল নারী অঙ্গ, সহ সুরঙ্গিণী রঙ্গ,
স্পর্শ করি হর্ষে হতজ্ঞান।
নঃস্পর্শে হয় স্পৃহা, না জানেন বেশ্যা ঈহা,
স্নিগ্ধস্পর্শে মুগ্ধ মতিমান॥
মুনিপুত্রে করি স্পর্শ, হইয়া অত্যন্ত হর্ষ,
অনন্তরে চলে বেশ্যাগণ।
স্বকীয় আশ্রম স্থান, দিয়া উপদেশ জ্ঞান,
জানায় নিকটে নিকেতন॥
বেশ্যাগণ যবে পরে, আশ্রমে গমন করে,
ঋষিপুত্র উদ্বিগ্ন নিতান্ত।
উন্মনা হইয়া ঋষি, ক্ষণে উঠি ক্ষণে বসি,
নিদ্রা নাহি হইল একান্ত॥
অনন্তরে নিকেতন, বিভাণ্ডক তপোধন,
আইলেন তপস্যাবিরামে।
সুতে দেখি সমুৎসুক, ধ্যানমুক্ত বিকৌতুক,
জিজ্ঞাসেন স্নেহ পরিণামে॥
কেন সুত জ্ঞান মুক্ত, সুচিন্তা সাগরে ভুক্ত,
পিতা দেখি না কর বন্দন।
তপস্বি জনের নহে, এরূপ সজ্জনে কহে,
হইতে না পারে কদাচন॥

শীঘ্র কহ কহ সুত, হইয়াছে কি অদ্ভুত,
এই কথা জিজ্ঞাসাবসরে।
পিতাকে সমস্ত কথা, ঋষ্যশৃঙ্গ কহি তথা,
অত্যন্ত উদ্বেগ যুক্ত পরে॥
কর পিতা অবধান, সাধু দৃষ্টি রূপবান,
দেখিলাম পুরুষ সুন্দর।
সুকুমার উরঃস্থলে, অত্যন্ত পীনকমলে,
ধরিয়াছে অতি শোভাকর॥
এইরূপ বহুজন, অত্যাশ্চর্য্য তপোধন,
গাঢ় আলিঙ্গন সর্ব্বে করে।
আমারে করিয়া স্পর্শ, হইয়া পরম হর্ষ,
সুমধুর সংগীত সঞ্চরে॥
এইরূপ বারম্বার, মনোহর সুপ্রচার,
ক্রীড়া করে অদ্ভুত আকারে।
নয়ন ভঙ্গিমা রূপ, ভাবিলাম অপরূপ,
মুগ্ধপ্রায় করিল আমারে॥
সুতবাক্য শ্রবণান্তে, ভাবিয়া ঋষি একান্তে
কহিলেন ঋষ্যশৃঙ্গ প্রতি।
তপস্যা করিতে নাশ, রাক্ষস সমূহ বাস,
আসিয়াছে বুঝি নরাকৃতি॥
বিশ্বাস না কর তাহে, যদি তারা কিছু চাহে,
এই বাক্যে করিয়া আশ্বাস।
বিভাণ্ডক নিশাশেষে, তপস্যানিলয়োদ্দেশে,
চলিলা রজনী করি বাস॥
তাঁহার গমনান্তর, প্রকাশিলে সূর্য্যকর,
দ্রুততর মুনীন্দ্র কুমার।
বেশ্যাগন সঙ্কেতিত, রমণীয় স্থানে গত,
ত্বরান্বিত হয়ে পুনর্ব্বার॥

যথা সর্ব্বমনোহরা, সুচারু সুবেশ ধরা,
সুমধ্যমা করিতে দর্শন।
বারাঙ্গনা গণ তথা, দেখিলা আগত যথা,
অনুমানে বিভাণ্ড নন্দন॥
মুনি সুতে নিরীক্ষণ, করে পুরো বেশ্যাগণ,
প্রত্যুত্থান করিয়া সকলে।
সুহাস্য পুর্ব্বক কয়, এই বাক্য বেশ্যাচয়,
এসো এসো পরম কৌশলে॥
দেখিতে আশ্রম স্থান, রমণীয় বিদ্যমান,
আমাদের পুরে চল মুনি।
পাইয়া কুসুমাঞ্জলি, দিয়া পরে পদধূলি,
পুনর্ব্বার আসিবে আপনি॥
মনোহর তা সবার, বাক্য শুনি সুকুমার,
গমন বিষয়ে করি মতি।
ছলে লয়ে ঋষিপুত্রে, বদ্ধ করি মায়াসূত্রে,
বারাঙ্গনা চলে শীঘ্রগতি॥

পয়ার।

ঋষিসুতে তথায় আনিলে বেশ্যাগণ।
নৃপতির রাজ্যে দেব করিলা বর্ষণ॥
অনন্তর বিভাণ্ডক মুনি মহাব্রত।
আপনার আলয়ে আগত পূর্ব্বমত॥
বহু বন্য ফল মূল লইয়া সঘন।
আনন্দেতে আশ্রমে প্রবেশি ভগবান॥
জন শূন্য আলয় করিয়া নিরীক্ষণ।
সন্তান দর্শনাকাঙ্ক্ষী হইলা তখন॥
পরিশ্রান্ত অত্যন্ত তথাপি মুনিবর।
না করিলা পদার্থেত নিতান্ত কাতর॥
ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষ্যশৃঙ্গ করি এই রব।
নিরীক্ষণ করেন আশ্রম স্থান সব॥
না দেখিয়া সুতে তথা কশ্যপ নন্দন।
নিজাশ্রম হইতে করিয়া নিষ্ক্রমণ।
গমন করেন ঋষি আত্মজ সন্ধানে।
জিজ্ঞাসিয়া সন্তান সংবাদ বহু স্থানে॥
গ্রামে২ জিজ্ঞাসেন গোকুলে গোকুলে।
কাহার গোকুল গ্রাম কহ সানুকূলে॥
বহুগ্রাম অনেক গোব্রজ এই স্থলে।
মুনিবাক্য উত্তরার্থে গোপালকে বলে॥
কৃতাঞ্জলি পুরঃসর করিয়া বিনয়।
মুনিবরে রম্য বাক্য তারা সবে কয়॥
অঙ্গদেশে লোমপাদ খ্যাত নৃপবর।
তাঁহার নির্ম্মিত গ্রাম গোকুল নিকর॥
বিভাণ্ডক মুনিপুত্র ঋষ্যশৃঙ্গ নাম।
তাঁহার পূজার জন্য সগোকুল গ্রাম॥
এই উক্তি শুনি ঋষি গোপালক মুখে।
ধ্যানযোগে দেখিলেন অতি মনোদুঃখে॥
জানিয়া ভবিষ্য কথা ব্যথা গেল দূরে।
প্রীতিযুক্ত মুনিবর চলিলেন পুরে॥
পরম ধার্ম্মিকবর ঋষীন্দ্র নন্দন।
আরোহণ করি তরী অপূর্ব্ব গঠন॥
ঘন ঘন নাদে পূর্ণ করিয়া গগণ।
ঘোর বৃষ্টি সহিতে চলিলা মহাজন॥
প্রবেশিতে রাজপুরী পরম সুশান্ত।
নৃপবর শীঘ্রতর জানিয়া একান্ত॥
বর্ষণ সহিত বিপ্র রাজপুরাগত।
গাত্রোত্থান করিয়া হইয়া শিরোনত॥

অর্চ্চনা করিলা পদ যথাবিধি তাঁর।
পুরোহিত অগ্রে করি ধরি ভক্তি ভার॥
নরনাথ নরদেবে অর্ঘ্য করি দান।
শান্তিযুক্ত পুরজন সকল সমান॥
অত্যন্ত অর্চ্চন দ্রব্য ইচ্ছার বিষয়।
যোগ করে মুনিবরে ভোগ সমুদয়।
আপনি অবনিপতি করি মান্যমান।
করিলেন ঋষ্যশৃঙ্গে নিজ কন্যাদান॥
কমল লোচনা কন্যা শান্তা নাম ধরে।
সমর্পণ করিলেন পরম আদরে॥
শান্তমনে করিলেন ভূপতি অর্চ্চন।
রহিলেন সুপূজিত মুনীন্দ্র নন্দন॥
মহাতেজা ঋষ্যশৃঙ্গ শান্তার সহিত।
যথা সুখ ভূপতির ভবনে সুপ্রীত॥
ঋষি প্রোক্ত রামায়ণ তাহে আদিকাণ্ড।
ঋষ্যশৃঙ্গ উপাখ্যান অমৃতের ভাণ্ড॥
সংগ্রহ করিয়া তাহা যত সাধুবর্গ।
প্রীত হও ইতি গ্রহ পরিমিত সর্গ॥

আমার নিশ্চয় বাক্য করহ শ্রবণ।
সাবধান মনোযোগ অতি প্রয়োজন॥
পূর্ব্বে আমি শুনিয়াছি মুনিবর মুখে।
ঋষি মধ্যে ব্রহ্মসুত কহিলেন সুখে॥
যথা শ্রুত কহি শুন করিয়া বিস্তার।
হইবেন ইক্ষ্বাকু বংশেতে অবতার॥
জগতে যশস্বী রাজা দশরথ নাম।
বুদ্ধি সত্য পরাক্রম আদি গুণধাম॥
অঙ্গদেশপতি লোমপাদের সহিত।
সখ্যভাব মহাত্মার হইবে নিশ্চিত॥
দশরথ নৃপতির মহাভাগ্যবতী।
হইবেন শান্তা নামে দুহিতা সুমতি॥
অঙ্গ রাজা লোমপাদ অপত্য বিহীন।
হইবেন কন্যা জন্য নৃপ অতি দীন॥
করিবেন দশরথে ভূপতি প্রার্থনা।
অনপত্য নৃপ আমি অত্যন্ত উন্মনা॥
কন্যাদান কর সখা দানে যোগ্য তুমি।
এই কথা কহিবেন রাজা নত ভূমি॥
শান্তমনে অনন্তরে রঘু কুলবর।
পুত্র হেতু হইয়া হৃদয়ে শান্ততর॥
প্রতিশ্রুত হইবেন ইক্ষ্বাকু ভূপতি।
অঙ্গাধিপে অর্পিবেন আপন সন্ততি॥
শান্তাকে গ্রহণ করি অঙ্গ নৃপবর।
বিগত হইবে সর্ব্ব শরীরের জ্বর॥
কৃতার্থ হইয়া মনে হইবেন প্রীত।
নিজ পুরে যাইবেন জানিবে নিশ্চিত॥
সেই কন্যা ঋষ্যশৃঙ্গে করিবেন দান।
ইহা ভিন্ন বৃষ্টি না দিবেন মঘবান॥
ঋষ্যশৃঙ্গ আগমনে প্রফুল্লিত ঋতু।
সুবর্ষণ বর্ষিবেন দেব শতক্রতু॥
বিভাণ্ডক সুত ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিবর।
ভার্য্যালাভে হইবেন সুশান্ত অন্তর॥
মুনিবরে অযোধ্যার অবনি পালক।
যজ্ঞ হেতু কৃতাঞ্জলি অত্যন্ত স্তাবক॥
তপোধনে করিবেন যজ্ঞার্থ বরণ।
ধর্ম্মজ্ঞানী অজরাজ ভূমিপ নন্দন॥

যজ্ঞ আর পুত্র স্বর্গ সকল কারণে।
করিবেন সুবরণ বিভাণ্ড নন্দনে॥
মুনি হতে নরেন্দ্র বাঞ্ছিত ফল যত।
পাইবেন শুনিয়াছি মুনীন্দ্র মুখত॥
হইবে প্রবল বল পুত্র চারি জন।
দশরথ নৃপতির যে রূপ মনন॥
কুল বল পুণ্য শীল যশো মান যুক্ত।
ধর্ম্ম বিবর্দ্ধন পুত্র মুনীন্দ্র নিরুক্ত॥
এই রূপ ভবিষ্যৎ কথা মনোহর।
কহিয়াছিলেন ঋষি সমূহ গোচর॥
সেই তুমি মহামতি নৃপতি প্রধান।
ঋষ্যশৃঙ্গে আনিবারে যোগ্য মতিমান॥
বিভাণ্ডক তনয় সমীপে নৃপবর।
বরণ করিয়া আন করি সমাদর॥
সুমন্ত্রের সুমন্ত্রণা শুনিয়া সুন্দর।
কহিলেন বশিষ্ঠ সমীপে নৃপবর॥
এই কথা কহিলা সুমন্ত্র মহামতি।
আজ্ঞাদান যোগ্য আজ্ঞা কর শীঘ্রগতি।
নৃপ উক্তি সুযুক্তি মানিয়া তপোধন।
কহিলেন ভূপতিকে বশিষ্ঠ তখন॥
বশিষ্ঠের আজ্ঞা প্রাপ্তি মাত্র নৃপবর।
পাইয়া সুপ্রীত মনে কোশলাধীশ্বর॥
সুমন্ত্র বচনে করি গমনে উদ্যোগ।
ঋষ্যশৃঙ্গে বরিবারে সামান্য সংযোগ॥
সঙ্গে স্বীয় পুরোহিত অন্তঃপুর জন।
দ্বিজোত্তম সন্নিকটে গতীচ্ছু তৎক্ষণ॥
বহুবিধ বন ভূমি বহু তরঙ্গিণী।
অতি ক্রমে চলিলেন নৃপ শিরোমণি॥
মন্দ মন্দ গমনে উত্তীর্ণ বহুদেশ।
অচিরে গেলেন রাজা সাধিতে বিশেষ॥
লোমপাদ পৃথ্বীপতির পুরে উপস্থিত।
বহু মান পুরঃসরে প্রবিষ্ট পূজিত॥
লোমপাদ নৃপতি নিবাসে নৃপবর।
ঋষি পুত্রে দেখিলেন দীপ্ত বৈশ্বানর॥
পূরে নৃপবরে দেখি অতিথি উত্তম।
পূজিলা অঙ্গ নৃপতি করিয়া সম্ভ্রম॥
আপনার যোগ্য পূজা পাইয়া নৃপতি।
করিলেন তথা রাজা আনন্দে বসতি॥
সপ্তম অষ্টম দিবা এই রূপে গত।
কহিলেন পরে নৃপ নিজ অভিমত॥
দশরথ কহিলেন হইয়া সুস্থির।
তব কন্যা শান্তাদেবী শুন মহাবীর॥
স্বামি সহ শান্তাকে লইয়া যাব আমি।
এই আজ্ঞা করিবারে যোগ্য পাত্র তুমি॥
প্রথমে জিজ্ঞাসা কর কন্যা জামাতায়।
স্বীকার করিয়া রাজা চলিলা ত্বরায়॥
ঋষি পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গে করি নিবেদন।
মম সখা দশরথ নৃপ এই জন॥
অপত্য বিহীন আমি ছিলাম যখন।
করিয়াছিলেন দান এই কন্যা ধন॥
পুত্রের আকৃতি করি শান্তায় যাচিত।
প্রিয়তমা কন্যা রাজা দিলেন প্রার্থিত।
সেই এই তোমার শ্বশুর মহীপাল।
যেরূপ আমি তোমার সম্পর্কে বিশাল॥
তোমার শরণাপন্ন সন্তান কারণ।
পুত্রার্থ যজ্ঞ নির্ব্বাহে যোগ্য তপোধন॥

অনন্তর করি নৃপ বাক্য সুগোচর।
ঋষিপুত্রে অঙ্গীকৃত করি তারপর॥
শান্তা সহ লইয়া নৃপতি অনুমতি।
চলিলেন সভার্য্য হইয়া মহা দ্যুতি॥
লোমপাদ নৃপতি নৃপতি দশরথে।
আলিঙ্গন পূজন করিয়া মনোরথে॥
অনন্তর নিজপুরী করিলা গমন।
অযোধ্যায় দশরথ দৃষ্ট হৃষ্টমন॥
লোমপাদ নৃপতির আজ্ঞা অনুসারে।
বিভাণ্ডক সুতে লয়ে শান্তা সহকারে॥
পরে রাজা দশরথ উদ্যত প্রয়াণে।
আজ্ঞা দিলা নিজপুরে সম্বাদ প্রস্থানে॥
নিজপুরে নৃপদূত করি প্রস্থাপন।
সমাচার পত্র দিলা কুশল বর্ণন॥
শীঘ্রগতি দূতগণ করিয়া গমন।
পবিত্র করাবে পুরী পরম শোভন॥
নৃপতির অনুজ্ঞা পাইয়া হৃষ্টমন।
পুরে গিয়া আজ্ঞা মত কহে সর্ব্বজন॥
আদেশ করিলা নৃপ যেমন যেমন।
অশেষ বিশেষ রূপে করিল তেমন॥
পশ্চাতে পৃথিবী পতি অলঙ্কৃত পুরে।
অমাত্য স্বসৈন্য সহ আসিলা অদূরে॥
শঙ্খ ঘণ্টা নিনাদ নিস্বন বহুতর।
ঋষ্যশৃঙ্গে অগ্রে করি করে সর্ব্বনর॥
পরে পুরবাসিগণ পরম উল্লাস।
দেখিয়া নৃপতি বরে সকলি প্রকাশ॥
উজ্জ্বল অনল সম অতি প্রজ্বলিত।
তপস্বি তেজস্বি ঋষিসন্তান সহিত।
নৃপবর প্রবেশ করিয়া নিজালয়।
কৃত কৃত্য আপনাকে ভাবিলা নিশ্চয়॥
পূর্ণ মনোরথ দশরথ নৃপবর।
আর তাঁর অন্তঃপুর বাসি নারী নর।
শান্তা আগমন নিরীক্ষণ করি পরে।
পরম প্রমোদ যুক্ত সর্ব্ব নারী নরে॥
ভর্ত্তা সহ শান্তা সতী কল্যাণী কুমারী।
পূজা করে প্রীতিযুক্তা পুরস্থিতা নারী॥
ঋষিপুত্র পাইয়া পরম পূজা তথা।
হইলা নৃপতি গৃহে শান্তা মনোরথা॥
শান্তা কান্তা সহ সুখে মুনীন্দ্র বসতি।
মহেন্দ্র ভবনে যথা গুরু বৃহস্পতি॥
রামায়ণে আদিকাণ্ডে ঋষ্যশৃঙ্গ কথা।
অযোধ্যাগমনে দশ সর্গ সাঙ্গ তথা॥

অনন্তর হইল শিশির কাল গত।
বসন্ত সময় প্রাপ্তে নৃপতি সংযত॥
যজ্ঞ করিবারে বাঞ্ছা করিয়া নৃপতি।
ঋষ্যশৃঙ্গ সন্নিকটে স্থিত মহামতি॥
প্রণিপাত সহিত পূজিয়া বিপ্রে তথা।
পুত্র কামনায় যজ্ঞে করিলেন হোতা॥
স্বীকার করিয়া মুনি বিকার রহিত।
যজ্ঞদ্রব্য আনিবারে নৃপে নিযোজিত॥
সভায় সকল যজ্ঞ সাধক সাধন।
সহায় স্বরূপ আর যত হোতাগণ॥
আনয়ন কর নৃপ যত লয় মনে।
বশিষ্ঠ প্রভৃতি আর অন্য দ্বিজগণে॥

মুনি বাক্য শ্রবণ করিয়া নরপতি।
অগ্রে স্থিত সুমন্ত্রে কহিলা মহামতি॥
শীঘ্রগতি সম্প্রতি সমস্ত গুরুজনে।
বেদ বিদ্যা বিজ্ঞতম যত মুনিগণে॥
বেদকার্য্যে ধার্য্যমতি বেদে নিষ্ঠা গুণ।
সূত্রভাষ্য বেত্তা বেদ বেদাঙ্গে নিপুণ॥
গৃহাশ্রমী অথচ দরিদ্র যদি হয়।
বৃদ্ধগণ সস্ত্রীকে আনিবে সমুদয়॥
অপর শ্রোত্রিয় গণ বিদেশ নিবাসী।
সৎকার করিয়া সবে কর পুরোবাসী॥
নৃপতির নিদেশ নিশ্চয় জানি মনে।
সুমন্ত্র ত্বরায় ধায় হোতৃ আনয়নে॥
বেদ বিদ্যা বেদাঙ্গ পারগ যত জন।
সুযোগ্য অপর বামদেব তপোধন॥
জাবালি কাশ্যপ মুনি পুরোধা বশিষ্ঠ।
অন্য অন্য মান্য দ্বিজ সুবিদ্যা বিশিষ্ট॥
আগত দ্বিজেন্দ্র যত পূজিয়া প্রচুর।
কহিলেন মহারাজ বচন মধুর॥
এই কথা যথার্থত ধর্ম্মার্থ সহিত।
নৃপতি মুনীন্দ্র গণে করেন বিদিত॥
শুন কহি মুনিবর্গ আমি আকাঙ্ক্ষিত।
হয় নাহি পুত্র তাহে নিতান্ত দুঃখিত॥
তন্নিমিত্ত অশ্বমেধ যজ্ঞেতে নির্জ্জর।
পূজিব নিশ্চয় যজ্ঞ বিধানে নির্ভর॥
করিয়াছি ইচ্ছা মনে যজনে অমরে।
ঋষি পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি কৃপা বরে॥
তোমাদের তেজোবল করিয়া যোজন।
শরণাগত জনেরে সর্ব্ব মুনি গণ॥
অনুগ্রহ করিবে কৃপণে মনে করে।
সাধু সাধু প্রশংসিলা সর্ব্ব দ্বিজবরে॥
নৃপতির বচনে ব্রাহ্মণ গণ পরে।
সাধুবাদে প্রশংসা দিলেন নৃপবরে॥
ঋষ্যশৃঙ্গ প্রভৃতি সমস্ত দ্বিজগণ।
কহিলেন ভূপতিকে উচিত বচন॥
সম্ভার বিস্তার কর সাঙ্গ যজ্ঞ মতে।
তুরঙ্গ বিমুক্ত কর ভ্রমিবে জগতে॥
পাইবে নিশ্চয় পুত্র গণে মহীপাল।
মনস্থ যেমন তব সুন্দর বিশাল॥
পুত্র হেতু মহারাজ তব উপস্থিতা।
হইল ঈদৃশী বুদ্ধি শুভ প্রতিষ্ঠিতা॥
ঋষিবাক্য শ্রবণে নৃপতি প্রীতমন।
মন্ত্রিগণে মহীপাল কহিলা বচন॥
গুরুগণ আজ্ঞা অনুসারে সর্ব্বজন।
যজ্ঞ উপযুক্ত দ্রব্য কর আয়োজন॥
জানিবে শাসন মম আশু আন সবে।
কোন রূপে কোন দ্রব্য অভাব না রবে॥
নির্দ্দোষে যে রূপে হয় যজ্ঞ অবিকল।
সেইরূপে সমাধান করিবে সকল॥
সুমন্ত্রের দ্বারা অশ্ব করি অধিষ্ঠিত।
ত্যাগ কর ত্বরা করি বেদার্থ বিহিত॥
সরযূ তটিনী পারে দেখ যজ্ঞ স্থান।
বিধিমতে যজ্ঞশালা কর সুনির্ম্মাণ।
শুদ্ধশান্ত সকলে করিবে সমুদায়।
শুভক্ষণে যেন হয় বিঘ্ন না জন্মায়॥
সমর্থ হইলে কর্ত্তা যজ্ঞ ফল পায়।
অশক্ত নৃপতি নাহি যোগ্য হয় তায়॥

শ্রদ্ধাহীন দরিদ্র যদ্যপি হয় নর।
তার যজ্ঞে যজ্ঞ বিঘ্ন সঙ্কার বিস্তর॥
যজ্ঞ হন্তা আছে বহু যজ্ঞ ছিদ্র চায়।
ব্রহ্ম রাক্ষসাদি আর অন্য সমুদায়॥
যে যজ্ঞে জন্মায় বিঘ্ন সাঙ্গ নাহি হয়।
যজ্ঞ কর্ত্তা অবশ্য তাহাতে পায় ক্ষয়॥
অতএব আমার এ যজ্ঞে সর্ব্ব জন।
যাহাতে না জন্মে বিঘ্ন কর সমাপন॥
তথাস্তু বলিয়া মন্ত্রী অঙ্গীকার পান।
করিলেন যে আজ্ঞা বলিয়া অনুষ্ঠান॥
নৃপতির আজ্ঞা মতে পুরোহিত গণ।
করিলেন যথা যোগ্য নৃপে আমন্ত্রণ॥
পূজান্তে করিলা সবে বিঘ্ন উৎসারণ।
কহিলা নির্ব্বিঘ্নে হবে যজ্ঞ সমাপন॥
এই কথা কহিয়া সমস্ত দ্বিজগণ।
স্বস্ব গৃহে করিলেন সকলে গমন॥
দ্বিজগণে বিদায় করিয়া নৃপবর।
অন্তঃপুরে প্রবেশিলা প্রফুল্ল অন্তর॥
ঋষি প্রোক্ত রামায়ণে রুদ্র সর্গ তায়।
আদিকাণ্ডে অশ্বমেধ আরম্ভ কথায়॥

ত্রিপদী।

পুনশ্চ বসন্তাগমে, সম্বৎসর পূর্ণ ক্রমে,
হইয়াছে করিয়া নিশ্চিত।
আনাইয়া তপোধনে, বশিষ্ঠে অভিবাদনে,
বিধিমতে পূজিয়া ত্বরিত॥
প্রণয় পূর্ব্বক বাণী, কহিলেন ভূপ জ্ঞানী,
যজ্ঞ জন্য বিজ্ঞ মুনিবরে।
শীঘ্রকর যজ্ঞারম্ভ, যথা শাস্ত্র সমারম্ভ,
অনুষ্ঠান আচর অচিরে॥
যজ্ঞ হন্তা গণ যত, না পারে করিতে হত,
সেই রূপ কর আচরণ।
তুমি শান্ত তপোধন্য, গুরু সুহৃৎ শ্রেষ্ঠমান্য,
সর্ব্বাগ্রে গণিত মহাজন॥
আপনার বাক্যহেতু, অবলম্বে যজ্ঞসেতু,
উদ্যত বিষয় রত জন।
শ্রবণে নৃপের কথা, বশিষ্ঠ কহিলা তথা,
সাধিব সকল প্রয়োজন॥
যাহা তব বাঞ্ছা মনে, যজ্ঞে পূজা দেব গণে,
করিব সকলে এক মনে।
বশিষ্ঠ ইহার পরে, আনি সর্ব্ব ঋষিবরে,
কহিলেন সর্ব্ব তপোধনে॥
যজ্ঞ কর্ম্মে সুনিষ্ঠিত, যজ্ঞার্থে সুপ্রতিষ্ঠিত,
কর শীঘ্র না হয় বিলম্ব।
পরম ধার্ম্মিক যত, সদা যজ্ঞ কর্ম্মে রত,
অধিষ্ঠাতা কর্ম্মে অবলম্ব॥
কর্ম্মের নিকটে রাখ, লিপিকর জনে ডাক,
ক্ষণক গণক শিল্পকারী।
আন নৃত্যকারি গণ, নর্ত্তনে সুপরায়ণ,
থাকিবে যজ্ঞার্থে আজ্ঞাধারী॥
কহিলেন পরে ঋষি, শাস্ত্রবেত্তা সবে আসি,
বহুদর্শী বহুশ্রুত যারা।
রাজ আজ্ঞা অনুসারে, যজ্ঞ কর্ম্ম সুবিচারে,
চেষ্টা কর যথা শাস্ত্র ধারা॥
অনেক সহস্র ইষ্টি, সমারম্ভ করি দৃষ্টি,
শীঘ্রগতি আন দ্বিজগণ।

গুণশীল রাজগণ, উপকারে নিয়োজন,
কর শীঘ্র যজ্ঞ সমাপন ॥
ব্রাহ্মণ জাতীয় যত, প্রতিবাসী অবিরত,
শুভকর্ম্ম করুন সকলে।
অন্নপান ভক্ষণীয়, উপযুক্ত যাবতীয়,
আহরণ পরম কৌশলে ॥
সেই মত পুরজনে, নৃপতির প্রয়োজনে,
প্রকর্ত্তব্য সমগ্র সঞ্চয়।
আবাস অনেক মত, বহু ভক্ষ্য অন্ন যত,
অবিরত হইয়া নির্ভয় ॥
জনপদে যত জন, কর্ত্তব্য ভূরি ভোজন,
দাতব্য অনেক অন্নপান।
সৎকার করিয়া দিবা, অপীড়ায় রাত্রি দিবা,
যত দিন যজ্ঞ বর্ত্তমান ॥
দ্বিজাদি যতেক জন, সবে পাবে সুপূজন,
যেজন যেমন যোগ্য হবে।
সমাদর পাবে তথা, অপমান মাত্র কথা,
কদাচ কাহাকে নাহি কবে ॥
কাম ক্রোধ পরিহরি, সকলের পূজা করি,
যজ্ঞ কর্ম্মে ব্যগ্র যত জন।
অন্য অন্য শিল্পকার, সকলের পুরস্কার,
যথাক্রমে করিবে পূজন ॥
বিহিত বিধান মতে, অধিষ্ঠিত সভাগতে,
কোন অংশে ন্যূনতা না রয়।
সেইরূপ সর্ব্বজন, করিবে সুশান্ত মন,
নৃপতি প্রতিষ্ঠা যাতে হয় ॥
পরে তাঁরা সর্ব্বজনে, কহিলেন তপোধনে,
যথা উক্ত করিব সকল।
শেষ যাহে পরিহাস, না হয় কর্ম্মে প্রকাশ,
সেইরূপ হইবে নির্ম্মল ॥
সুমন্ত্র মন্ত্রণাবরে, করিলেন ততঃপরে,
উপদেশ মুনীন্দ্র বশিষ্ঠে।
যত দেখ নৃপ গণ, কর সবে নিমন্ত্রণ,
অন্য সর্ব্ব ধার্ম্মিক বিশিষ্টে ॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য, শূদ্রাদি বহু মনুষ্য,
আসমুদ্র ধরাতলে স্থিত।
যথা যোগ্য ব্যবহারে, শীঘ্র আন সবাকারে,
করিয়া সম্মান সমন্বিত ॥
মিথিলাধিপতি বীর, বিক্রমে যিনি সুধীর,
সর্ব্ব শাস্ত্রে বেদে নিষ্ঠাবান।
গিয়া তাঁর সন্নিধানে, জানাইয়া মতিমানে,
পুরস্কারে করিবে আহ্বান ॥
জানিয়া পূর্ব্ব সম্বন্ধ, আমার বাক্য প্রবন্ধ,
এই কথা জানিবে নিশ্চয়।
প্রিয়বাদী নিরন্তর, কাশীপতি নৃপবর,
রাজার বয়স্য মহাশয় ॥
যশস্বি নৃপতিবরে, নিমন্ত্রণ দিয়া পরে,
কেকয় ভূপালে অনন্তরে।
দাক্ষিণাত্য নৃপ যত, সর্ব্বজনে ন্যায় মত,
আর যাঁরা দেশ দেশান্তরে ॥
শান্তমূর্ত্তি যে যে জন, পৃথিবী ঈশ্বর হন,
সামান্য বান্ধব ভৃত্য গণে।
শীঘ্র আন মন্ত্রিবর, বিলম্ব না জন্মে পর,
পরে মন্ত্রী বশিষ্ঠ বচনে ॥
পাঠাইলা নৃপচর, বিজ্ঞ বিজ্ঞ বহু নর,
নৃপতি গণেরে আনিবারে।

আপনি ধর্ম্মাত্মা পরে, আনিবারে মহীশ্বরে,
প্রযত হইলা ধর্ম্মাচারে ॥
তদন্তে আনীত যত, কর্ম্মযোগ্য অভিমত,
করিলা বশিষ্ঠে নিবেদন।
ভিন্ন২ নামোল্লেখে, ভূপতির অশ্বমখে,
সমাগত মহাজন গণ ॥
যজ্ঞ যোগ্য যত দ্রব্য, সুকল্পিত হব্য কব্য,
দেখ সভ্য সর্ব্ব উপস্থিত।
পরে কর্ম্মকারি গণে, প্রতিষ্ঠিত প্রয়োজনে,
দ্বিজ শ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ সুপ্রীত ॥
কহিলেন তপোধন, শুন রাজভটগণ,
যজ্ঞেতে না হয় উপহাস।
না দিবে অশ্রদ্ধা দান, বচনে রাখিবে মান,
তবে হবে সুখ্যাতি প্রকাশ ॥
অবজ্ঞায় দান দিলে, নিতে হয় বলে নিলে,
ভৃত্য দোষে দাতা হন দোষী।
ইতোমধ্যে নিমন্ত্রিত, যত নৃপ প্রতিষ্ঠিত,
সকলে হইয়া পরিতোষী ॥
এক অহোরাত্রকালে, লয়ে নানারত্ন জালে,
মহীপালে সন্তোষ কারণ।
নিরীক্ষণ করি পরে, কহিছেন নৃপবরে,
সত্বরে বশিষ্ঠ তপোধন ॥
শুন নৃপ মহাকায়, সমাগত অযোধ্যায়,
তব নিমন্ত্রণে নৃপগণ।
সকলের যোগ্য ভাগ, করিয়াছি মহাভাগ,
সাধিতে তোমার প্রয়োজন ॥
ক্রমাগতে আগমন, করিলে নৃপতি গণ,
কহিলা সুমন্ত্র মন্ত্রিবর।
হৃষ্টে দৃষ্ট ব্যবহার, কর যজ্ঞ উপহার,
উপপন্ন সমস্ত সুন্দর ॥
বশিষ্ঠ কহিলা পরে, মম আজ্ঞা অনুসারে,
ঋষ্যশৃঙ্গ অনুমতি ক্রমে।
সুনক্ষত্র শুভ তিথি, নির্য্যাণে জগতী পতি,
যজ্ঞস্থলে সর্ব্ব গ্রহোত্তমে ॥
পশ্চাতে বশিষ্ঠ আদি, যাবতীয় বেদ বাদী,
বিপ্রগণ সুচারু সময়ে।
অশ্বমেধ অগ্রে করি, যজ্ঞ কর্ম্ম সমাচারি,
যজ্ঞস্থলে নির্ম্মল আশয়ে ॥
যথাশাস্ত্র যথাবিধি, অনুসারে প্রজ্ঞা নিধি,
বশিষ্ঠ করেন কর্ম্ম পরে।
ঋষিপ্রোক্ত রামায়ণে, আদিকাণ্ডে যজ্ঞস্থানে,
যাত্রা যজ্ঞারম্ভ শুন নরে ॥

১২ দ্বাদশ সর্গঃ।

পয়ার।

হইলে তুরঙ্গ প্রাপ্ত পুরোহিত গণ।
যজ্ঞভূমি প্রদক্ষিণ করিলা তখন ॥
সরযূ নিম্নগা ক্রোড়ে উত্তরাংশে গত।
ঋষ্যশৃঙ্গ প্রভৃতি যাজ্ঞিক গণ যত ॥
যজ্ঞ ভূমি কল্পনা করেন কুতূহলে।
নির্ম্মাণ নির্ম্মল স্থান রম্য জলে স্থলে ॥
অশ্বমেধ মহাযজ্ঞে অযোধ্যাপতির
বেদ দৃষ্টে বিধান করেন সর্ব্ব ধীর ॥
কল্প সূত্র বিধানে করিলা আদি ক্রম।
প্রায়শ্চিত্ত বিধান করেন মহোত্তম ॥
যথাকালে হয় যদি সবন সমাপ্তি।

গুণশীল রাজগণ, উপকারে নিযোজন,
কর শীঘ্র যজ্ঞ সমাপন ॥
ব্রাহ্মণ জাতীয় যত, প্রতিবাসী অবিরত,
শুভকর্ম্ম করুন সকলে।
অন্নপান ভক্ষণীয়, উপযুক্ত যাবতীয়,
আহরণ পরম কৌশলে ॥
সেই মত পুরজনে, নৃপতির প্রয়োজনে,
প্রকর্ত্তব্য সমগ্র সঞ্চয়।
আবাস অনেক মত, বহু ভক্ষ্য অন্য যত,
অবিরত হইয়া নির্ভয় ॥
জনপদে যত জন, কর্ত্তব্য ভূরি ভোজন,
দাতব্য অনেক অন্নপান।
সৎকার করিয়া দিবা, অপীড়ায় রাত্রি দিবা,
যত দিন যজ্ঞ বর্ত্তমান ॥
দ্বিজাদি যতেক জন, সবে পাবে সুপূজন,
যেজন যেমন যোগ্য হবে।
সমাদর পাবে তথা, অপমান মাত্র কথা,
কদাচ কাহাকে নাহি কবে ॥
কাম ক্রোধ পরিহরি, সকলের পূজা করি,
যজ্ঞ কর্ম্মে ব্যগ্র যত জন।
অন্য অন্য শিল্পকার, সকলের পুরস্কার,
যথাক্রমে করিবে পূজন ॥
বিহিত বিধান মতে, অধিষ্ঠিত সভাগতে,
কোন অংশে ন্যূনতা না রয়।
সেইরূপ সর্ব্বজন, করিবে সুশান্ত মন,
নৃপতি প্রতিষ্ঠা যাতে হয় ॥
পরে তাঁরা সর্ব্বজনে, কহিলেন তপোধনে,
যথা উক্ত করিব সকল।
শেষ যাহে পরিহাস, না হয় কর্ম্মে প্রকাশ,
সেইরূপ হইবে নির্ম্মল ॥
সুমন্ত্র মন্ত্রণাবরে, করিলেন ততঃপরে,
উপদেশ মুনীন্দ্র বশিষ্ঠে।
যত দেখ নৃপ গণ, কর সবে নিমন্ত্রণ,
অন্য সর্ব্ব ধার্ম্মিক বিশিষ্টে ॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য, শূদ্রাদি বহু মনুষ্য,
আসমুদ্র ধরাতলে স্থিত।
যথা যোগ্য ব্যবহারে, শীঘ্র আন সবাকারে,
করিয়া সম্মান সমন্বিত ॥
মিথিলাধিপতি বীর, বিক্রমে যিনি সুধীর,
সর্ব্ব শাস্ত্রে বেদে নিষ্ঠাবান।
গিয়া তাঁর সন্নিধানে, জানাইয়া মতিমানে,
পুরস্কারে করিবে আহ্বান ॥
জানিয়া পূর্ব্ব সম্বন্ধ, আমার বাক্য প্রবন্ধ,
এই কথা জানিবে নিশ্চয়।
প্রিয়বাদী নিরন্তর, কাশীপতি নৃপবর,
রাজার বয়স্য মহাশয় ॥
যশস্বি নৃপতিবরে, নিমন্ত্রণ দিয়া পরে,
কেকয় ভূপালে অনন্তরে।
দাক্ষিণাত্য নৃপ যত, সর্ব্বজনে ন্যায় মত,
আর যাঁরা দেশ দেশান্তরে ॥
শান্তমূর্ত্তি যে যে জন, পৃথিবী ঈশ্বর হন,
সামান্য বান্ধব ভৃত্য গণে।
শীঘ্র আন মন্ত্রিবর, বিলম্ব না জন্মে পর,
পরে মন্ত্রী বশিষ্ঠ বচনে ॥
পাঠাইলা নৃপচর, বিজ্ঞ বিজ্ঞ বহু নর,
নৃপতি গণেরে আনিবারে।

আপনি ধর্ম্মাত্মা পরে, আনিবারে মহীশ্বরে,
প্রযত হইলা ধর্ম্মাচরে ॥
তদন্তে আনীত যত, কর্ম্মযোগ্য অভিমত,
করিলা বশিষ্ঠে নিবেদন।
ভিন্ন২ নামোল্লেখে, ভূপতির অশ্বমখে,
সমাগত মহাজন গণ ॥
যজ্ঞ যোগ্য যত দ্রব্য, সুকল্পিত হব্য কব্য,
দেখ সভ্য সর্ব্ব উপস্থিত।
পরে কর্ম্মকারি গণে, প্রতিষ্ঠিত প্রয়োজনে,
দ্বিজ শ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ সুপ্রীত ॥
কহিলেন তপোধন, শুন রাজভটগণ,
যজ্ঞেতে না হয় উপহাস।
না দিবে অশ্রদ্ধা দান, বচনে রাখিবে মান,
তবে হবে সুখ্যাতি প্রকাশ ॥
অবজ্ঞায় দান দিলে, নিতে হয় বলে নিলে,
ভৃত্য দোষে দাতা হন দোষী।
ইতোমধ্যে নিমন্ত্রিত, যত নৃপ প্রতিষ্ঠিত,
সকলে হইয়া পরিতোষী ॥
এক অহোরাত্রকালে, লয়ে নানারত্ন জালে,
মহীপালে সন্তোষ কারণ।
নিরীক্ষণ করি পরে, কহিছেন নৃপবরে,
সত্বরে বশিষ্ঠ তপোধন ॥
শুন নৃপ মহাকায়, সমাগত অযোধ্যায়,
তব নিমন্ত্রণে নৃপগণ।
সকলের যোগ্য ভাগ, করিয়াছি মহাভাগ,
সাধিতে তোমার প্রয়োজন ॥
ক্রমাগতে আগমন, করিলে নৃপতি গণ,
কহিলা সুমন্ত্র মন্ত্রিবর।
হৃষ্টে দৃষ্টে ব্যবহার, কর যজ্ঞ উপহার,
উপপন্ন সমস্ত সুন্দর ॥
বশিষ্ঠ কহিলা পরে, মম আজ্ঞা অনুসারে,
ঋষ্যশৃঙ্গ অনুমতি ক্রমে।
সুনক্ষত্র শুভ তিথি, নির্য্যাণে জগতী পতি,
যজ্ঞস্থলে সর্ব্ব গ্রহোত্তমে ॥
পশ্চাতে বশিষ্ঠ আদি, যাবতীয় বেদ বাদী,
বিপ্রগণ সুচারু সময়ে।
অশ্বমেধ অগ্রে করি, যজ্ঞ কর্ম্ম সমাচারি,
যজ্ঞস্থলে নির্ম্মল আশয়ে ॥
যথাশাস্ত্র যথাবিধি, অনুসারে প্রজ্ঞা নিধি,
বশিষ্ঠ করেন কর্ম্ম পরে।
ঋষিপ্রোক্ত রামায়ণে, আদিকাণ্ডে যজ্ঞস্থানে,
যাত্রা যজ্ঞারম্ভ শুন নরে ॥

১২ দ্বাদশ সর্গঃ।

পয়ার।

হইলে তুরঙ্গ প্রাপ্ত পুরোহিত গণ।
যজ্ঞভূমি প্রদক্ষিণ করিলা তখন ॥
সরযূ নিম্নগা ক্রোড়ে উত্তরাংশে গত।
ঋষ্যশৃঙ্গ প্রভৃতি যাজ্ঞিক গণ যত ॥
যজ্ঞ ভূমি কল্পনা করেন কুতূহলে।
নির্ম্মাণ নির্ম্মল স্থান রম্য জলে স্থলে ॥
অশ্বমেধ মহাযজ্ঞে অযোধ্যাপতির
বেদ দৃষ্টে বিধান করেন সর্ব্ব ধীর ॥
কল্প সূত্র বিধানে করিলা আদি ক্রম।
প্রায়শ্চিত্ত বিধান করেন মহোত্তম ॥
যথাকালে হয় যদি সবন সমাপ্তি।

অঙ্গ হানি পরিহীনে সর্ব্ব ফল প্রাপ্তি ॥
পশ্চাতে বেদের মতে যজ্ঞ প্রক্রমণ।
যজ্ঞস্থলে তদ্দিনে আগত যত জন ॥
সমাপ্তি পর্য্যন্ত তাহে কেহ নহে দীন।
নহে কোন ব্যক্তি তথা ক্ষুধায় মলিন ॥
পক্ষিকুল পর্য্যন্ত ব্যাকুল নাহি হয়।
অন্য প্রাণি গণে আর কিবা পরিচয় ॥
নানা দেশ বিদেশে নিবাসি বিপ্রগণ।
অনায়াসে নৃপ যজ্ঞে পাইয়া পূজন ॥
কোটি কোটি সহস্র শতাদি বিপ্রগণ।
তন্মধ্যে বিদ্যাবিহীন নহে কোন জন ॥
অগ্নিহোত্রী সমুদায় সর্ব্বে যজ্ঞকারী।
পতিত অব্রত কেহ নহে পাপাচারী ॥
মহামখে মহা সুখে ব্রাহ্মণ সহস্র।
স্বাদু অন্ন সর্ব্ব জনে ভোজন অজস্র ॥
ভক্ষ্য দ্রব্য বহুবিধ সর্ব্ব মনোনীত।
অশেষ প্রকার পেয় বস্তু যথোচিত ॥
সুবর্ণ রজত পাত্র সুন্দর ভাজনে।
প্রতিদিন অন্নপানে প্রীত দ্বিজগণে ॥
দরিদ্র অনাথ অন্ন বিরহে বিকল।
তথা যে আগত কেহ না যায় নিষ্ফল ॥
অন্নপানে তৃপ্ত তারা যে রূপ মনন।
অনায়াস লভ্য অন্নে প্রীত সর্ব্বজন ॥
ভূপতির যজ্ঞদিনে সমস্ত ব্রাহ্মণ।
ক্ষুধিত ক্ষোভিত দৃষ্ট নহে একজন ॥
অবিদ্য সবিদ্য কিবা অসত্ কি সত।
সকলে সমান ভুঞ্জে স্বস্ব অভিমত ॥
অনেক সনাথ আর সনাথ সকলে।
নানাবিধ অন্নপান পায় যজ্ঞস্থলে ॥
তপস্বি তাবত্ ভুঞ্জে যাবত্ আশ্রমে।
অনাথ সনাথ সর্ব্বে বাল বৃদ্ধ ক্রমে ॥
ক্ষুধিত সুদীন যত যজ্ঞ স্থল বাসী।
অতৃপ্ত না ছিল কেহ নৃপালয়ে আসি ॥
দেহি দেহি ভুঁঞ্জ ভুঞ্জ পুঞ্জ পুঞ্জ রব।
বেদগান অপর সংগীত শব্দ সব ॥
সর্ব্বকাম গুণে পূর্ণ অন্নের পর্ব্বত।
প্রতিদিন ব্যঞ্জনের হ্রদ শত শত ॥
কি আশ্চর্য্য স্বাদুতর নিরুপম অন্ন।
অদৃষ্য ঈদৃশ নৃপ যজ্ঞে ধন্য ধন্য ॥
সম্পূর্ণ কামনা তৃপ্ত কহে বহু নর।
ভূপতির কাম্যসিদ্ধি করুন ঈশ্বর ॥
অভ্যাগত যত নৃপ অলঙ্কৃত তথা।
নৃপতির নিকটে স্বভৃত্যগণ যথা ॥
প্রগতি পূর্ব্বকে প্রতিদিন দীন প্রায়।
পরিবেষ্টা পরিতোষে দ্বিজসমুদায় ॥
সেই কর্ম্ম মধ্যে তথা বহু হেতুবাদ।
সৎকথক সকলে করিছে বিসম্বাদ ॥
ঋষ্যশৃঙ্গ আদি যত ঋষি মন্ত্রবান।
করিলেন দীক্ষা শাস্ত্রে ইন্দ্রাদি আহ্বান ॥
উত্তম বিবুধ গণে স্নিগ্ধ মন্ত্রদ্বারা।
আবাহনে বর্ষণ করিলা হব্যধারা ॥
করিলেন প্রতিদিন যজ্ঞাংশ কল্পন।
যজ্ঞ কর্ম্মে সুদক্ষ যাবত্ দ্বিজগণ ॥
যথা শাস্ত্র সর্ব্ব কর্ম্ম করেন সাধন।
যেরূপ যেরূপ আছে শাস্ত্রীয় লিখন ॥
বড়ঙ্গ বেদজ্ঞ ভিন্ন না ছিলা ব্রাহ্মণ।

নিবিষ্ট সদস্য কার্য্যে বহুশ্রুত গণ ॥
সূত্র কল্পে অকুশল নাহি ছিলা তথা।
বাক্য বিশারদ ভিন্ন যজ্ঞে নাহি যথা ॥
উচ্চতর যজ্ঞ যূপ তাহে কাষ্ঠ ময়।
বিল্ব বিনির্ম্মিত ষটক খদিরের ছয় ॥
সেই মত পলাশ সম্ভব অন্য ছয়।
উড়ুম্বর নির্ম্মিত প্রভেদ তাহে রয় ॥
কল্পিত বিহিত আর তথা যূপদ্বয়।
শ্লেষ্মাতক কৃত অন্য দেবদারু ময় ॥
অতি উচ্চ আয়তন অন্য যূপ যত।
নির্ম্মিত কাঞ্চনময় কল্পিত শোভিত ॥
বেদজ্ঞেরা করিলেন সময়ে বিন্যাস।
শিল্প শাস্ত্রমতে সৃষ্টি সমস্ত প্রকাশ ॥
অষ্ট পরিমিত কোণ সুদৃঢ় আশ্রয়।
শুক্লবর্ণ সমন্বিত সর্ব্ব শোভাময় ॥
শিল্পকার কল্পিত তাহার আচ্ছাদন।
যথারূপ সাজে চিত্র বিচিত্র বসন ॥
যজ্ঞ কর্ম্ম নিপুণ ব্রাহ্মণ গণ যত।
সর্ব্ব যূপকাষ্ঠ উচ্চ নানা অলঙ্কৃত ॥
সকলি সম্পন্ন হয় কল্প বৃক্ষ প্রায়।
যজ্ঞ যূপময় যজ্ঞস্থল শোভা পায় ॥
যজ্ঞ কর্ম্মা যাবতীয় ব্রাহ্মণ সকলে।
নির্ম্মাণ করিলা বেদী বিচিত্র কৌশলে ॥
সুবর্ণের সুপর্ণ রচিলা বসুমানে।
অশ্ব দ্বয় কৃত্রিম করিলা সেই স্থানে ॥
প্রোক্ষণ করেন পশু পরে দ্বিজগণ।
উদ্দেশ করিয়া যথা উক্ত দেবার্চ্চন ॥
জলচর স্থলচর অন্তরীক্ষ চর।
বনচর পতঙ্গাদি পক্ষি বহুতর ॥
নানা নর গবয় অপর সত্ত্বগণ।
করিলেন অশ্বমেধে যুক্ত জ্ঞানী জন ॥
বহুবিধ সত্ত্বগণ যুক্ত ঋষি সব।
হয় মেধ ক্রতু মধ্যে হইলা সম্ভব ॥
অনেকশঃ সরীসৃপ নানা বনৌষধি।
কল্পনা করিলা যজ্ঞে যথা অনবধি ॥
শতত্রয় দ্বিজযুক্ত পশু সংপ্রোক্ষণে।
প্রতিদিন এইরূপ সাধ্য প্রয়োজনে ॥
অবভৃত স্নানে অশ্ব রত্নকে প্রোক্ষণ।
বিশ্বদেব দেবতা তথায় নিরূপণ ॥
কৌশল্যা কুশল ময়ী রাজ্ঞী সেই স্থলে।
প্রদক্ষিণ করিলেন অশ্বকে কৌশলে ॥
গন্ধমাল্য ভূষণে ভূষিত তুরঙ্গম।
পূজিলেন প্রীত মনে দিয়া প্রিয়তম ॥
হোতৃগণ সহযোগে অশ্বাবলম্বন।
শুচিব্রতা করিলা রজনী জাগরণ ॥
পুত্রকামা হইয়া কৌশল্যা মহারাণী।
অশ্ব সন্নিধানে স্থিতা নরেন্দ্র গৃহিণী ॥
অনন্তর দ্বিজবর ঋষ্য শৃঙ্গ আদি।
আশীর্ব্বাদ করিলেন সর্ব্বে অবিবাদী ॥
যজ্ঞে প্রবেশিত অশ্ব ঘৃত আকর্ষণ।
দেবতারুস্বং মন্ত্র করি উচ্চারণ ॥
করিলেন হুতাশনে হুত হোতৃগণে।
পুরোহিত মুখে মন্ত্র সকলে শ্রবণে ॥
যজ্ঞধূম আঘ্রাণ লইলা মহীপতি।
মহারাণী কল্যাণী সঙ্গিনী গুণবতী ॥
সন্তান কামনা করি হোম দ্রব্য যত।

অনলে নিযুক্ত হলো অশ্ব অঙ্গ গত॥
কম্পিত সমস্ত অঙ্গ তুরঙ্গের তথা।
আহুতি দিবেন হোতা দেব ভাগ যথা॥
ক্রমে ক্রমে ভাগ ক্রমে ক্রতু সমাপন।
অনন্তর দক্ষিণায় নৃপতি মনন॥
কর্ম্মিগণে দিলা কর্ম্ম উপযুক্ত দান।
পূর্ব্ব দিক্ হোতায় করেন সংপ্রদান॥
অধ্বর্য্যে পশ্চিম দিক্ দিলা ধরাপতি।
উদ্গাথায় উদীচি দক্ষিণা যথামতি॥
অশ্বমেধে দক্ষিণায় পূর্ব্বে প্রজাপতি।
করিয়াছিলেন দান সর্ব্ব বসুমতী॥
সেই রীতি ক্রমে দান দিলা মহীপাল।
অন্য কর্ম্মিগণে রাজা হইয়া দয়াল॥
সদস্য সকলে স্বর্ণ যথা যোগ্য মত।
উৎসর্গ করিয়া শত সহস্রের শত॥
দশ কোটি সুবর্ণ রজত চতুর্গুণ।
সাত্ত্বিক সকলে দিলা নৃপতি নিপুণ॥
অন্যান্য অনেক দ্রব্য ইচ্ছা মতে দিলা।
জাবালি বশিষ্ঠ বামদেবে সন্তোষিলা॥
ঋষ্যশৃঙ্গে সেই রূপ রাখিয়া সম্মান।
দ্বিজগণ পাইয়া দক্ষিণা বহু দান॥
প্রীতমন সর্ব্বজন আহব যাজক।
ঋষি তপস্যাদি যে যে পরম পাবক॥
বিপ্রগণে নৃপতিকে কহিলেন পর।
ভূপতি প্রার্থনা কর ইচ্ছামত বর॥
সন্তুষ্ট হইয়া মনে দ্বিজগণ প্রতি।
কৃতাঞ্জলি কহিলেন অযোধ্যাধিপতি॥
ইচ্ছা করি পুত্র চারি বিখ্যাত বিক্রম।
উদার চরিত্র মহী মধ্যে সর্ব্বোত্তম॥
তথাস্তু বলিলা যত ব্রহ্মবাদি গণ।
অচিরে অভীষ্টলাভ হইবে রাজন্॥
ঋষিকৃত রামায়ণে আদিকাণ্ড কথা।
ত্রয়োদশ সর্গে যজ্ঞ কর্ম্ম উক্ত যথা॥

ত্রিপদী॥

ঋষ্যশৃঙ্গ অনন্তরে, কহিলেন নরবরে,
পুনর্ব্বার পাইয়া সন্তোষ।
হইবে সন্তান সৃষ্টি, করিব অপর ইষ্টি,
পুত্রেষ্টি করিলে যাবে দোষ॥
নৃপতি কামনা সিদ্ধি, হেতু ভূত মহাঋদ্ধি,
আকাঙ্ক্ষায় বিভাণ্ড নন্দন।
আরম্ভ পুত্রেষ্টি যজ্ঞ, করিলেন মহাবিজ্ঞ,
করি নৃপহিত অন্বেষণ॥
বিধি দৃষ্ট কর্ম্ম ফলে, মুনীন্দ্র মানস বলে,
জ্বলন্ত অনলে দিলা হব্য।
সেই যজ্ঞে দেবগণ, গন্ধর্ব্ব সিদ্ধ চারণ,
মুনিগণ মহাভাগ লভ্য॥
স্বস্ব ভাগ প্রতিগ্রহে, সকলে নরেন্দ্র গৃহে,
পূর্ব্বে আসিছিলা উপস্থিত।
ইন্দ্র চন্দ্র মহেশ্বর, পিতামহ পীতাম্বর,
লোক পাল সমস্ত সহিত॥
যত দেবী মাতৃগণ, যজ্ঞে আসি সর্ব্বজন,
দেবগণ করিলা গমন।
দেবরাজ সেই স্থলে, মরুদ্গণ সহবলে,
নৃপযজ্ঞ সাক্ষাৎ কারণ॥

অশ্বমেধ মহা ইষ্টি, মহাত্মা নৃপতি সৃষ্টি,
তাহে ভাগ জন্য সুরগণে।
যে যে তথা উপস্থিত, বাঞ্ছিত নৃপতি হিত,
মুনীন্দ্র যাচেন সর্ব্ব জনে॥
এই রাজা দশরথ, তপস্যায় দৈব পথ,
প্রবিষ্ট প [illegible] র্ঘী নরবর।
অশ্বমেধ যজ্ঞে রা[illegible] করিলা সকল্লে পূজা,
শ্রদ্ধায়ু[illegible] মুক্ত কলেবর॥
পুনর্ব্বার পুত্রকামে, নৃপতি অযোধ্যাধামে,
অন্য ইষ্টি করিতে উদ্যত।
পুত্রকামি নৃপবরে, এই হেতু সর্ব্বামরে,
আশীর্ব্বাদ কর অনুগত॥
আসমুদ্র ভূমি স্বামী, ইহাঁর নিমিত্ত আমি,
করপুটে প্রার্থক সতত।
তোমাদের সন্নিকটে, সরযূ তটিনীতটে,
ইষ্টি মধ্যে যে যে সমাগত॥
দশরথ নৃপতির, চারি পুত্র মহাধীর,
ত্রিলোক বিখ্যাত যথা হন।
সেইরূপ ঋষি বাক্য, শ্রবণে সকলে ঐক্য,
তথাস্তু কহিলা দেবগণ॥
একে রাজা মান্যবর, তাহাতে পূজনপর,
পাইবেন যথাভীষ্ট ফল।
অশ্বমেধ যজ্ঞবর, এই কথা বলি পর,
অন্তর্ধান দেবতা সকল॥
সেই বিধি যুক্ত কাম্য, নৃপতির কৃত সাম্য,
মহর্ষি কর্ত্তৃক ক্রিয়মাণ।
মুনি বাক্য ঐক্যমতে, সুরগণ অভিমতে,
নৃপযজ্ঞ হলে সমাধান॥
ইন্দ্রাদি অমরগণে, উপস্থিত সর্ব্বজনে,
ব্রহ্মা প্রতি কহিলেন বাণী।
কৃতাঞ্জলি কৃত স্তুত, যথা পঙ্কজ সম্ভূত,
বরদ বিধাতা মহা জ্ঞানী॥
তোমার আদিষ্ট বর, প্রাপ্তি হেতু সুরবর,
রাক্ষসেন্দ্র নাম দশানন।
দর্পে বাধ্য দেবগণ, ব্রহ্ম ঋষি তপোধন,
সকলের করিছে শাসন॥
তুমি হয়ে মহাপ্রীত, দিলে বর মনোনীত,
ভয়ানক নিকষানন্দনে।
দেবতা দানবদক্ষ, যে যে তব শত্রু পক্ষ,
তব হন্তা নহে কোন জনে॥
অবধ্য প্রকারান্তরে, হইয়া তোমার বরে,
সেই বাক্য করে মান্যমান।
উৎপাত জনিত যত, সহ্য করি শত শত,
সকলে হইয়া ম্রিয়মাণ॥
রাক্ষসাধিপতি সদা, লয়ে গেল শূল গদা,
করিতেছে ত্রিলোক তর্জ্জন।
সমস্ত তাহার বাধ্য, সর্ব্বলোক সমারাধ্য,
ত্রিভুবনে হইল দুর্জ্জন॥
বাধ্য করে দেবাসুরে, গন্ধর্ব্ব যক্ষ কিন্নরে,
নর দেব ঋষিবরে পাপ।
অন্যায়ে পীড়ন করে, বর দর্পে নিশাচরে,
ত্রিভুবন জনে দেয় তাপ॥
রাবণের ভয়ে শান্ত, সদাকাল দিবাকান্ত,
পবন গমন হীন তথা।
না জ্বলে অনল ভয়ে, দৃষ্টি করে পাপাশয়ে,
বাস করে দশানন যথা॥

দর্শনে সমুদ্র যার, ভয় করে অনিবার,
ঊর্ম্মিহত সর্ব্বদা কম্পিত।
করিয়া কুবের শঙ্কা, পরিহরে পুরী লঙ্কা,
তার তেজে হইয়া স্তম্ভিত॥
অতএব ভগবান, আমাদিগে পরিত্রাণ,
কর প্রভু কমল সম্ভব।
রাবণ লোক বারণ, তাহইতে দেবগণ,
যে রূপে উত্তীর্ণ হন সব॥
কর প্রভু কৃপা দৃষ্টি, তদ্বধে উপায় সৃষ্টি,
কামদ কিঙ্করগণে তুমি।
অমর সমস্ত উক্তি, শ্রুতমাত্র যথা যুক্তি,
করুণা করিয়া কৃপা ভূমি॥
কহিলেন এই কথা, রাক্ষস বিনাশ যথা,
দুরাত্মার হন্তা এই স্থিত।
সেই হেতু ঋষিগণ, দেবতা গন্ধর্ব্ব জন,
যক্ষ রক্ষ ভুজঙ্গ অজিত॥
অবধ্যসংসারে জ্ঞান, ভ্রান্তহয়ে তেজস্বান,
এই বর করিল প্রার্থনা।
তথাস্তু বলিয়া তায়, ভুলাইয়া পরে দায়,
ঘটাইয়াছিলাম ঘটনা॥
নর হস্তে অবিনাশ, ছিল তাহা অপ্রকাশ,
বর না যাচিল মহাসুরে।
অবজ্ঞা করিয়া রক্ষ, সঞ্চারিল শত্রুপক্ষ,
নর হস্তে মরণ অদূরে॥
মরিবে মানব করে, উত্তীর্ণ হইবা সুরে,
এই বাক্য ব্রহ্মার বদনে।
শ্রুতমাত্র দেবগণ, ইন্দ্র আদি সর্ব্বজন,
হর্ষযুক্ত হইলেন মনে॥

ইতো মধ্যে নারায়ণ, স্বয়ং বিষ্ণু সনাতন,
ভগবান আসি উপনীত।
ব্রহ্মার সমস্ত ধ্যান, বিজ্ঞাপিত ভগবান,
অন্তর্যামী জানিয়া বিহিত॥
রাবণের বধ হেতু, পদ্মযোনি জ্ঞান সেতু,
এই বাক্য কহিলা পশ্চাতে।
সুরগণ সহযোগে, বিষ্ণু প্রতি মনোযোগে,
রাবণ বিনাশ হয় যাতে॥
তুমি দেব দেব হরি, মধু হন্তা নরহরি,
লোক পীড়া নাশক ভুবনে।
জানিয়া নিশ্চয় ইতি, প্রার্থনায় জগৎপতি,
রক্ষিতা হউন সর্ব্বজনে॥
ব্রহ্মাদির বাক্য শুনি, কহেন পরম গুণী,
কি করিব কহ এই বাণী।
বিষ্ণু উক্তি পরে উক্ত, প্রার্থনার উপযুক্ত,
পুনশ্চ কহিলা পদ্মযোনি॥
অবধান ঘনশ্যাম, রাজা দশরথ নাম,
মহাতপ করিলা নৃপতি।
অশ্বমেধ যুগ্ম করি, অমরে যজিলা হরি,
অপুত্রক পুত্র জন্মে মতি॥
ধর্ম্মশীল গুণবান, সত্যবাদী বুদ্ধিমান,
ব্রতনিষ্ঠ প্রবিষ্ট সৎপথ।
আমাদের বাক্য হরি, পুত্রত্ব স্বীকার করি,
পূর্ণ কর নৃপ মনোরথ॥
ভার্য্যাত্রয় নৃপতির, রমোপমা জানি স্থির,
অংশরূপে তুমি জনার্দ্দন।
গর্ভে কর আবির্ভাব, নৃপতির পত্রভাব,
চতুরংশে হয়ে বিভজন॥

ভক্তাধীন ভগবান, অমর কথিতাখ্যান,
শ্রবণ করিয়া নারায়ণ।
কহিলেন দেবগণে, স্বয়ং ব্রহ্ম সনাতনে,
অর্থ যুক্ত মধুর বচন॥
বল কি মানস কথা, অবতীর্ণ হয়ে তথা,
কি কর্ত্তব্য কহ সর্ব্ব সুরে।
কি আছে সাধিব কর্ম্ম, কে করে কর্ম্ম অধর্ম্ম,
কার ভয়ে ভীত সুরপুরে॥
বিষ্ণু বাক্য পরিশ্রুত, অমর কহিলা দ্রুত,
এই বাক্য শ্রীমধুসূদনে।
রাবণ নামে দুর্জ্জয়, রাক্ষস হইতে ভয়,
আমাদের নিবেদি চরণে॥
নর কলেবর যুত, দশরথ রাজসুত,
হইয়া উদ্ধার কর হরি।
দেব মধ্যে অন্য জন, শক্ত নহে নারায়ণ,
তোমাভিন্ন দশানন অরি॥
দীর্ঘ কাল তপস্যায়, তুষ্ট করি বর পায়,
ব্রহ্মার নিকটে নরান্তক।
নির্ভয় সে সর্ব্ব ভূতে, শঙ্কা নাই যমদূতে,
নরমাত্র তার হন্তারক॥
বলেছেন প্রজাপতি, এই বর মূঢ়মতি,
প্রাপ্ত হয় রাক্ষসাধিপতি।
সেই হেতু তার নাশে, এ উপায়ে অনায়াসে,
নর করে হবে অধোগতি॥
অতএব দত্ত বরে, নাশিতে না পারে পরে,
বিনা নরে দুরন্ত নরান্ত।
অবতীর্ণ নর দেহে, হইয়া অমর স্নেহে,
নষ্টকর নিশাচর কান্ত॥

সেই দুষ্ট দশানন, দেবর্ষি গন্ধর্ব্বগণ,
তপস্যাদি সিদ্ধ তথা নরে।
পিতামহ বরোন্মত্ত, মহাবলী হতসত্ত্ব,
ত্রিভুবনে সে বাধিত করে॥
যজ্ঞ হন্তা মহাসুর, ব্রাহ্মণ হিংসক ক্রূর,
ব্রহ্মবৈশ্য ক্ষত্র শূদ্র ভোজী।
বরদানে মৃত্যু হীন, রাবণ অতি কঠিন,
লোকের কণ্টক কষ্টযোজী॥
ভুবনে নৃপতি যত, সাধারণে বীর্য্যহত,
সরথ কুঞ্জর গণ সহ।
অন্য২ মহাবীর, না হন নিকটে স্থির,
ইন্দ্র চন্দ্র সর্ব্ব গন্ধবহ॥
দশ দিকে পলায়িত, অশক্ত সমীপে স্থিত,
ঋষিগণ তপস্বি অপ্সর।
প্রদীপ্ত হইয়া দুষ্ট, ত্রিভুবনে দিয়া কষ্ট,
ক্রীড়া করে রাক্ষস ঈশ্বর॥
এই হেতু নারায়ণ, রাবণের বিনাশন,
নরহস্তে হইল নিশ্চয়।
ব্রহ্মবরে মত্তগর্ব্বে, অবজ্ঞা করিয়া পূর্ব্বে,
হবে সর্ব্ব বংশ সহ ক্ষয়॥
দশানন মহোল্বণ, রাবণ লোক প্লাবন,
উগ্রতেজা অতি বর্দ্ধমান।
প্রবল দর্পিত রুষ্ট, দেবতা হিংসনে তুষ্ট,
তপস্বিকণ্টক হতজ্ঞান॥
মনুষ্য শরীর ধরি, সংহার করিতে হরি,
তুমি হও যোগ্য যজ্ঞেশ্বর।
আদিকাণ্ড রামায়ণে, রাবণ বধোপাখ্যানে,
চতুর্দ্দশ সর্গ মনোহর॥

পয়ার।

ব্রহ্মবাক্য শ্রবণে সন্তুষ্ট নারায়ণ।
বিষ্ণু লোকপিতামহ দেবের বচন॥
দশরথ নৃপতিকে পিতৃভাব করি।
দেব বাক্যে অঙ্গীকার করিলেন হরি॥
সেই দশরথ রাজা অন্য পুত্র আশে।
অশ্বমেধে পূজিলেন দেবে অনায়াসে॥
পুত্রেচ্ছু শক্র মর্দ্দন অযোধ্যাধিপতি।
যজ্ঞে দেব যজনান্তে অতি শুদ্ধ মতি॥
অনল প্রতিম রূপে মহা দীপ্তিমান।
জন্মিলা অদ্ভুত প্রাণী অতি তেজস্বান॥
কৃষ্ণচর্ম্ম পরিধান কৃষ্ণকলেবর।
হরিদ্বর্ণ আস্য কেশ দেব জুটা ধর॥
আরক্তিম পদ্মোপম সুন্দর নয়ন।
ঘনতুল্য অতিঘন গভীর নিঃস্বন॥
সুলক্ষণে লক্ষিত উৎকৃষ্ট আভরণ।
তাহাতে ভূষিত অঙ্গ পরম শোভন॥
শৈল শৃঙ্গ সম উচ্চ সিংহোদর ধর।
ঈক্ষণ উজ্জ্বল তর দীপ্ত দিবাকর॥
অমর অদৃশ্য দিব্য দেহ মনোরম।
করস্থ কাঞ্চন পাত্র দর্শনে উত্তম॥
বাহুদ্বয়ে ধারণ করিয়া পূর্ণপাত্র।
পায়সে সম্পূর্ণ মহাপ্রীত দৃষ্টি মাত্র॥
ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিপ্রতি কহিলা বচন।
প্রজাপতি রূপে মম জান তপোধন॥
অভ্যাগত রূপে আমি অদ্ভুত উৎপন্ন।
ধর দ্বিজবর এই পাত্র পরিচ্ছন্ন॥
মম দত্ত পাত্র নিয়া নৃপে কর দান।
করিয়াছি নৃপ হেতু পায়স বিধান॥
পুত্রীয় পায়স পান জন্য অনন্তর।
নৃপতির পত্নীদিগে দেও মুনিবর॥
বুদ্ধিমান ঋষ্যশৃঙ্গ মুনীন্দ্র সত্তম।
প্রজাপতি প্রতি বাক্য কহিলা উত্তম॥
আপনি অদ্ভুত পাত্র নিয়া ভগবান।
প্রসন্ন যদনে কর নৃপতিকে দান॥
ঋষ্যশৃঙ্গ বচন শ্রবণে পিতামহ।
হইলেন মহাদ্যুতি প্রজাপতি দেহ॥
পরম সুধার্দ্র শব্দে করি সম্বোধন।
সুপ্রীত তোমাতে আমি ঈক্ষ্বাকু নন্দন॥
সুধারসোপম এই পাত্র মনোহর।
মম দত্ত সংগ্রহণ কর নৃপবর॥
গ্রহণ করিয়া রাজা অমৃত ভাজন।
প্রণমিয়া কহিলেন মধুর বচন॥
কি করিব অতঃপর বল ভগবান।
শুনিয়া কহিলা প্রজাপতি মূর্ত্তিমান॥
শ্রবণ কর হে নরপতি মতিমান।
তব যজ্ঞে এই চরু হইল উত্থান॥
দেখ এই পায়স পরমামৃত ময়।
প্রজাগণ বৃদ্ধিকর জানিবে নিশ্চয়॥
ধর্ম্ম অর্থ পরমায়ু আরোগ্য বর্দ্ধন।
ভক্তিভাবে কর রাজা ইহাকে গ্রহণ॥
কর গিয়া রাজ্ঞীগণে এই পাত্র দান।
ইহাতে অতুল প্রীতি পাবে মতিমান॥
যন্নিমিত্ত জনাধিপ মহাযজ্ঞোদ্যম।
ইহা শুনি নরনাথ কহিলা উত্তম॥
আত্ম হিত বাক্য নৃপ কহেন অদ্ভুতে।

র অগ্নি সমুদ্ভূত অজরাজ সুতে॥
ল উত্থিত চরু করিয়া প্রদান।
রন্ধ্র সমীপে শেষে হ অন্তর্ধান॥
ব কৃত ঘৃত প্রাপ্তে প্রী নরেশ্বর।
র্ধন হইলে যথা ধনে ধনে র॥
ন্তঃপুর প্রবিষ্ট হইয়া নরপতি।
ন কহেন রাজ্ঞী কৌশল্যার প্রতি॥
ত্রীয় পায়স কর সত্বর ভোজন।
ই হবি হিতকর জানি বিলক্ষণ॥
ই উক্তি করি নৃপ করিলেন দান।
র্দ্ধাংশ কৌশল্যা রাজ্ঞী করিলা আদান॥
পমণি আপনি করিয়া সম ভাগ।
কৌশল্যাকে দিলা অর্দ্ধ সহ অনুরাগ॥
রার্দ্ধ করিয়া দ্বিধা কেকয়ীকে দিলা।
মিত্রা সুন্দরী পরে অর্দ্ধভাগ নিলা॥
থমার্দ্ধ পুনশ্চ করিয়া দুই অং ।
মিত্রাকে একাংশ দিলেন সূ শ॥
নন্তরে নৃপতি মহিলা সমুদা
াজ দত্ত ঘৃত পান করিলা তথায়॥
নল আদিত্য তুল্য অতি তেজস্বান।
র্ভ লাভ করিলেন জন্মিবে সন্তান॥
ৎপরে অবনীনাথ নারী উপগতে।
ইল সম্পূর্ণ গর্ভ যথা মনোমতে॥
সন্তুষ্ট নৃপতি হৃষ্ট অমাত্য সজ্জন।
থা যোগিযোগ চক্ষে স্বর্গ নিরীক্ষণ॥
ঋষি প্রোক্ত রামায়ণে পায়স বিসর্গ।
আদিকাণ্ডে সমাপন পঞ্চদশ সর্গ॥

ত্রিপদী।

অশ্বমেধ মনোহর, যজ্ঞ সমাধান পর,
ঘৃত ভাগ প্রাপ্ত দেবগণ।
গতিমন্ত যথা মানে, ঋষিগণ স্বস্ব স্থানে,
পূজা লাভে করিলা গমন॥
সভাস্থ দূরস্থ ধন্য, নৃপতি প্রধান গণ্য,
যাত্রোদ্যত নিজ নিজ দেশ।
অত্যন্ত আগ্রহ ভাবে, নৃপতি আদেশ লাভে,
স্ব স্ব ধামে করিতে প্রবেশ॥
দশরথ নৃপবর, হইয়া সন্তুষ্টতর,
অনুমতি করেন প্রদান।
নৃপতিগণের প্রতি, কহিলেন মহা প্রীতি,
তুষ্ট মনে ঈক্ষ্বাকু প্রধান॥
স্বস্ব রাজ্যে যাও সবে, সদা সাবধানে রবে,
নিজ কর্ম্মে হইবে কুশল।
প্রীত আমি সর্ব্বপ্রতি, পাইলাম মহাপ্রীতি,
তোমাদের মঙ্গলে মঙ্গল॥
কর কার্য্য নিরীক্ষণ, যাহাতে রাজ্য রক্ষণ,
বিষয় রহিলে সর্ব্ব রয়।
যে রাজা বিষয় হত, সে জন জীবন মৃত,
অল্পকালে তার তনুক্ষয়॥
অতএব মহামতি, বিষয় রক্ষণ অতি,
অবশ্য কর্ত্তব্য নৃপতির।
রাজ্য রক্ষা হলে পরে, স্বর্গলাভ হয় পরে,
এই কথা জানিবে সুস্থির॥
তপস্যা কারণ দেহ, তাহাতে যেমন স্নেহ,
সেইরূপ নৃপতির ধনে।

রাজ্য সুরক্ষণ পর, নৃপতিরা প্রাপ্তকর,
সদা রবে স্বরাজ্য রক্ষণে ॥
যাহাতে উৎপন্ন ধন, আগত কর্ম্ম সাধন,
শাসন করিয়া কর লবে।
তাহাতে না হয় দোষ, স্বধর্ম্মে দেবসন্তোষ,
স্বধর্ম্ম রক্ষণে ধর্ম্ম রবে ॥
এইরূপ নৃপবর, আদেশ করিলে পর,
শ্রবণ করিয়া ভূপগণ।
পরস্পর সম্বোধন, যথা রূপ সম্মিলন,
করি দেশ দেশান্তে গমন ॥
দীক্ষার নিয়ম যত, পত্নীগণ সমন্বিত,
দশরথ করি সমাপন।
হৃষ্টচিত্ত নরপতি, প্রয়াণে সর্ব্ব ভূপতি,
লয়ে নিজ ভৃত্যাদি বাহন ॥
প্রণমিয়া দ্বিজ গণে, পরম সন্তোষ মনে,
স্বপুরী প্রবিষ্ট নরবর।
আদিকাণ্ড রামায়ণে, রাজাজ্ঞাসুনিরূপণে,
সাঙ্গ ষোল সর্গ মনোহর ॥

পয়ার।

শুভকালে কিছুকাল করি অবস্থান।
পূজাপ্রাপ্ত ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষি মতিমান ॥
শান্তা কান্তা সহ পরে করেন গমন।
সহিতে চলিলা বহু আত্মীয় ব্রাহ্মণ ॥
হইয়া বিনয়ান্বিত পশ্চাতে ভূপতি।
মন্ত্রিবর্গ পুরঃসর বশিষ্ঠ সংহতি ॥
পুরজন জনতা বেষ্টিত চতুর্ভিতে।
গোযানে চলিলা শান্তা ভৃত্যাদি সহিতে ॥
রোমজ বসনে যান করে আচ্ছাদন ॥
নিযুক্ত তাহাতে শুভ্র শান্ত বৃষগণ ॥
বহুরত্ন সংগ্রহণ করিয়া কৌতুকে।
মণিরত্ন গ্রাহ্য করি নরেন্দ্র যৌতুকে ॥
বহুবিধ অলঙ্কারে শান্তা অলঙ্কৃতা।
স্বরূপে দ্বিতীয়া লক্ষ্মী মহীন্দ্র দুহিতা ॥
পাইয়া পরম হর্ষ করিলা প্রস্থান।
মনোরমা প্রিয়তমা পূর্ব্ব কৃতস্থান ॥
স্বামিসহ কিবা শোভা অতি মনোহর।
যথা শচী শোভা শুচি সহ পুরন্দর ॥
সুখ সম্ভাষণে বহুকাল করি বাস।
ইচ্ছা মত নানাবিধ আমোদে প্রকাশ ॥
আপন কামনা মতে পাইয়া অর্চ্চনা।
জ্ঞাতিগণ সমূহের লইয়া সাধনা ॥
নারীগণ মধ্যে পূজা পাইয়া বিস্তর।
গ্রহণ করিয়া দেবী সুশ্রী নবাম্বর ॥
সাধু জ্ঞানে সর্ব্ব জনে জানে মুনিবরে।
শান্তা নির্ব্বাসন কালে জ্ঞাতি পুরঃসরে ॥
অন্তঃপুর বাসিনী কামিনী গণ যত।
নৃপতি সহিতে চলে সবে ক্রমাগত ॥
পরে ঋষিপুত্র বাক্যে নৃপতি সমস্ত।
ঋষ্যশৃঙ্গ সঙ্গে সবে গমনে নিরস্ত ॥
ঋষ্যশৃঙ্গ কহিলেন শুন নরবর।
গমনে নিবৃত্ত হও কোশলাধীশ্বর ॥
বাক্য শুনি মুনিবর বদনে ভূপতি।
অন্তঃপুর সহিত হইয়া অর্দ্ধাকৃতি ॥
উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া মানবেশ।
কহিলা মহিষীগণে যুক্ত উপদেশ ॥

কান্তা শোভনা শান্তা দুর্লভ দর্শনা।
কর সকলে হইয়া একমনা ॥
জবাক্যে ব্যস্তভাবে ধাবমানা তারা।
লিঙ্গন করিলেন চক্ষে জলধারা ॥
ন্তা সহ ঋষ্যশৃঙ্গ গতি স্বস্ত্যয়ন।
হিলেন কৌশল্যাদি মঙ্গল বচন ॥
ীরগণ চন্দ্র ধরা সূর্য্যাগ্নি দিক্‌পাল।
াাদি বিখ্যাত যত সর্ব্ব দেব জাল ॥
মধ্যে নিয়ত রক্ষিতা হন তব।
ধ্বী ভর্তৃ অনুগতা সদা কাল ভব ॥
শান্তা শ্বশুর তোমার বিশেষত।
ামান্য সেই জনে মানিবে নিয়ত ॥
কদাচ বিপ্রতিকূলা না হইবে তাঁরে।
ম সুশ্রূষণ পূজা বহু উপচারে ॥
ভর্তা তব ঋষ্যশৃঙ্গ সদা পূজনীয়।
বাবস্থা সমভাবে পরম আত্মীয় ॥
য়বাক্য দ্বারা দেখ ভর্ত্তা রঙ্গস্থানে।
বর্গের গুরু ভর্ত্তা সর্ব্বলোকে জানে ॥
লতঃ তাহাঁরে তুমি করিবে পূজন।
ই সর্ব্ব সুলক্ষণা বনিতা লক্ষণ ॥
ভয়ে করিবে স্থিতি সদা নিজ স্থলে।
প্রষণ করিবে ভৃত্য আপন মঙ্গলে ॥
জগণ তোমার মঙ্গল কামনায়।
আশীর্ব্বাদ করিবেন জানিবে তথায় ॥
এইরূপ শান্তায় সান্ত্বনা হেতু রাণী।
নঃপুনঃ কহিলেন আশ্বাসিতা বাণী ॥
শিরোঘ্রাণ লইয়া রাণীরা বারম্বার।
নিবৃত্তা হইলা পরে প্রেষিতা রাজার ॥
প্রদক্ষিণ করি ঋষ্যশৃঙ্গ বিপ্রবরে।
বীর্য্যবন্ত দশরথ নরনাথ পরে ॥
রক্ষণে অনেক সৈন্য করিয়া দেশন।
নিবৃত্ত হইলা নৃপ নৃপনারীগণ ॥
অনন্তর মুনিপুত্র পরম পণ্ডিত।
নৃপে অভিবাদন করিয়া যথোচিত ॥
সর্ব্বদা তোমার স্বস্তি হউক রাজন।
ধর্ম্মে কর সমুদায় সামন্ত পালন ॥
এই কথা কহিয়া মুনীন্দ্র নৃপবরে।
আপনার বাসস্থানে চলিলা সত্বরে ॥
যতক্ষণ পর্য্যন্ত সুদৃষ্ট মুনিবর।
ততক্ষণ সেই স্থানে স্থিত নরেশ্বর ॥
নিবৃত্ত হইয়া পরে চলিলেন পুরে।
সমস্ত নগর বাসী চলিলা অদূরে ॥
পুরীমধ্যে প্রমোদে রহিলা নরেশ্বর।
পুত্র জন্ম প্রতীক্ষায় সচিন্ত অন্তর ॥
ঋষ্যশৃঙ্গ মহাতপা তপস্বি প্রধান।
ক্রমে ক্রমে জায়া সনে করেন প্রস্থান ॥
লোমপাদ নৃপের নগরে উপনীত।
চম্পক মালিনী পুরে স্থিত প্রমোদিত ॥
লোমপাদ নৃপবর করিয়া শ্রবণ।
ঋষ্যশৃঙ্গ আগমনে পুলকিত মন ॥
ব্রাহ্মণ অমাত্যগণ সহিত নৃপতি।
প্রত্যুত্থান করিলেন সবে শীঘ্রগতি ॥
জিজ্ঞাসা করেন ভূপ স্বাগত কুশল।
তোমার মঙ্গলে সদা আমার মঙ্গল ॥
আগচ্ছ আগচ্ছ মুনিপুত্র মহামতি।
সভার্য্য সভৃত্য অত্র কর অবস্থিতি।

পিতা তব কুশলে আছেন নিরন্তর।
তোমার কুশলাকাঙ্ক্ষী যোগীন্দ্র প্রবর ॥
অমাত্যেরা কহিলেন তোমার মঙ্গল।
নিমিত্ত নৃপতি অতি চিন্তিত চঞ্চল ॥
জ্ঞানবান নরনাথ তোমার কারণ।
নির্ম্মাণ করেন পুরী পরম শোভন ॥
তব পূজা নিমিত্ত হইয়া চেষ্টাবান।
হৃষ্টচিত্তে সুনগর করিলা নির্ম্মাণ ॥
শ্রুতমাত্র হর্ষপ্রাপ্ত মুনি পুত্রবর।
নৃপ নৃপ পুরোহিত সহিত সত্বর ॥
প্রবেশ করিলা পুরে পরম কৌশলে।
রাজপূজা প্রাপ্ত ঋষি অন্তঃপুর স্থলে ॥
এইরূপে স্থিত মুনি লয়ে ভৃত্যবর্গ।
ঋষ্যশৃঙ্গ প্রতি গতি সপ্তদশ সর্গ ॥

ত্রিপদী।

অতিপ্রাণ প্রিয়তমে, ঋষ্যশৃঙ্গ শুভাগমে,
নৃপতি হইয়া আনন্দিত।
কহিছেন দ্বিজ চরে, গমন কর সত্বরে,
বিভাণ্ডকে করিতে বিদিত ॥
তাঁহার নিকটে গিয়া, এই বাক্য নিবেদিয়া,
মম পুরে আসিবে সত্বর।
জানাবে প্রণতি মম, অশেষে দ্বিজসত্তম,
আমা হেতু করিয়া বিস্তর ॥
ঋষীন্দ্র পরমোদারে, কশ্যপ ঋষি কুমারে,
কহিবে আমার নিবেদন।
ঋষ্যশৃঙ্গ শুভাগত, পূর্ণ অভিমত যত,
করি নৃপসুতার্থ সাধন ॥

লোমপাদ নৃপ মুখে, শ্রবণান্তে দ্বিজ সু
হইলেন সত্বর গমনে।
গিয়া তথা দ্বিজবর, সাধনা করি বিত
যথামতে কশ্যপ নন্দনে ॥
করিয়া অভিবাদন, মুনি বরে সুবন্দ
রাজার কথিত কথা কয়।
তব পুত্র মহাজ্ঞানী, প্রাপ্ত হন রাজধা
অযোধ্যায় গিয়া মহাশয় ॥
দশরথ নৃপতির, যজ্ঞ সাঙ্গ করি ধী
স্বশুর সম্পর্ক আছে যায়।
সম্বন্ধ ঘটনা যথা, শুনিয়াছ পূর্ব্ব ক
বিশেষ কি কহিব তোমায় ॥
রাজা রঘুবংশ বীর, শ্লাঘনীয় মহাধী
বৈবাহিক নৃপাল তোমার।
হইয়াছে যজ্ঞ সাঙ্গ, শুনি মুনি প্রফুল্ল
প্রমোদিত হইলা অপার ॥
লোমপাদ নরপতি, তাঁর বাক্য মহামু
বিশেষত দশরথ কথা।
বিশেষ ব্রাহ্মণ বাক্য, বেদতুল্য জানি ঐ
গমনে মানস মুনি তথা ॥
যান পুত্রে আনিবারে, শিষ্যগণ সহকা
উপনীত লোমপাদ পুরে।
অতি রমণীয় পুরী, পুরন্দর প্রিয়কর
দ্বিজবরে দেখিয়া অদূরে ॥
নৃপ নিয়ন্ত্রিত যত, পুরবাসী অবির
বিভাণ্ডকে করেন পূজন।
গ্রাম ঘোষ সর্ব্ব স্থলে, ঋষিস্থিতি সুমঙ্গ
পূজা লভি সসন্তোষ মন ॥

ক্ষ্য ভোজ্য নানারূপ, সেবাদ্রব্য দিলা ভূপ,
লয়ে সবে করিল গমন।
রাজার কিঙ্কর যত, দিবা রাত্রি অবিরত,
নিযুক্ত রহিল সর্ব্বক্ষণ ॥
প্রণমিয়া পদে পদে, শিরোযোগ করিপদে,
প্রতিপদে কহিছে কিঙ্কর।
আজ্ঞা কর অকিঞ্চনে, বহুবিধ আকিঞ্চনে,
কি করিব তব মুনিবর ॥
শুনি মুনি প্রতিধ্বনি, কহেন পরম জ্ঞানী,
মহাধনী নরেন্দ্র কিঙ্কর।
আমার নিকটাগত, কি নিমিত্ত মনোগত,
অবিরত রত সেবা কর ॥
পূজার কারণ বল, শুনিয়া ভৃত্য সকল,
মুনিবরে কহে সানন্দিত।
কি আর কবো অধিক, নৃপ তব বৈবাহিক,
আমরা তাহাঁর নিয়ন্ত্রিত ॥
তাঁর আজ্ঞা অনুসারে, করি কর্ম্ম ব্যবহারে,
খণ্ডিতে তোমার মনোজ্বর।
ক্ষম প্রভু অপরাধ, মনোগত বিসম্বাদ,
নিমিত্ত হইল সুগোচর ॥
কিঙ্করের কথা শুনি, সন্তুষ্ট মানসে মুনি,
সুপ্রসন্ন নৃপতির প্রতি।
পুরের মঙ্গল জন্য, না করিয়া দোষ গণ্য,
আশ্বাসিয়া কহিলা ভারতী ॥
বিভাণ্ডক বাক্য শ্রুত, কিঙ্কর চলিল দ্রুত,
হয়ে অতি আহ্লাদিত মন।
উপনীত রাজস্থানে, কহিতে পরমাখ্যানে,
করে নৃপে প্রিয় নিবেদন ॥

কহিল কিঙ্কর বাণী, মনঃপ্রীতি বিবর্দ্ধিনী,
শুনিয়া নৃপতি হৃষ্টমন।
ধর্ম্মদেহ নরপতি, মন্ত্রিগণ সহ গতি,
দেখিতে বিভাণ্ড তপোধন ॥
দর্শন করিয়া তাঁরে, ভৃত্য মন্ত্রি সহকারে,
পুনঃ পুনঃ হইয়া প্রণত।
অদ্য মে জন্ম সফল, মনোরথ পূর্ণফল,
অত্র তবাগমনে সুব্রত ॥
কহিলা ঋষি বচন, নৃপতি তোমার মন,
যথা তথা হইল উৎপন্ন।
নরেন্দ্র না কর ভয়, সর্ব্বদা মম হৃদয়,
সহিত তোমাতে সুপ্রসন্ন ॥
মুনিবাক্যে অনন্তর, হৃষ্টচিত্ত নৃপবর,
অগ্রে করি দ্বিজেন্দ্র প্রবরে।
সকল মঙ্গল দ্রব্যে, বেষ্টিত হইয়া ভব্যে,
হৃষ্ট চিত্ত প্রবিষ্ট নগরে ॥
অলঙ্কারে অলঙ্কৃত, গৃহ মুনি মনোগত,
প্রবিষ্ট করেন বিভাণ্ডকে।
পুরোহিত সহকারে, সাজাইয়া উপচারে,
অর্ঘ্য করে অর্চ্চিয়া কৌতুকে ॥
যথেষ্ট অভিবাদনে, পুনঃ কশ্যপ নন্দনে,
পূজা করি পরম যতনে।
কৃতাঞ্জলি পুটে স্থিত, মন্ত্রী ভৃত্যবর্গ যত,
সাধন করিয়া তপোধনে ॥
অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা, শান্তা নরেন্দ্র দুহিতা,
অগ্রে করি তাঁরে নারীগণ।
মুনীন্দ্র শারদবিধু, নিন্দিয়া বদন বিধু,
তব বধূ করি নিবেদন ॥

শান্তাকে করি গ্রহণ, সুধার্ম্মিক তপোধন,
আলিঙ্গন করি স্নেহ ভরে।
বসাইয়া অঙ্কে তায়, মুনীন্দ্র আত্মজাপ্রায়,
পরম বিস্ময় মানি পরে॥
ক্রোড় হতে সুমঙ্গলা, সম্ভ্রমে নরেন্দ্রবালা,
পরে শান্তা করিয়া উত্থান।
প্রণমিলা মুনিপদে, বিপদ বিধ্বংসি পদে,
কৃতাঞ্জলি পুটে অবস্থান॥
মুনীন্দ্র বিভাণ্ডপরে, জানিলেন নৃপবরে,
পরিচয়ে শান্তারে তৎক্ষণে।
আজ্ঞা দিলা মুনিবর, প্রবেশ কর নগর,
সহ নৃপ সর্ব্ব নারী জনে॥
বিধিমতে নিজসুত, কৃত প্রায়শ্চিত্তে পূত,
করিলেন পরম পণ্ডিত।
হয়ে মুনি পূজ্যমান, চলিলা পরম স্থান,
তপোবনে পুত্র সমন্বিত॥
ঋষি প্রোক্ত রামায়ণ, আদিকাণ্ড সুশোভন,
ঋষ্যশৃঙ্গ বন প্রবেশন।
সাঙ্গ অষ্টাদশ সর্গ, শুন সর্ব্ব সাধুবর্গ,
রমণীয় রাম সংকীর্ত্তন॥

পয়ার॥

কিছুকাল অনন্তরে মহাত্মা বিভাণ্ড॥
জিজ্ঞাসিলা সন্তানে সমস্ত পূর্ব্বকাণ্ড॥
পিতার আদিষ্ট হৃষ্ট মনা মুনিসুত।
বিশেষ বৃত্তান্ত কথা কহিলেন শ্রুত॥
পুত্রবাক্য শ্রবণে সম্প্রীত মুনিবর।
যজ্ঞের বৃত্তান্ত কথা করিয়া বিস্তর॥
যেরূপে হইল যজ্ঞে চরু উত্থাপন।
অনাবৃষ্টি গিয়া হয় সুবৃষ্টি বর্ষণ॥
লোমপাদ নৃপতির বিশেষ পূজন।
যেরূপে পাইলা ঋষ্যশৃঙ্গ তপোধন॥
শান্তা বধূ সুশান্তা পরম রূপবতী।
যে প্রকারে পাইলেন ঋষ্যশৃঙ্গ পতি॥
দশরথ নৃপতির বিশেষ প্রবন্ধ।
লোমপাদ নৃপ সহ যেরূপে সম্বন্ধ॥
পুণ্যশীল দশরথ রাজা যজ্ঞ বল।
যে প্রকারে ফলপ্রাপ্ত কহিলা সকল॥
স্বভাবতঃ পুণ্য শ্লোক নৃপ অজসুত।
সত্যে ধর্ম্মে সদা মন সত্যবাক্য পূত॥
ভুবনে করিয়া জন্ম লাভ নৃপবর।
জানিলা আপন কর্ম্ম জন্ম সুবিস্তর॥
পাইয়া সুকৃত কর্ম্মফল নৃপবর।
ধর্ম্মতঃ পালেন প্রজা হইয়া তৎপর॥
ঈক্ষাকু নৃপতি বংশ বিখ্যাত সংসারে।
নৃপতি বংশীয় লক্ষ্মী সুন্দর বিস্তারে॥
যশোলাভ জনগণ করিয়া রঞ্জন।
কৃতকৃত্য ধর্ম্মজ্ঞানী সত্য পরায়ণ॥
ধর্ম্ম সত্য এই দুই জীবিতের ফল।
দর্শন করেন জ্ঞানে ভূপতি সকল॥
পূর্ব্বে সমুদ্ভব তাঁর নারী তিন জন।
গুণবতী রূপে স্বর্গ অপ্সরা গণন॥
কৌশল্যা সদৃশী রাজ মহিষী প্রধানা।
কেকয়ী হইলা রূপে গুণে মান্যমানা॥
বামদেব নন্দিনী সুমিত্রা গুণবতী।
পাইলেন রূপবতী দশরথ পতি॥

তাঁহাদের সন্তান জন্মিলা চারি জন।
মহাবল তেজঃপুঞ্জ শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
শত্রুঘ্ন ভরত দ্বয় দেব অবতার।
জন্ম কথা বিস্তারিয়া করিব প্রচার॥
পুত্র শ্রেষ্ঠ গুণ জ্যেষ্ঠ অতি তেজস্বান।
অনুপম বলবান রাম ভগবান॥
বিষ্ণুতুল্য পরাক্রম যাঁর বিশ্বজনেন।
প্রসবিলা কৌশল্যা সে পুত্র রামধনে॥
রাম পুত্র হইতে সংসার শোভা পায়।
ইন্দ্রপুত্র প্রসবিয়া অদিতির প্রায়॥
সংসারের শুভহেতু রাবণ বিনাশে।
বিষ্ণু বীর্য্য অর্দ্ধ ভাগে শরীর প্রকাশে॥
জন্মিলেন রামচন্দ্র রাজীবলোচন।
অনন্তর জন্ম লন পুত্র দুই জন॥
ইন্দ্র আর উপেন্দ্র পৌরুষে সুলক্ষণ।
সুমিত্রার গর্ভ হৈতে শত্রুঘ্ন লক্ষ্মণ॥
শ্রীরামে অচলা ভক্তি যুক্ত দুই জন।
অত্যন্ত উৎসাহী সুশ্রী সুমিত্রা নন্দন॥
দুইজনে বিষ্ণুপিণ্ডে হইয়া পিণ্ডিত।
পিণ্ডদ্বয় ভাগশেষ হইতে উত্থিত॥
চতুর্ভাগ হইতে ভাগৈক মনোহর।
কেকয়ী হইতে জন্ম নৃপাত্মজবর॥
ভরত নামক পুত্র সত্য পরাক্রম।
ধর্ম্মাত্মা মহাত্মা খ্যাত সুবীর্য্য বিক্রম॥
দীপ্তিমান যশস্বী সকলে নরশ্রেষ্ঠ।
বুদ্ধিমান বলবান বিশেষতঃ জ্যেষ্ঠ॥
ধর্ম্মে সুদীক্ষিত সেই পুত্র চারি জন।
সর্ব্বদা করেন পিতৃ কামনা সাধন॥
চারিপুত্র সংযোগে সতত মহামতি।
দেবগণে শোভিত যেমন প্রজাপতি॥
সুত চতুষ্টয় মধ্যে শ্রেষ্ঠ রামচন্দ্র।
কুলধ্বজ বিস্তৃত নক্ষত্রে যথা চন্দ্র॥
জনহিতে রত রাম সতত ধীমান।
সকলে সমান ভাব স্বয়ম্ভু সমান॥
বালক সময়াবধি রামে অনুগত।
লক্ষ্মণ লক্ষ্মী বর্দ্ধনু জ্যেষ্ঠ পাদে নত॥
প্রজাগণ প্রতি রাম অভিরাম স্থান।
বিশেষে অগ্রজ ভ্রাতা অতি মতিমান॥
ধর্ম্মাত্মা শ্রীরামচন্দ্র ধীর রঘুবর।
প্রাণাধিক ভাবেন সকল সহোদর॥
লক্ষ্মীবান্ লক্ষ্মণ জ্যেষ্ঠের হিতকারী।
প্রাণপণে রাম শত্রু সকল সংহারী॥
মিষ্টান্ন অথবা অন্য ভোগাদি সুন্দর।
না করেন ভোজন বিহীনে রঘুবর॥
রামবিনা মুহূর্ত্ত জীবনে সুখলাভ।
না করেন রাজপুত্র এইরূপ ভাব॥
মৃগয়া করিতে কিম্বা অন্য কোন স্থানে।
ছায়া প্রায় অনুগত রাম বিদ্যমানে॥
ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিয়া ধনুর্দ্ধর।
জ্যেষ্ঠ পৃষ্ঠে পৃষ্ঠে যান সাহায্যে তৎপর॥
শ্রীরামের অনুগত লক্ষ্মণ যে রূপ।
শত্রুঘ্ন ভরত পক্ষে হিতৈষি স্বরূপ॥
ভরতের প্রাণাধিক প্রিয় সেই ভ্রাতা।
শত্রুঘ্ন সুমিত্রা সুত শত্রু ভয় ত্রাতা॥
পরস্পর সকলে সকলে হিতময়।
সুবিখ্যাত নৃপতির সুত চতুষ্টয়॥

বাক্য বল বিক্রমে জনক তুষ্টি কারী।
চারি পুত্র যোগে নৃপ অতি শোভাধারী॥
লোক পাল বেষ্টিত যেমন প্রজাপতি।
চারি সুতে সেই রূপ শোভিত নৃপতি॥
এই চারি পুত্র মধ্যে কুলোজ্জ্বল রাম।
পিতৃ প্রিয়কর কর্ম্ম কারী অবিরাম॥
রাজ্যবাসি সকলের অভিরাম স্থল।
স্বীয় গুণে সাধেন অসাধ্য কর্ম্ম ফল॥
নিজ গুণে রামচন্দ্র নিজে সর্ব্বাশ্রয়।
রঞ্জন করেন রাজপুত্র প্রজাচয়॥
এই হেতু ভূবিখ্যাত হইলেন রাম।
জগতে যোগার্থ সিদ্ধ সুপবিত্র নাম॥
ব্রত উপনয়ন প্রভৃতি কর্ম্মচয়।
যথাকালে সাধে সাধিলেন সমুদয়॥
বেদ বিধি সুবিধানে সন্তান সংস্কার।
সর্ব্ব শাস্ত্রে বিজ্ঞতর সমস্ত কুমার॥
লজ্জাবান্ বিনীত উদিত সর্ব্ব গুণ।
স্ব স্ব গুণে সর্ব্বজন রঞ্জনে নিপুণ॥
পুরজন পরিজন জনপদ যত।
বিশেষতঃ বন্ধুবর্গ পালনে সুরত॥
রাম গুণ বর্ণন রামাদি জন্ম কথা।
আদি কাণ্ডে বাল্মীকি ঋষীন্দ্র উক্তি যথা॥
পয়ার প্রবন্ধে অর্থ হইল বিস্তার।
ঊনবিংশ সর্গ কথা অতি চমৎকার॥

ত্রিপদী॥

দশরথ নৃপতির, পুত্রভাবে রঘুবীর,
স্থির জানি দেব পদ্মযোনি।
সকল অমর গণে, আনাইয়া নিজাসনে,
এইবাক্য কহিলা আপনি॥
সত্য সন্ধ দেব সার, বিষ্ণুরূপে অবতার,
দশরথ নৃপতি মন্দিরে।
গচ্ছ সর্ব্ব সুরগণ, সহায় ভাব কারণ,
কামরূপ ধরিয়া শরীরে॥
মায়া বিজ্ঞ মহাবীর, বায়ু তুল্য গতি স্থির,
বিনয়ী অশেষ বুদ্ধিমান।
বিষ্ণু তুল্য পরাক্রম, সংহারের উপক্রম,
অনুপায়ে উপায় বিধান॥
দিব্য অস্ত্র শস্ত্রধারী, শুন রাম হিতকারী,
সুধাহারী নির্জ্জর সমান।
উত্তমা অপ্সরা গর্ব্ভে, গমন করিয়া সর্ব্বে,
পরাক্রমী জন্মাও সন্তান॥
গন্ধর্ব্ব গণের নারী, গর্ব্ভে বিষ্ণু হিতকারী,
সুত জন্ম দিয়া কর হিত।
যক্ষ পক্ষি সুতোদ্ধরি, বিদ্যাধরী গণে হরি,
জন্মাও সন্তান সমুচিত॥
কেহবা কিন্নরী কুলে, কিম্বা সুরনরকুলে,
কর গিয়া পুত্র উৎপাদন।
হরিতুল্য পরাক্রম, ভূরি হরি সুবিক্রম,
কহিলেন পঙ্কজ নন্দন॥
জানিয়া বিশেষ উক্তি, সুরবর্গে করি যুক্তি,
ব্রহ্মবাক্য করিলা স্বীকার।
আত্ম তুল্য পরাক্রম, মহীমধ্যে মহোত্তম,
জন্মাইলা সকলে কুমার॥
দেবর্ষি গন্ধর্ব্ব যক্ষ, সিদ্ধগণ বিষ্ণুপক্ষ,
অন্যগণ কিন্নর সহিত।

নর সন্তান বীর, সৃজিলা সংগ্রাম ধীর,
কামরূপি যাদৃশ বিহিত॥
শবক্তু বধেচ্ছায়, দেবতা সৃজেন যায়,
স্বেচ্ছারূপি অপ্রমেয় বল।
হুল সহস্র বীর, গজ শৈল তুল্য স্থির,
সিংহ সম বিক্রমে প্রবল॥
ই রূপে লক্ষ২, বানর মর্কট ঋক্ষ,
জন্মে রাম সাহায্য কারণ।
য দেবের যথা বল, শৌর্য্য বীর্য্য অবিকল,
পুত্রগণে করিল ধারণ॥
কতক বানর জাতি, অদ্ভুত বিক্রমখ্যাতি,
গোলাঙ্গুলীজঠরে সংজাত।
অপরে বানরী যক্ষী, কিন্নরীর তথা কুক্ষি,
জন্ম লাভে হইল বিখ্যাত॥
শৈল শৃঙ্গ প্রহরণ, বৃহৎ বৃক্ষ দ্বারা রণ,
তথা নখ দন্ত করে অস্ত্র।
স্বচ্ছাক্রমে ধরে শক্তি, চালায় ভূধর পংক্তি,
উন্মূলয়ে তরু ধরি শস্ত্র॥
ক্ষুব্ধ করে হঠাৎকার, করি যেন বলাৎকার,
সাগর গভীর জলাশয়।
বাহুদ্বয়ে ধরা যেন, বিদারণ করে হেন,
উল্লম্ফন কম্প নভোময়॥
করি লম্ফ প্রোল্লম্ফন, আকাশে ভ্রমিয়াক্ষণ,
জল ধরে যেন দেয় ফেলি।
প্রজবমাতঙ্গ মত্ত, করিয়া নিজ আয়ত্ত,
ধরি যেন করিতেছে কেলি॥
নিজ২ বেগে হরি, আকাশের সূর্য্য ধরি,
ফেলে যেন কটাক্ষে ধরায়।
এইরূপে উপজিল, কামরূপি কপি বল,
অনেক সহস্র গণনায়॥
ইহারা যূথপ সর্ব্বে, মহাত্মা গর্ব্বিত গর্ব্বে,
সকলেই শ্রীরাম সহায়।
বানর সহস্র শত, নিবিষ্ট বলিষ্ঠ যত,
তাহারা যূথপ অভিধায়॥
সেই সব ঋক্ষ চয়, বনবাসি সমুদয়,
ঋক্ষরাজে সেবে যথা মতি।
অন্যে নানাবিধ বন, শিখরি গুহা গমন,
যথা রুচি করয়ে তেমতি॥
কিন্তু সর্ব্ব কপিগণে, বালি সুগ্রীবের সনে,
অনুরক্ত হইয়া সতত।
হনূমান নল নীলে, সুসেন প্রমুখে মিলে,
হইল বিনম্র অবিরত॥
সকল বানর দল, কায়ে যেন মেঘাচল,
মহাবল যূথপ সহিত।
ব্যাপিল ধরণীময়, ধরে ভীমরূপ চয়,
হেতু রাম সাহায্য বিহিত॥
ঋষিপ্রোক্ত রামায়ণ, আদিকাণ্ড সুশোভন,
বানর উৎপত্তি প্রকরণ।
সাঙ্গ হৈল বিংশ সর্গ, শুন সর্ব্ব সাধুবর্গ,
রমণীয় বল বিলক্ষণ॥

পয়ার।

এই অবসরে হেথা বিশ্বামিত্র ঋষি।
অযোধ্যায় আসিলেন দেখিতে রাজর্ষি॥

তদীয়াগমন হেতু শুন দিয়া মন।
যজ্ঞধ্বংস করে রক্ষঃ তাঁহার তখন॥
ধর্ম্ম কামনায় যাহা করেন তাপস।
নষ্ট করে মায়াবীর্য্যে সে সব রাক্ষস॥
অতএব ক্রতুরক্ষা মানসে মুনীশ।
দর্শনার্থী আসিলেন যথায় ক্ষিতীশ॥
মহা ঋষি বিনা বিঘ্নে যজ্ঞ সমাপনে।
অশক্ত হইল যবে যথেষ্ট যতনে॥
তদা সেই বিঘ্নকারি রক্ষোবধ হেতু।
সমুদ্যত হইলেন রাখিবারে ক্রতু॥
গাধিসুত মহাতেজা অযোধ্যা গমন।
সর্ব্বজ্ঞ নৃপতি শ্রেষ্ঠে করিতে দর্শন॥
দ্বারে আসি দ্বারিগণে কহিলা সন্দেশ।
রাজাকে জানাও শীঘ্র আমার প্রবেশ॥
ঋষীন্দ্র বচন শুনি দ্রুত দ্বারি গণ।
সসম্ভ্রমে ত্বরা করি করিল গমন॥
উপনীত হয়ে ভূপ সমক্ষে প্রাঞ্জলি।
নিবেদিল বিশ্বামিত্র যথা বাক্যাবলী॥
প্রণত হইয়া কহে নৃপ সাক্ষাৎ কারে।
গাধিসুত মহামুনি উপস্থিত দ্বারে॥
শুনিয়া নৃপতি সহামাত্য পুরোহিত।
চলিলেন মুনিবরে আনিতে ত্বরিত॥
দেখিবারে মুনি শ্রেষ্ঠে সবে শীঘ্রগতি।
ব্রহ্মার দর্শনে যথা ইন্দ্রে হয় মতি॥
অনন্তর ভূপশ্রেষ্ঠ দেখি মুনি বর।
তপস্তেজে সমুজ্জ্বল করে দিগন্তর॥
প্রণতি করিয়া পরে হয়ে কৃতাঞ্জলি।
প্রদক্ষিণ করিলেন দিয়া পূজাবলী॥

এইরূপে সর্ব্ব মতে হইয়া পূজিত।
চলিলা নৃপতি সহ যথেষ্ট সংপ্রীত॥
কুশল আরোগ্য প্রশ্ন করিলা নৃপেরে।
সহাস্যাস্যে ঋষি শ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠেরে পরে॥
যথা যোগ্য পূজা করি শুনিলা কুশল।
জিজ্ঞাসিলা পরস্পর উভয়ে মঙ্গল॥
অনন্তর দুই জনে করি আলিঙ্গন।
পরস্পরে পূজিলেন অতি সুশোভন॥
পরে সবে হৃষ্টমন হইয়া একান্ত।
প্রবেশিলা দশরথ নৃপতি সভান্তঃ॥
যথা যোগ্য আসনে বসিলা অতঃপরে।
মহামান্য বিশ্বামিত্র তাপস প্রবরে॥
বশিষ্ঠ সহিত মহারাজ মহামনাঃ।
পাদ্য অর্ঘ্য নিবেদিলা করিয়া বন্দনা॥
পূজা করি পরে করপুটে নৃপবর।
প্রণত হইয়া বাক্য কহিলা বিস্তর॥
সুধা লাভে যথা হর্ষ যথাকালে জল।
বর্ষণ হইলে হয় সকল সফল॥
যেমন সদৃশ দারে ইষ্ট পুত্র লাভ।
নষ্ট ধন প্রাপ্তে যথা হয় মনে ভাব॥
হইল তদ্রূপ হর্ষ তব সন্দর্শনে।
মানিলাল মুনিবর অসংশয় মনে॥
যাহা হৌক আপনার কিবা অভিপ্রেত।
কিহেতু আগত শীঘ্র বল মহাব্রত॥
সমাগত পূজ্যপাত্র বহুকাল পর।
বিশেষে রাজর্ষি বংশে জন্ম শ্রেষ্ঠ তর॥
তপস্যা নিয়ম করি ভূরি নিরন্তর।
মহর্ষিত্ব পদ প্রাপ্ত তথা মহত্তর॥

অতএব পূজ্যতম তুমি সেব্য মানি।
তব আগমনে সাক্ষাৎ ব্রহ্মাগম জানি॥
যথার্থতঃ অতি প্রীত অনুগ্রহাস্পদ।
মানিতেছি তবাগমে সকলি সম্পদ॥
অদ্য জন্ম সফল সুধন্য স্বজীবনে।
যেহেতু দর্শন স্পর্শী প্রণত চরণে॥
যে বা বাঞ্ছা যে বা কার্য্য করিয়া উদ্দেশ।
সিদ্ধ জান মুনিবর যদর্থ প্রবেশ॥
অতএব ভগবান যে কার্য্য তোমার।
বল তাহা অদেয় কি বিষয় আমার॥
এবম্বিধ সুধাক্ষরি বাক্য মুনিবরে।
শুনি মহা হৃষ্টমনা হইলেন পরে॥
আদিকাণ্ডে বাল্মীকি মুনীন্দ্র উক্তি যথা।
বিশ্বামিত্রাগমনৈক বিংশ সর্গ কথা॥

পয়ার।

রাজ সিংহ বাক্য শুনি অদ্ভুত বিস্তর।
হৃষ্ট রোমা মহাতেজা তপস্বি প্রবর॥
কহিলেন সাধু ভূপ তব যুক্ত বটে।
সূর্য্য বংশ্য রক্ষা কর বিষমসঙ্কটে॥
বশিষ্ঠের বশবর্ত্তী তুমি ভূপবর।
এরূপ কথন তব নহে বহুতর॥
যে নিমিত্ত আসিয়াছি তব সন্নিধানে।
জানিলাম সিদ্ধ তাহা হইল এখানে॥
তথাপি যদর্থ মম অত্র আগমন।
বিস্তারিয়া বলি ভূপ করিবে শ্রবণ॥

যজ্ঞ সিদ্ধি কর মহাব্রত আচরণ।
সেই কর্ম্মে আস্থাযুক্ত আমি অনুক্ষণ॥
যাবত্ না হয় মহাব্রত সমাপন।
অনুচিত কারু প্রতি কোপ আচরণ॥
না হইতে ব্রত সাঙ্গ যজ্ঞ বিঘ্নকারী।
নিরন্তর বেদীমধ্যে দুই নরাহারী॥
আসিয়া রুধির বৃষ্টি করে পাপাশয়।
অভিভূত আমি তাহে হই অতিশয়॥
নিয়মে বাধিত আছি দেখে অপকার।
বাসত্যাগে আসিয়াছি নিকটে তোমার॥
না হইবে তথা স্থিতে ক্রোধ সম্বরণ।
উৎপন্ন হইলে ক্রোধ ব্রত বিনাশন॥
এইরূপ যজ্ঞদীক্ষা সেস্থানে আমার।
নির্ব্বিঘ্নে সমস্ত ফল প্রসাদে তোমার॥
পরিত্রাণ করিবার যোগ্য নৃপবর।
পীড়িত শরণাগত আমি নিরন্তর॥
নিকটে আগত তব নরেন্দ্র প্রধান।
তাহাদের তুল্য যোদ্ধা অতি বলবান॥
সত্য পরাক্রম রামচন্দ্র পরিশ্রুত।
তাঁরে দান দিয়া মান রাখ নৃপ দ্রুত॥
রাক্ষসান্তকারী রাম অপ্রমেয় বল।
রক্ষ কুলে হইবেন শ্রীরাম প্রবল॥
আমার রক্ষিতা রাম রাজীর লোচন।
হইলে অবশ্য শ্রেয়ঃ হইবে রাজন॥
শত্রু সহ সমরে রাক্ষস কুল ধ্বংসে।
মহোৎসাহযুক্ত রাম সতত প্রশংসে॥
তেজো বল সমন্বিত বিদ্যা দিব দান।
যে বিদ্যায় হইবেন ত্রিলোকে প্রধান॥

দুর্জ্জয় রাক্ষসদ্বয় রামের নিকটে।
থাকিতে অশক্ত হবে রবে অপ্রকটে॥
তাহাদের হন্তা নাহি বিনা তব সুত।
এমন উৎসাহবান কে আছে অদ্ভুত॥
দণ্ডধর তুল্য অতি প্রকাণ্ড কুকাণ্ড।
বলবীর্য্যে উন্মাদ ব্রহ্মাণ্ড দেখে ভাণ্ড॥
শ্রীরামের অস্ত্র বল অনল সমান।
তাহে দগ্ধ হয়ে যুদ্ধে হবে হত প্রাণ॥
কদাচিৎ ভীত তুমি না হইবে রামে।
আমি জানি নরান্তক পতিত সংগ্রামে॥
সত্য পরাক্রম রাম অপ্রমেয় বল।
জানা আছে পূর্ব্বে মম না হবে বিফল॥
জানেন বশিষ্ঠ মুনি তব পুত্র রাম।
শৌর্য্য বীর্য্য গাম্ভীর্য্যাদি সর্ব্ব গুণধাম॥
যশঃ কীর্ত্তি ধর্ম্ম লাভে যদি বাঞ্ছা হয়।
শ্রীরামে আমার সঙ্গে দেও মহাশয়॥
যদ্যপি আমার প্রতি হও শ্রদ্ধাবান।
সদয় হৃদয়ে কর শ্রীরামে প্রদান॥
রাম হস্তে নরান্তক হইবে নিধন।
দশদিনে হবে মম যজ্ঞ সমাপন॥
আমাকে জানেন ভাল তব গুরুগণ।
বশিষ্ঠাদি সুবিখ্যাত দ্বিজ তপোধন॥
নিঃসন্দেহ রামে তুমি করিবে প্রদান।
ইহাতে বিলম্ব নাহি সহে মতিমান॥
কালবিজ্ঞ আপনি আমার যজ্ঞ কর্ম্ম।
সাঙ্গ হয় শীঘ্র যাতে রাখ নৃপধর্ম্ম॥
ইহাতে হইবে তব পরম মঙ্গল।
আশঙ্কা না কর নৃপ করিবে কৌশল॥

হৃদি বিদারণ বাক্য শুনি মুনি মুখে।
ব্যথিত হইয়া নৃপ অতি মনোদুঃখে॥
নিজাসন হইতে চলিত নৃপবর।
কেমনে দিবেন রামে ভাবিয়া কাতর॥
ঋষি প্রোক্ত রামায়ণে দ্বাবিংশতি সর্গ।
বিশ্বামিত্র বাক্যামৃত শুন সাধুবর্গ॥

ত্রিপদী॥

বিশ্বামিত্র বাক্য শুনি, ব্যথাযুক্ত নৃপমণি,
হইলেন মুহূর্ত্ত নিস্পন্দ।
কিছুকাল করি ধ্যান, কহিলেন বুদ্ধিমান,
বিশ্বামিত্রে বচন প্রবন্ধ॥
পঞ্চদশবর্ষমাত্র, বয়ঃক্রম মম পুত্র,
পায় নাহি অস্ত্র উপদেশ।
সমরযোগ্যতা হীন, ভাবিলাম আমি ক্ষীণ,
কেমনে যাইবে শক্রদেশ॥
নিশাচর সহ রণ, অসম্ভব তপোধন,
যাহা বলি কর অঙ্গীকার।
মহাবল সুবাহিনী, আছে মম অক্ষৌহিণী,
দৃষ্টি কর সম্মুখে তোমার॥
তব যজ্ঞ বিঘ্ননাশে, যোগ্য হবে অনায়াসে,
আমিও সহিত যাব রণে।
গমনে তোমার ভক্ত, রাম শিশু নহে শক্ত,
আজ্ঞা কর বিবেচিয়া মনে॥
একেত বালক রাম, জানেনা তাহে সংগ্রাম,
অজ্ঞাত বিশেষ বলাবল।
অস্ত্রশস্ত্রে নাহি জ্ঞান, জানেনা যুদ্ধসন্ধান,
রক্ষোযুদ্ধে না হবে মঙ্গল॥

কূটযোদ্ধা নিশাচর, নরান্তক মায়াধর,
কেমনে পাঠাব রক্ষোরণে।
রামচন্দ্র বিনা আমি, ক্ষণমাত্র কুলস্বামি,
কখনও উৎসাহী নহি মনে॥
আমার জীবন রাম, সদা অভিরাম ধাম,
ইহাকে লইতে মুনিবর।
আপনি সহেন শক্য, প্রাণমনে যার ঐক্য,
নয়নে নিরখি নিরন্তর॥
নবম সহস্র বর্ষ, পরে আমি চিত্তে হর্ষ,
পাইয়াছি অতি বৃদ্ধকালে।
কত যজ্ঞ সাধনায়, হইয়াছে পুত্র তায়,
প্রাণপ্রিয়তম এ অকালে॥
দেবরূপী চতুষ্টয়, পুত্র মম মহাশয়,
বিনা পুত্র না রবে জীবন।
এরূপ আমার মতি, সুনিশ্চিতা মহামতি,
সত্য এই শুন নিরূপণ॥
করি অন্য সুতত্যাগ, জন্মিয়াছে অনুরাগ,
অধিক আমার রামচন্দ্রে।
রামে গত পঞ্চপ্রাণ, গুণ অভিরাম স্থান,
লোকপ্রীতি করে গুণচন্দ্রে॥
যাহে সর্ব্ব গুণগণ, চিত্তানন্দ প্রয়োজন,
হৃদয় নন্দন রঘুপতি।
প্রাণাধিক প্রিয়তর, রঘুবংশ বংশধর,
লইতে অযোগ্য মহামতি॥
করি বহু প্রণিপাত, ভিক্ষাচাহি রঘুনাথ,
আমি মুনি অত্যন্ত কৃপণ।
স্বপুত্র লালসা বান, তাহাতে জ্যেষ্ঠ সন্তান,
লইতে না হও যোগ্য ধন॥

যদ্যপি তোমার কামে, অবশ্য লইবে রামে,
তবে সঙ্গে আমিও যাইব।
চতুরঙ্গ বল সহ, সমরে অতি দুঃসহ,
রাক্ষসের সংগ্রামে ধাইব॥
মম সঙ্গে রঙ্গস্থলে, পূর্ণ চতুরঙ্গবলে,
সুযাত্রা করিলে ভাল হয়।
কি রূপ রাক্ষস দ্বয়, বীর্য্যধারী পরিচয়,
কার পুত্র কেবা মহাশয়॥
কি নাম কি দেশাগত, দেহপরিমাণ কত,
সেই দুই রাক্ষসের মুনি।
দুই রক্ষো মহামার, রামচন্দ্র সুকুমার,
প্রতিকার কিবা কহ শুনি॥
আমার যে সৈন্যগণ, কিম্বা আমি তপোধন,
মহাযোদ্ধা রাক্ষসের সনে।
কিরূপে করি সংগ্রাম, কহ বীর্য্য গুণগ্রাম,
কিপ্রকার শক্ত রাম রণে॥
তব যজ্ঞে সহায়তা, আমি কি পারিনা তথা,
কেবা তারা কহ দুই জন।
শুনিয়াছি তপোধন, মহাবীর দশানন,
রাবণ ত্রিভুবন দুর্জ্জন॥
বিশ্বশ্রবা মুনিসুত, মহাক্রূর নামে শ্রুত,
বৈশ্রবণ ভ্রাতা ভয়ঙ্কর।
নীতিযুক্ত তপোধন, তব যজ্ঞ বিনাশন,
করণে উদ্যত লঙ্কেশ্বর॥
সে অতি দুরাত্মা পাপ, বিখ্যাত বলপ্রতাপ,
থাকিতে তাহার সন্নিকটে।
অদ্ভুতসংগ্রাম স্থলে, অস্মদাদি দলে বলে,
কিসে তুমি তরিবে সঙ্কটে॥

অতএব মতিমান, বালক মম সন্তান,
তারে তুমি করিতে প্রসাদ।
না করিবে অতিক্রম, ঋষিবর নরোত্তম,
পরমেষ্ট তব প্রতিবাদ॥
দেবতা দানব সর্ব্ব, যক্ষ রক্ষ কি গন্ধর্ব্ব,
ভুবনে না দেখি কোন স্থানে।
রাবণের সম শূর, প্রতিযোদ্ধা তিন পুর,
রাবণে জিজয় করে বাণে॥
বীর্য্য হন্তা দশানন, তাহার সহিতে রণ,
অস্মদাদি অশক্ত সতত।
তার বীর্য্য বিঘাতন, কর্ত্তা নাহি কোন জন,
স্বকর্ম্মে যাইতে নহে রত॥
কিম্বা তব যজ্ঞ হারী, মধুসুত দুরাচারী,
লবণ নামক নিশাচর।
তথাপি তাহার রণে, রামচন্দ্রে সংযোজনে,
শক্ত নহি শুন কৃপাকর॥
কিম্বা সুন্দ উপসুন্দ, বিখ্যাত রাক্ষস দ্বন্দ্ব,
তার সুত মারীচ সুবাহু।
তব যজ্ঞ বিঘ্ন করে, তথাপি তাহার শরে,
বিমুক্তি না দেখি মহাবাহু॥
রাক্ষসী কন্যায় জাত, মায়াবী রাক্ষস খ্যাত,
তার যুদ্ধে ক্ষমা কর মুনি।
এই সর্ব্ব পরিহরি, কহ তবে যুদ্ধ করি,
কম্পে দেহ তার নাম শুনি॥
রামায়ণে আদিকাণ্ডে, অনুপমামৃতভাণ্ডে,
শ্রীরামের বালক চরিতে।
দশরথ নৃপ বাণী, ত্রিবিংশতি সর্গ জ্ঞানী,
শুন তাহা ভবাব্ধি তরিতে॥

২৩ সর্গ।

পয়ার।

শোক সম্বলিত নৃপ সমাকুল বাণী।
শ্রীরামে অত্যন্ত স্নেহ দেখে মহামানী॥
কহিলেন মন্যু সহ বাক্য মহামতি।
কৌশিক নন্দন কোপে মহীপতি প্রতি॥
পূর্ব্বে তুমি কহিলে করিব উপকার।
এক্ষণে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ বাসনা তোমার॥
রঘুবংশে অবতীর্ণ যত নরোত্তম।
তাঁহাদের যুক্ত নহে সত্য ব্যতিক্রম॥
যদ্যপি তোমার হয় এইরূপ গতি।
মিথ্যা বাক্যে সুখী হও সপুত্র ভূপতি॥
রোষগাত্র বিশ্বামিত্র মহাতেজস্বান।
দেখিয়া পৃথিবী তল হয় কম্পবান॥
সমাগত হইলেন দেবগণ তথা।
কহিবারে বিশ্বামিত্রে কোপশান্তি কথা॥
জগতের মিত্র শ্রীবশিষ্ঠ ভগবান।
কহিলেন ভূপতিকে হিত উপাখ্যান॥
ঈক্ষাকু নৃপতি কুলে জন্ম নরপতি।
অনুপম ধর্ম্ম তুল্য তুমি মহামতি॥
নিরন্তর সত্যবাদী অসত্য বচন।
কহিতে অযোগ্য তুমি সর্ব্বথা রাজন॥
ত্রিভুবনে খ্যাত সত্যবাদি অগ্রগণ্য।
মিথ্যাবাদী হইতে না পার পুত্র জন্য॥
প্রতিজ্ঞা করিয়া পূর্ব্বে কর্ত্তা আমি বলে।
না কর যদ্যপি কৃতকর্ম্ম মতি টলে॥

সত্যভ্রষ্ট হবে কষ্ট পাইবে রাজন।
বিশ্বামিত্র স্থানে পাপ পাবে বিলক্ষণ॥
না কহিবে অসত্য লজ্জিয়া ধর্ম্মপথ।
লোকত্রয়ে বিখ্যাত ধর্ম্মাত্মা দশরথ॥
চলিয়া বিরুদ্ধ মতে সেই যশ গত।
সর্ব্বদা নাশিতে কীর্ত্তি হইয়াছ রত॥
রাখ সত্য প্রতিজ্ঞতা মমতা হরণ।
আজ্ঞা কর মুনিসঙ্গে শ্রীরামগমন॥
কৃতাস্ত্র বা অকৃতাস্ত্র যথারূপ রাম।
সর্ব্বথা রাক্ষস কুল হারি বলগ্রাম॥
গাধি পুত্র অস্ত্রসূত্র পাঠে সুপণ্ডিত।
গোপনে রাখিলা অস্ত্র বিদ্যা অখণ্ডিত॥
ধর্ম্মরূপে অবতীর্ণ ধর্ম্মপাল শ্রেষ্ঠ।
বীর্য্যবান মধ্যে মুখ্য সদা জ্ঞান নিষ্ঠ॥
বিদ্যা তপঃসমুদ্র অক্ষুদ্র বলবান।
দিব্য অস্ত্র সমুদয় আশ্রয় নিধান॥
দেবে না জানেন কিবা জানিবে মানব।
পাইবেন মুনিস্থানে সর্ব্বাস্ত্র রাঘব॥
এই রামে দিয়া দান মুনিবর স্থানে।
পালিলেন মহী পূর্ব্বে সর্ব্ব বিদ্যমানে॥
কৃশাশ্ব অনেক অস্ত্র দেন পূর্ব্বে দান।
কৃশাশ্বের পুত্র ব্রহ্মপুত্রের সমান॥
বহুরূপ মহাত্মা সকলে দীপ্তিমান।
জয়ান্বিত সদা কাল জগতে ব্যাখ্যান॥
জয়া আর বিজয়া দক্ষের দুই সুতা।
অস্ত্র শস্ত্রে সুনিপুণা বহুগুণ যুতা॥
তাহাদের অশেষ বিশেষ অস্ত্রগণ।
বিষ্ণুতেজা বিশ্বামিত্র করিলা গ্রহণ॥
পঞ্চাশত্ তথা যুত জন্মাইল জয়া।
তাবত্ সংখ্যক পুত্র জন্মায় বিজয়া॥
রিপু সৈন্য বিনাশিতে তাবতে অক্ষয়।
তাহাদের স্থানে যত অস্ত্র সমুদয়॥
এই সব অস্ত্রগণ জ্ঞাত মহামুনি।
বিশ্বামিত্র মহাযশা পূর্ব্বে ইহা শুনি॥
সপ্রয়োগ সরহস্য সসংহার বাণ।
সেই সব রঘুনাথে করিবেন দান॥
যে সকল অস্ত্রে রাম রাক্ষসের কুল।
হইবেন জয়ী নাশ করিয়া সমূল॥
ইহাতে সংশয় মাত্র নাস্তি নৃপবর।
রাম প্রতি অনুগ্রহ কারি মুনীশ্বর॥
প্রজাপাল প্রজাপ্রতি কর অনুগ্রহ।
যত্ন সহ রাখ নৃপ আপন বিগ্রহ॥
প্রথম গমনে নর শ্রেষ্ঠ এই বার।
যোগ্য হও করিবারে তুমি সুবিচার॥
ঋষি প্রোক্তরামায়ণে আদি কাণ্ডকথা।
বশিষ্ঠের বাক্য তাহে সুধাযুক্ত যথা॥
সমাপ্ত হইল তার চতুর্ব্বিংশ সর্গ।
পড়িয়া পবিত্র যাঁহা সুপাঠক বর্গ॥

২৪ সর্গঃ।

ত্রিপদী।

এই বাক্য যুক্তি যুক্ত, বশিষ্ঠ মুনীন্দ্র উক্ত,
শ্রবণান্তে দ্রুত নৃপবর।
দশরথ হৃষ্ট মনা, করি দেব আরাধনা,
ঘৃত দেন অনল উপর॥

অগ্রে কৃত স্বস্ত্যয়ন, মাতৃ মঙ্গলাচরণ,
পুত্রগণে স্বস্ত্যয়ন পরে।
স্নেহে লয়ে শিরোঘ্রাণ, গাধিপুত্রে দেন দান,
সলক্ষ্মণ রামে অকাতরে॥
নৃপ দিলে পুত্রদান, সেই পুণ্যে শৈত্যবান,
শুচি বায়ু বহে রজোহীন।
বিশ্বামিত্র প্রাপ্ত রাম, কমলাক্ষ গুণধাম,
পূর্ণবলী বালক প্রবীণ॥
এই কালে সেইস্থলে, হইল নভোমণ্ডলে,
নৃত্যগীত দর্শন শ্রবণ।
পুষ্পবৃষ্টি জয়বাদ, শঙ্খাদি দুন্দুভি নাদ,
শ্রীরামের মঙ্গল গমন॥
বিশ্বামিত্র অগ্রভাগে, পৃষ্ঠে রাম অনুরাগে,
রামের পশ্চাতে গতিমান।
ধনুর্দ্ধারী রঘুবর, যুগ্মকাকপক্ষধর,
শুভদৃশ্য সুমিত্রাসন্তান॥
চন্দ্রতুল্য দুই জন; ধৃত করে শরাশন,
শোভমান দেখি মহাপথে।
বিশ্বামিত্র সহ রাম, সবাসব সুরগ্রাম,
হর্ষযুক্ত দৃষ্ট দাশরথে॥
রাবণ নিধন যায়, মনোগত অভিপ্রায়,
দিব্য দৃষ্টে দেখিলেন সুর।
বিশ্বামিত্র মুনিবর, মহাত্মা সকলোপর,
অস্ত্র শস্ত্র শিক্ষিত প্রচুর॥
তাঁহার পশ্চাৎ ভাগে, রামচন্দ্র অনুরাগে,
সলক্ষ্মণ করেন গমন।
ইন্দ্রদেব অগ্রে করি, মনোহর মূর্ত্তি ধরি,
যান যথা অশ্বিনী নন্দন॥

অনন্তর ধনুর্ব্বাণ, খড়্গ ধারী তেজস্বান,
নরেন্দ্র সন্তান দুই জন।
মুনি পৃষ্ঠে ধাবমান, মহাকায় বীর্য্যবান,
শিব সহ গুহ গজানন॥
অর্দ্ধাধিক গিয়া পরে, যোজন সভ্রাতৃবরে,
সরযূ দক্ষিণ তীরে রাম।
দক্ষিণে বাসের জন্য, রঘুকুল অগ্রগণ্য,
পরে তথা গত গুণধাম॥
রাম ইতি মধুবাণী, উচ্চারণ করি জ্ঞানী,
করিলেন মুনি সম্বোধন।
রামে কৃত আমন্ত্রণ, কহিলা হিত বচন,
অর্থ অনুগত তপোধন॥
হেরবৎস রঘুনন্দন, স্নিগ্ধ বারি সংস্পর্শন,
করিবার যোগ্য হও তুমি।
দিব দিব্য উপদেশ, তোমাকে মঙ্গল শেষ,
যাহে হবে অস্ত্র গ্রামভূমি॥
উত্তম এ অবসর, ধর রঘুবংশ ধর,
দুই বিদ্যা বলা অতিবলা।
উভয়েই শ্রমঘ্নরা, অঙ্গ গত তাপ হরা,
দুর্ব্বলের বলদা প্রবলা॥
কি সুপ্ত প্রমত্ত কালে, অশেষ রাক্ষস জালে
না পারিবে করিতে বর্ষণ।
তোমার সমান রাম, বীর্য্যবন্ত গুণধাম,
না হইবে কেহ অন্য জন॥
সুর নর নাগলোকে, খ্যাত এইকোন লোকে
সৌভাগ্যে না হইবে সমান।
ত্রিভুবন মান্যবর, রঘু কুল বংশ ধর,
নিশাচর নিধনে প্রধান॥

কিম্বা বুদ্ধি আর শ্রুতি, তব তুল্য রঘুপতি,
প্রতিপন্ন দক্ষিণ উত্তরে।
পাইয়া এ বিদ্যাদ্বয়, যশস্বী হবে অব্যয়,
বলা অতি বলার সঞ্চারে॥
জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রসূ, এই দুই বিদ্যা শিশু;
যদি কর একাগ্রে গ্রহণ।
ক্ষুৎপিপাসা অসময়ে, পীড়া না করিবে ঘায়ে,
অনায়াসে হইবে দমন॥
বনে দুর্গবনে রাম, জপ বিদ্যা গুণধাম,
তিন লোকে হবে তুমি সার।
পিতামহসুতাসম, দুই বিদ্যা রঘূত্তম,
বল বৃদ্ধি জপে হয় যার॥
এই বিদ্যা সংগ্রহণে, তুমি পাত্র ত্রিভুবনে,
কাকুৎস্থ নির্ম্মল বংশ জাত।
স্বভাব সুন্দর গুণে, কামনা সম্পূর্ণ জনে,
অতুল্য ভুবনে তুমি খ্যাত॥
এই বিদ্যা বারম্বার, উৎকর্ষগুণ সঞ্চার,
করিবে শ্রীরাম তব প্রতি।
মুনি বাক্যে গুণধাম, জলস্পর্শ করি রাম,
যুক্তকরে স্থিত রঘুপতি॥
বিশ্বামিত্র মুনিস্থানে, দিব্য অস্ত্র দিব্য জ্ঞানে,
যথা বিধি করিলা গ্রহণ।
করিয়া বিদ্যা ধারণ, আজ্ঞা লয়ে নারায়ণ,
মহা যশা সহিত লক্ষ্মণ॥
সরযূর সন্নিকটে, সুস্নিগ্ধ নির্ম্মল তটে,
এক রাত্রি করিলা প্রবাস।
আদিকাণ্ডে রামায়ণে, শ্রীরাম বিদ্যা গ্রহণে,
পঞ্চবিংশ সর্গ সুপ্রকাশ॥

২৫ সর্গঃ।

পয়ার।

সেই শুভ সর্ব্বরী হইলে সুপ্রভাত।
পত্রাসনে শয়নে কাকুৎস্থ কুলনাথ॥
বিশ্বামিত্র মহাতপা আসিয়া সত্বরে।
উত্তিষ্ঠ কৌশল্যা সুত কহিলেন পরে॥
প্রাতঃসন্ধ্যা উপাসনা কর রঘুবীর।
পূর্ব্বাহ্ণিককাল এই আগত সুধীর॥
শ্রুত হয়ে দ্রুত রাম ঋষীন্দ্র বচন।
করিলেন দুই ভ্রাতা মুখপ্রক্ষালন॥
প্রাতঃস্নান করি জলে বসিলা নিয়মে।
অপূর্ব্ব আহ্নিক মন্ত্র সুকৃতি সুক্রমে॥
কৃতাহ্নিক ক্রিয়াবান দুই ভ্রাতৃবর।
বিশ্বামিত্রে বন্দনা করিতে রঘুবর॥
উপস্থিত অনন্তর করিলা গমন।
ত্রিপথগামিনী তীরে সেই শুভক্ষণ॥
দেব নদী দেখিবারে উৎসুক অত্যন্ত।
সরযূর সন্নিকটে দুই বলবন্ত॥
দর্শন করেন দিব্য দ্রবময়ী তীরে।
পুণ্যভূমি বাসস্থান শোভে পুণ্যনীরে॥
স্বর্গাধিক স্থান জ্ঞানে ঋষিগণ বাস।
অতি রমণীয় দেশ দেখিলা প্রকাশ॥
করিতেছিলেন জপ তপোধন গণ।
দৃষ্টমাত্র হৃষ্টচিত্ত কৌশল্যা নন্দন॥
মুনিবরে জিজ্ঞাসা করিলা ভ্রাতৃদ্বয়।
কৌতুকে লক্ষ্মণসহ রাম দয়াময়॥

এ আশ্রম কার মুনি কোন্ মুনি কুলে।
কোন্ কুলসম্ভব কহিবে বংশমূলে॥
শুনিবারে মুনিবর অপূর্ব্ব কৌশল।
শুনিয়া রামের বাক্য পরম মঙ্গল॥
প্রকাশ্য করিয়া আস্য হাস্য মুখে মুনি।
কহিলেন কৌতুকে মধুর প্রশ্ন শুনি॥
অবধান কর রাম যাহার আশ্রম।
কন্দর্প নামেতে এই অতি মনোরম॥
মূর্ত্তিমান রম্যরূপে বিখ্যাত অনঙ্গ।
বাঞ্ছা করে শিবতপ করিবারে ভঙ্গ॥
মহাতপা ভগবান ভবে করে দৃষ্ট।
পার্ব্বতী বিবাহ হেতু বাসব অভীষ্ট॥
তপোভঙ্গে শিব অঙ্গে উৎপন্ন উত্তাপ।
প্রকোপ করিয়া রুদ্র দিলা অভিশাপ॥
রুদ্রশাপে মহাতাপে তপ্ত তার অঙ্গ।
নির্দ্দগ্ধ হইল স্নিগ্ধ শরীর সর্ব্বাঙ্গ॥
এইরূপে অশরীরীকৃত সেই কাম।
অঙ্গদাহে অনঙ্গ বিখ্যাত তার নাম॥
অনঙ্গ নামক দেশ অঙ্গনাশ হেতু।
তাঁহার আশ্রম এই মহা পুণ্য সেতু॥
অনঙ্গ পত্তনে অত্র মহা পুণ্যবান।
ঋষিগণ আয়তন দেখিয়া নির্ম্মাণ॥
তপস্যার উদ্যমে নিয়ত সর্ব্ব জন।
মহাতপা পুরাতন ব্রহ্ম বাদিগণ॥
তপস্যায় চিরদিন ধৌত পাপরাশি।
অবস্থিত এইস্থলে সুরধুনী বাসী॥
অত্র স্থলে সুকৌশলে কৌশল্যা নন্দন।
এক রাত্রি বসতি করিব সর্ব্ব জন॥
স্থিত হয়ে সরযূ গঙ্গার মধ্যদেশে।
শোভন দর্শন কল্য করিব বিশেষে॥
পর দিন পার হয়ে পতিত পাবনী।
সুন্দর শুভদ জলে স্নানান্তে সৎ জ্ঞানী॥
পুণ্যাশ্রমে শুচিভাবে করিব গমন।
এই কামাশ্রমে রাত্রি তিষ্ঠ রামধন॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ বিশ্বামিত্র মুনি উক্ত।
তপস্যার দ্বারা তাঁরা দীর্ঘচক্ষুর্যুক্ত॥
বিদিত হইয়া যত ভাবি বিবরণ।
হর্ষিত সুপ্রীত যত মহাতপাগণ॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া দান কুশিক নন্দনে।
পূজা করি পূজিলেন শ্রীরাম লক্ষ্মণে॥
অতিথি ক্রিয়ায় যুক্ত করেন সকলে।
পরম সৎকার প্রাপ্ত রামাদি সে স্থলে॥
কথোপকথনে গিয়া অনঙ্গ আশ্রমে।
সুখপদ প্রাপ্ত মুনি লয়ে রঘূত্তমে॥
ঋষি প্রোক্ত রামায়ণ পরম রসাল।
আদিকাণ্ডে বালক চরিত সুবিশাল॥
কামাশ্রমে শ্রীরামের বসতি সংবাদ।
ষড় বিংশ সর্গ সাঙ্গ শ্রুত সাধুবাদ॥

২৬ সর্গঃ।

ত্রিপদী॥

অনন্তর রঘুবর, প্রকাশিলে দিবাকর,
কৃতাহ্নিক দুই ভ্রাতৃবর।
যথা যোগ্য রীতিমতে, বিশ্বামিত্র অভিমতে,
মুনীন্দ্রে করিয়া অগ্রসর॥

নির্ম্মল সরযূ তীরে, রঘুবংশ্য দুই বীরে,
উপনীত রাম গুণাকর।
সকলে মহাত্মা ধীর, পরিহরি স্বকুটীর,
বিশ্বামিত্র সহিত সত্বর॥
সম্মুখে সংস্থিত করি, আনি উত্তরণ তরি,
বিশ্বামিত্রে কহেন বচন।
রাজপুত্র পুরঃসরে, মুনিবর ত্বরা করে,
তরী মধ্যে কর আরোহণ॥
রঘুনাথে সঙ্গে করি, আরোহণ করি তরি,
ইষ্ট পথে কর সুগমন।
বিলম্ব উচিত নহে, শুভকাল পরে বহে,
সত্বর হইবে তপোধন॥
মুনিগণ বাক্য শুনি, বিশ্বামিত্র মহামুনি,
ভঙ্গীক্রমে করি অঙ্গীকার।
পূজিয়া সম্পূজ্য গণে, তাবতীয় তপোধনে,
পুণ্য নদী তরণে সঞ্চার॥
বাহিনী বিমল নীর, বহনে পবন স্থির,
নদী মধ্যে নব ঘনশ্যাম।
বিশ্বামিত্র মুনি প্রতি, জিজ্ঞাসিলা মহামতি,
রঘুবংশ শ্রেষ্ঠ গুণধাম॥
শুনিয়া নদীর শব্দ, রঘুবংশ বীর স্তব্ধ,
জলভেদ করে উচ্চ রব।
কিবা শব্দ বলবান, ভয়ঙ্কর এই স্থান,
কহ মুনি শুনি হেতু সব॥
শ্রীরামের বাক্য শুনি, মহা পরিতোষে মুনি,
সুকৌশলে করিলা উত্তর।
কহি রাম তব প্রতি, শব্দ হেতু মহামতি,
রঘুপতি করিয়া বিস্তর॥

কৈলাসপর্ব্বতে অগ্রে, প্রজাপতি অতিব্যগ্রে,
নির্ম্মিলা মানস সরোবর।
হইল মানসোদ্ভূত, এই হেতু অর্থ পূত,
মানসাখ্য নাম রঘুবর॥
এ মানস সরোবরে, অযোধ্যার শোভা করে,
প্রসূতা সরযূ তরঙ্গিণী।
ব্রহ্ম সরোবর হতে, অবতীর্ণা অবনীতে,
জাহ্নবীর সঙ্গে সংযোগিনী॥
সেই শব্দ এই রাম, প্রকাশিয়া কহিলাম,
বারি সংঘর্ষণে শব্দ হয়।
প্রণত হইয়া স্থানে, চল তাত জলযানে,
প্রণাম করিয়া নদীদ্বয়॥
উত্তীর্ণ হইয়া তীরে, রঘুবংশ দুই বীরে,
করিলেন কানন দর্শন।
বন অতি ঘোর তর, অগ্রে দেখি রঘুবর,
কহিলেন কহ তপোধন॥
কার এই বন স্থান, মেঘাকার দীপ্তিমান,
ঘোরতর প্রকাশে প্রবল।
অতি দুর্গতম বন, ব্যাপ্ত বহু পক্ষিগণ,
ঝিল্লিরবে রবময় স্থল॥
অগণন মৃগগণ, কাননে করে নিঃস্বন,
সিংহ ব্যাঘ্র কুঞ্জর বরাহ।
গণ্ডার গহনে চলে, অতি ভয়ঙ্কর স্থলে,
পথিকের মহদ্দুঃখাবহ॥
খদির ধব পলাশ, পাটলি পুষ্প বিকাশ,
ক্রুন্দ তিন্দু কুটজ বিকাশে।
অশেষ কণ্টক দ্রুম, ব্যাপ্ত ভয়ানক ভূম,
কহ ইহা অতি সুপ্রকাশে॥

শ্রীরাম লক্ষ্মণ প্রতি, শুনি মুনি শীঘ্রগতি,
কহিলেন শ্রীরাম লক্ষ্মণে।
সাবধানে হও শ্রুত, কহি পূর্ব্ব পরিশ্রুত,
এই জনপদ সুশোভনে॥
মুনীন্দ্রের মনোলোভা, পূর্ব্বেকি অপূর্ব্বশোভা
ছিল স্থান অত্যন্ত শ্রীমান।
মলজ করুষ নাম, দেবকৃত দুই ধাম,
সুখের নিমিত্ত মঘবান॥
নমুচি বিনাশ করে, মলযুক্ত কলেবরে,
ক্রোধ হেতু সহস্র লোচন।
মিত্রদ্রোহ কৃতপাপে, দেহ পূর্ণ পরিতাপে,
দেখি যত দেব ঋষিগণ॥
পূর্ব্বে অতিপুণ্য নীরে, পূর্ণঘট পুঞ্জে বীরে,
নিষ্পাপ নিমিত্ত কৃত স্নান।
এই দেশে সুরপতি, ত্যক্ত মল মহামতি,
নিষ্পাপ দেবেন্দ্র ভগবান॥
মিত্রদ্রোহ সুদুষ্কৃতি, পরিহরি শুদ্ধাকৃতি,
মহা হর্ষ প্রাপ্ত পুরন্দর।
নির্ম্মল নিষ্পাপ তনু, শুচি ইন্দ্র মুনিজনু,
এই স্থানে শুদ্ধ কলেবর॥
প্রীত হয়্যে পুরন্দর, স্থানদ্বয়ে দিলা বর,
হবে জনপদের প্রধান।
মলজ করুষ নাম, হইরে উত্তম ধাম,
মমাঙ্গ জনিত চিহ্ন স্থান॥
ইন্দ্রবাক্যে ঐক্যে দেবে, তথাস্তবলিলা সবে,
ইন্দ্রপ্রতি তারা সর্ব্ব সুখে।
তুমি যে রাখিলে নাম, এই নামে দুই গ্রাম,
হইবে ঘোষিত তিন পুরে॥

এই রূপ সুবিশদ, পূর্ব্বে দুই জনপদ,
ছিল মহাঋদ্ধি যুক্ত স্থান।
মলজ করুষ নাম, শুন রাম গুণধাম,
প্রকাশিত এই অভিধান॥
অনন্তরে রঘুবীর, কিছু কাল পরে ধীর,
সেই স্থলে দুরন্তা যক্ষিণী।
কামরূপা বলবতী, সহস্র কুঞ্জরাকৃতি,
ধারিণী সে কামনা রূপিণী॥
দশ শত হস্তিবলে, তাড়কা যাহারে বলে,
সুন্দদৈত্য ভার্য্যা ভয়ঙ্করী।
ইন্দ্রতুল্য পরাক্রম, পুত্র মহাবীরতম,
মারীচ প্রসূতি নিশাচরী॥
নষ্ট করি জনপদ, এই স্থানে প্রাপ্তপদ,
অদ্যাপি দারুণা করে বাস।
তাড়কা যক্ষিণী খ্যাতা, মারীচ রাক্ষসমাতা,
এই পথে চল শক্রনাশ॥
গিয়া দুই ক্রোশ পথ, পূর্ণ কর মনোরথ,
তাড়কা কাননে রঘুবর।
নিজ বাহু বলাশ্রয়, করিয়া রাজতনয়,
যক্ষিণী বিনাশ জলধর॥
আমার আদেশে বীর, মুনিগণে রাখ স্থির,
নিষ্কণ্টক কর এই স্থান।
কোন জন এইদেশে, আসিতেনাপারেক্লেশে,
ঘোরতর যক্ষী বিদ্যমান॥
এই সর্ব্ব সত্যাখ্যান, কহি তব সন্নিধান,
যে রূপে দারুণ এই বন।
যক্ষিণীর অধিকার, পূর্ব্বাবধি অবতার,
অদ্যাপি তৎ শাসিত কানন॥

তুমি কর প্রসাধন, রাক্ষসী করে শাসন,
শ্রীরঘুনন্দন কর ত্রাণ।
রামায়ণে আদিকাণ্ডে, রামকথা এ ব্রহ্মাণ্ডে,
সুধারস সাধু কর পান॥
তাড়কা বন প্রবেশ, সপ্তবিংশ সর্গ শেষ,
পুণ্য কথা অত্র সমাপন।
পরে বিশ্বামিত্র সনে, প্রবেশ দুর্জ্জয় বনে,
তাড়কার উৎপত্তি কথন॥
২৭ সর্গঃ।

পয়ার।

অপ্রমেয় মুনীন্দ্রের বচন অদ্ভুত।
সংশয়ে আচ্ছন্ন রাম জিজ্ঞাসেন দ্রুত॥
বারম্বার রঘুবর করেন জিজ্ঞাসা।
অল্প বীর্য্যবান যক্ষগণ অল্প আশা॥
শ্রুত আছে এই রূপ মুনীন্দ্র প্রবর।
বিস্তার করিয়া কহ শুনিব সত্বর॥
অবলা সহস্র হস্তি বলবিধারণ।
কি রূপে সম্ভব কহ শুনিব কারণ॥
রামবাক্যে বক্তা বিশ্বামিত্র তপোধনে।
বিশেষ কৌশল শুন কৌশল্যানন্দন॥
যেহেতু অবলা ধরে এ বল ধারণ।
প্রকাশ করিয়া কহি করিবে শ্রবণ॥
পূর্ব্বে ছিল মহাযক্ষ বিখ্যাত সুকেতু।
করিল ঘোর তপস্যা প্রজা কামহেতু॥
আপনি দর্শন দিয়া দেব পদ্মযোনি।
তপস্যায় তুষ্ট হয়্যে মহাভক্ত গনি॥
কন্যা রত্ন তাড়কা তাহাকে দেন দান।
সহস্র মাতঙ্গ বল দিলা ভগবান॥
পুত্র আকাঙ্ক্ষিত যক্ষ যাচে পুত্রবর।
না দিলেন তনয় ভাবিয়া পূর্ব্বাপর॥
দেখিয়া তাড়কা রূপ যৌবন শালিনী।
দিনে দিনে বৃদ্ধি হয় চন্দ্রকলা জিনি॥
ধুন্ধু অসুরের পুত্র নাম তার সুন্দ।
অনিন্দিতা কন্যা তার সহিত নির্ব্বন্ধ॥
কিছুকাল ব্যাজে যক্ষী প্রসবে সন্তান।
মারীচ নামেতে খ্যাত মহা বলবান॥
অভিশাপে যক্ষীপুত্র হইল রাক্ষস।
অগস্ত্য মুনীন্দ্র হস্তে দারুণ কর্কশ॥
সুন্দ দৈত্য বিনাশ করিয়া মুনিবর।
সপুত্রে তাড়কা নাশে হইলা তৎপর॥
কোনরূপে রাখিয়া জীবন তপোধন।
সকোপে মারীচ প্রতি কহিলা বচন॥
এক্ষণে রাক্ষস হও যক্ষিণী সন্তান।
তাড়কায় অভিশাপ করিলা প্রদান॥
রাক্ষসী হইবে হবে পুরুষ ভক্ষণ।
ভয়ঙ্কর মুখ হবে ঘোর দরশন॥
এইরূপ পরিত্যাগ করিয়া যক্ষিণী।
হইবে বিকৃতাকৃতি বিনাশিবে প্রাণি॥
সেই এই অভিশপ্তা অগস্ত্য হইতে।
তাড়কা দুষ্ট যক্ষিণী বিখ্যাতা জগতে॥
এই দেশে আসিয়া যক্ষিণীগণে বাস।
অগস্ত্যের অভিশাপে জানিবে নির্য্যাস॥
এ রূপ রাক্ষসী রাম দুর্ব্বৃত্তা পামরী।
গো ব্রাহ্মণ রক্ষা কর তাহাকে সংহারি॥

ইহার সদৃশী নাহি দেখি বীর্য্যবতী।
ঘোরতর পরাক্রমে দুঃশীলা কুমতি॥
তোমাবিনা ত্রিভুবনে কে আছে এমন।
মহা ঘোরা নিশাচরী করিতে নিধন॥
নারী বধ নিমিত্ত না কর রাম ঘৃণা।
প্রজা রক্ষা নাহি পায় তারে হত্যা বিনা॥
নৃপতি সন্তানগণ করণীয় কর্ম্ম।
এই ধর্ম্ম পুরাতন মুনি বাক্য মর্ম্ম॥
রাজবংশে জন্মিয়াছ তুমি মহা মতি।
অধর্ম্ম রূপিনী নাশ কর রঘুপতি॥
কাকুৎস্থ ধর্ম্ম পালন প্রজাগণ হিত।
নিন্দিত কি অনিন্দিত দেখ সমুচিত॥
প্রজা রক্ষা হেতু রাম করিবে স্বীকার।
পবিত্র কি দোষাঘ্রাত কর্ত্তব্য তোমার॥
ইহাতে সংশয় শূন্য শুন সনাতন।
পূর্ব্বে আছে শ্রুত রাম খ্যাত বিরোচন॥
দীর্ঘ জিহ্বা নামক রাক্ষসী তার সুতা।
কামরূপা বলবতী ধর্ম্ম পরিচ্যুতা॥
বিকৃত বদনা বক্ত্র করিয়া প্রকাশ।
সমস্ত পৃথিবী যায় করিবারে গ্রাস॥
ইন্দ্র তারে অস্ত্রধারে করিলা নিপাত।
এইরূপে আরো বহু শুন কহি তাত॥
পূর্ব্বে বিষ্ণু সনাতন দেখিয়া প্রবলা।
ইন্দ্রতুল্য পরাক্রম ধারিণী অবলা॥
কাব্য মাতা ইন্দ্রলোক প্রাপ্তি ইচ্ছাকরে।
বিনাশ করিলা তারে বিষ্ণু চক্রধরে॥
এইরূপ অনেকের হইল নিধন।
বিনাশ করেন ধর্ম্ম চারী নৃপগণ॥
অধর্ম্মচারিণী নারী বধে নাহি পাপ।
করিয়া তাড়কা দণ্ড খণ্ড মনস্তাপ॥
ঋষি উক্ত রামায়ণে আদিকাণ্ড কথা।
শ্রীরামের বালক চরিতামৃত যথা॥
তার মধ্যে মিষ্টতর তাড়কা উৎপত্তি।
অষ্টাধিক বিংশ সর্গ হইল নিষ্পত্তি॥

২৮ সর্গঃ।

ত্রিপদী।

সকল মুনি বচন, শুনিয়া নৃপ নন্দন,
কৃতাঞ্জলি ভাবে রঘুপতি।
করিলেন প্রত্যুত্তর, ব্রতধারী জলধর,
রঘুবর মুনিবর প্রতি॥
পিতৃস্থানে উপদিষ্ট, ঋষি তব মনোভীষ্ট,
মাতৃ মুখে শুনি মহামুনি।
বিশ্বামিত্র মুনি বাক্য, করিবে আপনি লক্ষ্য,
প্রভু সর্ব্ব সুবিজ্ঞ আপনি॥
সেই আমি পিত্রাদেশে, আছি তব পৃষ্ঠদেশে,
করিব সে যক্ষিণী বিনাশ।
তাড়কা দুষ্ট রূপিনী, গো ব্রাহ্মণ বিঘাতিনী,
যাবে তার জীবন প্রয়াস॥
গো ব্রাহ্মণ হিত হেতু, তব বাক্য পুণ্য সেতু,
সর্ব্বজনে অতি হিতকর।
দেশের মঙ্গলকর, কর্ত্তব্য কর্ম্ম দুষ্কর,
তব বাক্য পালন সত্বর॥
এই বাক্য উক্তি কারি, রঘুবর ধনুর্দ্ধারী,
সজ্জা করি কার্ম্মুক কৌশলে।
ঊর্দ্ধভাগে বারম্বার, সঘনে দিয়া টঙ্কার,
পূর্ণ করি ককুভ মণ্ডলে॥

সেই শব্দে স্তব্ধ অঙ্গ, সংত্রস্ত বন কুরঙ্গ,
তাড়কা সম্ভ্রান্তা অতিশয়।
জ্যাশব্দে চৈতন্য পায়, ঘোরশব্দে জানাযায়,
ক্রোধে মূর্চ্ছা নাশিতে আশয়॥
হুঙ্কার করিয়া ধায়, ক্রোধে লম্ফ দিয়া যায়,
ভয়ঙ্করী বিকৃত বদনা।
ধনুঃশব্দ যেই ভাগে, লক্ষ্যে ধায় মহারাগে,
দেখি তারে রাম হৃষ্টমনাঃ॥
বিকৃতা বিকৃতানন, অতি উচ্চ কুদর্শন,
আগতা দেখিয়া রাক্ষসীরে।
কহিলেন রঘুপতি, মুনীন্দ্র লক্ষ্মণ প্রতি,
দৃষ্টি কর আসিয়া অচিরে॥
বিকৃত দারুণ আস্য, ক্রোধে রূপ সুপ্রকাশ্য,
ভয়ঙ্কর অতি উচ্চতর।
এই দুষ্ট রাক্ষসীর, এইক্ষণে দেখ বীর,
বিক্ষত হৃদয় করে শর॥
মম বাণে হতপ্রাণা, ভূমি গতা ম্রিয়মাণা,
রুধিরে আচ্ছন্না প্রতাপিনী।
এই যে রাক্ষসী ঘোরা, ভীমরূপা ভয়ঙ্করা,
উচ্চতরা উৎকট পাপিনী॥
মম বাণ হুতাশনে, নির্দ্দগ্ধ হইয়া বনে,
নিষ্পাপা হইবে পাপবতী।
এই বাক্য রঘুপতি, কহিলা লক্ষ্মণ প্রতি,
শ্রুতমাত্র কোপে দ্রুত অতি॥
তাড়কামূর্চ্ছিতাক্রোধে, শ্রীরামলক্ষ্মণেরোধে,
ঊর্দ্ধবাহু করিয়া গর্জ্জন।
হয়ে অতি বেগবতী, সহানুজ রঘুপতি,
সন্নিকটে করিল গমন॥
দেখিয়া পতিতা তারে, নভোভ্রষ্ট বজ্রাকারে,
অতিবেগে বিকৃত দর্শন।
তাড়কা হিংসনে যুক্তা, মহামেঘ চয় মুক্তা,
নভোহতে যেন সুদারুণ॥
উচ্চ করে ভুজদ্বয়, হিংসা পূর্ণ কুহৃদয়,
দেখিয়া কুপিত রঘুবর।
ত্যজি অর্দ্ধচন্দ্র বাণ, রাক্ষসী হৃদি সন্ধান,
কালান্তক রাঘবের শর॥
বজ্ররূপি সেই শরে, দিক্ নিরীক্ষণ পরে,
মুখে করে রুধির বমন।
পড়িল মরিল তথা, রাক্ষসীরে দেখে হেথা,
ভূমিগতা বিকৃত দর্শন॥
তুষ্ট হয়ে সুরপতি, পরে রঘুপতি প্রতি,
সাধু সাধু উক্তি বারম্বার।
যাবতীয় সুরগণ, হয়ে সানন্দিত মন,
রামগুণ কথন প্রচার॥
পুনঃ পুনঃ পুরন্দর, প্রীতিযুক্ত কলেবর,
অম্বরে সহস্র চক্ষুধর।
বেষ্টিত অমর গণে, সংস্থিত হয়ে গগনে,
বিশ্বামিত্রে কহিলা উত্তর॥
মুনিবর দেখ চক্ষে, সর্ব্ব সুর তব পক্ষে,
সমক্ষেতে ইন্দ্রাদি সংস্থিত।
তোমার আনীত রাম, অপ্রমেয় গুণ গ্রাম,
তাঁর কর্ম্মে সবে সন্তোষিত॥
আমাদের সমাদেশে, সুমঙ্গল পরিশেষে,
রঘুনাথে স্নেহ রাখ মুনি।
তপস্যা কি যোগবলে, রক্ষ রামে সুমঙ্গলে,
যথাযোগ্য সুপাত্র আপনি॥

প্রজাপতি কন্যাস্থানে,প্রাপ্তভুমি যেই বাণে,
কুশাশ্ব হইতে অস্ত্রগণ।
পাইয়াছ যত পরে, দেও দ্বিজ রঘুবরে,
পুত্র তুল্য কৌশল্যানন্দন॥
তব শিষ্য এই রাম, নৃপসুত গুণধাম,
ইহাঁ হতে হইবে বিস্তর।
আমাদের মুহৎ কার্য্য,জানিবে ঋষি নির্দ্ধার্য্য,
হিতকারী রঘুবংশবর॥
মুনিবরে এই বলি, পূর্ব্ব পথে যান চলি,
গগণ মণ্ডলে সুরবর্গ।
পরে সন্ধ্যা উপস্থিতি, বিশ্বামিত্র মহামতি,
তাড়কা বিনাশে খণ্ডে দুর্গ॥
হয়্যে মুনি তুষ্টতর, কহিলা বাক্য সুন্দর,
নিয়া রামচন্দ্র শিরোঘ্রাণ।
হে বীর শুভদর্শন, এইস্থানে নারায়ণ,
উচিত রজনী অবস্থান॥
কল্য নিশা সুপ্রভাতে,সঙ্গে লয়্যে দুইতাতে,
মমাশ্রমে করিব গমন।
আদিকাণ্ড রামায়ণে, তাড়কার বিনাশনে,
ঊনত্রিংশ সর্গ সমাপন॥

২৯ সর্গঃ।

পয়ার।

রজনী প্রভাতে বিশ্বামিত্র তপোধন।
হাস্যমুখে রামচন্দ্রে কহিলা বচন॥
অলৌকিক কর্ম্মে রাম তোষিলে আমায়।
প্রীতিকর অস্ত্রদান করিব তোমায়॥
সেই সব অস্ত্রগণ অশেষ প্রকার।
আমাস্থানে প্রতিগ্রহ কর পুনর্ব্বার॥
যে যে অস্ত্র জানি মহাজ্ঞানি রঘুবর।
তুমি তাহা প্রতিগ্রহ পাত্র গুণাকর॥
ব্রহ্মাস্ত্র প্রথমে রাম করিব প্রদান।
ত্রিভুবনে অনিবার্য্য ভয়ঙ্কর বাণ॥
সেইরূপ দণ্ড নামাস্ত্র প্রজা সংহারক।
প্রদান করিব তব শত্রু নিবারক॥
কাল কল্প ধর্ম্ম অস্ত্র করি পরিত্যাগ।
কাল অস্ত্র অসহ্য সংসারে অনুরাগ॥
ধর রঘুবংশধর দৃষ্টি চক্র বাণ।
ইন্দ্রচক্র সুদুর্জ্জয় করিব প্রদান॥
বলবান বজ্রবাণ শৈবশূলবর।
ধর ব্রহ্মশির শর অতি ভয়ঙ্কর॥
উগ্রতর ঐশিক ইচ্ছায় দান করি।
শঙ্করাস্ত্র দীপ্তমুখ গ্রাহ্য কর হরি॥
অরিভয় ক্ষয়কর অরি ভয়ঙ্কর।
দান করি গদাদ্বয় ধর গদাধর॥
অপ্রতিম মহিম জানিবে কৌমোদকী।
অন্যাস্ত্র গ্রহণ কর নামে রক্তমুখী॥
ধর্ম্মপাশ কাল পাশ অস্ত্র সুদুর্জ্জয়।
দারুণ বরুণ পাশ লও দয়াময়॥
অদ্য দিব অশনি অত্যন্ত খরতর।
পিনাকাস্ত্র চার অস্ত্র ধর বহুতর॥
নারায়ণঅস্ত্র বর লও নারায়ণ।
অপূর্ব্ব আগ্নেয় বাণ বিপক্ষ দহন॥
বায়ব্যাস্ত্র মনোহর কর সংগ্রহণ।
অরি বিদারণ প্রমথন প্রমর্দ্দন॥
শম্বরারি ধৈর্য্যহারি অস্ত্র অনুপম।
কূটাস্ত্র অপরাজিত ধর রঘূত্তম॥

অমোঘা বিজয়া নামে আছে শক্তিদ্বয়।
প্রদান করিব হয়ে সদয়হৃদয়॥
গৃহাণ কাল মুষল কঙ্কাল কিঙ্কিণী।
প্রস্বাপন সম্মোহন স্তম্ভন কারিণী॥
বর্ষণ শোষণ শর শত্রু নিকৃন্তন।
কন্দর্প দমিতা দ্বয় মদনোন্মাদন॥
গান্ধর্ব্ব প্রধান অস্ত্র অপর মোহন।
তেজোদ্যুতি হর শর কর সংগ্রহণ॥
সৌরাস্ত্র ইহার নাম শত্রু দহে যায়।
রক্ত মাংস অপহরে দান করি তায়॥
পুনশ্চ পৈশাচ অস্ত্র কুবেরের শর।
রাক্ষস কর্কশ বাণ শত্রু প্রাণ হর॥
মূর্চ্ছন তাপন বাণ অপর কম্পন।
সম্বর্ত্ত আবর্ত্ত ধর অরি নিকর্ষণ॥
সত্য সত্য মৌষল অপর মহামায়।
তৈজস অমোঘ অস্ত্র দহে শত্রু কায়॥
পর তেজঃ প্রকর্ষণ করিব প্রদান।
সমাস্ত্র শিশির শর ধর ভগবান॥
অপর যে ত্বষ্টৃবাণ বৈরি ব্যথাকর।
মানব অজিত অস্ত্র ধর দৈত্যশর॥
দানবাদি অস্ত্র সজ্জ তদর্থে প্রদান।
নৃপবর সুত গ্রাহ্য কর গুণবান॥
অনন্তর রঘুবর হইলে পূর্ব্বাস্য।
শুচীভূত মুনি দ্রুত করি ঈষদ্ধাস্য॥
প্রদান করেন রামে হইয়া সুপ্রীত।
অত্যন্ত উত্তম অস্ত্রগ্রাম মনোনীত॥
মুনিদত্ত মন্ত্র পরে জপিলেন হরি।
বর্ত্তমান অস্ত্রগণ স্ব স্ব মূর্ত্তি ধরি॥
রাঘবে রহিল অস্ত্র কহিল বচন।
কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক সমস্তশস্ত্রগণ॥
হইলাম সুসাধ্য তোমার বাধ্য অতি।
অস্ত্রগণে নিরীক্ষণ করি রঘুপতি॥
করে করি আলম্বন কহেন সুধীর।
সকলে আমারে ভজ হইয়া সুস্থির॥
স্মরণে আসিবে শীঘ্র নাশিবারে অরি।
অস্ত্রলাভে মুনিপ্রতি কহিলা শ্রীহরি॥
প্রণাম করিয়া যথাবিধি তপোধনে।
অনন্তর রঘুবর উৎসুক গমনে॥
আদিকাণ্ডে রামায়ণে অপূর্ব্ব আখ্যান।
ত্রিংশ সর্গে রামচন্দ্রে অস্ত্র সম্প্রদান॥

৩০ সর্গঃ।

লঘু ত্রিপদী।

প্রাপ্তে অস্ত্র গ্রাম, প্রীত মনা রাম,
যাইতে যাইতে পথি।
বিশ্বামিত্র বাণী, মধুময় মানি,
কহিলেন দাশরথি॥
নিয়া তব শর, শুন মুনিবর,
দেবের অজিত আমি।
অস্ত্র সমুদয়, দিলে মহাশয়,
আপনি জ্ঞানির স্বামী॥
কহ পুনর্ব্বার, এ অস্ত্র সংহার,
কহিতে সমর্থ যথা।
এই উক্তি শুনি, বিশ্বামিত্র মুনি,
কহিলা সংহার তথা॥

রহস্য সহিত, সংহার বিহিত,
শরগত নিবর্ত্তন।
অস্ত্র সমুদয়ে, সদয়হৃদয়ে,
রামে মুনি সমর্পণ ॥
জম্ভকের মন্ত্র, পূত অস্ত্র তন্ত্র,
বশীকরণ উত্তম।
সত্য বাক সত্য, কীর্ত্তি ধৃতি তথ্য,
রভস শর সত্তম ॥
প্রনিপাত রস, নামক কর্কশ,
যুগল অস্ত্র প্রদান।
অবাঙ্মুখ আর, পরাঙ্মুখ সার,
শত্রু সংহারক বাণ ॥
বৃষ বৃষকর্ম্মা, বিশ্বামিত্র শর্ম্মা,
রেণুক দিলেন দান।
পুরুষাদ শর, দশাক্ষ প্রবর,
দশরক্ত নামে বাণ ॥
শতগির শর, দিলা শতোদর,
পদ্মনাভ মহানাভ।
দুন্দুভি নিস্বান, জ্যোতির্ভানু বাণ,
ক্রথ কুম্ভক সুনাভ ॥
মকর কুকর, অঙ্গদী প্রখর,
যুগন্ধর নিদ্রাভেদী।
প্রমথন শর, ধন্য কুণ্ডধর
কামরূপী শত্রুচ্ছেদী ॥
কামগম অতি, অতিভূ প্রকৃতি,
জম্ভক সুবর্ণ নাভ।
স্যন্দন বারণ, কৃশাশ্ব নন্দন,
কামরূপী কর লাভ ॥

রিপুসৈন্য গণে, ভাস্বর গমনে,
তেজোদ্যুতিহর বাণ।
ধর বিনায়ক, সুবিঘ্নকারক,
বিজয় বৰ্দ্ধন দান ॥
এই সর্ব্ব শর, ধর রঘুবর,
প্রয়োগ সহিত শরে।
এই উপযুক্ত, মুনিবর উক্ত,
স্বীকার করিয়া পরে ॥
সেই সব শর, দিব্যমূর্ত্তিধর,
জম্ভক রিপুজম্ভক।
দিব্য আভরণ, করিয়া ধারণ,
ভূষিত অতিদীপক ॥
কৃতাঞ্জলি করি, কহেন শ্রীহরি,
মধুর স্বরে সেস্থলে।
এই সব বাণ, দেখ তব স্থান,
বশীভূত করতলে ॥
বাণগণ বাণী, শুনি মহাজ্ঞানী,
কহিলা শ্রীরামধনে।
গচ্ছ ইষ্টস্থানে, মঙ্গল বিধানে,
আমাকে রাখিবা মনে ॥
আসিবা নিশ্চয়, স্বকার্য্য সময়,
সকলে সাহায্য কালে।
এই উক্তি বলে, আমন্ত্রণ ছলে,
প্রদক্ষিণ বাণ জালে ॥
করি অঙ্গীকার, সবে পুনর্ব্বার,
স্বস্থানে করে প্রস্থান।
বাণে বিসর্জ্জন, দিয়া নারায়ণ,
মুনীন্দ্রে প্রশ্ন আখ্যান ॥

বচন মধুরে, কহিলা মুনিরে,
ঘোরতর প্রভাকর।
ঘনসম দূরে, বিটপি প্রচুরে,
শোভিত বিপিনবর ॥
পর্ব্বত সমীপে, মনোহর রূপে,
শোভিত কানন করে।
রমণীয় আভা, মনোহর শোভা,
মধুর শব্দ প্রচারে ॥
নানা মৃগগণ, সঙ্কুল কানন,
এ বন কান্তার অতি।
হইয়া নিঃসার, মহা ভয়াকার,
কানন হতে সম্প্রতি ॥
যাব তব স্থানে, মহা সুখাধানে,
সিদ্ধাশ্রম পদ বরে।
যথা ভয়ঙ্কর, পাপ নিশাচর,
তব যজ্ঞে বিঘ্ন করে ॥
রামায়ণ রস, ত্রিভুবন বশ,
আদিকাণ্ড কাণ্ড সার।
জম্ভক প্রদানে, পরম আখ্যানে,
একত্রিংশ সর্গোদ্ধার ॥
৩১ সর্গঃ।

পয়ার।

বন প্রশ্ন কর্ত্তা রামে অপ্রমেয় জনে।
বিশ্বামিত্র মহাতপা প্রবৃত্ত কথনে ॥
কাননের কথা শুন কহি রঘূত্তম।
বামনদেবের এই পূর্ব্বের আশ্রম ॥
সিদ্ধাশ্রম নাম খ্যাত সিদ্ধ যাতে হরি।
বামন শরীরে বিষ্ণু মহত্তপ করি ॥
ত্রিভুবন রাজ্য বলি করিল হরণ।
অভিভূত তার যুদ্ধে কশ্যপ নন্দন ॥
বিরোচনসুত বলি মহাবলবান।
ভোগ করে ত্রিভুবন হইয়া প্রধান ॥
মহাযজ্ঞে ব্রতী বলি দেখি দেবগণ।
ইন্দ্র আদি সুরসঙ্ঘ প্রকম্পিত হন ॥
এই সিদ্ধাশ্রমে পরে পীতাম্বর প্রতি।
কহিলেন ইন্দ্র আদি সর্ব্ব মহামতি ॥
বিরোচন সুত বলি করে মহাযাগ।
কামনা সম্পূর্ণ তাহে সর্ব্ব অনুরাগ ॥
সকলের কামনা সম্পূর্ণ হেতু বলি।
মহাঋদ্ধি সমৃদ্ধি সংযোগে মহাবলী ॥
খর্ব্বরূপ ধরি তুমি তার গর্ব্ব হর।
গমন করিয়া তথা ছল কলেবর ॥
কল্পতরু বলির ভাঙ্গিতে অভিমান।
চাহিবে ত্রিপদ ভূমি তুমি তাহে দান ॥
বীর্য্য বলে দর্পিত তৎক্ষণে বৈরোচন।
স্বীকার করিবে লবে পদে ত্রিভুবন ॥
ত্রিবিক্রমে ত্রিভুবন হরিবে তাহার।
প্রদান করিবে ইন্দ্রে কর অঙ্গীকার ॥
সত্য সেই তিন লোক বলে নিল হরি।
যার রাজ্য তারে দিবে অনুগ্রহ করি ॥
এই যে বিখ্যাত দেশ সিদ্ধাশ্রম নাম।
সিদ্ধকর্ম্মা হইবে প্রসাদে তব শ্যাম ॥
যদ্যপি তোমার কর্ম্ম সিদ্ধ হয় হরি।
সুরগণে এই স্থানে বর দান করি ॥

দেবগণ বাক্য হরি হয়ে পরিশ্রুত।
অদ্ভুত বামন রূপ ধরিলেন দ্রুত॥
বিরোচন সুতের সমীপে শুভাগত।
ত্রিবিক্রম চাহিলেন ভিক্ষা মনোগত॥
ত্রিপদে ত্রিপথভূমি করিলা হরণ।
ত্রিবিক্রম খ্যাত রাম ইহার কারণ॥
এক পদে সমস্ত পৃথিবী নিলা হরি।
দ্বিতীয়ে অব্যয় ব্যোম লইলা সংহরি॥
তৃতীয়চরণে স্বর্গ করিয়া হরণ।
বলিকে পাতালে দিলা করিয়া বন্ধন॥
করিলেন ত্রিভুবন ইন্দ্রে সমর্পণ।
সুরগণ কণ্টক করিয়া উদ্ধরণ॥
পূর্ব্বে এ অপূর্ব্ব স্থান বিষ্ণু বাসস্থান।
এই স্থানে বামনের আশ্রম বিধান॥
এই স্থলে আমি করি বামন সেবন।
যজ্ঞ বিঘ্ন করে রক্ষদ্বয়ে আসি বন॥
বলে দুই মহাবলে নৃপতি নন্দন।
বধিলে এ বন হবে সদৃশ নন্দন॥
যদ্যপি বিনষ্ট হয় দুই নিশাচর।
তবে যাব সিদ্ধাশ্রমপদে রঘুবর॥
স্বকীয় আশ্রম স্থান তোমার যেমন।
সেইরূপ মমাশ্রম করিবে মনন॥
দূরে হৈতে তোমাকে দেখিয়া অভ্যাগত।
গাত্রোত্থান করে সিদ্ধাশ্রমবাসী যত॥
বিশ্বামিত্র সহ রামে করিয়া পূজন।
প্রবিষ্ট হইলে দিলা অর্ঘ্য আচমন॥
সৎক্রিয়া পূর্ব্বক করি পাদ্যাসন দান।
শ্রীরামলক্ষ্মণে তথা পূজন বিধান॥
শ্রীরাম মুহূর্ত্তমাত্র করিলা বিশ্রাম।
লক্ষ্মণসহিত নবদূর্ব্বাদলশ্যাম॥
বিশ্বামিত্র মুনিবরে করি কৃতাঞ্জলি।
কহিলেন রামচন্দ্র হয়ে কুতূহলী॥
অদ্য সাধ্য দীক্ষা কর্ম্মে কর্ত্তব্য প্রবেশ।
মুনিশ্রেষ্ঠ সুমঙ্গল হইবে বিশেষ॥
সিদ্ধ হউ সিদ্ধাশ্রম তব কর্ম্মে মুনি।
বিশ্বামিত্র শ্রীরাম লক্ষ্মণ উক্তি শুনি॥
অঙ্গীকার করি মুনি করিলা আদেশ।
সেই দিনে দীক্ষা কর্ম্মে করিতে প্রবেশ॥
রামচন্দ্র সেই নিশা বাস সেই স্থলে।
লক্ষ্মণসহিত সিদ্ধাশ্রমে কুতূহলে॥
প্রভাতে পুনশ্চ রাম করিয়া উত্থান।
বিশ্বামিত্র মুনিবরে বন্দন বিধান॥
আদিকাণ্ড রামায়ণ সুরত্ন প্রকাশ।
দ্বাত্রিংশত্ সর্গ মধ্যে সিদ্ধাশ্রম বাস॥
৩২ সর্গঃ।

ত্রিপদী॥

পরে দেশকাল বিজ্ঞ, রামচন্দ্র সর্ব্বাভিজ্ঞ,
সত্যময় সত্য পরাক্রম।
কালযুক্ত এই বাণী, কহিলেন মহাজ্ঞানী,
বিশ্বামিত্র প্রতি রঘূত্তম॥
কহ শুনি ভগবান, শুনিব সেই আখ্যান,
কোন্ কালে দুই নিশাচর।
তব যজ্ঞে বিঘ্ন করে, আসে দুই নিশাচরে,
নিয়ম কি শুনি মুনিবর॥

শ্রীরামের বাক্যশুনি, প্রীত বিশ্বামিত্র মুনি,
সংপ্রীত সকল মুনিগণ।
প্রশংসা করিয়া রামে, সর্ব্বে সিদ্ধাশ্রমধামে,
কহিলেন বিশেষ বচন॥
অদ্যাবধি রঘুবর, ছয় রাত্রি সুতৎপর,
রক্ষাকর হবে যজ্ঞ স্থলে।
দীক্ষা কর্ম্মে মুনিগত, আচরিয়া মৌনব্রত,
করিবেন সঙ্কল্প কৌশলে॥
মহামুনিগণবাণী, শ্রুত রাম ধনুষ্পানি,
সলক্ষ্মণ রহিলা তথায়।
নিদ্রালস্য পরিহরি, ছয় রাত্রি বাস করি,
মুনিযজ্ঞ রক্ষণাভিপ্রায়॥
আকাঙ্ক্ষা রাক্ষসাগমে, নিশ্চলমুনীন্দ্রাশ্রমে,
স্থাণুপ্রায় স্থিত রঘুবর।
ষষ্ঠ দিন উপস্থিত, মুনিচন্দ্র মনোনীত,
বেদীকর্ম্ম যোগ্য পরিসর॥
করিলেন মুনিগণ, শুদ্ধরূপে সংস্থাপন,
মন্ত্রঘৃত সুবেদ বিহিত।
সেই যজ্ঞ পরিষ্কার, সম্পন্নরূপে প্রচার,
উপাধ্যায়গণ সুসমাহিত॥
অকস্মাৎ ক্ষনন্তরে, নির্ঘাত গগণোপরে,
মহাশব্দ শুনি মুনিগণ।
নীলবর্ণ ঘনচয়ে, যথা বর্ষাকালে হয়,
করে ঘন গগণে গর্জ্জন॥
সেইরূপ মায়া করি, রাক্ষস মুনীন্দ্র অরি,
মারীচ সুবাহু ধাবমান।
সহ সর্ব্ব অনুচর, দুই রক্ষো বীরবর,
উপলক্ষ করে যজ্ঞস্থান॥
করিল রুধির বৃষ্টি, রামচন্দ্র করি দৃষ্টি,
কহিলেন লক্ষ্মণে বচন।
দেখ দেখ হে লক্ষ্মণ, বজ্রপাত সম স্বন,
করে উচ্চে তাড়কা নন্দন॥
পূর্ব্বভাগে ভয়ঙ্কর, ঘোরতর নিশাচর,
সুবাহু নামক তার ভ্রাতা।
যেন নীলাঞ্জন চয়, মহাকায় পরিচয়,
ভব মুনিগণ ভয়ত্রাতা॥
এই ক্ষণে সমাধান, করিব যথা বিধান,
নিশাচরে উড়াইব শরে।
বায়ু যথা বলবান, গগণে করে উত্থান,
ঘনগণে স্থানভ্রষ্ট করে॥
অস্ত্রবিশারদ রাম, মানবাস্ত্রগুণধাম,
শীঘ্র করে করিয়া ধারণ।
মারীচ হৃদয়োপরি, নির্ঘাতে নিক্ষেপ করি,
মহাকোপে ভয়নিস্তারণ॥
মারীচ রাক্ষস বর, অস্ত্রবিদ্ধকলেবর,
বেগে ধায় শতেক যোজন।
দুষ্ট অতিদূরে পরে, যেন দ্রুততরাম্বরে,
উড়ে যায় জলধর গণ॥
অতিশয় শরবেগে, সাগর মস্তক ভাগে,
পড়িল অচল সমাকার।
ভয়ে কম্প কলেবর, অচেতন রাত্রিচর,
পরে রাম প্রতিজ্ঞা প্রচার॥
সুবাহু প্রভৃতি যত, নিশাচর গণে হত,
করিব প্রতিজ্ঞা এই পরে॥
যজ্ঞ ধ্বংসকারি গণ, রাক্ষস ঘোর দুর্জ্জন,
রক্ত মাংসাহারি নিশাচরে॥

অগ্নিবাণ ধরি রাম, অসংখ্যেয় বলগ্রাম,
সুবাহুর বক্ষে নিক্ষেপণ।
বাণাঘাতে মহারক্ষঃ, হইয়া বিদীর্ণ বক্ষঃ,
ধরা লক্ষ্যে হইল পতন॥
অন্য যাবতীয় সৈন্য, বিনাশিলা রঘুমান্য,
বায়ব্যাস্ত্র করিয়া গ্রহণ।
মুনিগণ প্রীতি হেতু, অশেষ বিক্রম সেতু,
নাশিলেন বহু রক্ষোগণ॥
বিনাশিয়া সব রক্ষঃ, হইয়া মুনীন্দ্র পক্ষ,
সেই স্থলে রাম গুণাকর।
হইলেন যশস্বান, পূজাপ্রাপ্ত ভগবান,
বহু স্তুতি প্রাপ্ত মনোহর॥
জয় শব্দ মুনিগণে, সকলে বিস্মিত মনে,
রাম কর্ম্মে যত তপোধন।
বিশ্বামিত্র মহামুনি, পরম আনন্দ শুনি,
করিলেন যজ্ঞ সমাপন॥
সুন্দর কৃতমঙ্গল, নিজাশ্রম সুনির্ম্মল,
কাকুৎস্থে কহেন তপোধন।
সম্প্রতি কৃতার্থ আমি, শুন রঘু কুলস্বামি,
গুরুবাক্য করিলে পালন॥
এই সিদ্ধাশ্রম পদ, সর্ব্বকাল সিদ্ধ পদ,
পুনশ্চ হইল সিদ্ধতর।
নিষ্কণ্টক এই স্থান, তোমা হতে ভগবান,
রঘুবংশ রত্ন গুণাকর॥
আদিকাণ্ডে রামায়ণে, মুনি যজ্ঞ সমাপনে,
ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ সমাপন।
রাম গুণ সুধারস, যথা ত্রিভুবন বশ,
পান কর প্রিয় ভক্তগণ॥ ৩৩ সর্গঃ।

পয়ার।

অনন্তর রঘুবর প্রিয় ভ্রাতা সনে।
যথার্থ কৃতার্থ মন্যে পূজ্য মুনিজনে॥
রঘুকুলমণি সেই রজনী তথায়।
আমোদে করিলা বাস দুই মহাকায়॥
সর্ব্বরী প্রভাতে রাম কৃতকৃত্য হয়ে।
বন্দনা করিলা গুরু আদি মুনি চয়ে॥
দুই ভ্রাতা মুনিগণে করি অভিবাদ।
দেবতা সদৃশ মূর্ত্তি সুপ্রশ্ন সম্বাদ॥
অত্যন্ত উদারভাষী রঘুকুলবর।
মুনিগণ স্থানে বাক্য কহিলা সুন্দর॥
দৃষ্টিকর কিঙ্কর যুগল উপস্থিত।
আজ্ঞা চাহি কি করিব কিবা মনোনীত॥
উভয়ের উপযুক্ত উক্ত বাক্য শুনি।
বিশ্বামিত্রে অগ্রে করি যাবতীয় মুনি॥
কহিলেন রামচন্দ্রে সর্ব্ব তপোধন।
হইবে জনক পুরে যজ্ঞ আরম্ভণ॥
আমরা যাইব যজ্ঞে ধর্ম্মিষ্ঠ সে যাগ।
তোমরা যাইতে যোগ্য যুগ্ম মহাভাগ॥
তথা আছে রঘুবর মহাদ্ভুত ধনুঃ।
দেখিতে উচিত তব দশরথ জনু॥
পূর্ব্বে শিবদত্ত ধনুঃ পাইয়া জনক।
সুসজ্জিত যথোচিত অত্যন্ত দীপক॥
দেবাসুর সংগ্রাম হইলে প্রবর্ত্তন।
যক্ষ রক্ষো ভুজঙ্গ গন্ধর্ব্ব দেবগণ॥
সবাসবে তাঁরা সবে সেই ধনুবরে।
না হইলা আরোপণে শক্ত চরাচরে॥

মন্যে পরে কা কথা অশক্ত যাহে ইন্দ্র।
গুরুভারে উরুকম্প যথা উরগেন্দ্র॥
মাদেশিলা জনক করিতে গুণযোগ।
গুণযোগ হবে কি তুলিতে কর্ম্মভোগ॥
সেই ধনুঃ নীলতনু মৈথিল রাজার।
যজ্ঞে গিয়া দেখিবে কাকুৎস্থ গুরুভার॥
এই কথা যথাক্রম শ্রুত রঘুবর।
মনের উপক্রম করিলা সত্বর॥
বিশ্বামিত্র অগ্রগ সমস্ত ঋষিবর।
যাঁহাদের সহগামী দুই ধনুর্দ্ধর॥
বিশ্বামিত্র ভগবান শুভযাত্রা কালে।
আমন্ত্রণ করিয়া বনস্থ দেবজালে॥
অনন্তর কহিলেন মুনীন্দ্র বচন।
মিথিলার প্রতি সর্ব্বে করিব গমন॥
সিদ্ধাশ্রম হইতে উত্তর গঙ্গাতীর।
মহান পর্ব্বত অত্যন্ত উচ্চ শির॥
দক্ষিণ করি তারে মুনীন্দ্র সত্তম।
করিলেন উত্তরে যাইতে উপক্রম॥
শরত শত পরিমিত সঙ্গে চলে।
অগ্নিহোত্রী ভাণ্ডসহ চলিলা স্থলে॥
সিদ্ধাশ্রম নিবাসী সমস্ত পক্ষিমৃগ।
জলে চলিল হয়ে মুনীন্দ্র অনুগ॥
পথে গেলে পরে অস্ত দিনপতি।
মুনিগণ শোণতীরে করিলা বসতি॥
রাত্রিগতে দিননাথে সবে করি স্নান।
অগ্নিহোত্রি গণ পরে যথার্থ বিধান॥
বিশ্বামিত্র অগ্রে করি করিলা বিশ্রাম।
সবাকে অভিবাদন করিয়া শ্রীরাম॥
বিশ্বামিত্র সমীপে করেন রাত্রিবাস।
অনন্তরে মুনিপ্রতি করিয়া সম্ভাষ॥
কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক কৌশল্যাসুত রাম।
কুতূহলে জিজ্ঞাসা করিলা ঘনশ্যাম॥
কহ ভগবান এই সুন্দর সুদেশ।
জনপরিপূর্ণ অতি সমৃদ্ধ সুবেশ॥
কাহার অপূর্ব্ব এই ভূমি ভগবান।
বিস্তার করিয়া কহ মম বিদ্যমান॥
শুনিবারে মুনিরাজ অতি ইচ্ছা করি।
এই কথা কহিলেন রাক্ষসেন্দ্র অরি॥
শুনি মুনিরাজ সেই বাক্য পরিষ্কার।
আরম্ভিলা কহিবারে দেশের বিস্তার॥
আদিকাণ্ড রামায়ণে ঋষীন্দ্র প্রকাশ।
চতুস্ত্রিংশ সর্গ সাঙ্গ শোণতীরে বাস॥

৩৪ সর্গঃ।

লঘুত্রিপদী।

কুশনাম নৃপ, সর্ব্ব জনাধিপ,
মহাত্মা ব্রহ্ম কুলজ।
সেই তেজস্বান, জন্মান্ সন্তান,
চতুর্থ ঔরসে নিজ॥
কুশাশ্ব সত্তম, সন্তান প্রথম,
অনন্তরে কুশনাভ।
অমূর্ত্ত রয়স, নরেন্দ্র ঔরস,
বসু সুত পরে লাভ॥
মহাত্মা প্রদীপ্ত, ক্ষত্রধর্ম্মে লিপ্ত,
সকলে শুদ্ধ স্বভাব।
পুত্রগণ প্রতি, কুশ নরপতি,
হইয়া স্বচ্ছন্দ ভাব॥

বিনীত নন্দন, শ্রুতি পরায়ণ,
নিরখি নৃপ সন্তুষ্ট।
প্রজা সুপালন, কর পুত্রগণ,
আজ্ঞা দিলেন বিশিষ্ট॥
পিতার বচন, শ্রুত পুত্রগণ,
লোকপাল সম গুণে।
পূর্ব্বে মহীপতি, দিলা বসুমতী,
বিভক্ত করি স্বগুণে॥
কৌশাম্বী নামক, কল্যাণদায়ক,
পুরে কুশাম্বের বাস।
মহোদয় নাম, পূর্ণগুণ গ্রাম,
কুশনাভের প্রকাশ॥
জ্যোতিঃ পুরে পরে, শুদ্ধস্থান করে,
অমূর্ত্ত রয়স বীর।
ধর্ম্মারণ্য খ্যাত, নিকটে বিখ্যাত,
গিরি ব্রজের সুস্থির॥
বসুনাম দেশ, সম্প্রতি প্রবেশ,
বসুরাজের বসতি।
পঞ্চশৈল বর, অতি উচ্চতর,
শিখর রাজের পতি॥
অত্র মহানদী, নাম সুমাগধী,
মগধ হইতে ক্রান্ত।
পঞ্চ শৈল মাঝে, মালা সম সাজে,
বিরাজে নদী বিখ্যাতা॥
এই সুমাগধী, নাম মহানদী,
বসু ভোগ্যা বসুমতী।
পূর্ব্বে এই স্থলে, শোভা জলে স্থলে,
ছিল সর্ব্বশস্যবতী॥

কুশনাভ রাজা, জন্মাইলা প্রজা,
কন্যাশত অনুত্তমা।
ঘৃতাচী উদরে, রূপবতী পরে,
যৌবন শালিনী রামা॥
এক দিন তারা, হয়ে সালঙ্কারা,
উপবন মধ্যে গতা।
তড়িদাভাকারা, ক্রীড়াকরে তারা,
নৃত্যগীত বাদ্যে রতা॥
অত্যন্ত আমোদ, পরম প্রমোদ,
মাল্য অলঙ্কার অঙ্গে।
অরণ্যে গমন, স্বচ্ছন্দ ভ্রমণ,
রঞ্জিতা বিবিধ রঙ্গে॥
সুচারু সর্ব্বাঙ্গী, অপ্রতিমভঙ্গী,
ইঙ্গিতে ভুবন মোহে।
নিরখি ভ্রূভঙ্গে, পীড়িত অনঙ্গে,
পবন সর্ব্বাঙ্গে দহে॥
কহিল বচন, মোহিত পবন,
আমি গন্ধবহ ধনী।
কামনা মানসে, থাকি সদা বশে,
ভার্য্যা হও সুভাবিনি॥
সকলে কৌশলে, ভজ বনস্থলে,
ত্যজিয়া মনুষ্য ভাব।
হইবে সুন্দর, অতি মনোহর,
কলেবর বর লাভ॥
পবন বচন, করিয়া শ্রবণ,
পরম মঙ্গলা বালা।
রসপূর্ণ হাসে, গন্ধ বহে ভাসে,
সকল রমণী মালা॥

সর্ব্ব ভূতান্তর, তুমি সদাচর,
বিজ্ঞাত অন্তর কথা।
অতি নীচ জ্ঞান, করিয়া বিধান,
কহ অশোভন যথা॥
কুশনাভ সুতা, জগতে বিশ্রুতা,
সকলে জানিবে তুমি।
ইহাতে মঙ্গল, না হবে সফল,
না হবে কুশল ভূমি॥
আছি নিজকুলে, ভাসায়ে অকূলে,
স্থানভ্রষ্ট কেন কর।
অসময়ে মোহ, ত্যজি গন্ধবহ,
এ স্থান হইতে সর॥
পিতা সত্যবাদী, আজ্ঞা লঙ্ঘে যদি,
আপনারা করি বর।
হই স্বয়ম্বরা, প্রভঞ্জন দারা,
অনিষ্ট ঘটিবে পর।
যে পিতা হইতে, উৎপত্তি মহীতে,
শরীর ধারণ যায়।
করি আবাহন, যে বরে অর্পণ,
করিবেন নিজেচ্ছায়॥
সেই বর ভর্ত্তা, হইবেন কর্ত্তা,
বিধাতা নির্ব্বন্ধ যথা।
কন্যা বাণী শুনি, কোপে দেবমুনি,
কম্পিত পবন তথা॥
নিজ তেজোবল, প্রকাশি সকল,
প্রবেশে কুমারী অঙ্গে।
বীর্য্য বলে গিয়া, দেহে প্রবেশিয়া,
মধ্যদেশ ভাঙ্গে রঙ্গে॥

বায়ু বলে ভগ্না, কুমারী উদ্বিগ্না,
প্রবেশে পিতৃ ভবনে।
ভগ্না দেখি সুতা, রাজর্ষি বিশ্রুতা,
জিজ্ঞাসেন কন্যাগণে॥
কহ কি প্রকার, এমন আকার,
কুভঙ্গি কুৎসিত দেহ।
না মানিয়া ধর্ম্ম, কে করিল কর্ম্ম,
মর্ম্ম কথা সবে কহ॥
কোন্ দুরাচার, করিল বিকার,
প্রবেশ করিয়া দেহ।
জনক বচন, করিয়া শ্রবণ,
কন্যাগণ কহে স্নেহ॥
চরণ যুগলে, নতশিরে বলে,
কন্যাশত নৃপতিরে।
আসি বলবান, কামে কম্পবান,
কশ্যপ সন্তান বীরে॥
পবন প্রতাপী, করিল বিরূপী,
লঙ্ঘিয়া অধর্ম্ম ভয়।
বলাৎকারে রত, দেখিয়া উদ্যত,
কহিলাম যুক্ত নয়॥
আমরা সকলে, বিবাদ করিলে,
আশাভঙ্গ প্রভঞ্জন।
কাম বশ গত, কথা অবিরত,
কহিলাম সর্ব্বজন॥
পিতৃ আশা সবে, কহিলাম যবে,
স্বচ্ছন্দ চারিণী নহি।
পিতৃ স্থানে গিয়া, অনুমতি নিয়া,
লইবে ন্যায়তঃ কহি॥

স্বইচ্ছা চারিণী, নহি দেব মুনি,
প্রসন্ন ভব প্রভঞ্জন।
শুনি এই উক্তি, ধর্ম্ম ন্যায় যুক্তি,
ক্রুদ্ধ হইয়া পবন॥
প্রবেশিয়া অঙ্গে, মধ্যদেশ ভঙ্গে,
বলী অনিল সবার।
তার বেগ বলে, আমরা সকলে,
হইলাম কুব্জাকার॥
কন্যাগণ বাণী, শুনি মহাজ্ঞানী,
কুশনাভ নরপতি।
কহিলা বচন, শুন কন্যাগণ,
এ লাভ পরম অতি॥
যে হেতু অশান্ত, সমীরণ ক্ষান্ত,
হইয়া রাখিলা ধর্ম্ম।
সে অতি মহান, প্রিয় সুবিধান,
করিল এ শুভ কর্ম্ম॥
হে কুমারী গণ, তোরা সর্ব্ব জন,
যেহেতু স্বধর্ম্ম রতা।
কুলচ্ছায়া তলে, আমাকে রাখিলে,
ভাবিয়া ধর্ম্মশতা॥
জান এই সার, নারী অলঙ্কার,
ক্ষমাগুণ কন্যাগণ।
তাহে দেবতার, বেগ দুর্নিবার,
কর ক্রোধ সম্বরণ॥
করিল সুকর্ম্ম, বায়ু ইষ্ট কর্ম্ম,
ইহাতে হইয়া ক্ষান্ত।
করি অভিচার, কুব্জিকা আকার,
হইয়াছে ভাল শান্ত॥
আমি তাহে প্রীত, জান যথোচিত,
সুব্রতচারিণীসবে।
প্রদান সময়, করিব নিশ্চয়,
তোমরা জানিয়া রবে॥
তোমরা সকলে, ইচ্ছামত স্থলে,
যাইয়া কর স্থিতি।
অদ্যই বিহিত, করিব নিশ্চিত,
মঙ্গল বিধান নীতি॥
কহিয়া বচন, বিদায় তখন,
করিলেন কন্যাগণে।
কন্যা সম্প্রদান, মন্ত্রণা বিধান,
করিলা সুমন্ত্রি সনে॥
কন্যাগণ কথা, কুব্জভাব যথা,
করিলেন প্রভঞ্জন।
কান্যকুব্জাখ্যান, হইল সে স্থান,
বিখ্যাত এ ত্রিভুবন॥
এই কালে তথা, ঋষি ঊর্দ্ধরেতা,
হলী নাম মহাজন।
ব্রহ্মচর্য্যে রত, নিষ্ঠাচার ব্রত,
হৃদি চিন্তা জনার্দ্দন॥
সেই ব্রতধারী, দেখে নিষ্ঠাচারী,
তপে মহত্তপঃ মুনি।
সোমদা নামকী, গন্ধর্ব্বী কামুকী,
ঊর্ণায়ু তনয়া শুনি॥
মুনিতপঃ স্থলে, নিয়ম কৌশলে,
করে পরিচর্য্যা তথা।
হয়ে পুত্রার্থিনী, গন্ধর্ব্ব নন্দিনী,
দাস্য কর্ম্মে রতা যথা॥

হইয়া প্রয়াতা, শুশ্রূষণে রতা,
মুনিপরায়ণা নারী।
কত কাল পরে, পরিতোষ ভরে,
ঋষি দেখি অনুচারী॥
কহিলা বচন, আমি তুষ্টমন,
কহ কি তব কামনা।
তুষ্ট দেখে মুনি, গন্ধর্ব্বনন্দিনী,
কহিল স্বীয় বাসনা॥
হয়ে কৃতাঞ্জলি, বলে শুন বলি,
আত্মহিত ঋষিবর।
ব্রহ্ম তেজস্বান, পরম শ্রীমান,
দৃষ্টিপ্রিয় মনোহর॥
তাদৃশ সন্তান, যাচি তব স্থান,
শ্রীমান তব সমান।
মানসেতে তুমি, হইয়াছ স্বামী,
দেহ অপূর্ব্ব সন্তান।
নহি কারু দারা, হয়ে স্বয়ম্বরা,
তোমাকে প্রর্থিত বর।
নহি অন্যপূর্ব্বা, কুলগর্ব্বে গর্ব্বা,
ভজ ভজ মুনিবর॥
দেখি যাচমানা, উত্তমা ললনা,
প্রসন্ন হইলা ঋষি।
দিলা পুত্র বর, পরম সুন্দর,
কন্যার ইচ্ছা যাদৃশী॥
ব্রহ্মদত্ত নাম, খ্যাত গুণধাম,
হলিসুত সেই হয়।
সে রাজর্ষিবর, মুনীন্দ্রাভ নর,
পুরমধ্যে সদা রয়॥
একথা শ্রবণে, মনুষ্য বদনে,
ব্রহ্মদত্ত গুণ রূপ।
নৃপতি সুজন, করি অন্বেষণ,
বর কন্যার স্বরূপ॥
ব্রহ্মদত্তে পরে, কন্যাদান করে,
আনিয়া বরের বেশে।
করিয়া আহ্বান, যথার্থ সম্মান,
ব্রহ্মদত্তে নিজ দেশে॥
হইয়া সুপ্রীত, দিলা কন্যাশত,
কুশনাভ নরপতি।
পরে যথাক্রমে, বিধান উত্তমে,
লইলেন মহামতি॥
নৃপ করস্পর্শ, তাহে মহাহর্ষ,
গেল অঙ্গ ব্যথা সব।
সেই কন্যাশত, সুন্দরী সম্মত,
রূপে গুণে সুগৌরব॥
সেই কথা শুনে, দেখি কন্যাগণে,
কুশনাভ নরবর।
বায়ুবেগে মুক্তা, কন্যা উপযুক্তা,
নৃপতি বিস্ময় পর॥
আনন্দে অস্থির, হইয়া সুবীর,
ব্রহ্মদত্ত নাম বরে।
সহদারা গণ, করিলা প্রেরণ,
স্বপুরে অর্চ্চনা করে॥
সদৃশ দারায়, পুত্র শোভা পায়,
আগত দেখিয়া তায়।
পরম প্রমোদে, সুপ্রীতা আমোদে,
আলিঙ্গন সমুদায়॥

ঋষি উক্তকাব্য, রামায়ণ শ্রাব্য,
অপূর্ব্ব সভ্য সকলে।
কর রস পান, পরম আখ্যান,
সাধুবর্গ সুকৌশলে॥
পঞ্চত্রিংশ সর্গ, হইল নিসর্গ,
ব্রহ্মদত্ত পাণিগ্রহ।
রামকথা গানে, স্নিগ্ধ হবে প্রাণে,
খণ্ডিবে ক্লেশ গ্রহ॥ ৩৫ সর্গঃ।

পয়ার।

বিবাহ করিয়া ব্রহ্মদত্ত নাম বর।
নারীগণ সহ প্রবেশিলা নিজঘর॥
পুত্রহীন সুদীন ছিলেন কুশনাভ।
পুত্রেষ্টি যজ্ঞ সঙ্কল্পে উদ্যোগ প্রভাব॥
যজ্ঞে দেখি প্রবর্ত্ত সন্তানে সেই স্থলে।
কুশনাভে কুশনৃপ কহিলা কৌশলে॥
ব্রহ্মসুত গুণযুত শুন নরবর।
হে পুত্র সদৃশ পুত্র হইবে সত্বর॥
স্বং বংশ অবতংশ মহা বলবান॥
কৌশিক নামক তব সুত দ্যুতিমান॥
এই কথা কহিয়া ধর্ম্মজ্ঞ পুত্রবরে।
কুশরাজ নিজস্থানে চলিলা তৎপরে॥
কিছুকাল পরিগতে অপূর্ব্ব নন্দন।
কুশনাভ ঔরসে জন্মিলা বিচক্ষণ॥
গাধিনাম গুণধাম যশস্বী বিদ্বান্।
সেই মম পিতা গাধি মহাবীর্য্যবান্॥
গাধি অংশে কুশবংশে উৎপত্তি আমার
অনুজা ভগিনী মম পরে সুপ্রচার॥
শুভব্রতা সত্যরতা নাম সত্যবতী॥
পতিব্রতা ধর্ম্মরতা রিচীক যুবতী॥
স্বামিব্রতপরায়ণা স্বামির সহিত।
সুরালয়ে উপনীতা হইয়া ত্বরিত॥
দৈবযোগে কৌশিকী সে পরম উদারা।
মহানদী হইলেন কৌশিকের দারা॥
স্বর্গ প্রাপ্তি কারণ তাঁহার পুণ্য নীর।
রমণীয় হিমবান আশ্রয়ে সুস্থির॥
লোকপাল হেতু এই আমার ভগিনী।
হিমবান পার্শ্বস্থিতা অতি সুধর্ম্মিণী॥
মহোদরা স্নেহে রাম কৌশিকীর তীরে
সুখী হয়ে করি বাস হিমবন্ত স্থিরে॥
সেই এই সত্যবতী পুণ্য স্বরূপিণী।
কৌশিকী সুমহাভাগা কনিষ্ঠা ভগিনী॥
সত্যধর্ম্মরতা পতিব্রতা সত্যপরা।
যাবতীয় নদীশ্রেষ্ঠা স্বর্গ মুক্তিকরা॥
সেই হেতু এই হিমবন্ত পার্শ্বদেশে।
নিয়ম পূর্ব্বক বাস করি এই দেশে॥
কিঞ্চিৎ নিয়মে স্থিত শ্রীরঘুনন্দন।
সিদ্ধাশ্রম লাভে সিদ্ধ রূপ সনাতন॥
তব তেজে তেজস্বান ভগবান রাম।
বংশের উৎপত্তি মম জন্ম কহিলাম॥
দেশের বৃত্তান্ত যথা জিজ্ঞাসিলে তুমি।
কহিলাম সেই রূপ সুপবিত্র ভূমি॥
আমার কথায় গতা অর্দ্ধ বিভাবরী।
অর্দ্ধপরিমিত মাত্র সংস্থিতা সর্ব্বরী॥

পথশ্রম রঘুত্তম দূরে যাবে পরে।
ভজ নিদ্রা সম্প্রতি উভয় রঘুবরে॥
নিষ্পন্দ বিটপিবৃন্দ মৃগ পক্ষিগণ।
লীনদেহে বৃক্ষে আছে নিদ্রা অচেতন॥
নিশীথিনী সম্বন্ধিনী সুচারু প্রকৃতি।
তাহে ব্যাপ্ত দিগ্‌দেশ দেখ রঘুপতি॥
অতি সূক্ষ্মতর তথা অঞ্জনের চূর্ণ।
তাহে আছে অঙ্কিত যেমন শোভা পূর্ণ॥
গ্রহরূপী নক্ষত্র অপর তারাগণে।
শোভমান নভো যথা প্রদীপ্ত কাঞ্চনে॥
অন্ধকার নির্গমে উদয় নিশাকর।
শীতাংশু সুধাংশু লোককান্ত গুণাকর॥
কর পরিকরে করে দেব হিমকর।
ঘর্ম্মাক্ত শরীর মধ্যে আমোদ বিস্তর॥
নিশাচর প্রাণিসব উৎকট নিস্বনে।
চলাচল করে স্থল জল তথা বনে॥
যক্ষো রক্ষ অপর মাংসাশী জীবগণ।
দেখ রামচন্দ্র করে স্বচ্ছন্দে ভ্রমণ॥
এই উক্তি উক্ত করে যুক্তি সহকারে।
বিশ্রাম করেন রাম ঋষি সহচারে॥
সাধু সাধু সাধু বাক্য অতি সাধুতর।
ইহা বলি প্রশংসেন সর্ব্ব মুনিবর॥
শ্রীরাম সৌমিত্রি সহ কিঞ্চিৎ বিস্ময়।
বন্দিয়া মুনীন্দ্রপদ অভয় নিশ্চয়॥
নিদ্রা যান ভগবান সহিত লক্ষ্মণ।
ষট্‌ত্রিংশ সর্গীয় কুশবংশানুকীর্ত্তন॥

৩৬ সর্গঃ।

ত্রিপদী।

নিশা অবশেষে পরে, ঋষিগণ শোণতীরে,
সুখসুপ্ত হইয়া সুস্থির।
প্রভাত হইল রাত্র, রামোদ্দেশে বিশ্বামিত্র,
কহিলেন তপস্বিপ্রবীর॥
প্রভাত হইল দ্রুত, উত্তিষ্ঠ কৌশল্যাসুত,
দীপ্তা আশা নিশা অবশেষ।
কর রাম উপাসনা, পূর্ব্বাহ্ণ সন্ধ্যাবন্দনা,
গমনে সত্বর কর বেশ॥
শুনিয়া মুনীন্দ্র ধ্বনি, উঠিলেন রঘুমণি,
করি প্রাতঃ ক্রিয়া সমাপন।
হইয়া পরম শুচি, গমন বিষয়ে রুচি,
বিশ্বামিত্রে কহিলা বচন॥
এই শোণ শুচি জল, অগাধ পুলিন স্থল,
মণ্ডিত অত্যন্ত মনোহর।
করিয়া কি সুসন্ধান, পার হব ভগবান,
শোণপার সকলে সত্বর॥
শ্রীরামের উক্তি শুনি, বিশ্বামিত্র মহামুনি,
কহিলেন এই বাক্য পরে।
রঘুপতি প্রতি অতি, হর্ষ ভাবে মহামতি,
সুবর্ণন করিয়া বিস্তরে॥
অগাধ নহে এ জল, তরিবার আছে স্থল,
যথা গেলে হবে সবে পার।
জানিয়া পথ সন্ধান, দৃষ্টচর ভগবান,
ঋষিগণ যাহে পারাপার॥

কথোপ কথনে ক্রমে, বহুপথ অতিক্রমে,
হইল সমস্ত দিন গত।
জাহ্নবী নদী প্রবরা, দেখিলেন খরতরা,
পশ্চাতে পরম ঋষি যত ॥
দর্শনে পবিত্র জলা, সহংস সারস মালা,
সঙ্কুলা প্রবলা সুরধুনী।
হর্ষযুক্ত মুনিগণ, করিয়া মুনিরীক্ষণ,
সলক্ষ্মণ রঘুকুলমণি ॥
পবিত্র স্বর্ণদী তীরে, তথায় সমস্ত বীরে,
বসতি করেন সুবিধান।
পিতৃদেব দেবগণে, সন্তোষ করি তর্পণে,
যথাকালে সমাপিয়া স্নান ॥
করি অগ্নি হোত্রি কর্ম্ম, যথোচিত ঋষিধর্ম্ম,
পরে ঘৃত করিয়া প্রাশন।
প্রবেশি জাহ্নবী তীরে, শুচিভূত মনস্থিরে,
প্রণমিয়া করিলা আসন ॥
বিশ্বামিত্র মুনিপ্রতি, পুনর্ব্বার মহামতি,
জিজ্ঞাসিলা রঘুকুল বর।
ভগবান শুনিবারে, ইচ্ছা হয় পরিষ্কারে,
গঙ্গার প্রসঙ্গ পুণ্যকর ॥
এই যে তটিনীবরা, স্বর্গ স্রোতো মনোহরা,
ত্রিলোক পাবনী মহাদেবী।
কিরূপে সাগর গতা, কহ সেই পুণ্যযুতা,
সৎকথা সম্ভূত আর ভাবী ॥
রাম উক্ত যুক্তবাণী, বিশ্বামিত্র মহাজ্ঞানী,
কহিলেন করিয়া বিস্তার।
গঙ্গার প্রভব কথা, জন্ম আদি কীর্ত্তি যথা,
বিবরণ শুদ্ধ রূপে তার ॥

শুন রাম বুদ্ধিমান, শৈল শ্রেষ্ঠ হিমবান,
আখ্যান পর্ব্বত রত্নাকর।
হিমালয় কন্যাদ্বয়, অপ্রতিমরূপা হয়,
বিস্তারিত কহি রঘুবর ॥
মেরুমরু দুহিতা সতী, মনোরমা গুণবতী,
তাহে হয় গঙ্গার সম্ভব।
গঙ্গা তাঁর জ্যেষ্ঠসুতা, মনোরমা সমুদ্ভূতা,
উমা নামে দ্বিতীয়া উদ্ভব ॥
হিমবান জ্যেষ্ঠসুতা, গঙ্গাদেবী অনিন্দিতা,
দেবগণে করিলা বরণ।
স্বীয় কার্য্য ইচ্ছা করি, যাচিয়া শ্রীহিমগিরি,
দান দিলা পর্ব্বতরাজন ॥
ত্রৈলোক্যপাবনীলাভে, পরমানন্দিতভাবে,
দেবগণ করিলা গমন।
ত্রিলোকপথচারিণী, লইয়া শুচিকারিণী,
পূর্ণমনোরথ সর্ব্বজন ॥
গিরীন্দ্র কনিষ্ঠ সুতা, উমানামা গুণযুতা,
উগ্রতপেরতা ত্রিলোচনা।
ঘোর তপস্যার ফলে, উগ্রদেবে সেই স্থলে,
করিয়া অনেক উপাসনা ॥
লোক নমস্কৃতা সুতা, উমা সর্ব্বগুণান্বিতা,
উগ্রদেবে করিলা প্রদান।
সেই কন্যা ভিক্ষা করে, মহেশ অচলবরে,
রাখিলেন গিরীশের মান ॥
এই রূপ রঘুবর, কন্যাদ্বয় শৃঙ্গধর,
পাইলা পরম তপঃফলে।
নদী শ্রেষ্ঠা মনোরমা, গঙ্গাদেবী মহত্তমা,
দেবী শ্রেষ্ঠা উমা নামে বলে ॥

তারমধ্যে তিনলোকে, তারিতে অন্যস্তশোকে
স্বীয় তেজে গঙ্গার প্রভাব।
সর্ব্বপ্রাণি হিতকরা, গঙ্গা মহাপুণ্যতরা,
ত্রিভুবনে বিখ্যাত স্বভাব ॥
আদিকাণ্ড রামায়ণে, গঙ্গাজন্মপুণ্যাখ্যানে,
সপ্তত্রিংশ সর্গ সমাপন।
ত্যজিয় বিষয় ক্ষুধা, পানকর সাধু সুধা,
পবিত্র সুরস রামায়ণ ॥

৩৭ সর্গঃ।

পয়ার।

অনন্তর মুনিবরে জিজ্ঞাসেন রাম।
সুখাসনে শোভনে সুমনে গুণধাম ॥
কৃতাঞ্জলি কুতূহলী কৌশল্যা নন্দন।
মুনিবরে প্রশংসিয়া কহিলা বচন ॥
কহিলে অপূর্ব্ব কথা যোগীন্দ্র শ্রীমান।
শ্রবণে কীর্ত্তনে হয় সুকৃতি বিধান ॥
পুনর্ব্বার বিস্তার করিয়া কহ মুনি।
কি রূপে হইলা উমা গিরীন্দ্রনন্দিনী ॥
কি জন্য কুমার ব্রত আচরণ তাঁর।
মহেশ্বর পতি প্রাপ্তা হন কি প্রকার ॥
কি হেতু বা এই গঙ্গা ত্রিপথগামিনী।
দেবনদী হয়ে কেন মনুষ্য বাহিনী ॥
ত্রিলোক মধ্যে কহ ধার্ম্মিক প্রবর।
আনিলা ভূমিতে গঙ্গা কোন্ পুণ্যকর ॥
এই বাক্য কহিলেন রঘুকুলমণি।
বিস্তারিয়া কহিছেন কথা পুরাতনী ॥
বিশ্বামিত্র মুনি মহা তপস্বি প্রধান।
আরম্ভিলা কহিবারে পরম আখ্যান ॥
পূর্ব্বে রাম বামদেব দেব ত্রিলোচন।
নীলকণ্ঠ উমা দেবী করিয়া গ্রহণ ॥
উমা সহ করিলেন পশুপতি রতি।
দেবমানে বর্ষশত না হয় বিরতি ॥
পরাজয় না মানিলা তাহে এক জন।
ব্রহ্মাদি দেবতা দেখি চিন্তাপরায়ণ ॥
যদ্যপি ইহাতে হয় উদ্ভব নন্দন।
ধারণ করিবে কেবা নাহি দেখি জন ॥
মহাদেব সন্নিধানে করিয়া গমন।
প্রণমিলা দেব দেবে সর্ব্ব দেবগণ ॥
শিতিকণ্ঠে সৎকণ্ঠে কহিলা প্রজাপতি।
দেবগণ সন্নিধানে অপূর্ব্বা ভারতী ॥
দেবদেব মহাদেব তুমি মহাভাগ।
সর্ব্বভূত হিতে রত জ্ঞাত অন্তর্যাগ ॥
সুরগণ ত্রিনয়ন প্রণত তোমারে।
সুপ্রসন্ন ভব তূর্ণ প্রসাদ বিস্তারে ॥
তোমার অপত্য সত্য করিতে ধারণ।
নহে ধরা স্থিরতরা শুন ত্রিলোচন ॥
তিন লোকে নহে কেহ, শক্ত দেখি ভব।
ধারণ করিতে প্রভু তত্তেজঃ প্রভব ॥
তোমার উমার তেজ উভয় মিলন।
ধরিতে সমর্থ হয় কে আছে এমন ॥
যদ্যপি পতিত হয় প্রভু ধরাতলে।
তাহে দাহ ত্রিভুবনে হইবে সকলে ॥
সুরনর বিষধর দেবর্ষ্যাদি যত।
দগ্ধ হবে এই ভয়ে তব পদে নত ॥

অতএব আপনি আপন তেজো ধর।
ত্রৈলোক্যের হিত কর্ম্মে হইয়া সত্বর॥
রক্ষা কর দিগম্বর হর লোক ত্রয়।
দেবতা হইয়া সৃষ্টিনাশ যুক্ত নয়॥
ব্রহ্মাদির বচন শ্রবণে ভগবান।
সুপ্রীত হইয়া তবে কহিলা বিধান॥
ধরিব আপন তেজঃ সম্ভূত সকল।
উমা সহ শুন সর্ব্ব অমর মণ্ডল॥
নিবৃত্ত হইয়া থাক স্থানে সর্ব্ব জন।
এই কথা কহিলেন দেব পঞ্চানন॥
যদ্যপি আমার তেজঃ হইয়া ক্ষোভিত।
স্থানান্তরে হয় কোন প্রকারে পতিত॥
কে করিবে ধারণ কহিবে দেবগণ।
শিববাক্য শ্রবণে কহিলা সর্ব্ব জন॥
সম্বরণ অবশেষ যে তেজো রহিবে।
গঙ্গাধর ধরা তাহা অবশ্য ধরিবে॥
যুক্তি যুক্ত উক্তি শুনি দেব মহেশ্বর।
মহাবল মহেশ বিমুক্ত তেজোবর॥
সেই তেজ পৃথিবীতে পতিত হইল।
গিরি বন পৃথিব্যাদি ব্যাপিত রহিল॥
পুনর্ব্বার ব্রহ্মাকে কহিলা দেবগণ।
সদুপায় শুন কহি দেব হুতাশন॥
পবন সহিত তুমি করিয়া প্রবেশ।
রক্ষা কর যাহাতে না নষ্ট করে দেশ॥
ধারণে সমর্থ অগ্নি না হইলে পরে।
সেই তেজো ব্যাপ্ত হয় সমস্ত সংসারে॥
জন্মিল শ্বেত পর্ব্বত অতি উচ্চতর।
আদিত্য অনল নিভ উজ্জ্বল শিখর॥
সেই তেজে উৎপন্ন হইলা ষড়ানন।
কার্ত্তিকেয় মহাবীর কৃশানুনন্দন॥
অনন্তরে অমরে শম্ভুকে করি স্তুতি।
উমাসহ পূজিলেন ইন্দ্র প্রজাপতি॥
শিব সম তুল্য রূপে করি সম্বোধন।
সাধু সাধু প্রশংসিলা সর্ব্ব দেবগণ॥
অনন্তরে সর্ব্বসুরে করি নিরীক্ষণ।
শৈলসুতা প্রকুপিতা হইলা তখন॥
করিলা অভিসম্পাত আরক্তনয়না।
দেবগণে শাপিলেন ধূর্জ্জটি ললনা॥
না চাহিলে যোগ্যপুত্র দেব মম অংশে।
স্বদারে না হবে পুত্র জটাধর বংশে॥
এই কথা দেবে তথা কহিয়া পার্ব্বতী।
অভিশাপ দিলা দেবী পৃথিবীর প্রতি॥
বসুন্ধরা দৈত্যভারাক্রান্তা তুমি হবে।
চিরকাল সন্তান নিমিত্ত দুঃখে রবে॥
নিজ ইচ্ছা পুত্র হেতু যদি তব হয়।
তথাচ না পাবে তুমি মনোজ্ঞ তনয়॥
দেবীকে দেখিয়া অতি সন্তপ্ত হৃদয়।
পশ্চিমাংশে প্রস্থান করিলা মৃত্যুঞ্জয়॥
বসিলেন গিয়া হর ঘোর তপস্যায়।
ব্রতাচারী ত্রিপুরারি মহাযোগী প্রায়॥
হিমবান প্রভব সুন্দর শৃঙ্গদেশ।
উমা সহ উমাকান্ত করিলা প্রবেশ॥
এই শৈলসুতা কথা করিয়া বিস্তার।
কহিলাম রামভদ্র নিকটে তোমার॥
ভাগীরথী সুপ্রভাব সমস্ত বিস্তার।
লক্ষ্মণ সহিত শুন কৌশল্যাকুমার॥

কুমার সম্ভব সর্ব্ব অনুভব সিদ্ধ।
বহু অর্থ সুরগণ পূজিত প্রসিদ্ধ॥
ঋষিপ্রোক্ত রামায়ণে অষ্টত্রিংশ সর্গ।
শ্রীদুর্গামাহাত্ম্য তাহে সাঙ্গ সাধুবর্গ॥
৩৮ সর্গঃ।

ত্রিপদী।

মহাদেব তপস্যায়, গেলে সর্ব্ব দেবতায়,
সেনাপতি নিমিত্ত চিন্তিত।
ব্রহ্মার নিকটে গিয়া, কৃতাঞ্জলি প্রণমিয়া,
কহিলেন করিতে বিহিত॥
বহু স্তুতিবাদ পরে, অগ্নি সুর পুরন্দরে,
করিলেন স্পষ্ট নিবেদন।
দিলে যারে প্রজাপতি, সুরবর্গ সেনাপতি,
ব্রহ্মচর্য্যে রত সেই জন॥
উমা সহ উগ্রতপে, স্থিতিমান আত্মজপে,
যা হয় কর্ত্তব্য অনন্তর।
কর লোক পিতামহ, দেবগণে হিত কহ,
তুমি গতি দেব সুরেশ্বর॥
দেবতাবচন শুনি, সর্ব্বলোক শিরোমণি,
সুভাষে কহিলা প্রজাপতি।
আছ সবে পরিতাপ, শৈলসুতা অভিশাপে,
উপায় না দেখি মহামতি॥
উমা মুখবিনির্গত, সে বাক্য অন্যথা মত,
করিবারে নাহি মম শক্তি।
স্বদারায় দেবগণ, পুত্রেচ্ছা ব্যর্থ চিন্তন,
হইবে না মিথ্যা কেন যুক্তি॥
অতএব সুরগণ, যাত্রা কর সর্ব্বজন,
গঙ্গার সদনে গিয়া বল।
গঙ্গা শৈলরাজসুতা, উৎকৃষ্টা সুগুণযুতা,
ভক্তিতে যদ্যপি হয় ফল॥
পার্ব্বতীর সহোদরা, জ্যেষ্ঠা গঙ্গা মনোহরা,
গঙ্গাতে সম্প্রতি হুতাশন।
আত্মবীর্য্যে সুসন্তান, জন্মাইয়া সুবিধান,
নিস্তার করিবা সুরগণ॥
সেই হবে সেনাপতি, অভীষ্ট শ্রীমান অতি
আত্মভুব এই বাক্য শুনি।
প্রণাম করিয়া সবে, প্রজাপতি প্রতি তবে
চলিলেন চরিতার্থ মানি॥
তদন্তে গমন করি, কৈলাশ শিখরোপরি,
সুর সহ দেব পুরন্দর।
ব্রহ্মার বচন যত, করিলেন অবগত,
অনল গঙ্গাকে রঘুবর॥
সর্ব্বলোক হিতে রত, তুমি অগ্নি অভিমত,
কর শীঘ্র পুত্র উৎপাদন।
অকাশ বাহিনী সঙ্গে, সংযোগ পরম রঙ্গে,
কৃতার্থ করিতে সুরগণ॥
তথাস্তু বলিয়া সায়, অনল দিলেন তায়,
পূজ্য করি অমর বচন।
অশেষ দুর্গতি ভঙ্গে, মম তেজঃ ধর গঙ্গে,
এই বাক্য কহিলা দহন॥
তাহে গঙ্গা কুণ্ঠমতি, কহিলা অনলপ্রতি,
ধরিতে অশক্ত বীর্য্য তব।
এই বাক্য শ্রুতমাত্র, অনল প্রবল পাত্র,
কহিলা গঙ্গাকে স্থিরা ভব॥

করিয়া তেজোধারণ, না হইলে নিবারণ;
এই শৈলে কর বিসর্জ্জন।
অগ্নি উক্তি হয়ে উক্তা, দেবকার্য্যে উপযুক্তা,
করিলেন তেজো বিধারণ॥
গ্রহণ করিয়া বালা, তৎক্ষণে হয়ে বিহ্বলা,
অগ্নিতেজে মূর্চ্ছিত আকার।
অশক্তা গর্ভধারণে, অগ্নি বল নিবারণে,
করিলেন প্রতিক্রিয়া তার॥
কৈলাশ শিখরোপরে, অগ্নিরেতঃ ত্যাগকরে,
অনন্তরে শুন বিবরণ।
না জন্মিতে সুত তায়, দুঃসহ ভাবিয়া প্রায়,
শরবনে দিলা বিসর্জ্জন॥
হইতে গঙ্গার গর্ভ, জাম্বূনদপ্রভাসর্ব্ব,
প্রাপ্তরূপ কাঞ্চন ধরণী।
হিরণ্য উৎপন্ন তায়, তাম্র কৃষ্ণলৌহ প্রায়,
বক্ত্র পথে নির্গত তখনি॥
বিশেষ তাহার মলে, পুত্রসীসা ধাতু ফলে,
রঙ্গসীসা নিজাভাস যার।
হলে গর্ভ নিক্ষেপণ, তার তেজে বিলক্ষণ,
রঞ্জিত পর্ব্বত স্বর্ণাকার॥
পর্ব্বত সংসর্গে যত, স্বর্ণময় শত শত,
উৎপন্ন হইল ধাতুচয়।
প্রতিমূর্ত্তি খ্যাত তার, তা হইতে সমাকার,
সুবর্ণ উৎপন্ন সবে কয়।
অগ্নিতেজে সমুদ্ভূত, সুকুমার কি অদ্ভুত,
তরুণ অরুণ তুল্য তনু।
অনল প্রবল বল, সদৃশ উৎপত্তি স্থল,
অত্যন্ত শ্রীমান গঙ্গাজনু॥

দেখি সেই সুকুমার, কৃশানু সদৃশাকার,
ইন্দ্র বায়ু সবে অনন্তর।
স্তন্যদুগ্ধ দানজন্য, সংস্থান করিলা অন্য,
কৃত্তিকাদি নারীগণে পর॥
ইন্দ্র নিযোজিতা স্থির, তারা দান করে ক্ষীর,
সময়ে হইয়া শুদ্ধমনাঃ।
দেবতার সন্নিকটে, করে তারা করপুটে,
স্বসম্বন্ধ পুত্রের প্রার্থনা॥
তুষ্টভাবে দেবগণ, কহিলেন সেই ক্ষণ,
কার্ত্তিকেয় হইবে আখ্যান।
পুত্র ত্রিজগতে খ্যাত, সকলে সমর্থ জ্ঞাত,
নাহি এতে সংশয় বিধান॥
দেবতাগণ বচন, কৃত্তিকা করে শ্রবণ,
পূর্ব্ব চ্যুত সেই গর্ভবরে।
দেখিয়া আদিত্যদ্যুতি, অপ্রতিম বলবতী,
কার্ত্তিকেয়ে পুত্রাকাঙ্ক্ষা করে॥
তুষ্ট চিত্তে দেবগণ, কহিলা বাঢ় বচন,
হইলেন সুস্থির অন্তর।
স্কন্দনে হইল স্কন্দ, নাম এই সুনির্ব্বন্ধ,
অগ্নিসহ মহাবলধর॥
ষট্ জন দত্ত ক্ষীর, ছয় মুখে এক বীর,
পান করি নাম ষড়ানন।
ষট্ মাতৃ দুগ্ধপানে, জন্মী সর্ব্ব দৈত্যগণে,
স্বীয় বীর্য্যে অমল নন্দন॥
শুরসেনা গণপতি, হইলা অমর দ্যুতি,
নিযুক্ত করিলা দেবগণ।
অগ্নি আদি সুরবর, সহযোগে গুণাকর,
সেনাধ্যক্ষ কর্ম্মে দিলা মনঃ॥

এই তব অগ্রে রাম, বিস্তারিয়া কহিলাম,
গঙ্গা উমা উভয় সম্ভব।
কুমার সম্ভব কথা, শ্রবণে পবিত্র যথা,
পুণ্য কীর্ত্তি সকল মানব।
আদিকাণ্ড রামায়ণ, রসপূর্ণ বিবরণ,
কুমার উৎপত্তি কাণ্ড তায়।
ঊন চত্বারিংশ সর্গ, শুন সর্ব্ব সাধুবর্গ,
চতুর্ব্বর্গ প্রাপ্তি হয় যায়॥
৩৯ সর্গঃ।

পয়ার।

সুমধুরা সুধাধারা জিজ্ঞাসিত বাণী।
রামচন্দ্রে নিবেদন করিলেন জ্ঞানী॥
কহিলেন কৌশিক পুনশ্চ এই কথা।
সগর নৃপতি কীর্ত্তি ব্যক্তরূপ যথা॥
অযোধ্যা নামক পুরী তার অধিপতি।
অত্যন্ত শ্রীমান ছিলা পূর্ব্বে মহামতি॥
সগর নামক নৃপ যশো ধর্ম্ম রাশি।
হইলেন মহারাজ প্রজা অভিলাষী॥
সন্তান বিহীনা দীনা বিদর্ভ নন্দিনী।
বিখ্যাত নৃপতি সুতা আখ্যান কেশিনী॥
সগর নৃপতি জ্যেষ্ঠা পত্নী সুধর্ম্মিণী।
অপ্রতিম রূপবতী ভুবনমোহিনী॥
সত্যবাক্য সমন্বিতা সেই গুণবতী।
অরিষ্টনেমির কন্যা পতিব্রতা সতী॥
দ্বিতীয়া সুমতী নামে সগরের জায়া।
পরম ধর্ম্মিষ্ঠা সতী অঙ্গে যথা ছায়া॥
জায়া দ্বয় সহ নৃপ আরম্ভিলা তপঃ।
অপত্য কামনা করি করি মন্ত্র জপ॥
গিয়া ভৃগু প্রস্রবণ নাম গিরিবরে।
করিলেন মহাতপঃ সহস্র বৎসরে॥
তপস্যায় তুষ্ট হয়ে ভৃগু মহামতি।
সগরে সদারে বর দেন দ্বিজপতি॥
হইবে নৃপতি তব সুদৃশ্য কুমার।
সন্তান হইতে কীর্ত্তি ত্রিলোকে প্রচার॥
একপুত্র প্রসব করিবে এক নারী।
বংশে হবে বংশধর সেই দণ্ডধারী॥
দ্বিতীয়া জন্মাবে তব অনেক সন্তান।
গণনে ষষ্টি সহস্র পুত্র গুণবান॥
সত্যব্রত মুনিপ্রতি নৃপ দারাগণ।
জিজ্ঞাসিলা কৃতাঞ্জলি হইয়া তখন॥
কে জন্মাবে একপুত্র কহ তপোধন।
বহুপুত্র হবে কার করিব শ্রবণ॥
জানিতে বাসনা করি কহ ভগবান।
তোমার বচন সত্য বিশিষ্ট প্রমাণ॥
উভয়ের এই বাক্য শুনি মুনিবর।
করিলেন মধুময় বাক্যেতে উত্তর॥
একপুত্র বংশধর বহু বংশকর।
যার যেবা ইচ্ছা হয় ভিক্ষাকর বর॥
শুনিয়া মুনীন্দ্র বাক্য কহিলা কেশিনী।
সেই পুত্র যাচ্ঞা আমি করিতেছি মুনি॥
পশ্চাতে ষষ্টিসহস্র কহিলা সুমতি।
সুবর্ণের সহোদরা নরেন্দ্র যুবতী॥
পরে মুনিবরে করি প্রদক্ষিণ তারা।
স্বপুরে গেলেন রাজা সঙ্গে দুই দারা॥

অনন্তর কালান্তরে নৃপ জ্যেষ্ঠা নারী।
প্রসবিলা এক পুত্র বহুগুণধারী॥
অসমঞ্জা অখিল বিখ্যাত সুসন্তান।
সগরের জ্যেষ্ঠ সুত ভুবনে ব্যাখ্যান॥
তুম্বাকৃতি মাংসপিণ্ড প্রসবে সুমতি।
তাহাতে ষষ্টি সহস্র সন্তান বসতি॥
বিভিন্ন হইলে তুম্ব ক্ষুদ্র বিম্বাকার।
তাহাতে ষষ্টি সহস্র হইল প্রচার॥
সেই ষষ্টি সহস্র সন্তানে নিয়া পরে।
ঘৃতকুম্ভ মধ্যে ধাত্রী বিবর্দ্ধন করে॥
কিছুকাল ব্যাজে সেই সমস্ত সন্তান।
সংপ্রাপ্ত যৌবনাবস্থা বয়সে সমান॥
বলবীর্য্যে তুল্য সব সম পরাক্রম।
সগরের পুত্রগণ শুন রঘুত্তম॥
সর্ব্বজ্যেষ্ঠ অসমঞ্জা নামে গুণাকর।
শত্রুগণ সন্তাপে দ্বিতীয় দিবাকর॥
কিন্তু দোষ বিদ্বেষকৃ পুরবাসিগণে।
এইকথা কহিতে লাগিল সর্ব্বজনে॥
শ্রবণে করিলা নৃপ তারে দূরগত।
অংশুমান নামে ছিল অসমঞ্জা সুত॥
সর্ব্বলোক সম্মত সকল প্রিয়তম।
প্রিয়ম্বদ সকলের মান্য গুণোত্তম॥
কিছু কাল ব্যাজে হয় উপস্থিত গতি।
করিবেন অশ্বমেধ যজ্ঞ নরপতি॥
হইবে অপূর্ব্ব যজ্ঞ এই আকাঙ্ক্ষায়।
উপাধ্যায় গণে নৃপ আনিয়া তথায়॥
যাগারম্ভ করিলেন নৃপতি সগর।
আয়োজন করি বহু দ্রব্য পরিকর॥

রামায়ণে আদিকাণ্ডে চত্বারিংশ সর্গ।
সগরের সুতোৎপত্তি শুন সাধুবর্গ॥

৪০ সর্গঃ।

ত্রিপদী॥

বিশ্বামিত্র মুখে শুনি, পূর্ব্ব বংশ রঘুমণি
অনন্তরে কহেন বচন।
বিশ্বামিত্র মুনিবরে, অগ্নিসম দীপ্তি করে
প্রীতভাবে শ্রীরঘুনন্দন॥
মুনিবর শুনিবার, বাঞ্ছা করি সুবিস্তার
পূর্ব্ব পুরুষীয় শুভা কথা।
আজ্ঞা কর অপরূপ, সম্পন্ন করিলা ভূপ
অশ্বমেধ যজ্ঞবর যথা॥
বিশ্বামিত্র মুনিবর, রাম প্রতি অনন্তর
হাস্য করি কহিলা বচন।
শুন রাম সুবিস্তার, সগর কার্য্য প্রচার
স্নিগ্ধ হয় শ্রবণে শ্রবণ॥
শ্রীমান পর্ব্বতবর, হিমালয় গুণাকর
শঙ্কর শ্বশুর সুবিখ্যাত।
বিন্ধ্যাচল সিদ্ধ নাম, অশেষ নির্জ্জর ধাম
যে দেশ ভুবনে পরিজ্ঞাত॥
সেই দেশে রঘুবর, মহাত্মা নৃপ সগর,
করিলেন যজ্ঞ মহামতি।
মহাপুণ্য সেই দেশ, পুণ্য জন সমাবেশ,
ত্রিভুবনে খ্যাতি যুক্ত অতি॥

অশ্বমেধ যজ্ঞ কার্য্য, চররূপে সুনির্ধার্য্য,
মহারথী সেই অংশুমান।
ধনুর্ব্বিদ্যা সুনিপুণ, শক্র হন্তা বহুগুণ,
নৃপবর আদেশ বিধান॥
যজ্ঞস্থলে নরবর, লয়ে নানা গুণধর,
এই কালে অত্যন্ত উৎপাত।
ভিন্ন করি ধরাভাগ, উঠিল বিশাল নাগ,
যজ্ঞাশ্ব হরিল অকস্মাত॥
বহুরূপ নাগজনু, ধরিয়া রাক্ষসী তনু,
অপহৃত করিল তুরঙ্গ।
সগর নৃপতি কৃত, যজ্ঞে হয় হয় হৃত,
সকলের উৎসাহ বিভঙ্গ॥
নৃপ অগ্রে গিয়া তারা, বিস্তারি বিপত্তি ধারা,
এই কথা কহে নরবরে।
নাগরূপে কোন জন, করিল অশ্ব হরণ,
শুন মহীনায়ক সত্বরে॥
যেই দুষ্টে নিল অশ্ব, শীঘ্র কর তারে ভস্ম,
আন নৃপ নিজ তুরঙ্গম।
নতুবা এ যজ্ঞোচ্ছেদ, উৎকট মঙ্গল ভেদ,
রক্ষা কর সকল সম্ভ্রম॥
নির্দ্দোষে এ যজ্ঞবর, সমাপ্তি কর সত্বর,
শুনি এই গুরুগণ বাণী।
ষষ্টি সহস্র সন্তানে, আনিয়া আপন স্থানে,
আজ্ঞা বাক্য কহিলেন মানী॥
এই রিপু নিশাচর, নিশাচর অনুচর,
করে নাহি পূর্ব্ব আগমন।
নাগলোক রক্ষাকারী, নিরন্তর যজ্ঞাচারী,
এই সর্ব্ব মহর্ষিভক্ষণ॥
ইহাঁরা দেব সহায়, নাগরূপে মহাকায়,
কে বা অশ্ব করিল হরণ।
করে কোপ পরিত্যাগ, মম যজ্ঞে অনুরাগ,
যজ্ঞচ্ছিদ্র করে কোন জন॥
যে বা অশ্বহারী দুষ্ট, শীঘ্র তারে কর নষ্ট,
সর্ব্ব কষ্ট যাহে নিবারণ।
জলেস্থলে রসাতলে, আন গিয়া সুকৌশলে,
মম শত্রু করিয়া হনন॥
সম্ভূত সাগর মালা, খনিয়া অখিলাচলা,
যত্নে কর ধরাতে শুড়ঙ্গ।
সঙ্গে নিয়া অস্ত্র জাল, খনিবে তাবৎ কাল,
যে পর্য্যন্ত না দেখ তুরঙ্গ॥
যোজন যোজন ভাগে, ধরাভেদ কর আগে,
অনন্তর করিবে গমন।
মমাজ্ঞায় একমনে, অশ্বহর্ত্তা অন্বেষণে,
শীঘ্রগতি যাও সর্ব্বজন॥
আমি যজ্ঞে সসঙ্কল্প, থাকি নিয়া পৌত্রকল্প,
আর যত উপাধ্যায় গণ।
তোমাদের সুমঙ্গল, চিন্তা করি অনর্গল,
চিত্তে যথা তুরঙ্গ দর্শন॥
সে পর্য্যন্ত ভগ্নযজ্ঞ, আমারে জানিবে বিজ্ঞ,
পুত্রগণ কি কহিব আর।
যে পর্য্যন্ত যজ্ঞ অঙ্গ, অপহৃত সুতুরঙ্গ,
তোমরা না আন পুনর্ব্বার॥
পিতৃবাক্য শ্রুতমাত্র, হর্ষে সর্ব্ব রাজপুত্র,
আরম্ভিলা মহীবিদারণ।
সর্ব্বে পিতৃ আজ্ঞাকারী, হয়্যা তীক্ষ্ণ অস্ত্রধারী,
ক্ষণে ধরা প্রমিত যোজন॥

সকলে পুরুষ শূর, ভুজবল সুপ্রচুর,
করে করি ধরা বিদারণ।
কুদ্দাল লগুড় শূল, মুষল শক্তি বিপুল,
নানা অস্ত্রধারী পুত্রগণ॥
পৃথিবী খনন পর, পীড়া শব্দ ঘোরতর,
হয় তাহে ভুজঙ্গ বিনাশ।
মহাবল রক্ষঃকুল, অসুরাদি বিনির্ম্মূল,
আর্ত্তি যদি হইল প্রকাশ॥
ষষ্টিসহস্র যোজন, হইলে ধরা ভেদন,
কোপযুক্ত মহাবলধারী।
রসাতল সীমা ধরি, পর্ব্বত সংহার করি,
জম্বুদ্বীপ সীমা অনুচারী॥
খনিয়া খনিয়া ধরা, গমনে করিলা ত্বরা,
দেবদল সকলে কাতর।
গন্ধর্ব্ব মহা ভুজঙ্গ, সকলের অঙ্গ ভঙ্গ,
ভ্রান্ত চিত্ত সমস্ত অমর॥
পিতামহ সন্নিধানে, প্রণাম করি গীর্ব্বাণে,
করিলেন আত্ম নিবেদন।
অন্তরে পরম ত্রাসে, কমলজে সুসম্ভাষে,
করি তাঁর চরণ সেবন॥
পর্ব্বত কানন কুল, বনদেব ভয়াকুল,
নদীকূল আকুল জীবন।
কম্পদেহ দ্বিপগণ, কহিতেছে অনুক্ষণ,
ভগবান করি নিবেদন॥
সগর নৃপতি সুত, মহা বল কালদূত,
জান ষষ্টিসহস্র গণনে।
আসিয়া সমস্ত ধরা, খনন করিল তারা,
অচলা সুচঞ্চলা জীবনে॥
ধরণী সম্ভেদ কর্ম্মে, অনেকের ব্যথা মর্ম্মে,
লাগে প্রাণি করিল বিনাশ।
আরো কি অদ্ভুত সৃষ্টি, চক্ষে যারে করে দৃষ্টি,
বলে ইহা যজ্ঞহা প্রকাশ॥
কহে অশ্ব হরে সেই, মারে তারে দেখে যেই,
ইহাতে অনেক প্রাণী যায়।
সগর তনয় সবে, রুধিরে বহায় জীবে,
কর দেব রক্ষার উপায়॥
এই উক্তি যুক্তি যুক্ত, বিপদে সকলে মুক্ত,
করিতে সমর্থ পিতামহ।
করিয়া সমাধি ভোগ, যাহে হয় শান্তি যোগ,
তোমা বিনা শক্ত নহে কেহ॥
যেরূপে সমস্ত জন, সগরের পুত্রগণ,
আর হিংসা না করিতে পারে।
কর দেব সেই যুক্তি, ধরাকে বিপদে মুক্তি,
অধিক কি কহিব তোমারে॥
ঋষি উক্ত রামায়ণে, আদিকাণ্ড প্রচারণে,
সুধারস ধরণী দারণ।
শুন সাধু ভক্ত বর্গ, একচত্বারিংশ সর্গ,
তবে হবে ভবে নিস্তারণ॥

৪১ সর্গঃ।

পয়ার।

দেবগণ বচন শ্রবণ করি পরে।
কহিলেন পিতামহ সমস্ত বিস্তরে॥
দেখিয়া উদ্বিগ্ন অতি সর্ব্ব দেবগণে।
সান্ত্বনা করিলা সবে মধুর বচনে॥
আছেন করিয়া যিনি অখিল ধারণ।
উৎপত্তি বিহীন যিনি শুন দেবগণ॥

সেই বিষ্ণু স্বরূপ কপিল মহামুনি।
যাগরূপে হরিলেন যজ্ঞাশ্ব আপনি॥
এইহেতু ক্ষিতি ভেদ সগর তনয়।
করিতেছে শুন দেব মম চিত্তে লয়॥
অসংশয় জানিবে এ নিশ্চিত বচন।
অবশ্য বিনষ্ট হবে রাজ পুত্রগণ॥
পিতামহ বচন শুনিয়া দেবচয়ে।
চলিলেন তুষ্টভাবে ত্রিদিব নিলয়ে॥
দেবর্ষি পিতৃ গন্ধর্ব্ব আদি সর্ব্বজন।
আপন আপন স্থানে করিলা গমন॥
অনন্তর সগরের সন্তান সকল।
হইলেন উগ্রভাব সর্ব্ব মহাবল॥
দ্বারম্বার সব ধরা করিলা খনন।
তাহাতে জন্মিল শব্দ কুলিশ ভীষণ॥
প্রদক্ষিণ করিয়া সমস্ত বসুমতী।
শত্রুক্ষয় নিমিত্ত করিলা ক্ষিতি ক্ষতি॥
না পাইয়া পিতৃ শত্রু জনের সন্ধান।
সগরের সন্নিকটে করিলা প্রস্থান॥
এইবাক্য কহিলেন রাজ পুত্রগণ।
মহীপতি সর্ব্ব মহী করিয়া ভ্রমণ॥
জলজন্তু আদি করি দৈত্য কি দানব।
নিশাচর গণ মধ্যে দেখিয়াছি সব॥
এ সকল মধ্যে নাহি যজ্ঞ বিঘ্নকর।
কি করিব আজ্ঞা কর ভূপাল কুঞ্জর॥
পুত্রগণ বচন শ্রবণে মহীপতি।
নিশ্চয় করিয়া পুনঃ দিলা অনুমতি॥
পুনর্ব্বার আমার বচন শুন সুত।
দ্বারস্থান অশ্ব অন্বেষণ কর দ্রুত॥
খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখিবা রসাতলে।
আনিয়া কৃতার্থ কর অশ্বহারী খলে॥
পিতার বচন শুনি গুণিপুত্রগণ।
আরম্ভিলা পুনর্ব্বার ধরণী খনন॥
মহীমধ্যে মহাউপদ্রব উপস্থিত।
না পাইলা পিতৃশত্রু সন্ধান নিশ্চিত॥
ভেদিয়া ভেদিয়া ধরা ধরাধরাকার।
বিরূপাক্ষ দিগ্‌গজে দেখেন চমৎকার॥
ধরণী ধারণ করি শিরে করিবর।
সশৈল কানন বন কুঞ্জর কুঞ্জর॥
বহুজনপদাকীর্ণ সম্পূর্ণ ধরণী।
সপত্নে ধরে শিরে করি শিরোমণি॥
যখন পার্ব্বণকালে চালে গজ শিরঃ।
সপর্ব্বত বনারাম অবনী অস্থির॥
তারে প্রদক্ষিণ করি নৃপতি সন্তান।
রঘুত্তম দিগ্‌গজ বলিয়া মনে জ্ঞান॥
দিক্‌পাল বিশেষ এই জানিয়া নিশ্চয়।
ভেদিলা দক্ষিণ দিগ্ সগর তনয়॥
দক্ষিণাশাপতি গজ করিলা দর্শন।
মহাপদ্ম নামক নাগেন্দ্র মহাজন॥
মন্দর পর্ব্বতাকার সাকার সংস্থিত।
বৃহদ্ভনু নৃপাজনু সকলে বিস্মিত॥
সে কুঞ্জরে পুনর্ব্বার করি প্রদক্ষিণ।
পরিত্যাগে চলিলেন সীমান্ত দক্ষিণ॥
অনন্তর সগর সন্তান বীরগণ।
করিলেন পশ্চিমান্ত ধরণী খনন॥
দেখিলেন পশ্চিমাংশে দারুণ কুঞ্জর।
যেন কায় মহাকায় কৈলাস শিখর॥

সৌমনস নাম তার স্থিত আশাগজ।
মহাবল নাগেন্দ্র সর্ব্বাঙ্গে লিপ্ত রজঃ॥
প্রদক্ষিণ করি তারে সগর সন্তান।
স্পর্শ মাত্রে সকলের শ্রান্তি সমাধান॥
উৎখনন পুনশ্চ করিয়া মনোনীত।
হিমবান পর্ব্বত নিকটে উপস্থিত॥
উত্তর প্রদেশে শেষে দেখিলেন তারা।
ভদ্রতনু নামে করি ধরিয়াছে ধরা॥
সেই ভদ্র কুঞ্জরে করিয়া প্রদক্ষিণ।
পুনর্ব্বার করিলেন নিখাত কঠিন॥
খনিতে খনিতে ধরা নরেন্দ্র সন্তান।
উত্তরিলা শীঘ্রগতি সবে সাবধান॥
আসিয়া ঈশানভাগে সগর সন্ততি।
মহাকোপে খনন করিলা বসুমতী॥
এইরূপ ধরণী করিতে সন্ভেদন।
দেখিলা কপিলদেব দেব নারায়ণ॥
কপিলের নিকটে চিহ্নিত তুরঙ্গম।
চরিতেছে কিয়দ্দূরে অশ্ব মনোরম॥
ক্রোধভরে কপিলে জানিয়া অশ্বহারী।
কোপদৃষ্টে চাহিলেন যেন প্রাণহারী॥
থাক থাক বলিয়া বলিঠ সর্ব্বজন।
রোষ বশে মুনিবরে করিলা ধারণ॥
স্পর্শমাত্র মুনিগাত্র প্রাণি প্রাণনাশি।
তৎক্ষণে সগরসুত সর্ব্বে ভস্মরাশি॥
আদিকাণ্ড রামায়ণে কপিল দর্শন।
দ্বয়াধিক চত্বারিংশ সর্গ সমাপন॥

৪২ সর্গঃ।

ত্রিপদী।

পুত্রগণ চিরগত, না দেখিয়া সমাগত
সগর কাতর অতিশয়।
দীপ্তিমান পৌত্রবরে, নৃপতি ডাকিয়া পরে
কহিলেন করিয়া নিশ্চয়॥
পিতৃগণ অন্বেষণে, শীঘ্রগতি নিদর্শনে
দেখিবে তুরঙ্গহারী যথায়।
পৃথিবী পাতালস্থলে, বহুজন সমাকুলে
বাস করে তুমি যাও তথা॥
বহুশত্রু বাসস্থলে, বাধিত করিয়া বলে
ধর ধনুঃ কর বীর বেশ।
শীঘ্রগতি পিতৃস্থলে, গচ্ছ সুত সুকৌশলে
শত্রুমধ্যে করিয়া প্রবেশ॥
ক্ষয় করি শত্রুগণ, অশ্বহারি দুষ্টজন
বিনষ্ট করিয়া পুনর্ব্বার।
আসিবে মম নিকটে, যজ্ঞভ্রষ্ট এসঙ্কটে
কর শীঘ্র আমাকে নিস্তার॥
তুমি শূর সুবিধান, পূর্ব্ববংশীয় সমান
রঘুকুল প্রধান সন্তান।
কর আশু আগমন, ভদ্র তব নারায়ণ
করিবেন রাখ ধর্ম্মমান॥
পিতামহ যুক্তি যুক্ত, একথা হইলে উক্ত
অংশুমান শরাসন ধারী।
খড়্গ হস্ত মহাবীর, বিক্রমে যেন মিহির
হইলেন পিতৃ পথাচারী॥

পথে সগরসুত, গিয়াছেন অতিক্রত,
সেই পথে পিতৃ অন্বেষণে।
লিলেন রথিবর, বেগে অতি ভয়ঙ্কর,
দেখি হত যক্ষ রক্ষোগণে॥
াহে করি অংশুমান, পিতৃপথ অনুমান,
চলিলেন সেই নিদর্শনে।
াতে কিঞ্চিত্ দূরে, দেখিলা করীন্দ্র শূরে,
বিরূপাক্ষে আপন ঈক্ষণে॥
হাত্মা কুঞ্জরবরে, প্রদক্ষিণ করি পরে,
অনাময় প্রশ্ন করি পুনঃ।
করি তারে সম্বোধন, জিজ্ঞাসিলা বিবরণ,
কোন্ দিকে মম পিতৃগণ॥
নৃপতি সুত বচন, করিয়া পরে শ্রবণ,
কহিছেন কুঞ্জর প্রধান।
দর্থে তব গমন, কৃতার্থ হবে নন্দন,
ভয় পরিহর অংশুমান॥
ই বাক্য করিস্থানে, শ্রবণান্তে স্থানে স্থানে,
চলিলেন পিতৃ অন্বেষণে।
ক্রমাগত দিক্ করি, সবে প্রদক্ষিণ করি,
জিজ্ঞাসেন বিমর্ষবদনে॥
পূর্ব্বপ্রায় গজগণে, কহিলেক অংশুমানে,
কর বীর সত্বর গমন।
তুমি মহাপরাক্রম, ক্ষত্রিয় কুল সত্তম,
পাবে অশ্ব সগর নন্দন॥
রাজপুত্র মহাগুণী, আনিবে অন্তে আপনি,
অংশুমান এই বাক্য শ্রুতে।
চলিলেন সুবিক্রম, হইয়া হত সম্ভ্রম,
আশা পরিপূর্ণ হেতু দ্রুতে॥

যথা ভস্মরাশীকৃত, সমস্ত সগর সুত,
উপনীত তথা অংশুমান।
অসমঞ্জা অঙ্গভব, পিতৃদুঃখ দেখি সব,
ম্রিয়মাণ অতি মতিমান॥
অত্যন্ত করুণা স্বরে, কান্দিলেন বীরবরে,
দেখি ভস্মীভূত পিতৃগণ।
তথা হতে অল্পদূরে, প্রাপ্য নহে সুরাসুরে,
অশ্ববরে করিলা দর্শন॥
নাগ হৃত বেলাবনে, স্থিত অশ্ব স্বনয়নে,
নিরীক্ষণে নৃপসুত তুষ্ট।
দেখিলা কপিল দেবে, তেজঃপুঞ্জ দেবদেবে,
তুলনা যাহার সঙ্গে পুষ্ট॥
পরে রাজপৌত্র আর্য্য, করিবারে পিতৃকার্য্য,
ইতস্ততঃ করেন ভ্রমণ।
করিতে উদক দান, বারি জন্য বনে যান,
না হইল তোয় সন্দর্শন॥
জলার্থী নৃপসন্তান, নির্জ্জল সকল স্থান,
সলিল না দেখি অংশুমান।
আকুল হইয়া মনে, যথা তথা বিলোকনে,
করিছেন জলানুসন্ধান॥
এইকালে সেই স্থলে, দেখিলা পিতৃমাতুলে,
পক্ষিরাজ বিনতানন্দনে।
দুঃখে ছলছল অক্ষি, অংশুমানে দেখি পক্ষী,
করিলেন মধুর বচনে॥
শুন শুন নরব্যাঘ্র, লোক পরিহর শীঘ্র,
তব পিতৃ সকল মরণ।
হইয়াছে সত্য বটে, কপিলের সন্নিকটে,
অতএব না কর স্মরণ॥

অপ্রমেয় মুনিবর, সুপবিত্র কলেবর,
কপিল হইতে সর্ব্বনাশ।
মহাবল পরাক্রম, সগর সুত সত্তম,
নষ্ট ইহ জানিবে নির্য্যাস ॥
তাহাদিগে জলদানে, যোগ্য নহ এইস্থানে,
না হইবে জলদানে ফল।
হিমবান জ্যেষ্ঠ সুতা, নামে গঙ্গা সমুদ্ভূতা,
নদীশ্রেষ্ঠা তাঁর শুভজল ॥
ভস্মতনু সঞ্চারিণী, সেই লোক নিস্তারিণী,
তারিবেন তব পিতৃগণ।
যাবৎ না হয় সঙ্গ, গঙ্গা জল সতরঙ্গ,
সে পর্য্যন্ত ক্রিয়া বিবর্জ্জন ॥
যদি নিজ পিতৃবর্গে, পাঠাইতে চাহ স্বর্গে,
করি ত্রাণ ব্রহ্মকোপানলে।
তবে ভবভয় ভঙ্গা, ত্রিলোক তারিণী গঙ্গা,
মঙ্গলার্থ আন মহীতলে ॥
তবে হবে সুমঙ্গল, আহর পবিত্র জল,
মহানদী কর আনয়ন।
অবিলম্বে তুরঙ্গমে, দেও গিয়া নৃপোত্তমে,
শীঘ্র কর যজ্ঞ সমাপন ॥
সুপর্ণ বচন শ্রুতে, চলিলেন অতিদ্রুতে,
তুরঙ্গ লইয়া নিজদেশ।
মহাবল অংশুমান, যথা পিতৃ যজ্ঞ স্থান,
মহাযশাঃ করিলা প্রবেশ ॥
দীক্ষিত নৃপনিকটে, উত্তীর্ণ হয়ে সঙ্কটে,
করিলেন যুক্ত নিবেদন।
পক্ষিরাজ মুখে যাহা, বিশ্রুত সমস্ত তাহা,
সুপ্রকটে কহিলা তখন ॥
বিবরণ সুবিস্তার, শ্রবণে দুঃখ অপার
সগর রাজার রঘুবর।
বাক্য অতিঘোর তর, কম্পমান কলেবর
পুত্র শোকাকুল নরেশ্বর ॥
হইয়া বিহ্বলমনঃ, করি যজ্ঞ সমাপন
অনন্তর স্বপুরে গমন।
কিন্তু গঙ্গা আনিবার, চেষ্টা না হইল আর
করে নিজ রাজ্য সুশাসন ॥
কালধর্ম্মে হয়ে যোগ, অগত্যা করণযোগ্য
রাজ্য ভোগ করি নৃপবর।
ত্রিংশত্ সহস্র বর্ষ, মহীপাল হয়ে হর্ষ
বিমর্ষ কিঞ্চিৎ কলেবর ॥
স্বকর্ম্মে স্বপুর জয়, স্বর্গ গত মহাশয়
ভবহারি করিয়া ভাবন।
আদিকাণ্ডে রামায়ণে, সগরেষ্টি সমাপনে
বহ্নি বেদ সর্গ সমাপন ॥
৪৩ সর্গঃ।

পয়ার।

স্বর্গগত হইলে সগর নরপতি।
মন্ত্রিগণ দেখিলেন সময়ের গতি ॥
অংশুমানে সিংহাসনে করিলা স্থাপন।
দেখিয়া নৃপতি যোগ্য ধর্ম্ম পরায়ণ ॥
সেই রাজা অংশুমান বিখ্যাত মহান।
দিলীপ তাঁহার পুত্র অতি পুণ্যবান ॥
ব্রহ্মাণ্ড বিখ্যাত শুভ করি নিরীক্ষণ।
দিলীপে স্বকীয় রাজ্য করি সমর্পণ ॥

তপস্যায় নৃপবর করিলা প্রস্থান।
করিবেন ঘোর তপঃ রাজা অংশুমান ॥
হিমবান্ শিখরে কঠোর করি অতি।
গঙ্গা অবতরণ মানসে নরপতি ॥
দেবতুল্য দেহে নৃপ তপস্যা করিলা।
না পাইয়া নিজ কাম্য নিবৃত্ত হইলা ॥
ত্রিশ সহস্র বর্ষ তপে সম ভাব।
গঙ্গা না পাইয়া স্বর্গ করিলেন লাভ ॥
নৃপতির নির্য্যাণ করিয়া অবধান।
পিতামহ বচন শুনিয়া পুণ্যবান।
মহাদুঃখী মহীপতি দিলীপ মনন।
নিশ্চয় না হয় বুদ্ধি সতত চিন্তন ॥
কিরূপে ধরায় হবে গঙ্গাবতরণ।
জল পিণ্ড পাইবেন কিসে পিতৃগণ ॥
কিরূপে বান্ধবগণে করিব নিস্তার!
চিন্তে চিন্তাকুল নৃপ হইলা অপার ॥
প্রতি দিন চিন্তিতে চিন্তিতে নরপতি।
ধর্ম্মদ্বারা আত্মতত্ত্বে করিলেন মতি ॥
কালে পুণ্যজালে হয় পূর্ণ অভিলাষ।
ভগীরথ নামে পুত্র হইলা প্রকাশ ॥
হইলেন সুপুত্র ধার্ম্মিক ভগীরথ।
নৃপতি করিলা যজ্ঞ ভাবি ধর্ম্ম পথ ॥
ত্রিংশতি সহস্র বর্ষ দিলীপ নৃপতি।
পালিলেন মহাতেজা রাজা বসুমতী ॥
গঙ্গা আনয়ন হেতু তপস্যা বিস্তর।
করিয়া পীড়িত পরে সেই নরেশ্বর ॥
কালপ্রাপ্ত নৃপতি নিশ্চয় করি জ্ঞান।
ভগীরথে রাজ্য ভার দিয়া পুণ্যবান ॥
স্বীয় পুণ্যে পৃথ্বীপাল দিলীপ নৃপতি।
ইন্দ্রলোকে অবনীপ করিলা বসতি ॥
ধর্ম্মশীল ভগীরথ নৃপতি প্রধান।
বিস্তারিত শুন রাম তাঁহার ব্যাখ্যান ॥
অপুত্রক অবনীপ সদা আকাঙ্ক্ষিত।
প্রাপ্ত হন সদৃশ সন্তান মনোনীত ॥
গোকর্ণে করিলা তপঃ অনেক বৎসর।
ঊর্দ্ধবাহু হইয়া কঠোরে নৃপবর ॥
গ্রীষ্মকালে অগ্নিজালে হইয়া বেষ্টিত।
পঞ্চতপা করিলেন বেদার্থ বিহিত ॥
যতব্রত কতকাল গত এইরূপ।
হেমন্তে অত্যন্ত কষ্ট করিলেন ভূপ ॥
জল মধ্যে মহীপতি করিয়া প্রবেশ।
সহিলেন বর্ষায় বর্ষণ ধারা ক্লেশ ॥
পরিহরি নিজনারী যতি ব্রতিবেশ।
শীর্ণপর্ণ আহার কঠোরে তনুশেষ ॥
সহস্রবৎসর তপঃ করিলা ভূপতি।
উগ্রতপে হইলেন তুষ্ট প্রজাপতি ॥
প্রজাগণ প্রভু প্রভু পরে পরেশ্বর।
হইলেন ভূপতির নয়ন গোচর ॥
পরম বিমান স্থিত শ্রীমান্ সুরেশ।
বেষ্টিত অমর যত সুন্দর সুবেশ ॥
অবনীপে আভাষিয়া ঈশ্বর আপনি।
ভগীরথে স্বায়ম্ভুব কহিলেন বাণী ॥
মহাত্মা মহীশ তুমি নৃপ ভগীরথ।
প্রকাশিয়া প্রীতিযুক্ত বল মনোরথ ॥
আকাঙ্ক্ষিত মনোবর করহ গ্রহণ।
মমস্থানে শুদ্ধমনে নৃপতি নন্দন ॥

আপনি আগত ব্রহ্মা করি নিরীক্ষণ।
কহিলেন ভগীরথ বাঞ্ছিত বচন॥
কৃতাঞ্জলি হইয়া কহেন ভগীরথ।
পূরাইবে যদি প্রভু মম মনোরথ॥
যদ্যপি আমার প্রতি প্রীত মহাবল।
যদ্যপি আমার কিছু থাকে দৈববল॥
তবে প্রভু সমস্ত সগর পুত্রগণ।
মম দত্ত জল প্রাপ্ত হইয়া এখন॥
ভস্মদেহে সুপবিত্র হইয়া ত্বরায়।
গঙ্গাজল পাইয়া সকলে শুদ্ধকায়॥
তাঁহারা অক্ষয় স্বর্গে করুন গমন।
নিশ্চিত আমার পূর্ব্ব পিতামহগণ॥
অপর প্রার্থনা শুন মম পরেশ্বর।
অক্ষয় ইক্ষাকু কুল হয় অতঃপর॥
ভূপতির এই উক্তি শুনি সুরজ্যেষ্ঠ।
কহিলেন সুভাষায় প্রতিবাক্য শ্রেষ্ঠ॥
শুন মহাভাগ ভগীরথ মহারথ।
তপোধন পূর্ণ হবে তব মনোরথ॥
সুসিদ্ধ হইবে সব না হবে ব্যাকুল।
অক্ষয় হইবে তব ইক্ষাকু সুকুল॥
তরঙ্গিণী গণ মধ্যে গঙ্গা গুণবতী।
প্রধানা বলিয়া সবে জানেন ভূপতি॥
স্বর্গলোকে সর্ব্বদা তারেন সুরগণ।
তব তপে করিবেন মহী বিদারণ॥
সমস্ত পৃথিবী জলধারে হবে তল।
ধারণের জন্য নৃপ সাধ দৈববল॥
দেব দেবে মহাদেবে তুষ্ট কর তূর্ণ।
তবে হবে তব মনোরথ পরিপূর্ণ॥
গঙ্গার পতন ধারা ধরা ধরা ভার।
শঙ্কর সহায় বিনা গতি নাহি আর॥
গঙ্গাধর ধরিবেন গঙ্গার সলিল।
আশুতোষে তোষ নৃপ নিস্তার অখিল॥
এই উক্তি উক্তি করি ব্রহ্মা ভগবান।
করিলেন পরক্ষণে স্বস্থানে প্রস্থান॥
ঋষি প্রোক্ত রামায়ণে আদিকাণ্ড সার।
ভগীরথে বরদান ব্যাখ্যান বিস্তার॥
বেদ বেদ প্রমিত অধ্যায় সমাপন।
রাম প্রীতে বিরচিত বেদ রামায়ণ॥

৪৪ সর্গঃ।

ত্রিপদী॥

প্রজাপতি অন্তর্ধ্যানে, ভগীরথ সেই স্থানে,
অঙ্গুষ্ঠে নির্ভর করি ক্ষিতি।
অতি কষ্টে নৃপবর, সেই রূপ সম্বৎসর,
উমাপতি তপস্যায় স্থিতি॥
ঊর্দ্ধবাহু নরেশ্বর, নিরালম্ব কলেবর,
বায়ুভক্ষ্য আশ্রম বিহীন।
ভাবে স্থানে স্থাণুপ্রায়, অচল সদৃশ কায়,
রহিলা নিয়মে রাত্রি দিন॥
পরিপূর্ণ সম্বৎসর, তদন্তরে মহেশ্বর,
সর্ব্বলোক নমস্কৃত হর।
পশুনাথ গৌরীপতি, হইয়া সন্তুষ্ট মতি,
ভগীরথে ভাষিলা সত্বর॥
শুন শুন নর শ্রেষ্ঠ, দেখিয়া তোমার কষ্ট,
হইয়াছি পরিতুষ্ট মনে।
কি করিব তব প্রিয়, বিশেষিয়া যাবতীয়,
বুঝিয়াছি তব সুসাধনে॥

করিব মানস পূর্ণ, ধারণে করিয়া তূর্ণ,
ত্রিপথ গামিনী শিরে ধরি।
পরে দেব গঙ্গাধর, হিমগিরি শৃঙ্গোপর,
রহিলেন আরোহণ করি॥
গঙ্গার উদ্দেশে বাণী, কহিছেন শূলপাণি;
ধরাতে পতিতা হও গঙ্গে।
জটাজূট সুবিস্তার, অনেক যোজন পার,
পর্ব্বত কন্দর প্রায় রঙ্গে॥
পরে পতিত পাবনী, শিবশিরে সুরধুনী,
দেবনদী লোক নিস্তারিণী।
পতিতা অমিত তেজে, মহেশ মস্তক মাঝে,
মহাবেগে ত্রিদিব তটিনী॥
মহাকায় বিভুশিরে, গঙ্গা সম্বৎসর ফিরে,
মোহপ্রাপ্তা ভ্রমিলা সভ্রমে।
দেব শিরে দেবনদী, নিরুদ্ধা রহিলা যদি,
অশক্তা তথাপি বিনির্গমে॥
শম্ভুশিরে ত্রিপথগা, রহিলেন রুদ্ধবেগা,
ভগীরথ হইয়া কুণ্ঠিত।
গঙ্গাবতরণ জন্য, রাজা সূর্য্য বংশ ধন্য,
করিলেন স্তুতি যথোচিত॥
কাতর দেখিয়া ভূপে, অতি সুপ্রসন্ন রূপে,
গঙ্গামুক্ত করিলেন হর।
উৎপাটিয়া এক জটা, গঙ্গার কল্লোল ঘটা,
দেখাইলা দেব দিগম্বর॥
ছাড়িলেন ত্রিলোচন, পাইলেন বিমোচন,
মন্দাকিনী চলিলেন বেগে।
সমাকীর্ণ জলচয়ে, একেকালে জগত্রয়ে,
ব্যাপ্ত যেন প্রলয়ের মেঘে॥
জলপ্লুত ত্রিভুবন, দেখি দেব ঋষিগণ,
শিরে বারি করিলা ধারণ।
ইন্দ্রআদি সুরবর্গে, সকলে পূজিলা স্বর্গে,
মহানদী নিস্তার কারণ॥
দেবর্ষি গন্ধর্ব্ব গণ, যক্ষ সিদ্ধ যত জন,
স্বস্বগণ পরিজনাবৃত।
বিমানে বিধাতা আসি, তীর্থবাস অভিলাষী,
সুরগণ সুবেষ্টিত যত॥
ধরাতে গঙ্গা পতন, অতি অদ্ভুত কথন,
দেখিতে ইচ্ছুক বহু লোকে।
গমন করিলা তথা, গঙ্গাবারি বহে যথা,
একত্র হইলা স্তোকে স্তোকে॥
পবিত্র কারিণী জল, ফলে যাহে মুক্তিফল,
ত্রিভুবন আভরণ প্রায়।
শত সূর্য্য সম প্রভা, অখিল পাবনী আভা,
নভস্তল তাহে শোভা পায়॥
কোনস্থানে খরস্রোতা, কোনস্থানে মান্দ্যগতা,
কোনস্থানে কুটিল গমন।
স্থানে স্থানে সুবিস্তার, কোথা বা সঙ্কীর্ণাকার,
'ত্রিভুবন' পবিত্র কারণ॥
ক্ষণে বারি ঊর্দ্ধে ধায়, অব্যাজে নিম্নেতে যায়,
মলিলে সলিল হয় ক্ষয়।
ভাসে বহু শিশুমার, ভুজঙ্গ অঙ্গ বিস্তার,
বহু মীন চলে নক্রচয়॥
বিদ্যুতে বিমান যথা, গঙ্গাজলে শোভে তথা,
জাহ্নবীর শরীর সুন্দর।
পাণ্ডর সলিল বেগে, সূর্য্যচ্ছটা যথা মেঘে,
ধৌত করে নগর প্রান্তর॥

রাজহংস সম চলে, কিবা শোভা গঙ্গাজলে,
শরৎকালে নভঃস্থলে শশী।
ঊর্দ্ধ অধো গতিছলে, পড়ে বারি ধরাতলে,
সর্ব্বভূমি যথা বারাণসী॥
শঙ্করের শিরোভ্রষ্ট, নাশিতে লোকের কষ্ট,
গঙ্গাজল গত ভূমিতলে।
গ্রহগণ সগন্ধর্ব্ব, সকলের পাপ খর্ব্ব,
অবগাহ করে গঙ্গাজলে॥
গঙ্গা আগমন হেতু, ত্রিভুবন পুণ্য সেতু,
নাগগণ জানিয়া নিশ্চয়।
যতনে মার্জ্জন করে, কুপথ যত নগরে,
পাইয়া গঙ্গার পরিচয়॥
ভবাঙ্গ সঙ্গত বারি, ভুবন পবিত্রকারি,
সুপূজিত সুরধুনী জলে।
অভিষেক করে তারা, লয়ে গঙ্গাজলধারা,
হতপাপ হইল সকলে॥
শাপভ্রষ্ট ধরাতলে, এসেছিল যে সকলে,
সুরলোক হইতে সত্বর।
অঙ্গে স্পর্শে গঙ্গাজল, করি দেহ সুনির্ম্মল,
স্বর্গপ্রতি হইল তৎপর॥
কেহ করে তীরে তপঃ, জপ্য মূলমন্ত্র জপ,
করিলেন সুর নরগণ।
সিদ্ধ সাধ্য ঋষিকুল, তারণ কারণ মূল,
ইষ্টপদ কমল স্মরণ॥
দেবতা গন্ধর্ব্বগণে, গীত গান হর্ষ মনে,
নৃত্য করে অপ্সরী অপ্সর।
গঙ্গাহেরি মুনি সজ্ঞ, প্রমাদে মুদিত অঙ্গ,
প্রফুল্ল সকলে নিরন্তর॥

প্রহ্লাদে পাইলে রাজ্য, সকলে সন্তোষকায্য,
সেইরূপ হর্ষিত সকলে।
ত্রিলোক তারিণী হেরি, হৃষ্টরোমা নরনারী,
সুর সুরী অসুরী কৌশলে॥
ভগীরথ নরবর, হইলেন অগ্রসর,
দিব্যরথে করি আরোহণ।
পিতৃগণ সমুদ্দেশে, ভাগীরথী পৃষ্ঠদেশে,
চলিলেন করি অন্বেষণ॥
মহা বেগবতী গঙ্গা, ত্রিভুবন ভয় ভঙ্গা,
নৃত্যকরি যান সুরধুনী।
স্বীয় বেগে পরিপূর্ণা, ভ্রমিজলে বহু ঘূর্ণা,
ফেণ যুক্তা যেন মুক্তা মণি॥
মহাবর্ত্ত সহ জলে, অতুল প্রবাহ চলে,
গঙ্গা বেগবতী অতিশয়।
অগ্রভাগে নরপতি, পৃষ্ঠদেশে দ্রুতগতি,
অভিপ্রায় বিলম্ব না সয়॥
দেবঋষি দেবগণ, দৈত্য রক্ষঃ যত জন,
গন্ধর্ব্ব দানব যক্ষ যত।
কিন্নর অপ্সরঃ কুল, ভুজঙ্গ পাইয়া কুল,
ভগীরথ রথ অনুগত॥
গঙ্গার পশ্চাতে ধায়, জলজন্তু সমুদায়,
ধরাবাসী নদনদী গণ।
সবে মিলে গঙ্গাজলে, পবিত্র হইয়া চলে,
পবিত্র করিতে পিতৃজন॥
যথা যান ভগীরথ, রথের পশ্চাতে পথ,
গামিনী সে ত্রিপথ গামিনী।
সর্ব্বলোক নমস্কৃতা, শিবশিরো রত্নলতা,
কল্পতরু কলুষনাশিনী॥

সগর বংশের কৃত, খ্যাত যথা সমুচিত,
উপস্থিত তথা ভগীরথ।
প্রবেশে ধরণী তলে, করিলেন ধৌতজলে,
পিতৃগণ উদ্ধারের পথ॥
রসাতলে রাজরত্ন, গঙ্গা নিয়া মহা যত্ন,
করিলেন উদ্ধার কারণ।
ভস্মীভূত ছিলা যত, পিতৃগণ পাপাশ্রিত,
সকলের করিলা তর্পণ॥
গঙ্গাজলে পরিপ্লুত, সুপবিত্র হয়ে দ্রুত,
সগর সন্ততি যত পুরে।
দিব্য দেহ ধরি সবে, মহানন্দ অনুভবে,
সুরপুরে চলিলা সত্বরে॥
পূর্ব্ব পিতৃগণোদ্ধার, অদ্ভুত কর্ম্ম রাজার,
নিরীক্ষণ করি প্রজাপতি।
ভগীরথ নৃপবরে, কহিলা হর্ষ অন্তরে,
অমরেরা করিলেন স্তুতি॥
পিতৃগণে তরাইলে, ত্রিভুবনে যশঃ নিলে,
নরশ্রেষ্ঠ তুমি পুণ্যভব।
সগর সন্তানগণ, নিস্তার মূল কারণ,
অদ্ভুত অশ্রুত কীর্ত্তি তব॥
সগর আখ্যান যুক্ত, ভুবনে করিতে মুক্ত,
সমাখ্যান হইল সাগর।
যাবৎ সাগর রব, সগরবংশীয় সবে,
স্বর্গে রবে কাল বহুতর॥
এই গঙ্গা ভাগীরথী, শিবসঙ্গা শুদ্ধা অতি,
তব কন্যা হইবে রাজন।
ভগীরথানীতা বলে, ভাগীরথী মহীতলে,
তিন লোক করিবে ঘোষণ॥
ধরাগতা ভবভঙ্গা, এই হেতু নাম গঙ্গা,
তিনলোক পবিত্র কারণ।
ত্রিপথগামিনী নাম, পবিত্র করিয়া ধাম,
ত্রিলোকের হইবে দর্শন॥
ত্রিমার্গ গমন করি, ত্রিপথগা নাম ধরি,
ত্রিলোক প্লাবন বিধায়িনী।
পূর্ব্ব মুনিগণ উক্ত, ত্রিভুবনে খ্যাতি ব্যক্ত,
খ্যাতা গঙ্গা ত্রিপথগামিনী॥
তৃতীয় হইবে খ্যাতি, নাম গঙ্গা ভাগীরথী,
তব সম প্রীতে বিচক্ষণ।
যাবৎ ধরণীতলে, পবিত্র কারিণী জলে,
পরিপূর্ণা রহিবেন জন॥
তাবৎ তোমার কীর্ত্তি, ঘোষিবে যাবৎ পৃথ্বী,
নিবাসি সমস্ত নরগণে।
প্রতিজ্ঞা করিয়া পূর্ণ, নরেশ্বর তুমি তূর্ণ,
জলক্রিয়া কর পিতৃজনে॥
তব পূর্ব্ব পূর্ব্ব যত, পিতৃগণ সুবিখ্যাত,
যশস্বী অত্যন্ত ধর্ম্মশীল।
শুন সুত ভগীরথ, এতাদৃশ মনোরথ,
প্রাপ্ত নহে সুব্যক্ত অখিল॥
তব পিতা নরবর, দিলীপ ধর্ম্মপ্রবর,
পিতামহ রাজা অংশুমান।
করিয়া গঙ্গা প্রার্থনা, হইয়া নষ্ট কামনা,
স্বর্গপথে করিলা প্রস্থান॥
রাজর্ষিগণ প্রবর, মহর্ষি তেজে সুন্দর,
অতুল্য তপস্বি নাম খ্যাত।
ক্ষত্রধর্ম্মে সদাস্থিত, রাজা মহা ভাগবত,
দিলীপ নৃপতি তব তাত॥

তিনি গঙ্গা কামনায়, ভঙ্গ যেই প্রতিজ্ঞায়,
সেই গঙ্গা আনিয়াছ তুমি।
দেবতা সম্মত যশঃ, যাহাতে ব্রহ্মাণ্ড বশ,
তব জলে পরিপূর্ণা ভূমি॥
এই গঙ্গাবতরণ, শুনিবেন যেই জন,
তব কৃত অমিত পুণ্যদ।
পাইবেন পুণ্যস্থান, এই পুণ্যে পুণ্যবান,
তরিবেন দুস্তরে দুর্ম্মদ॥
আপনার দেহচ্যুত, গঙ্গাজলে পরিপ্লুত,
সুরোত্তম উচিত এ কর্ম্ম।
অশেষ কলুষ হারী, সমস্ত পবিত্র কারী,
পুণ্যফল প্রদান সুধর্ম্ম॥
পূর্ব্ব পিতামহ গণে, সন্তোষিলে জলদানে,
সুখী ভব তব সুকল্যাণ।
শুন নরপতি শ্রেষ্ঠ, দূরে যাবে তব কষ্ট,
আমি করি স্বস্থানে প্রস্থান॥
ভগীরথে করি স্নেহ পরে লোকপিতামহ,
সর্ব্বদেব নিকর সহিত।
আধি ব্যাধি পরিত্যক্ত, সদা পুণ্য জলাসক্ত,
ব্রহ্মলোকে গিয়া উপনীত॥
নৃপব্রহ্ম বাক্য ধ্যান, পিতৃগণে জলদান,
সমাপিয়া অযোধ্যাগমন।
অত্যন্ত সমৃদ্ধি যুক্ত, অরিন্দম অরিমুক্ত,
সুখে রাজ্য করেন শাসন॥
পাইয়া পরমানন্দ, প্রমোদিত প্রজাবৃন্দ,
ভগীরথ রাজার আশ্রয়।
পরম পুণ্যদাখ্যান, কহিলাম মতিমান,
গঙ্গাবতরণ সমুদয়॥

আদিকাণ্ডে রামায়ণে, গঙ্গাবতরণাখ্যাং
পঞ্চচত্বারিংশ মিত সর্গ।
শ্রবণে সুস্থির তনু, প্রকাশিবে জ্ঞানভানু
সমাদরে শুন সাধুবর্গ॥
৪৫ সর্গঃ।

পয়ার।

বিশ্বামিত্র বচন শ্রবণ করি রাম।
দশরথ তনয় বিস্ময় গুণধাম॥
পুনর্ব্বার প্রশংসা করিলা রঘুবর।
উপাখ্যান অদ্ভুত মনোজ্ঞ শ্রাব্যতর॥
কহিলে আপনি মুনি গঙ্গাবতরণ।
পুণ্যপ্রদ অভিরুচি সাগর পূরণ॥
সার্থক হইল এই পুণ্যদা রজনী।
পাপক্ষয়করী কথা চিন্তি রঘুমণি॥
সৌমিত্রি সহিত এই রজনী সুন্দরা।
বিশ্বামিত্র কথন সুচিন্তা সুধাধরা॥
রজনী প্রভাতে পুনঃ শ্রীরঘুনন্দন।
বিশ্বামিত্র মুনিবরে কহিলা বচন॥
কৃতাহ্নিক কৃতকৃত্য দশরথ সুত।
কহিছেন মুনিবরে রঘুবর দ্রুত॥
শুভা নিশা শেষ তব দুর্ল্লভ বচনে।
করিলাম পরম সুশ্রাব্য পুণ্যাখ্যানে॥
অতঃপরে পুণ্যনদী পার প্রয়োজন।
উত্তরিব ত্রিপথ গামিনী তপোধন॥
অতিদৃঢ়তরা তরী উত্তরণ হেতু।
উপস্থিতা সম্মুখেতে সুখসিন্ধু সেতু॥

জ্ঞান হয় মহাশয় দেখিয়া আপনে।
পারের নিমিত্ত তরী আনিছে যতনে॥
এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মুনিবর।
তরী আরোহণ করি চলিলা সত্বর॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণে মুনি করাইলা পার।
উত্তীর্ণ উত্তর তীরে শঙ্কা নাহি আর॥
মুনীন্দ্র নৃপেন্দ্র রাম সহিত লক্ষ্মণ।
দেখিলেন সেই তীরে বহু তপোধন॥
ব্রতব্রত তাপস তীরস্থ সর্ব্ব জনে।
যথা বিধি পূজিলেন তথা তিন জনে॥
বিশাল নরেন্দ্র পুরী অতি রম্যতরা।
সুরপুরী সদৃশ উজ্জ্বল শোভা ধরা॥
পুরী দেখি পরম কৌশলে প্রীত মনঃ।
রঘুবর জিজ্ঞাসেন কহ তপোধন॥
কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক কহিলা রঘুবর।
বিশাল নৃপতি পুর পাইয়া সুন্দর॥
কহ মুনিরাজ এই পরম নগরে।
বিশাল নৃপতি বংশ কথন বিস্তরে॥
শুনিবারে বাঞ্ছা করি শুন ভগবান॥
পরম কৌতুক যুক্ত কহ সমাখ্যান।
শ্রীরামের বচন শ্রবণ করি মুনি।
জিতেন্দ্রিয় কথনে উদ্যত মহাগুণী॥
বিশ্বামিত্র মহাতপাঃ কহিলা বচন।
পূর্ব্বে ইন্দ্র অগ্রে এই কথা পুরাতন॥
দেবগণ মধ্যে কথা হয় উপস্থিত।
শ্রোতা তায় সুরগণ সমস্ত মিলিত॥
পূর্ব্বে সত্যযুগে ছিলা দিতি পুত্র গণ।
মহাবল পরাক্রম তারা সর্ব্ব জন॥
পঞ্চান্তরে অদিতির অপত্য সকল।
মহাবীর্য্য দর্পিত দেবারি মহাবল॥
পরস্পর স্পর্দ্ধামুক্ত মুনি পুত্রগণ।
ভ্রাতৃ ভেদকরী বুদ্ধি প্রাপ্ত সর্ব্ব জন॥
মাতৃষ্বসা সাপত্ন সকলে পরস্পর।
পুনঃপুনঃ জিগীষায় যুক্ত নিরন্তর॥
সকলের এককালে বুদ্ধি উপস্থিতা।
অজর অমর হব কিসে কাল জিতা॥
চিন্তিতে চিন্তিতে বুদ্ধি হইল সত্বর।
মথন করিব সবে ক্ষীরোদ সাগর॥
ওষধি বিবিধ জাতি করি আহরণ।
প্রক্ষেপ করিব সবে অশেষ রতন॥
তার মধ্যে সার বস্তু যে সব উত্তীর্ণ।
সেই সব লইব হইব ধন্য পূর্ণ॥
তাহে হব অজর অমর সর্ব্ব লোকে।
না থাকিবে জরা ব্যাধি না পড়িব শোকে॥
শৌর্য্য বীর্য্য সৌন্দর্য্য অধিক হবে বল।
তেজোরূপে করিব এ সমস্ত উজ্জ্বল॥
এই কথা সকলে করিয়া সুনিশ্চয়।
করিলা মথনারম্ভ বরুণ আলয়॥
করিয়া মন্দর দণ্ড মন্দর পর্ব্বতে।
রজ্জুরূপে বাসুকিরে বান্ধিল তাহাতে॥
মথিতে মথিতে সিন্ধুবারি বারম্বার।
রসাভাসে উঠিলা সুন্দরী চমৎকার॥
উঠিল অবলাগণ অপূর্ব্বা সুন্দরী।
রম্ভা আদি অপ্সরা ইন্দিরা সহচরী॥
অপে জন্ম হেতু নাম অপ্সরী রাখিল।
গণনায় ষষ্টি কোটি সংখ্যাতে হইল॥

দিব্য রূপা দিব্যদেহা অপূর্ব্ব বসন।
অপূর্ব্ব সর্ব্বাঙ্গ সবে করিয়া ধারণ॥
যৌবন মাধুর্য্য রূপ গুণ বহুতর।
সকলের বচন মধুর মিষ্টতর॥
মহাতেজস্বিনী তারা তপনের তুল।
যৌবনের গর্ব্বে ভারি মদনের শূল॥
অসংখ্যেয় তাহাদের সহচরী গণ।
উৎপন্না হইল তথা সুস্থির যৌবন॥
পরিচর্য্যা কর্ম্মে তারা সর্ব্বদা নিপুণা।
সেবা কর্ম্মে সতর্ক সর্ব্বদা সর্ব্বজনা॥
দেবতা দানব তাহে মত্ত সাধারণ।
উভয়ের নিশ্চিত না হয় কোন জন॥
শুদ্ধরূপে প্রতিগ্রহ কেহ নাহি করে।
এই হেতু সাধারণে কেহ নাহি বরে॥
পরে বরুণের কন্যা উৎপন্না বারুণী।
রস হতে সমুদ্ভবা কামদা কামিনী॥
পুরুষের পরিগ্রহে সর্ব্বদা মানস।
প্রার্থনা করেন সদা প্রণয় সুরস॥
পরিগ্রহ না করিল দিতি পুত্রগণ।
বারুণী বরুণ কন্যা শ্রীরঘুনন্দন॥
অদিতির পুত্রগণ অমরের দল।
বারুণীরে দেখি প্রীত তাঁহারা সকল॥
গ্রহণ করিয়া সুরা খ্যাত সুর নাম।
অসুরের আখ্যান সার্থক শুন রাম॥
সুরা অগ্রহণে হয় অসুর আখ্যান।
বারুণীর বিবরণ এই সমাধান॥
পরে ক্ষীর সাগরে উঠিল উচ্চৈঃশ্রবাঃ।
মণিরত্ন কৌস্তুভ উৎপত্তি অতি শোভা॥
অনন্তরে সাগরে উঠিল সুধাভাণ্ড।
ধন্বন্তরি উৎপন্ন হইলা শুন কাণ্ড॥
বৈদ্যরাজ পূর্ণ কমণ্ডলু করি করে।
অমৃতের আধার ধারণ বাহুবরে॥
লোকের বিষাদ কর বিষের উত্থান।
নাগগণে গ্রহণ করিল ভগবান॥
অনন্তরে অসুরে অমরে দ্বন্দ্ব হয়।
অমৃত কারণে রাম শুন দয়াময়॥
দেবাসুর দুই দল অত্যন্ত প্রবল।
সর্ব্বলোক ক্ষয়কর উঠিল কন্দল॥
মহাযুদ্ধে দুই দল বলী পরস্পর।
হইলা প্রবল পরে সমরে অমর॥
বিনাশ করিয়া বহু দিতিপুত্র গণে।
বসিলেন রাজ্য প্রাপ্তে ইন্দ্র সিংহাসনে॥
হইল পরমানন্দ পূজ্য সর্ব্ব দেবে।
অপ্সরী কিন্নরী বহু নারীগণ সেবে॥
বিজ্বর নিহত শত্রু পরমাহ্লাদিত।
রাজ্যভোগ করিলেন বিবুধ সহিত॥
ইন্দ্র রাজ্যে আনন্দিত প্রজা সর্ব্বজন।
ঋষিবর্গ স্বর্গবাসি গন্ধর্ব্ব চারণ॥
রামায়ণে আদিকাণ্ডে সুধা উৎপাদন।
ষট্ চত্বারিংশ সর্গ অত্র সমাপন॥

৪৬ সর্গঃ॥

ত্রিপদী॥

মহাবল পুত্র যত, অনেকে হইলে হত,
মনোগত দুঃখে পরে দিতি।
মরীচি মুনীন্দ্রসুত, কশ্যপ স্বামী অদ্ভুত,
তাঁহাকে কহিলা পরে সতী॥
শুন স্বামী আমি দীনা, হইয়াছি পুত্রহীনা,
তব পুত্র ইন্দ্রাদি হইতে।
যাহে শত্রু হয় নাশ, সেই পুত্র করি আশ,
পুত্রশোকে না পারি রহিতে॥
করি দীর্ঘতপোর্জ্জন, কি তপে হবে নন্দন,
বল তাই করি গিয়া মুনি।
তুমি গর্ভাধান যোগ্য, যদ্যপি আমার ভাগ্য,
প্রসন্নে উদয় মহা গুণী॥
করিব গর্ভধারণ, তাহাতে তুমি নন্দন,
শত্রুহারী করিবে উৎপন্ন।
শুনিয়া দিতির বাক্য, চিন্তাতে করিয়া ঐক্য,
কহিলেন কশ্যপ প্রসন্ন॥
শোকেতে দুঃখিতা অতি, হইয়াছ দিতি সতী,
ইচ্ছাপুত্র পাইবে সুন্দরী।
শুচিভাবে তপস্যায়, কষ্ট সহ কর তায়,
উঠিবে তোমার সুখ তরী॥
ইন্দ্রহন্তা পাবে সুত, অভিপ্রায় মত দ্রুত,
সম্পূর্ণ সহস্র বর্ষ পরে।
শুচিভাবে শুদ্ধ ব্রতে, থাক যদি বিধিমতে,
শত্রুহন্তা পাবে বংশধরে॥
এই উক্তি করি উক্ত, মুনিবর যুক্তি যুক্ত,
কৃপাবান তপস্বী মহান।
নিজ করে ধরি কর, মুনীন্দ্র মার্জ্জন পর,
মহাবল বলিষ্ঠ প্রধান॥
ভাল হবে তব সতী, এই কথা মহামতি,
দিতি প্রতি কহিয়া কৌশলে।
তপস্যায় মুনিবর, প্রস্থান করিলা পর,
আপনার আশ্রম সুস্থলে॥
বর দিয়া মনোগত, তপস্যায় মুনি রত,
আহ্লাদিতা হইলেন দিতি।
উদক স্রবণ দেশে, রহিলেন যোগাবেশে,
পতি বাক্য স্মৃতি করি সতী॥
অদ্ভুত অশ্রুত তপঃ, মনে মহামন্ত্র জপ,
শুচিভাবে রহিলা সুন্দরী।
সম্মতি পূর্ব্বক তথা, আপন সেবক কথা,
পুরন্দর পরিচর্য্যাকারী॥
স্বয়ং শত্রু নত শিরঃ, সাবধানে সুরবীর,
সমিৎ কুশ ফল মূল জল।
পুষ্প অগ্নি আদি যত, উপযুক্ত অনুগত,
সংগ্রহ করেন মহাবল॥
হয়ে অতি যত্নবান, পরিচর্য্যা সমাধান,
সর্ব্বদা করেন বৃত্রহন।
তপস্যার পরিশ্রম, করিবারে উপশম,
করিলেন চরণ সেবন॥
সর্ব্ব কর্ম্মে সাবধান, দিতি প্রতি ভক্তিমান,
পরিচর্য্যা কার্য্যে পুরন্দর।
দশোন সহস্র বর্ষ, গতে দিতি হয়েহর্ষ,
কহিলেন শুন পুত্রবর॥

কহিতেছি পুরন্দর, সহস্রাক্ষ গুণধর,
তব প্রতি প্রীতিযুক্ত আমি।
তব শেষ দশবর্ষ, হইবে পরম হর্ষ,
নিজ ভ্রাতা পাবে সুরস্বামী॥
সন্তান হইলে তারে, তব অনুগতাকারে,
সদ্ভাবে রাখিব সর্ব্বকাল।
অবিচ্ছেদে ভ্রাতৃসঙ্গে, রহিবে পরম রঙ্গে,
তুমি হবে রাজ্যে রাজ্যপাল॥
এই কথা বলি দিতি, বিশ্বাসিয়া ইন্দ্রপ্রতি,
থাকিলেন শক্র সন্নিধানে।
না ভাবি ভাবি বিপদ, ইন্দ্রশিরে দিয়া পদ,
আলস্যে রহিলা বিদ্যমানে॥
দেখিয়া অশুচি পরে, গলিত চিকুরধরে,
পদতল স্থলে করে শিরঃ।
চরণ মস্তক স্থানে, শয়নে রহে অজ্ঞানে,
নিরখিয়া হর্ষে মহাবীর॥
হাস্য করি দেবরাজ, পরিহরি সর্ব্ব লাজ,
শরীরে প্রবেশি মহাবল।
গর্ভ করি সপ্ত ভেদ, নিবারিতে নিজ খেদ,
শত পর্ব্ব বজ্রে আখণ্ডল॥
পুনর্ব্বার সেই সাতে, সপ্তচ্ছেদ করে তাতে,
যাহে ঊনপঞ্চাশ পবন।
হয়ে সপ্ত সপ্ত খণ্ড, বলিষ্ঠ প্রকাণ্ড কাণ্ড,
প্রকাশিত অদিতি নন্দন॥
সর্ব্বে অতি আর্ত্তস্বরে, একত্র রোদন করে,
ভিন্ন ভিন্ন চিহ্ন দৈববলে।
বজ্রে হৈল কুক্ষিভেদ, পুত্রগণ পেয়ে খেদ,
করিতেছে রোদন সকলে॥

নিবেদন রঘুবরে, নিদ্রাহত দিতি পরে
মারোদীঃ মারোদীঃ এই রবে।
শক্র করে নিবারণ, এই হেতু পুত্র গণ
মারুত নামক হৈল সবে॥
বজ্রে করে কত হত, রোদন করিছে যত
না মার না মার পুত্র বলে।
সম্ভ্রমে জাগিয়া দিতি, পলায়িত সুরপতি
মাতৃ বাক্যে কর্ম্ম অকৌশলে॥
পশ্চাতে আসি নিকটে, কহিলেন করপুটে
দেবরাজ প্রকৃত বচন।
অশুচি আছিলা দেবী, পদে শিরঃস্থান সেবি
শুন কহি যথার্থ কথন॥
মম হন্তা তব সুত, এই জ্ঞান করি দ্রুত
বজ্রে গর্ভ করেছি তাড়ন।
ইহাতে না হবে ক্ষুণ্ণ, ক্ষান্তা হও পরিপূর্ণ
মম আশা হইল এখন॥
তুমি মাতা সুতপ্রতি, সদা স্নেহ কর অতি
সুরপতি এই উক্তি করি।
রামায়ণে আদিকাণ্ডে, মহাকাব্য রসভাণ্ডে
দিতি গর্ভভেদ সুমাধুরী॥
সপ্ত চত্বারিংশ সর্গ, শুন সব সাধু বর্গ,
কথা হয় ত্রিদিব সাধন।
পুণ্যরাশি প্রভাকর, ভোগ মোক্ষ ফলধর
মুনিকৃত পরম পাবন॥
৪৭ সর্গঃ।

পয়ার।

ঊনপঞ্চাশত্ অংশে গর্ভ দেখি ভেদ।
শচীপতি প্রতি দিতি সঞ্চারিলা খেদ॥
সহস্রাক্ষে উপলক্ষ করিয়া দুঃখিতা।
কহিলা দানব মাতা পরম পণ্ডিতা॥
মম অপরাধে গর্ভ হইল বিভেদ।
নাহি অপরাধ তব না করিও খেদ॥
তুমি আত্মহিতৈষী এজন্য সুরোত্তম।
নিবেদন শুন মম না কর সম্ভ্রম॥
আমার বচন পুত্র করিবে পালন।
করিবে আমার প্রিয় সহস্র লোচন॥
সপ্ত সপ্ত তব কৃত মরুত নামক।
জগতে বিশ্রুত হবে পরম পাবক॥
সকলে হইবে তব শক্র আজ্ঞাধীন।
কিঙ্কর হইয়া রবে না হবে স্বাধীন॥
মম পুত্র গণ সহ সহস্র লোচন।
বিনাশিবে শক্রপক্ষ তব যত জন॥
ব্রহ্মলোকে এক পুত্র করিবে নিবাস।
অপর তোমার কুলে রহিবে প্রকাশ॥
রবে দিক বিদিক ব্যাপক হয়ে সবে।
দিব্য মূর্ত্তিধর সর্ব্ব মরুদ্গণ হবে॥
অমৃত ভোজন করি হইবে অমর।
আজ্ঞাবর্ত্তী রবে তব হইয়া কিঙ্কর॥
এই বাক্য আমার পালিবে প্রিয় সুত।
মাতৃ বাক্যে দেবরাজ কহিলেন দ্রুত॥
দেবি তব পুত্রগণ আমার সহিত।
অমৃত আহারী হবে জানিবে নিশ্চিত॥
ব্যক্তরূপে ত্রিভুবনে করিবে ভ্রমণ।
নির্ভয় শরীর জরা রোগ বিবর্জ্জন॥
ভদ্র হবে তব ভদ্রে কর শান্ত দেহ।
মমপ্রতি চিরকাল যদি রহে স্নেহ॥
করিব তোমার বাক্য প্রসূতি পালন।
যে সকল কথা তুমি কহিবে এখন॥
ইহাতে কদাচ নাহি সংশয় বিধান।
এইরূপ পরস্পর করি সমাধান॥
কৃতার্থ হইয়া শতক্রতু স্বর্গগামী।
সেইস্থানে এই রূপ শুনিয়াছি আমি॥
সেই এই দেশ রাম জানিবে নিশ্চয়।
মহেন্দ্রের বাস ভূমি শুন পরিচয়॥
যে স্থানে দনুজ প্রসূ তপোরতা দিতি।
পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন সুরপতি॥
ইক্ষ্বাকু নামক রাজা মহারাজ ঋষি।
ধার্ম্মিক তাঁহার পুত্র পরম তপস্বী॥
অলম্বুষা পুণ্য গর্ভে হইলা উৎপন্ন।
বিশাল নৃপতি অতি কীর্ত্তি পরিচ্ছন্ন॥
নির্ম্মাণ করিলা রাজা বৈশাল নগর।
নিজনাম সম্বলিত পরম সুন্দর॥
হেমচন্দ্র নামে হন বিশাল সন্তান।
সুচন্দ্র তাঁহার সুত পরম বিদ্বান॥
হইলা ধূম্রাস্য নামে সুচন্দ্র তনয়।
ধূম্রাস্যের পুত্র পরে জন্মিলা সৃঞ্জয়॥
স্বর্ণষ্ঠীবী সৃঞ্জয়ের সুত ভূবিখ্যাত।
কুশাশ্ব আখ্যান ধারী স্বর্ণষ্ঠীবিসুত॥
কুশাশ্বের পুত্র সোমদত্ত নৃপবর।
সোমদত্ত সুত নাম শুন রঘুবর॥

কাকুৎস্থ নৃপতি অতি খ্যাত বিচক্ষণ।
নামেতে জনমেজয় কাকুৎস্থ নন্দন॥
তাঁরপুত্র পরম বলিষ্ঠ এই পুর।
সমুদায় পালন সমর্থ মহাশূর॥
অত্যন্ত ধর্ম্মাত্মা ছিলা আখ্যানে প্রমতি।
ইক্ষাকু রাজার বংশ এই স্থানে স্থিতি॥
সকলের নাম নৃপ বৈশাল বিখ্যাত।
বিশাল নৃপতি বংশে যে যে নৃপ জাত॥
দীর্ঘায়ু মহাত্মা তাঁরা বীর্য্য বলবন্ত।
অবনীতে অমর সদৃশ অতি শান্ত॥
এইস্থানে অদ্য রাম বঞ্চিব রজনী।
সুখময় পুরে সুখে রব রঘুমণি॥
কল্য রাম প্রভাতে জনক নৃপবরে।
দর্শন করিব সবে যাইয়া সত্বরে॥
বিশাল নগরাধিপ বিখ্যাত প্রমতি।
বিশ্বামিত্র আগমন শ্রবণে সুমতি॥
নিকটে আসিয়া নৃপ করিয়া বিনয়।
পূজিলেন বিশ্বামিত্রে নির্ম্মল হৃদয়॥
পাদ্য অর্ঘ্য আসন প্রদানে প্রিয়তর।
উপাধ্যায় সমূহ সহিতে নৃপবর॥
জিজ্ঞাসিলা কৃতাঞ্জলি নৃপতি কৌশল।
কহিলেন এই বাক্য নরেন্দ্র মঙ্গল॥
হইলাম সুপবিত্র তব অনুগ্রহে।
যেহেতু আপনি মুনি অবতীর্ণ স্নেহে॥
তোমার দর্শন প্রাপ্তে আমি ধন্যতর।
কে আছে আমার তবাপেক্ষা মান্যবর॥
অদ্য পূর্ণ মনোরথ জন্ম ফলবান।
কুশলী মুনীন্দ্র দৃষ্টে দর্শন বিধান॥
রামায়ণে আদিকাণ্ডে অষ্ট চত্বারিংশ
অধ্যায় প্রমিত কথা শ্রীবিশাল বংশ॥

৪৮ সর্গঃ।

ত্রিপদী।

এইরূপ পরস্পর, প্রশ্নোত্তরে মনোহর
সুমঙ্গল সংবাদ কথনে।
অনন্তরে কথান্তরে, নৃপবর মুনিবরে
জিজ্ঞাসেন মধুর বচনে॥
এই দুই সুকুমার, সুন্দর ভুবন সার
কার পুত্র কহ মুনিবর।
কোথা হতে আগমন, কহ কিবা প্রয়োজন
তব সহ দেব কলেবর॥
কেশরি সদৃশ গতি, শার্দ্দূল যুগলাকৃতি,
সুকোমল বিশাল নয়ন।
বরাম্বর ধর দ্বয়, অশ্বিনী কুমার নয়,
পরম সুন্দর বিচক্ষণ॥
উপস্থিত সুযৌবন, যদৃচ্ছায় আগমন,
সুরলোক হইতে সংপ্রতি।
পরম কৌশল ছলে, অবতীর্ণ ক্ষিতিতলে,
পবিত্র করিতে বসুমতী॥
কি নিমিত্ত পদব্রজে, কুমার যুগল ব্রজে,
ভূষিত করিয়া এই দেশ।
যথা চন্দ্রসূর্য্যাকাশে, অশেষ আশা প্রকাশে,
অনুরূপ সুপ্রকাশ বেশ॥

উভয়ে উভয় সম, প্রাণতুল্য প্রিয়তম,
স্থিতি গতি চেষ্টিত সমান।
হয়ে বরায়ুধ ধর, অদ্বিতীয় বীর বর,
শ্রবণে বাসনা তব স্থান॥
প্রমতি নৃপতি উক্ত, বাক্য অতি উপযুক্ত,
শ্রবণ করিয়া মুনিবর।
বিশেষ বৃত্তান্ত যত, করিবারে অবগত,
কহিছেন বচন সুন্দর॥
সিদ্ধাশ্রম নিবসতি, রাক্ষস দুষ্ট সংহতি,
বিনাশ বিশেষ প্রয়োজন।
মুনিবাক্য করি শ্রুত, নৃপ প্রায় অভিমত,
বিস্মিত প্রমতি বিচক্ষণ॥
রক্ষা করি নিজধর্ম্ম, করিলা আতিথ্য কর্ম্ম,
পূজিলেন রীতি পুরস্কারে।
দশরথ সুতদ্বয়ে, শ্রীরাম লক্ষ্মণোভয়ে,
মহা প্রীত দৃষ্ট ব্যবহারে॥
উৎকৃষ্ট প্রাপ্ত সৎকার, রঘুকুল সুকুমার,
তথা নিশা করিয়া প্রবাস।
মিথিলা জনক পুরে, নিরীক্ষণ করি দূরে,
গমনে উদ্যত সেই বাস॥
পুরী অতি সুনির্ম্মলা, শুভদা যথা বিমলা,
সকলে অদূরে দেখি হর্ষ।
মুনিগণ হৃষ্টমনঃ, প্রশংসিলা অনুক্ষণ,
সাধুবাদ সুর পুর স্পর্শ॥
মিথিলার উপবনে, শুভাশ্রম নিরীক্ষণে,
বিশ্বামিত্রে জিজ্ঞাসেন রাম।
কহ মুনি মৃগাদন, এই যে নির্জ্জন বন,
শ্রীমান অত্যন্ত সুখধাম॥
সদা অবিরলচ্ছায়া, প্রবেশে শীতল কায়া,
কিন্তু মুনিগণ বিবর্জ্জিত।
বিস্তারিত বিবরণ, শ্রবণেচ্ছু তপোধন,
বলিবার আশ্রম নিশ্চিত॥
শ্রীরাম বচনে মুনি, বিশ্বামিত্র মহাগুণী,
সর্ব্বজ্ঞাতা অতি বিচক্ষণ।
করিয়া সুঈষদ্ধাস্য, কহিছেন সুপ্রকাশ্য,
অপূর্ব্ব পূর্ব্বের বিবরণ॥
বিনয়ী ধর্ম্মজ্ঞ বীর, সত্যবাদী অতিস্থির,
সুকোমল কমল নয়ন।
শ্রীরাম করিয়া লক্ষ্য, জ্ঞাতা মুনি আত্মপক্ষ,
বিস্তারেন মধুর বচন॥
হয়ে অতি খেদান্বিত, শুন রাম সাবহিত,
কহিব আশ্রম বিবরণ।
যেহেতু অরণ্যবর, হয় শূন্য নিরন্তর,
শাপ দিলা পূর্ব্বে তপোধন॥
মহাত্মা গোতম শাপে, এরূপ ইন্দ্রের পাপে,
ছিল পূর্ব্বে গোতম আশ্রম।
নিত্য পুষ্প ফলযুক্ত, অতিথির উপযুক্ত,
বহু তরুবর মনোরম॥
অহল্যা সুন্দরী সনে, মুনিবর এই বনে,
তপস্যা করেন নিরন্তর।
বহুকাল বহুতর, তপোযুক্ত মুনিবর,
গত হয় বহু সম্বৎসর॥
অনন্তর রঘুবর, অহল্যার কলেবর,
কমনীয় যথা কলানিধি।
পুরন্দর করি দৃষ্ট, আশ্রমে হয়ে প্রবিষ্ট,
অন্তর্যামী করিলা কুবিধি॥

কামবাণে সকাতর, হইয়া ত্রিদশেশ্বর,
ধরিয়া গোতম মুনিবেশ।
অহল্যা সতীর প্রতি, কহিলেন সুরপতি,
উপযুক্ত যথা কাল বেশ॥
ঋতুকাল সুপ্রতীক্ষা, চিরদিন সেঅপেক্ষা,
সহে না সুন্দরি সুমধ্যমে।
শীঘ্র আলিঙ্গন দান, দানে রক্ষা করে প্রাণ,
কামাসক্ত কি করে সম্ভ্রমে॥
জ্ঞাতা মুনিবেশ ধর, এই ইন্দ্র পুরন্দর,
তথাপি সুন্দরী দৈব বশে।
ত্যজিয়া সতীত্ব ক্রম, সুরেশ সহ সঙ্গম,
কুতূহলে করিলা বিশেষে॥
কৃতার্থ হইলা ইন্দ্র, যথার্থ রূপে সুরেন্দ্র,
অহল্যা কহিলা সুরপতি।
পূরাইলে অভিলাষ, আর অসম্ভব বাস,
অলক্ষিতে গচ্ছ শীঘ্রগতি॥
হাস্য করি দেবরাজ, না করিলা কালব্যাজ,
অহল্যারে কহিলা বচন।
হইলাম পরিতুষ্ট, সিদ্ধ মম মনোভীষ্ট,
ক্ষমা কর করিব গমন॥
এই বলি সুনাসীর, আশ্রম হইতে ধীর,
উদ্যোগে দুর্যোগ বিলক্ষণ।
বহির্গত সসম্ভ্রমে, দ্বারেতে দেখি গোতমে,
সশঙ্কিত অদিতি নন্দন॥
নিজাশ্রমে মুনি যান, তেজস্বী সুদীপ্তিমান,
দেবের নিধার্য্য নহে মুনি।
তপোবীর্য্য বলান্বিত, পুণ্যতীর্থোদকাশ্রিত,
পবিত্র যেমন সুরধুনী॥

আজ্যযুক্ত অগ্নিমত, আপন আশ্রমাগত,
সমিৎ কুশ করি আহরণ।
এইরূপ মুনিরাজে, দেখি ইন্দ্র সুররাজে,
লাজ ভয়ে বিষণ্ণ বদন॥
দেবেন্দ্রে দেখিয়া মুনি, দ্বিতীয় গোতম মুনি,
দুর্ব্বৃত্ত বৃত্তিতে যেন ব্রতী।
কহিলেন মুনিবর, হয়ে মম বেশধর,
করিলে কি কুকর্ম্ম কুমতি॥
অকর্ত্তব্য কর কায, হইয়া অমর রাজ,
এই কর্ম্ম দোষে ভুঞ্জ ফল।
করিলে যেমন কর্ম্ম, হানিলে আমার মর্ম্ম,
এই হেতু হইবে বিফল॥
রাগযুক্ত মুনিকথা, ইন্দ্রে ফল ফলে তথা,
বিফল হইলা সুররাজ।
দূরে পড়ে ইন্দ্র অণ্ড, চিররতি সুখপণ্ড,
শুন রঘুবংশজাধিরাজ॥
পাইয়া গোতম মন্যু, হতবেগ শতমন্যু,
বিফল করিলা মুনিবর।
লাভে কর্ম্ম প্রতিফল, যথা তপস্বী সকল,
মহা কষ্টে গত পুরন্দর॥
ইন্দ্রে দিয়া অভিশাপ, অহল্যার প্রতি তাপ,
যথা পাপ শাপ দিলা তায়।
অসংখ্যেয় সম্বৎসর, হয়ে ভস্ম কলেবর,
যথা কেহ দর্শন না পায়॥
নিরালম্বে কর তপঃ, নিজকর্ম্ম দোষে জপ,
এই বনে হইয়া অদৃষ্ট।
যে কালে কৌশল্যাচন্দ্র, আসিবেন রামচন্দ্র,
সেই কালে হবে শুভাদৃষ্ট॥

প্রবেশিলে বনে, পাপে মুক্ত সেই ক্ষণে,
হইবে সুন্দরি সুনিশ্চয়।
রামে আতিথ্য করে, নিষ্কলঙ্ক কলেবরে,
নির্লোভে পাইবে মমাশ্রয়॥
হাতে সংশয় নাই, কহিলেন মুনি তাই,
অনন্তরে অহল্যার পতি।
রহরি সেইদেশে, পুণ্য দেশে সুপ্রবেশে,
যথা সিদ্ধ চারণ সংহতি॥
হমবান গিরিবরে, বসিলেন মুনিপরে,
তপস্যায় অত্যন্ত দুষ্করে।
মায়ণে আদিকাণ্ডে, বিপক্ষ বিদ্বিষ্টকাণ্ডে,
অহল্যার শাপ সুবিস্তারে॥
ঊনপঞ্চাশত্ সর্গ, সমাপন যাহে স্বর্গ,
প্রাপ্ত হন সাধু বর্গ সর্ব্বে।
শ্রবণে বিমুক্ত পাপ, দূরে যায় পরিতাপ,
যমগর্ব্ব খর্ব্ব এই পর্ব্বে॥
৪৯ সর্গঃ।

পয়ার।

বিফল হইলা ইন্দ্র গোতমের শাপে।
দেবগণ সন্নিধানে প্রস্থিত সন্তাপে॥
অগ্নি আদি সুরগণ কহিলেন সব।
ম্লানমুখ মহেন্দ্র মহিমা হত রব॥
মহর্ষি সিদ্ধচারণ সমূহ নিকটে।
আত্ম পাপ আখণ্ডল বিস্তারি প্রকটে॥
তপোবিঘ্ন হেতু আমি এই দশা প্রাপ্ত।
গোতম করিলা মম সুরতি সমাপ্ত॥
ক্রোধের উৎপত্তি আমি করিয়া তাঁহার।
তাঁ হইতে পুরুষত্ব বিচ্ছেদ আমার॥
সুরকার্য্য ইচ্ছায় হইল এই দশা।
শাপ মোক্ষ করাইয়া পূর্ণ কর আশা॥
শতক্রতু বাক্য হেতু সুর ঋষি সবে।
পিতৃগণ নিবেদন করিলেন তবে॥
এই মেষ কোষ যুক্ত মহেন্দ্র নিরণ্ড।
গোতমের অভিশাপে অণ্ডদ্বয় পণ্ড॥
মেষ অণ্ড আখণ্ডলে করিয়া প্রদান।
সফল করিয়া ইন্দ্রে রাখ সুরমান॥
অফল হইয়া মেষ পুষ্ট হবে অতি।
তোমাদের উপকারে সফল সম্প্রতি॥
তদবধি গুণনিধি কাকুৎস্থ শ্রীরাম।
পিতৃগণ কব্য ভোজী স্পষ্ট কহিলাম॥
সকলে অফল মেষ করেন ভোজন।
সফল হইলে তারে আহারে বর্জ্জন॥
তৎকাল অবধি ইন্দ্র মেষ অণ্ডবলে।
গোতমের প্রভাবে অফল ফল ফলে॥
এই হেতু এই বনে করিয়া প্রবেশ।
অহল্যার পতি শাপ করিয়া নিঃশেষ॥
নিস্তার করহ তুমি তাপিনী ব্রাহ্মণী।
বিশ্বামিত্র বচন শুনিয়া রঘুমণি॥
সলক্ষ্মণ বিশ্বামিত্র মুনি অগ্রসর।
বিশ্বামিত্র আশ্রমে প্রবেশি অনন্তর॥
তপস্যায় তপনের তুল্য তনু প্রভা।
দেখিলেন দ্বিজভার্য্যা দ্বিজরাজ শোভা॥
নির্জ্জর দর্শনাতীতা রূপে অনুপমা।
বিধাতার সুকৌশলে নির্ম্মিতা প্রতিমা॥

মায়াময়ী দেবকন্যা প্রায় সুশোভনা।
ধূমে পরিব্যাপ্ত অঙ্গ গোতম ললনা॥
প্রবলাগ্নি শিখা সম বনে শোভা পায়।
তুষারে আবৃত তনু পূর্ণ চন্দ্র প্রায়॥
সূর্য্য প্রভা যে প্রকার জল মধ্যে হয়।
সেই রূপ সুন্দরীর অঙ্গ সমুদয়॥
গোতমের বাক্যে বিশালাক্ষী বিধুমুখী।
পতিশাপে অলক্ষ্যা ছিলেন মনোদুঃখী॥
ত্রিলোকে তাহাঁর তনু না হবে গোচর।
যেপর্য্যন্ত না দেখেন রাম রঘুবর॥
পরে রামচন্দ্র নিজ অনুজ লক্ষ্মণ।
অহল্যার পদদ্বয় করিলা গ্রহণ॥
স্বামি বাক্য স্মরণে সুন্দরী শীঘ্রতর।
পূজিলা পাদ্যার্ঘ্য দান করিয়া বিস্তর॥
প্রীতমনে সন্তুষ্ট হইয়া রঘুবর।
গ্রহণ করিলা পূজা সুতৃপ্ত অন্তর॥
শ্রীরাম যে কালে পূজা করেন গ্রহণ।
দেবপুরে হইল দুন্দুভি নিনাদন॥
পুষ্প বৃষ্টি গগণ হইতে বারম্বার।
গন্ধর্ব্ব অপ্সরোগণ মহান সঞ্চার॥
সাধু সাধু প্রশংসা করিয়া সুরগণ।
সর্ব্বামরে অহল্যারে করিলা পূজন॥
তপস্যাগ্নি দীপ্ততনু সুতনু ললনা।
গোতমের অনুগতা গোতম অঙ্গনা॥
শুদ্ধা তনু তপস্যায় রাম সমাগমে।
ভদ্রপ্রাপ্তা ভার্য্যা মুনি দেখিয়া আশ্রমে॥
দিব্যদৃষ্টে মুনিবর দৃষ্টি করি তায়।
পূজ্য করি পরে মুনি নিলা অহল্যায়॥
প্রাপ্ত হয়ে প্রাগসমা সুপবিত্রা তপে।
উজ্জ্বল সমস্ত অঙ্গ রাম নাম জপে॥
ভার্য্যার সহিত পরে মহাযশা মুনি।
তপস্যায় নিজাশ্রমে লিপ্ত রঘুমণি॥
লইয়া গোতম পূজা রামচন্দ্র পরে।
চলিলেন মিথিলায় সহ মুনিকরে॥
রামায়ণে আদিকাণ্ডে অহল্যা দর্শন।
বিন্দু বাণ মিত সর্গ অত্র সমাপন॥

৫০ সর্গঃ।

ত্রিপদী॥

অনন্তর রঘুবর, সলক্ষ্মণ ধনুর্দ্ধর,
পূর্ব্বোত্তর দেশেতে গমন।
বিশ্বামিত্র প্রাগমিত্র, অগ্রে করি দীনমিত্র,
যজ্ঞরাজ করেন দর্শন॥
পরে রাম গুণধাম, নব দূর্ব্বাদল শ্যাম,
কহিছেন মুনীন্দ্র নিকটে।
কি আশ্চর্য্য কি সৌন্দর্য্য, জনকের যজ্ঞকার্য্য,
সুমহান সমৃদ্ধ প্রকটে॥
শুভ্রবেশ নানাদেশ, নিবাসি নৃপতি শেষ,
বাহুল্য বিশেষ সমাগম।
সমাগত বিপ্র যত, দেশভাষা সমাশ্রিত,
সকলের সুন্দর আশ্রম॥
দেশ পরীক্ষক যত, তাহাঁদের মনোগত,
অনুগত এই স্থলে বাস।
এই কথা রঘুবরে, কহিলে মুনীন্দ্র পরে,
করিলেন সন্তোষ প্রকাশ॥

জলযুক্ত স্থলোপরি, সকলে আবাস করি,
রহিলেন রাম রম্যদেশে।
বিশ্বামিত্র সমাগম, সলক্ষ্মণ রঘুত্তম,
জনক শুনিলা সবিশেষে॥
শতানন্দ পুরোহিত, অগ্রে করি যথানীত,
অমেক ঋত্বিক্ সহকারে।
অপর অপর যত, নিরন্তর অনুগত,
ত্বরান্বিত অর্ঘ্যাদি সাধারে॥
বিশ্বামিত্রে দিয়া দান, সমন্ত্রে নৃপপ্রধান,
সমীপে সংস্থিত ভৃত্যপ্রায়।
পাইয়া জনক পূজা, বিশ্বামিত্র মুনিরাজা,
জিজ্ঞাসেন জনকে ত্বরায়॥
শারীরিক সুমঙ্গল, অধর ঋদ্ধি সকল,
অন্য অন্য মুনীন্দ্র প্রধানে।
রাজার সহিতে যত, অনুগত পুরোহিত,
সকলের সমুচিত মানে॥
অনন্তর কুতূহলী, হয়ে নৃপ কৃতাঞ্জলি,
বিশ্বামিত্রে করি সম্বোধন।
দত্তাসনে ভগবান, যজ্ঞার্থে কল্পিত স্থান,
বসিবার যোগ্য তপোধন॥
জনক নৃপতি মুখে, শ্রবণ করিয়া সুখে,
মুনিবর করিয়া স্বীকার।
আসনে উপবেশন, করিলেন তপোধন,
জ্ঞাত যথা যোগ্য ব্যবহার॥
অনন্তরে মন্ত্রিগণ, সহ নৃপ হৃষ্ট মনঃ,
উপবিষ্ট তপোধন প্রতি।
সন্নিকটে নরেশ্বর, যুক্তকরি করে কর,
মুনিবরে কহেন ভারতী॥
অদ্য মম তপোধন, অমৃত লাভে যেমন,
সেই রূপ সুপ্রসন্ন মনঃ।
অদ্য মম যজ্ঞ কার্য্য, ফলবান সুনির্ধার্য্য,
করিলেন সর্ব্বদেবগণ॥
তব আগমনে ফল, অদ্য প্রাপ্ত যজ্ঞফল,
হইলাম সংসারে সুধন্য।
তোমার অনুগৃহীত, যে আমি নিকটে স্থিত,
মহামুনি কহি এই জন্য॥
দ্বাদশাহে সমাপন, হবে যজ্ঞ মহাজন,
দ্বিজগণ কৃতনিরূপণ।
যজ্ঞভাগ জন্য যত, সুরগণ উপস্থিত,
হইবেন দেখ তপোধন॥
মম প্রীতি হেতু মুনি, নিবাস কর আপনি,
ব্রহ্মবাদী সবার সহিত।
কৃতার্থ কর অধীনে, সুখে এই কয় দিনে,
বাস কর হয়ে কৃপান্বিত॥
পাইয়া সম্মান দান, পশ্চাতে আপন স্থান,
প্রস্থান করিবে মুনিবর।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ প্রতি, দৃষ্টি করি নরপতি,
জিজ্ঞাসেন ঋষীন্দ্রে সত্বর॥
কহ কহ তপোধন, সুকুমার দুই জন,
পবিত্র পাবক সম শোভা!
কান্ত কাকপক্ষ ধর, বটে কোন কুলবর,
সুমধুর কান্তি মনোলোভা॥
কি জন্য এস্থানাগত, কিবা কর্ম্ম মনোমত,
গুরু উরু মহাভুজ ধর।
উভয়ে বিশালবক্ষঃ, সংহারিতে শত্রুপক্ষ,
খড়্গ তুণ দিব্য ধনুঃ শর॥

অশ্বিনীকুমার সম, রূপে অতিমনোরম,
কার সুত সুপ্রিয় দর্শন।
কিবা হেতু সুকুমার, প্রবাসী জিজ্ঞাসি তার,
বিবরণ বিস্তার কথন॥
দেবতুল্য কলেবর, কৌশল সুমনোহর,
কহ মুনি শুনি সুবিস্তার।
মহাত্মা জনক মুখে, এই কথা শুনি সুখে,
গাধিপুত্র করেন প্রচার॥
দশরথ নৃপসুত, কৃত সূর্য্যবংশ পূত,
মহাভুজ মহাত্মা যুগল।
নাশিয়া রাক্ষস বংশ, দেবে দিতে যজ্ঞ অংশ,
অবতীর্ণ দুই মহাবল॥
সিদ্ধাশ্রম পরিক্রম, তথাবাস রঘূত্তম,
করিয়া হইয়া গঙ্গাপার।
বিশাল নৃপদর্শন, পতিশাপ বিমোচন,
করিলেন অহল্যা উদ্ধার॥
শুনি ধনুর্ভঙ্গ পণ, অত্র স্থলে আগমন,
এই সর্ব্ব ভূত ভাবি কথা।
জনক রাজেন্দ্র বরে, নিবেদিয়া মুনিবরে,
বিরাম করেন পরে তথা॥
আদিকাণ্ড রামায়ণ, জনক নৃপ দর্শন,
সমাপন শশি শূর সর্গ।
সুধা সম সুমধুর, শ্রবণে কলুষ দূর,
ত্রিপুর পবিত্র হরে দুর্গ॥
৫১ সর্গঃ।

পয়ার।

বিশ্বামিত্র মুনীন্দ্রের শুনিয়া বচন।
মহাহর্ষ রোমহর্ষ গোতম নন্দন॥
মহাতপাঃ শতানন্দ মুনিসুত জ্যেষ্ঠ।
দৈববলে দীপ্তিমান তপস্বির শ্রেষ্ঠ॥
শ্রীরামের সন্দর্শনে পরম বিস্ময়।
সমাদরে রহিলেন তথা ভ্রাতৃদ্বয়॥
দর্শনে পুলক যুক্ত পরে শতানন্দ।
জিজ্ঞাসেন বিশ্বামিত্রে হইয়া সানন্দ॥
তুমি মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্র বিশ্বখ্যাত।
মম মাতা তপস্বিনী জানিয়া নিশ্চিত॥
করাইলে রাজপুত্র শ্রীরামে দর্শন।
পূজা যোগ্য জানি এই শ্রীরঘুনন্দন॥
মহাত্মারে জ্ঞানসারে পূজিলেন মাতা।
জানাইলে তাঁরে যথা অহল্যা দুঃখিতা॥
কহিলে শ্রীরামে যত পূর্ব্ব বিবরণ।
দৈবহেতু জননীর দুর্গতি জনন॥
পুনর্ব্বার সমুদ্ধার স্বামি সম্মিলন।
পতিশাপ অনলে সন্দগ্ধা সর্ব্বক্ষণ॥
শ্রীরাম দর্শনে মাতা হইলা নির্ম্মলা।
প্রীতি যুক্ত হয়ে পিতা লইলা অবলা॥
দীর্ঘতপে তপস্বিনী সুপবিত্র দেহ।
পূর্ব্বপ্রায় তাঁর প্রতি জনকের স্নেহ॥
যথা যোগ্য পূজাপ্রাপ্ত মম গুরু স্থানে।
শুভাগম রঘূত্তম সহিত সম্মানে॥
শতানন্দ বচন শ্রবণে বিশ্বামিত্র।
শতানন্দে বিস্তারেন বচন পবিত্র॥

মম কার্য্য নির্ধার্য্য জানিয়া মুনিবর।
মম কৃত কর্ম্মাতীত নহে গুণধর॥
ভার্গবের সহিতে রেণুকা সতী যথা।
সেই রূপ পতি সঙ্গে অহল্যা সঙ্গতা॥
সেই কথা শুনিয়া সানন্দে শতানন্দ।
রাম প্রতি কহিছেন হইয়া সানন্দ॥
রঘুকুলশ্রেষ্ঠ রাম সুখে আগমন।
সম্প্রতি সুকৃতি ক্রমে তব দরশন॥
বিশ্বামিত্র সহিত মহাত্মা মনোহর।
উপস্থিত এই যজ্ঞ দেখ রঘুবর॥
অচিন্ত্য অত্যন্ত এই ধর্ম্ম কলেবর।
রাজ ঋষি বিশ্বামিত্র অতি দীপ্তিকর॥
মহাতেজস্বান্ গুরু প্রধান পণ্ডিত।
তব সম ধন্যতর না দেখি নিশ্চিত॥
তোমার কামনা সিদ্ধ করিবার জন্য।
বিশ্বামিত্র তপোনিধি সহায় সুধন্য॥
পূর্ব্বকাব্য পুরাতন শ্রাব্য মনোহর।
কুশিক তনয় কথা শুন রঘুবর॥
যাদৃশ প্রভাব যুক্ত এই তপোধন।
বলবান বিশ্বামিত্র যশস্বী যেমন॥
এই রাজা বিশ্বামিত্র ধর্ম্ম কলেবর।
বহুকাল অরিন্দম সূর্য্য কুলধর॥
ধর্ম্মজ্ঞ প্রজাপালক অতিক্রিয়াবান।
কমলজ ব্রহ্মসুত কুশ বলবান॥
মহান যশস্বী নৃপ জগতী বিখ্যাত।
কুশনাভ সুধার্ম্মিক তৎ সুত প্রখ্যাত॥
কুশনাভ সন্তান সুখ্যাতিপূর্ণ গাধি।
মহারাজ দেবরাজ সদৃশ সমাধি॥
তৎসুত তেজস্বী এই বিশ্বামিত্র মুনি।
অবনী পালক অতি ধর্ম্মিষ্ঠ সদ্গুণী॥
অনেক অযুত বর্ষ রাজত্ব অন্তরে।
এই রূপ পৃথিবী পালিয়া নরবরে॥
মহাত্মা মহীন্দ্র অংশে অষ্ট বংশধর।
পুত্রগণ বিখ্যাত বলিষ্ঠ গুণাকর॥
সংস্থাপিয়া সন্তান সমূহে নৃপবর।
বলবান তেজস্বান বহু যজ্ঞকর॥
নিষ্ঠায় করিয়া বহু যজ্ঞ নিজ পুণ্যে।
নৃপবর গুণাকর প্রবিষ্ট অরণ্যে॥
কদাচিৎ কালে মহারাজ রাজেশ্বর।
ষড়ঙ্গিনী সেনা সজ্জা করিয়া সত্বর॥
অক্ষৌহিণী আবৃত অবনীনাথ পরে।
ভ্রমিলেন স্বেচ্ছামত অরণ্য অন্তরে॥
মনোহর নদ নদী পর্ব্বত নগর।
ক্রমেং ভ্রমিলেন সসৈন্যে বিস্তর॥
মহা বলধর পরে করিলা প্রবেশ।
বিশিষ্ট বশিষ্ঠাশ্রমে সুন্দর সুদেশ॥
অত্যন্ত উত্তম মনোরম ব্রহ্মস্থান।
বহুবিধ মৃগাকুল যথা শোভমান॥
সুসেবিত শত শত প্রসিদ্ধ চারণে।
ব্রহ্মর্ষি দেবর্ষি পূজ্য সুপূজিত গণে॥
পরিপাটী পুষ্পময় রমণীয় ফল।
যজ্ঞ বিঘ্ন বর্জ্জিত সুমনোরম স্থল॥
তপশ্চারি সিদ্ধ সঙ্গ বহু অগ্নিহোত্রী।
মহাত্মা সমূহে পরিশোভিতা সুধাত্রী॥
দেবতা দানব সব বিস্তর কিন্নর।
তাহে পরিশোভিত আশ্রম মনোহর॥

দ্বিজ রাজি রাজিত সেবিত মৃগকুলে।
মহাব্রতি ব্রহ্মবংশে বেষ্টিত অতুলে॥
মঙ্গলীয় মহাস্থানে স্থিত মুনি বর্গ।
বারি বায়ু ভক্ষ্য কেহ রহিত সংসর্গ॥
বালিখিল্য আদি জপ হোম পরায়ণ।
তপোধন গণে পরি শোভিত সঘন॥
বশিষ্ঠ আশ্রম পদ অত্যন্ত উত্তম।
ব্রহ্মস্থান দর্শন করিলা নরোত্তম॥
ঋষি প্রোক্ত রামায়ণে দ্বিপঞ্চাশ সর্গ।
শতানন্দ বাক্য তাহে শুন সাধু বর্গ॥

৫২ সর্গঃ।

লঘুত্রিপদী।

নৃপ তপোবনে, বশিষ্ঠ দর্শনে,
পাইলা পরম প্রীতি।
প্রণত পুলকে, বিনয় পূর্ব্বকে,
প্রণমে পৃথিবী পতি॥
স্বাগত সংবাদ, পরম আহ্লাদ,
রাজেন্দ্র দেখিয়া জ্ঞানী।
আসন প্রদান, রাখিয়া সম্মান,
হৃদয়ে আনন্দ মানি॥
স্বাদু ফলমূল, প্রদান অতুল,
করিয়া ধরণীশ্বর।
বসি বরাসনে, মুনীন্দ্র পূজনে,
পরম প্রীত নৃবর॥
অতি সুকৌশলে, নৃপবর বলে,
কুশল বাক্য বশিষ্ঠে।
কুশল সর্ব্বত্র, তুবাগমে অত্র,
কাননে জনে বিশিষ্টে॥
সুখে উপবিষ্ট, নিরখি বশিষ্ঠ,
বিশিষ্ট বাক্যে সুধান।
ব্রহ্মপুত্র মুনি, বক্তৃ চূড়ামণি,
নৃপ কুশল আখ্যান॥
কায়িক কুশল, ধর্ম্মকর্ম্মে বল,
প্রবল প্রজা পালনে।
রাজ্য বৃত্তে তব, স্বধর্ম্মে মানব,
সন্তোষ চিত্ত সগণে॥
শাসনে সমস্ত, ভৃত্যগণ সুস্থ,
দুস্থ নহে কোন জন।
রিপু পরাজিত, সর্ব্বদা শোভিত,
জিজ্ঞাসি অরি সূদন॥
সৈন্যে সুকুশল, কোষে সুমঙ্গল,
আছে সুহৃদ্ সদয়।
কহ মহাবল, আপন মঙ্গল,
সুস্থ পুত্র পৌত্র চয়॥
বশিষ্ঠ বচন, করিয়া শ্রবণ,
নৃপতি মুনীন্দ্রে ভণে।
বিশ্বামিত্র রাজা, অতি মহাতেজাঃ,
বিনয় মৃদু বচনে॥
চির দিন তথা, ধর্ম্মিষ্ঠ সৎকথা,
কহিয়া কালক্ষেপণ।
সানন্দ হৃদয়, উভয়ে উভয়,
করিয়া অভি নন্দন॥
পরে নৃপবরে, বশিষ্ঠ সত্বরে
কথান্তরে কহি কথা।
পরে নরোত্তমে, মুনীন্দ্র সত্তমে,
কহিলা বচন তথা॥

শুন মহা বল, তব যত বল,
সকলে আতিথ্য করি।
মানস আমার, অনুজ্ঞা তোমার,
পাইলে তথা আচরি॥
আমার পূজন, করহ গ্রহণ,
আপনি নৃপতি শ্রেষ্ঠ।
পরম অতিথি, পূজনীয় অতি,
বন্দনীয় সুবিশিষ্ট॥
বশিষ্ঠ বচনে, সন্তোষিত মনে,
বিশ্বামিত্র মহীপতি।
করিলে আচার, যথা ব্যবহার,
তাহে পূজিলা সম্প্রতি॥
ফল মূল জল, দর্শনে সকল,
পূজা ফল হলো সাঙ্গ।
তুমি ভগবান, মহা তেজস্বান,
পূজা যোগ্য দেব অঙ্গ॥
করিব গমন, ভব শান্ত মনঃ,
এই প্রণতি আমার।
মিত্র দৃষ্টি রেখো, বিস্মৃত না থেকো,
আমি নিতান্ত তোমার॥
এই কথান্তরে, মুনি শুনি পরে,
নৃপবরে নিবেদন।
লহ নিমন্ত্রণ, কৃপালু রাজন,
বারম্বার তপোধন॥
করিয়া স্বীকার, গাধির কুমার,
বশিষ্ঠ প্রতি নৃপতি।
কহেন বচন, মহা তপোধন,
যথা তব প্রিয় কৃতি॥
মুনি নৃপ উক্ত, বাক্য যুক্তি যুক্ত,
শ্রবণে সন্তোষ পর।
যোগীন্দ্র সত্তম, সর্ব্বগুণোপম,
নিমন্ত্রিলা মুনিবর॥
পরে ব্রহ্মজন্তু, মুনি কামধেনু,
সবলা করি আহ্বান।
সবলা সত্বরে, আসি মম পুরে,
আশু এবে রাখ মান॥
শুন মম বাক্য, রাজা রাজ্যাধ্যক্ষ,
সবলে সপক্ষে গৃহে।
আতিথ্য করণে, বাঞ্ছা মম মনে,
রাখ মান তবে রহে॥
আসন ভোজনে, মহতি পূজনে,
সৎকার কর বিহিত।
যার যাহে প্রীতি, যথা নীতি রীতি,
সর্ব্ব রসে কর প্রীত॥
তুমি কামদুঘা, অত্যন্ত অমোঘা,
শ্রাবণ ঘন সমান।
মম প্রয়োজন, করহ বর্ষণ,
মানিনি রাখ সম্মান॥
রস অন্ন পানে, সন্তোষ করণে,
যোগ্যা তুমি গো সবলে।
চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য, পেয় যাহা গ্রাহ্য,
সন্তোষ নৃপে সকলে॥
বেদ রামায়ণে, নৃপ নিমন্ত্রণে,
বহ্নি বাণ মিত সর্গ।
করহ শ্রবণ, পরম পাবন,
সর্ব্ব সামাজিক বর্গ॥ ৫৩ সর্গঃ।

পয়ার।

বশিষ্ঠ বচনে পরে সবলা ত্বরিত।
মনোরম্য জনকাম্য করিলা বিহিত॥
নানাবিধ স্বাদু ষড়্‌রসে তোষে বলে।
সুবর্ণ সম্পূর্ণ পাত্র প্রদান সকলে॥
সকলে সন্তুষ্ট হৃষ্ট পুষ্ট অতিশয়।
বিশ্বামিত্র সৈন্যচয় মহা তুষ্ট হয়॥
যার যেবা কাম শুন কৌশল্যানন্দন।
তথাবিধ বিবিধ বাঞ্ছিত সম্পূরণ॥
বর্ষণ করেন অতি হর্ষণ পূর্ব্বকে।
সবলার কর্ম্মে তুষ্ট তথা সর্ব্বলোকে॥
সর্ব্বকামে সর্ব্ববল সম্পূর্ণ পূজিত।
বিশ্বামিত্র হর্ষগাত্র সম্প্রাপ্ত ধাঞ্ছিত॥
অন্তঃপুর জন যত তাহাঁর সহিত।
নিজ সমাশ্রিত দ্বিজগণে প্রপূজিত॥
সামাত্য সহিত সর্ব্ব মন্ত্রি নরেশ্বর।
সভৃত্য সবলে অতি হয়ে তুষ্টতর॥
আনন্দ অব্ধি উত্তীর্ণ অবনীর পতি।
বিশ্বামিত্র ভাষিছেন বশিষ্ঠের প্রতি॥
প্রাপ্ত পূজা হইলাম আপনা হইতে।
পূজিত জনের পূজা না পারি কহিতে॥
শ্রবণ করুন মম বাক্য মুনিবর।
কথনে না আসে কথা কিন্তু কাম্যপর॥
শত কিম্বা সহস্র যেমন অভিলাষ।
গো দিয়া সবলা ধেনু যাচে তব দাস॥
রত্নরূপা ধেনু এই যত্নের পদার্থ।
রত্ন ভাগি ভূপতির সম্ভাবিত স্বার্থ॥
অতএব আমারে সবলা কর দান।
ধর্ম্মত আমার প্রাপ্য ধার্ম্মিক প্রধান॥
এই কথা কহিলে বশিষ্ঠ মুনিবর।
প্রত্যুত্তর করিছেন মুনীন্দ্র সত্বর॥
কি শত সহস্র কোটী শত গোপ্রদানে।
না দিব সবলা ধেনু দেহে স্থিত প্রাণে॥
রাশি রাশি রজত সর্ব্বত অনুরাগ।
প্রাপণে পুনশ্চ নহে কামদুঘা ত্যাগ॥
আত্মজ্ঞানি মনুষ্যের যথা কীর্ত্তি লতা।
অসংখ্যেয় বৎসর সবলা বৎসা তথা॥
হব্য কব্য গব্য দ্রব্য সবলা হইতে।
প্রাণ যাত্রা প্রভৃতি আয়ত্ত নরপতে॥
অগ্নিহোত্র বলি হোম স্বাহা বষট্‌কার।
বহুবিধ বিদ্যা করে সবলা প্রচার॥
ইহাতে সংশয় মাত্র নাহি নরপতি।
তুষ্টি পুষ্টি কর যত সমস্ত সংস্থিতি॥
নিবৃত্ত না হয় বহু হেতুবাদে মনঃ।
দিতে না পারিব তব হিতার্থ রাজন॥
বশিষ্ঠের ক্রোধ বাক্যে ত্যক্ত হয় মনঃ।
স্বকার্য্য উদ্ধার জন্য সহিলা রাজন॥
বিশ্বামিত্র বলিলেন বিনয় বচন।
বাক্য বিশারদ রাজা অতিশান্ত মনঃ॥
সুবর্ণ কক্ষ সকল কণ্ঠে আভরণ।
হেমাঙ্কুশ নানা বিধ করি বিতরণ॥
বহু কোটি কুঞ্জর হিরণ্য শ্বেত হয়।
দান দিব দ্বিজ তব প্রীতে রথচয়॥
অষ্টশত কিঙ্কিনী মধুর রবান্বিত।
নানা দেশ বিদেশ সম্ভত অশ্ব যত॥

মহা বেগবন্ত তারা সৎকুল সম্ভব।
একাদশ সহস্র হিতার্থে দিব তব॥
নানা চিত্র বিচিত্র বয়স্থা দিব্য ধেনু।
দিব দান কোটি মিত শুন ব্রহ্মজনু॥
কৃপা করি কর দ্বিজ সবলা প্রদান।
এই কথা কহিলেন রাজা পুণ্যবান॥
বিশ্বামিত্র বচনে বশিষ্ঠ পুনরায়।
কহিলেন সবলাকে দিব না তোমায়॥
এই মম সর্ব্ব রত্ন এই সর্ব্ব ধন।
সর্ব্বস্ব সবলা মম জীবিত্ব জীবন॥
দর্শ পৌর্ণমাস যাগ সমস্ত দক্ষিণা।
এই মম সর্ব্ব ক্রিয়া কলাপ প্রবীণা॥
সবলা মূলিকা ক্রিয়া নৃপ অসংশয়।
বিস্তর কথনে কার্য্য নাহি মহাশয়॥
সবলা প্রদানে আমি অতি অসমর্থ।
কৃপা করি ক্ষমা কর কেন বল ব্যর্থ॥
রামায়ণে বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠ সংবাদ।
শ্রবণে সম্পূর্ণ পুণ্য খণ্ডিত বিষাদ॥
চতুঃপঞ্চাশত্ সর্গ অত্র সমাপন।
নরেন্দ্র আদেশে ভাষে বেদ রামায়ণ॥
৫৪ সর্গ।

ত্রিপদী।

নৃপ বাক্যে ব্রহ্মজনু, বশিষ্ঠ সবলা ধেনু,
না করিলা যবে পরিত্যাগ।
বিশ্বামিত্র নৃপবর, সদুঃখিত কলেবর,
হরিলা সবলা করি রাগ॥
মহাত্মা নৃপতি যদা, হরণ করিলা তদা,
সবলা নৃপতি নীয়মানা।
ধ্যান করি মুনিবরে, চিন্তাযুক্ত হয়ে পরে,
ক্রন্দন করিলা খিন্যমানা॥
আমি মহামুনি হতে, পরিত্যক্তা কিজন্যেতে,
নৃপতির হরণে সুদীনা।
পরম দুঃখিতমতি, ক্রিয়মাণা ধেনু সতী,
বশিষ্ঠ বিচ্ছেদে অতি ক্ষীণা॥
করি নাহি অপকার, কি দোষ দেখি আমার,
পরিত্যাগ করিলেন জ্ঞানী।
বশিষ্ঠে একান্ত ভক্তা, নিরন্তর অনুরক্তা,
শিষ্টভাবা তাঁহাকেই মানি॥
এই রূপ চিন্তা করি, দীর্ঘ শ্বাস পরিহরি,
পুনঃ পুনঃ সবলা সত্বর।
পরে অতি বেগবতী, সবলা বশিষ্ঠ প্রতি,
গমন করিল দ্রুততর॥
রাজভৃত্য শত শত, বেগে করি পরাহত,
কার সাধ্য রুদ্ধ করে গতি।
বায়ু সম বেগে ধায়, মুনি পাদপদ্ম ধ্যায়,
বশিষ্ঠ উদ্দেশে শুদ্ধমতি॥
গমন করিয়া তথা, রুদতী কন্যকা যথা,
পরে করে বচন প্রচার।
বশিষ্ঠ সমীপে গিয়া, হম্বা রবে বিনাইয়া,
রোদন করিল বারম্বার॥
কহ পদ্ম যোনিসুত, সর্ব্বদা পরম পূত,
কেন কর কিঙ্করীকে ত্যাগ।
কিকারণ রাজভৃষ্টে, মুনি তব সন্নিকটে,
হরিলেক করিয়া বিরাগ॥

শোকযুক্ত উক্তি শুনি, কহিলেন মহামুনি,
সবলাকে দেখিয়া কাতরা।
মহা শোকে অভিভূতা, সন্তপ্তা বিলাপ যুতা,
মনোদুঃখে আর্ত্তনাদ পরা॥
করি নাহি পরিত্যাগ, তব প্রতি অনুরাগ,
সর্ব্বদা সবলে অতিশয়।
তুমি উপকার রতা, অকার্য্যে অনবস্থিতা,
রাজভৃত্য বলক্রমে লয়॥
মহীপাল মহাদল, আমি নহি তুল্য বল,
বলী রাজা ক্ষত্রিয়প্রধান।
বিশেষতঃ ক্ষিতিপতি, অক্ষৌহিণীসেনাপতি,
মাতঙ্গ তুরঙ্গ যূথবান॥
পদাতিক ধ্বজ রথ, যূথপতি মহারথ,
সর্ব্বাংশে প্রবল ধরাপতি।
বশিষ্ঠের এই উক্ত, সময় বিহিত যুক্ত,
শ্রবণে সন্তুষ্টচিত্তা সতী॥
বিনয় পূর্ব্বক পরে, কহে ধেনু মুনিবরে,
এই বাক্য বাক্য বিশারদা।
তুমি কিসে হীনপ্রভ, ব্রহ্মর্ষি মতি দুর্লভ,
রাজাপেক্ষা সবল সর্ব্বদা॥
ক্ষত্রিয়ের কিবা বল, সর্ব্বাধিক ব্রহ্মবল,
দিব্য বল ক্ষত্র বলোত্তর।
অপ্রমেয় বল তব, হয় মম অনুভব,
তুল্য তব নহে নৃপবর॥
বিশ্বামিত্র নরবর, তব বলে বলী নর,
বল করে তোমার উপরে।
আমি তব অতি ভক্তা, আমাকে কর নিযুক্তা,
ব্রহ্মসুত রঙ্গ দেখ পরে॥
দুরাত্মার দর্পবল, ধ্বংস করি এ সকল
দিব্য চক্ষে দৃষ্টি কর মুনি।
কাল যোগ্য উপযুক্ত, বাক্য কামধেনু উক্ত
সুধাসিক্ত মুনিবর শুনি॥
শক্র বল বিমর্দ্দন, মহাবল সৈন্য গণ,
তবে সৃষ্টি কর শীঘ্র গতি।
পরে ধেনু হম্বা রবে, পহ্লব নৃপতি সবে,
শত শত উৎপন্ন বিকৃতি॥
দেখিতেদেখিতেপরে, অনায়াসে নাশ করে
নৃপতির সর্ব্ব সৈন্য গণ।
মহাত্রস্ত নৃপবর, সসৈন্য নিধন পর,
অস্ত্র হস্ত নরেন্দ্র তখন॥
ক্রোধে কাঁপে কলেবর, আরক্ত নয়ন ধর,
ভীষণ দশন ভয়ঙ্কর।
বিনাশে পহ্লব গণে, উচ্চ নীচ শস্ত্র রণে,
বিক্ষেপণে দ্রুত নৃপবর॥
বিশ্বামিত্র বলে বল, বিহীন পহ্লব দল,
শত শত হত এককালে।
সবলা স্ববল পরে, অনায়াসে সৃষ্টি করে,
শক সঙ্গে যবন বিশালে॥
যবন মিশ্রিত শকে, পৃথিবী পূর্ণা পলকে,
ধরণী ধারণে ক্ষোভ করে।
তারা অতি বলবান, ধরা মধ্যে ধাবমান,
কমল কেশর প্রভা ধরে॥
বক্ষে বৃত হেম বর্ম্ম, করে ধরে অসি চর্ম্ম,
প্রবল পট্টিশ পূর্ণ বলী।
ম্লেচ্ছবল ভয়ঙ্কর, বিকৃতাঙ্গ পরস্পর,
ভীমবেশ পরাক্রম স্থলী॥

প্রদীপ্ত পাবকোপম, বিশেষ বিক্রমিতম,
বিনাশিছে বিশ্বামিত্র বলে।
সমুদায় দগ্ধ দেহ, অবশিষ্ট নাহি কেহ,
দহে যথা প্রদীপ্ত অনলে॥
মহা দল বল দগ্ধ, দর্শনে সকলে স্তব্ধ,
অবনীপ ইন্দ্রিয় অস্থির।
নিজাস্ত্র অপরিমিত, করিলেন শক্র জিত,
বিশ্বামিত্র রঘুবংশ বীর॥
যে অস্ত্র সৃজনে জন, হয় হত প্রয়োজন,
সহস্র নয়নে শঙ্কা ধরে।
সেই অস্ত্র নৃপবর, সৃজন করিলে পর,
স্বশক্র কম্পিত কলেবরে॥
ঋষি প্রোক্ত রামায়ণ, সাধু ভাষে সঙ্কলন,
পঞ্চ পঞ্চাশত্ সর্গ সাঙ্গ।
স্বাদু অতি সুমধুর, যাহে সাধ্য স্বর্গপুর,
চতুর্ব্বর্গ পায় সাঙ্গোপাঙ্গ॥
৫৫ সর্গঃ।

পয়ার।

বিশ্বামিত্র বাণে বিদ্ধ ব্যাকুল হৃদয়।
বিমোহিত দেখিলেন সৈন্য সমুদয়॥
সবলাকে কহিলা বশিষ্ঠ মুনিবর।
যুদ্ধে জয়ী হয় হেন সৈন্য সৃষ্টিকর॥
হম্বারব করে ধেনু তদনু সংগত।
তেজস্বান ভানুমান সম সৈন্য কত॥
কাম্বোজ জন্মিল তাহে অযুত অযুত।
বক্ষঃস্থলে জন্মিল পহ্লব শস্ত্রপূত॥
যোনিদেশ হইতে যবন জন্মে পরে।
ললাটাস্থি হতে শক সংখ্যা কেবা করে॥
রোমকূপ হইতে জন্মিল ম্লেচ্ছজাতি।
জন্মে খস কিরাত যুযুৎসু মহাখ্যাতি॥
বিশ্বামিত্র সৈন্য সর্ব্ব করিল সূদন।
পদাতিক রথাশ্ব মাতঙ্গ বিমর্দ্দন॥
সৈন্যসহ সমরে সংহার করি দৃষ্টি।
মহাত্মা বশিষ্ঠ ধেনু কৃত সৈন্য সৃষ্টি॥
বিশ্বামিত্র সুত শত ধরে নানা শর।
সক্রোধে বশিষ্ঠে ধায় সর্ব্ব সহোদর॥
বিশ্বামিত্র পুত্রগণে বশিষ্ঠ তখন।
করিলেন দৈববলে অদ্ভুত দাহন॥
হুঙ্কারে হইল ভস্মরাশি সর্ব্বজন।
সতুরঙ্গ মাতঙ্গ পদাতি রথিগণ॥
মুনীন্দ্র মুহূর্ত্ত মাত্রে করিলা সংহার।
মুনিকৃত ভস্মীভূত অদ্ভুত ব্যাপার॥
দৃষ্টি করি পুত্রনাশ বিনষ্ট স্ববল।
লজ্জিত চিন্তিত চিত্ত নৃপ মহাবল॥
বেগহত সমুদ্র সমান নৃপবর।
ভগ্নদণ্ড ভুজঙ্গ সদৃশ কলেবর॥
উপরাগে আবৃত আদিত্য সম প্রভা।
ক্ষণমাত্রে ভূপতির হইল নিষ্প্রভা॥
হতপুত্র বিশ্বামিত্র হইলেন দীন।
মহাবল গেল পরে সর্ব্ব বলহীন॥
ভগ্নপক্ষ যথা পক্ষী দর্প গেল দূর।
উৎসাহ বিহীন ভূপ সর্ব্ব গর্ব্ব চূর॥
পলায়ন পরায়ণ গাধির নন্দন।
করিয়া রাজ্যাভিষিক্ত পুত্র এক জন।

বীরধর্ম্মে পৃথিবী পালন যোগ্যবর।
বনবাসে বিশ্বামিত্র চলিলা সত্বর ॥
হিমালয় পার্শ্বে গিয়া গাধির সন্তান।
কিন্নর শোভিত সমাশ্রিত রম্য স্থান ॥
মহাদেব প্রসন্ন কারণে মহীশ্বর।
করিলেন মহাতপঃ কঠোর দুশ্চর ॥
ঊর্দ্ধবাহু নরেন্দ্র নিশ্চল ভাবে তথা।
পাদাঙ্গুষ্ঠ অগ্রে পৃথ্বী আশ্রিত সর্ব্বথা ॥
শতবর্ষ বায়ুমাত্র করিয়া ভক্ষণ।
ভুজঙ্গ সমান ভূপ সময় ক্ষেপণ ॥
অতুল তপস্যা তাঁর দেখি ত্রিপুরারি।
ত্রৈলোক্য তাপন কর্ম্ম অতি কষ্টচারী ॥
কিছুকাল বিলম্বে আসিলা বৃষধ্বজ।
মহাদেব মহিমা প্রকাশ করি নিজ ॥
প্রীতিযুক্ত তাহাতে হইয়া দয়াময়।
দীন দেখি দর্শন দিলেন মৃত্যুঞ্জয় ॥
প্রসন্ন হইয়া শূলী করি সমাগম।
বিশ্বামিত্রে বলিছেন বাক্য মনোরম ॥
কহ তত্ত্ব কি নিমিত্ত তপস্যা তোমার।
সমস্ত কারণ কর অচিরে প্রচার ॥
বরদানে বিশ্বনাথ প্রত্যক্ষ আগত।
দিব বর দুঃখিত দেখিয়া আকাঙ্ক্ষিত ॥
মনোগত যত বাক্য বল বিবরণ।
এই কথা অবনীপ করিয়া শ্রবণ ॥
মহাতপা মহীনাথ মহাদেব প্রতি।
প্রণমিয়া এই বাক্য কহিলা ভূপতি ॥
যদি তুষ্ট দেখে কষ্ট দেব দিগম্বর।
ধনুর্ব্বিদ্যা শাস্ত্র দান দেও মহেশ্বর ॥
সাঙ্গোপাঙ্গ সমুদায় উপনিষৎ সহ।
সরহস্য সেবকের প্রতি বর কহ ॥
যে যে অস্ত্র সমূহ সাক্ষাৎ সর্ব্ব সুরে।
দানবে মানবে কি গন্ধর্ব্বে যক্ষপুরে ॥
রাক্ষসে সুরম্য অস্ত্র সর্ব্বদা প্রকাশ।
সেই সর্ব্ব অস্ত্র দান যাচ্ঞা করে দাস ॥
তোমার প্রসাদে প্রভু অস্ত্রগণ সবে।
দেব দেব আমার শরীরে সদা রবে ॥
পরে তথা তথাস্তু বলিয়া ত্রিপুরারি।
দিবি গত দিগম্বর তৎক্ষণে কামারি ॥
অস্ত্রলাভে সুস্থচিত্ত রাজর্ষি প্রধান।
বিশ্বামিত্র মহাযশা গাধির সন্তান ॥
হর্ষ যুক্ত মহান মহীন্দ্র মনুসম।
দর্প পূর্ণ ত্রিপুরারি বরে পূর্ণতম ॥
মহাবীর্য্যে বর্দ্ধমান বিশ্বামিত্র পরে।
পর্ব্বকালে সমুদ্র সমান কলেবরে ॥
ভাবিলেন গাধিসুত জিতশক্র আমি।
বশিষ্ঠ আশ্রমে অবনীপ শীঘ্রগামী ॥
আসিয়া আশ্রম পদে বশিষ্ঠের পরে।
অস্ত্রগণ নিক্ষেপিলা অতিক্রোধভরে ॥
তপোধন সমস্ত সন্তপ্ত সেই বাণে।
প্রকাশিত অস্ত্রতেজে মুনি বিদ্যমানে ॥
দেখিয়া ভীষণ দীপ্তিমন্ত অস্ত্রচয়।
ঋষিগণ পলায়নপর সমুদয় ॥
বশিষ্ঠের শিষ্যগণ পলায়িলা তায়।
মৃগ পক্ষী যে প্রকার শবর শঙ্কায় ॥
মহা ভয়ে যত শিষ্য দিগ দিগন্তরে।
সহস্র সহস্র প্রাণী আর্ত্তনাদ করে ॥

মুহূর্ত্তে হইল শূন্য মুনীন্দ্র আশ্রম।
নিঃশব্দ নিষ্প্রভ পুরী দেখি দ্বিজোত্তম ॥
বলিলা বশিষ্ঠ মুনি তিষ্ঠ তিষ্ঠ রবে।
শঙ্কা নাই নির্ভয়ে তিষ্ঠিয়া থাক সবে ॥
নিশ্চয় করিব গাধিতনয়ে নির্ঘাত।
সূর্য্য করে যথা করে শিশিরে নিপাত ॥
এই কথা কহিলেন বশিষ্ঠ বিদ্বান।
বিশ্বামিত্রে বলিলেন ক্রোধে কম্পমান ॥
চিরকাল সুচারু এ আশ্রম আমার।
বিনষ্ট করিলে দুষ্ট গাধির কুমার ॥
দুরাচার মন্দমতি তাহাতে নির্ব্বোধ।
এই হেতু বিনাশার্থ জন্মাইলে ক্রোধ ॥
এই উক্তি উক্তি ছরি মুনীন্দ্র সত্বর।
অতিকোপে কালান্ত সদৃশ দণ্ডধর ॥
সধূম কালাগ্নি যথা সদণ্ড শমন।
গাধিসুতে প্রকুপিত কম্পিত ব্রাহ্মণ ॥
ঋষিপ্রোক্ত রামায়ণে বশিষ্ঠ আশ্রম।
দাহ কথা সুধা সম শুন সর্ব্বোত্তম ॥
ষড়ধিক পঞ্চাশত্ সর্গ ইহ সাঙ্গ।
অতঃপর শুন সাধু অপর প্রসঙ্গ ॥

৫৬ সর্গঃ।

লঘু ত্রিপদী।

পরে ক্রোধাবিষ্ট, কহিলা বশিষ্ঠ,
পাপিষ্ঠ তিষ্ঠ সমরে।
বলি এই বাণী, চলিলেন মুনি,
সত্বরে সদণ্ড করে ॥
মহাদণ্ড করে, দেখে মুনি বরে,
অগ্নিবাণ ধরি রাজা।
কোপে ধাবমান, গাধির সন্তান,
বিশ্বামিত্র মহাতেজাঃ ॥
কোপে থর থর, বাক্য ভয়ঙ্কর,
নৃপমুখে শুনি মুনি।
দেহ জ্যোতির্ম্ময়, ব্রহ্মার তনয়,
উত্তর করিলা গুণী ॥
হইলাম স্থিত, দেখ গাধিসুত,
দেখাও কি শক্তি তব।
অগ্নিবাণ করে, কত শক্তি ধরে,
বল দর্প নাশি সব ॥
কোথা ক্ষত্রবল, ক্ষত্রিয় পাংশল,
ব্রহ্মবল বলবান।
দেখ ব্রহ্মবল, কি রূপ প্রবল,
অবোধ গাধি সন্তান ॥
নৃপ অগ্নিবাণ, করিলা নির্ব্বাণ,
ব্রহ্মদণ্ডে মুনিবর।
জলে যথানল, নির্ব্বাণ সকল,
করিলেন গুণাকর ॥
রৌদ্র নিদারুণ, ইন্দ্রাস্ত্র বারুণ,
ঐশি আর পাশুপত।
রোষে গাধিসুত, বাণ কত শত,
নিক্ষেপ করিলা দ্রুত ॥
গান্ধর্ব্ব স্বাপন, জৃম্ভণ মোহন,
সন্তাপন বিলাপন।
শোষণ দারণ, বজ্র ঘোর স্বন,
দণ্ড অস্ত্র সুভীষণ ॥

মুষল কঙ্কাল, আরো শক্তি জাল,
পেচক ক্রৌঞ্চবরে।
বিদ্যাধর বাণ, মহাস্ত্র সন্ধান,
কালাস্ত্র ক্ষেপণ পরে॥
ধর্ম্ম চক্রকাল, চক্র করবাল,
বিষ্ণুচক্র মহাবাস।
পরে ব্রহ্মপাশ, কালপাশে নাশ,
করিতে সুঘোষ পাশ॥
পিনাকি বিশিখ, আর্দ্র শুষ্ক মুখ,
বজ্র বাণ ত্যজে রাজা।
বায়ব্য মথন, হয় শিরোগণ,
ত্রিশূল ত্যজে মহাতেজাঃ॥
কপাল কিঙ্কিনী, এই অস্ত্র শ্রেণী,
প্রবল কুশিক সুত।
বশিষ্ঠ উদ্দেশে, বিশিখ বরিষে,
শরজাল অতিদ্রুত॥
এই ঘোর বাণ, পদ্মজ সন্তান,
করিলেন দণ্ডে হত।
ভয়ানক শর, বীর্য্য হত্ত পুর,
নৃপতি নিক্ষেপে যত॥
পরে গাধিসুত; কোপে অতি দ্রুত,
ব্রহ্মাস্ত্র করে ক্ষেপণ।
অতি ঘোরতর, অদ্ভুত দুষ্কর,
দেখিয়া অমরগণ॥
অগ্নি পুরোগম, দেবর্ষি সত্তম,
ত্রস্ত ভুজঙ্গ গন্ধর্ব্ব।
ত্রিভুবন জন, সবে ভীত মনঃ,
নিরখি আশ্চর্য্য পর্ব্ব॥

ব্রহ্মাস্ত্র ক্ষেপণে, পদ্মজ নন্দনে,
ঘোরতর তার দৃষ্টি।
নিবারিয়া হেলে, মুনি তেজো বলে,
রাখিলা ব্রহ্মসৃষ্টি॥
ব্রহ্মঅস্ত্রে মুনি, গ্রাসিলেন গুণী,
রঘুমণি শুন কাণ্ড।
ব্রহ্মাস্ত্র গ্রাসিতে, মুনীন্দ্র দেহেতে,
রৌদ্র সম রূপ ভাণ্ড॥
সর্ব্ব রোম কূপে, ব্যক্ত সেই রূপে,
নির্গত কিরণ চয়।
জ্বলন্ত জ্বলন, জ্বলিছে যেমন,
মুনিদেহ সমুদয়॥
অতি প্রজ্বলিত, মুনি কর স্থিত,
ব্রহ্ম দণ্ড অরি দণ্ড।
যমদণ্ড সম, কালাগ্নি প্রতিম,
সধূম অতি প্রচণ্ড॥
পরে মুনি গণে, আত্মভূ নন্দনে,
সগণে স্তবনে তোষে।
মুনি তব বল, অমোঘ সকল,
অখিল নিবাসি ঘোষে॥
তুমি ব্রহ্মসুত, ত্বত্তেজঃ অদ্ভুত,
স্বতেজঃ কর ধারণ।
বিশ্বামিত্র রাজ, অত্যন্ত নির্লজ্জ,
অতি নিগ্রহ ভাজন॥
হইতে প্রসন্ন, মানবে প্রপন্ন,
তোমাতে বিখ্যাত মুনি।
লোকে হত ব্যথা, যাহে তুমি তথা,
হইয়া সন্তুষ্ট গুণী॥

মুনিগণ বাণী, শুনি মহাজ্ঞানী,
বশিষ্ঠ তপস্বিবর।
শাম্য মন্যু মুনি, সুশান্ত আপনি,
সুস্থ নিজ কলেবর॥
বিশ্বামিত্র পরে, নিগ্রহ বিস্তরে,
মুনিবরে করি স্তুতি।
মানিলা ধিক্‌বল, নিজ বাহু বল,
ব্রহ্মবলে বল চ্যুতি॥
এক ব্রহ্ম দণ্ডে, সর্ব্ব শর দণ্ডে,
দণ্ডে নিবারে সকল।
তব এই বল, দেখি মহাবল,
সর্ব্ব ইন্দ্রিয় দুর্ব্বল॥
অতএব আমি, হয়ে তপোগামী,
করি তপোবলাশ্রয়।
ক্ষত্রে নিবারণ, ব্রহ্মত্ব কারণ,
চিন্তিব ত্রিলোকাশ্রয়॥
বলি এই বাণী, মহাতেজা জ্ঞানী,
দূরে অস্ত্র পরিহরি।
করিয়া নিশ্চয়, ব্রহ্মণ্য বিষয়,
যথার্থ মানস করি॥
করিলা গমন, তপ আচরণ,
নিশ্চয় করিয়া রাম।
আর্য্যে রামায়ণ, শতানন্দাখ্যানে,
বিশ্বামিত্র গুণ গ্রাম॥
নৃপ প্রতিজ্ঞাত, সপ্ত পঞ্চাশত্,
সর্গ অত্র সমাপন।
রাম নামামৃত, মোক্ষ সমাশ্রিত,
পিব পিব সাধুজন॥ ৫৭ সর্গঃ।

পয়ার।

ঘোরতর তপস্যায় গাধির নন্দন।
নিশ্বাস প্রশ্বাস ত্যজে সুলোম হর্ষণ॥
দক্ষিণ নামক দিকে স্থিত নরবর।
মহারাজ মহিষী সহিত নিরন্তর॥
ফল মূল অশন ভূষণ ব্রহ্মচর্য্য।
দুষ্কর কঠোর কর্ম্মে রত নর বর্য্য॥
ব্রহ্মঋষি হইবেন এই বাঞ্ছা মনে।
বশিষ্ঠের ব্রহ্ম নিষ্ঠা প্রভাব দর্শনে॥
তপস্যায় অভিপ্রায় তপোবনে স্থিত।
ব্রাহ্মণ হইব এই মানসে নিশ্চিত॥
সেইস্থলে নৃপতির পুত্র চতুষ্টয়।
নরেন্দ্রের অভিপ্রেত জানিয়া নিশ্চয়॥
হবিঃস্যন্দ মধুস্যন্দ আর হরনেত্র।
মহোদর এই চারি নৃপতির পুত্র॥
মহাবল প্রতাপে শাসেন রাজ্যচয়।
নৃপতি প্রধান তাঁরা মহাবলাশ্রয়॥
দশ শত বৎসর তপস্যা করি তথা।
তপস্যাগ্নি তপ্তদেহ তনূনপাৎ যথা॥
রামায়ণে বিশ্বামিত্র তপঃ প্রশংসন।
অষ্ট পঞ্চাশত্ তম সর্গ সমাপন॥
৫৮ সর্গ।

ত্রিপদী।

সহস্র বৎসর গতে, ব্রহ্মা ব্রহ্মলোক হতে,
করিলেন শুভ আগমন।
বিশ্বামিত্র সন্নিধানে, রাম রম্য সুবিধানে,
কহিলেন প্রশংসা বচন॥

শুন হে রাজ তনয়, মানিলেন পরাজয়,
তপস্যায় ত্রিলোক তোমার।
রাজর্ষি হইবে তুমি, বিখ্যাত অখিল ভূমি,
এই বাক্য করিয়া প্রচার॥
পরে সুর সংঘ সহ, ব্রহ্মা লোক পিতামহ,
ব্রহ্মলোকে যান পুনর্ব্বার।
বিশ্বামিত্র মহাজ্ঞানী, শুনি ব্রহ্ম মুখবাণী,
অধোমুখে ভাবিত অপার॥
নিতান্ত ভাবিত মনে, এই বাক্য উচ্চারণে,
মৌনীভাবে ভাবিলেন দুঃখ।
করিলাম মহত্তপঃ, ব্রহ্মমন্ত্র করি জপ,
রাজর্ষিত্বে আছে কিবা সুখ॥
অদ্যাপি আমার প্রতি, অসন্তুষ্ট প্রজাপতি,
না করিলা ব্রহ্মত্ব বিধান।
অপূর্ণ তপস্যা ফল, ইহা বলি মহাবল,
পুনঃ তপে করিলা সন্ধান॥
যথার্থ নিশ্চয় করি, নৃপতি তপস্যা চরি,
রহিলেন স্মরি সুরপতি।
সেইকালে রঘুবর, সত্য ধর্ম্ম কলেবর,
অবতীর্ণ ত্রিশঙ্কু নৃপতি॥
মহদ্ধর্ম্ম পরায়ণ, ইক্ষাকু বংশ নন্দন,
উৎপন্ন তাঁহার এই মতি।
করিবেন মহা যাগ, মনে এই অনুরাগ,
সশরীরে ত্রিদিবে বসতি॥
বশিষ্ঠ মুনীন্দ্রবরে, আহ্বান করিয়া পরে,
করিলেন এই নিবেদন।
উক্তি শুনি মুনি বাক্য, কহিলেন এ অশক্য,
সশরীরে স্বর্গাধিগমন॥
বশিষ্ঠ বচনে রাজা, পরাঙ্মুখ মহাতেজা
যাম্যদেশে যাত্রা করি পরে।
যথা বশিষ্ঠের সুত, তপস্যায় এক শত
তথা নৃপ উত্তরি সত্বরে॥
দৃষ্টি করি নরবর, ঋষি পুত্র গুণাকর,
দীর্ঘতপে তপ্ততনু জাল।
করিয়া অভিবন্দন, গাধিরাজ সুনন্দন
কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক ভূপাল॥
মহীন্দ্রে মধু বচন, কহিলেন তপোধন
কুশল সংবাদ মহাশয়।
কুশলী সকুতূহলী, হত জরা মহাবলী
গুরু পুত্রগণ অনাময়॥
মহাতেজস্বান নৃপ, পূর্ব্ব উক্ত তপঃজ
গুরু হতে অসিদ্ধ মানস।
লজ্জাতে অধোবদন, শুন গুরু পুত্রগণ
সারল্যে প্রকাশ নিজ যশঃ॥
শরণ্য সেবক প্রতি, শরণ প্রদ সৎপ্রতি
পরিত্রাণ করিবার যোগ্য।
প্রপন্ন শরণাগত, অবশ্য রক্ষিত মত
শুক সম গৌরব সৌভাগ্য॥
যাগেচ্ছু হইয়া আমি, সম্প্রতি নিকট গা
মহাযজ্ঞে কর অনুমতি।
গুরু পুত্র সর্ব্বজনে, অগ্রে করে করি মনে
পুরোহিত করি হেন মতি॥
এমতে করি সম্ভাষ, জানাইলা অভিলা
তপস্বি গণের অগ্রস্থলে।
অর্থ সিদ্ধি হয় যায়, করিতে সর্ব্ব জনায়
পরলোক পাই করতলে॥

যে যজ্ঞেতে সাধুবর্গ, সশরীরে যান স্বর্গ,
যাগারম্ভ কর সেই রূপ।
গুরু স্থানে ক্ষুণ্ণমতি, তদন্য না দেখি গতি,
এই বাক্য কহিলেন ভূপ॥
ইক্ষাকু কুল সম্ভব, নৃপতি মণ্ডল সব,
বশিষ্ঠ সে সকলের গুরু।
গুরুপুত্র গুরু সম, সুগোচর শাস্ত্র ক্রম,
বাঞ্ছিতের বাঞ্ছাকল্পতরু॥
যদ্যপি বঞ্চিত কর, লাঞ্ছিত হইয়া পর,
লব অন্য গুরুরে শরণ।
যজ্ঞার্থে হতমানস, প্রকাশ করিয়া যশঃ,
হবে পরে কুযশঃ ঘোষণ॥
আদিকাণ্ডে রামায়ণে, ত্রিশঙ্কু নৃপ আখ্যানে,
উক্ত নৃপতির প্রত্যাখ্যান।
অপূর্ব্ব সুশ্রাব্য কাব্য, ভাবনীয় ভবভাব্য,
ভব্যগণে ভাবুক বিধান॥
৫৯ সর্গঃ।

পয়ার।

ত্রিশঙ্কু বচন শুনি গুরুপুত্র গণ।
ক্রোধান্বিত ভ্রাতৃ শত কহিলা বচন॥
গুরু হৈতে অসিদ্ধ মানস হয় যার।
বিশেষতঃ সত্যবাদী সংসারে প্রচার।
অজ্ঞানে করিয়া তাঁর বচন লঙ্ঘন।
কি কারণে আমাদের লইলে শরণ॥
কল্পতরু মূল তুমি করি উল্লঙ্ঘন।
পাইবে কি ফল শাখা করিলে সেচন।
মূল পরি হরি শাখা করিবে আশ্রয়।
তব উপযুক্ত নহে জানিবে নিশ্চয়॥
ইক্ষাকু কুলের গুরু পুরোধা প্রধান।
পরাৎপর তর গতি পরম কল্যাণ॥
লঙ্ঘিয়া তাঁহার বাক্য অন্য উপক্রম।
তদন্য শরণ জন্য বৃথা পরিশ্রম॥
অশক্য দুর্লক্ষ্য যথা বশিষ্ঠ বচন।
সে কর্ম্ম সাধন যোগ্য কে আছে এমন॥
তপো বলে আমরা তাদৃশ যোগ্য নই।
বশিষ্ঠের অসাধ্য সাধনে শক্ত হই॥
মূর্খতায় বলিতেছ বচন দুষ্কর।
মন্দ মতি গৃহে যাও হইয়া সত্বর॥
যাজনে তোমার শক্ত দেবর্ষি বশিষ্ঠ।
আমাদের কর্ম্ম নহে স্মাধি তব ইষ্ট॥
গুরুপুত্র গণের বচনে ক্রোধ যুত।
অত্যন্ত ব্যাকুল মনে গাধিনৃপ সুত॥
অপমান বিশিষ্ট আবিষ্ট নৃপবর।
কহিলেন গুরুপুত্রে কোপে করি ভর॥
বঞ্চিত বশিষ্ঠ হতে না হইল ইষ্ট।
আপনারা করিলেন ততোধিক রুষ্ট॥
ধর্ম্ম সাক্ষী ইহাতে আমার দোষ নাই।
ধর্ম্মে মুক্ত হইলাম অন্য স্থলে যাই॥
যাগ জন্য ভূপতির অন্যত্র গমন।
এই বাক্য শ্রবণে বশিষ্ঠ সুত গণ॥
ক্রোধ করি অভিশাপ দিলেন তৎকাল।
কল্য তুমি ভূমিস্বামি হইবে চণ্ডাল॥
এই অভিশাপ নৃপে করিয়া প্রদান।
আশ্রমে প্রবিষ্ট সর্ব্বে বশিষ্ঠ সন্তান॥

শুন হে রাজ তনয়, মানিলেন পরাজয়,
তপস্যায় ত্রিলোক তোমার।
রাজর্ষি হইবে তুমি, বিখ্যাত অখিল ভূমি,
এই বাক্য করিয়া প্রচার॥
পরে সুর সংঘ সহ, ব্রহ্মা লোক পিতামহ,
ব্রহ্মলোকে যান পুনর্ব্বার।
বিশ্বামিত্র মহাজ্ঞানী, শুনি ব্রহ্ম মুখবাণী,
অধোমুখে ভাবিত অপার॥
নিতান্ত ভাবিত মনে, এই বাক্য উচ্চারণে,
মৌনীভাবে ভাবিলেন দুঃখ।
করিলাম মহত্তপঃ, ব্রহ্মমন্ত্র করি জপ,
রাজর্ষিত্বে আছে কিবা সুখ॥
অদ্যাপি আমার প্রতি, অসন্তুষ্ট প্রজাপতি,
না করিলা ব্রহ্মত্ব বিধান।
অপূর্ণ তপস্যা ফল, ইহা বলি মহাবল,
পুনঃ তপে করিলা সন্ধান॥
যথার্থ নিশ্চয় করি, নৃপতি তপস্যা চরি,
রহিলেন স্মরি সুরপতি।
সেইকালে রঘুবর, সত্য ধর্ম্ম কলেবর,
অবতীর্ণ ত্রিশঙ্কু নৃপতি॥
মহদ্ধর্ম্ম পরায়ণ, ইক্ষাকু বংশ নন্দন,
উৎপন্ন তাঁহার এই মতি।
করিবেন মহা যাগ, মনে এই অনুরাগ,
সশরীরে ত্রিদিবে বসতি॥
বশিষ্ঠ মুনীন্দ্রবরে, আহ্বান করিয়া পরে,
করিলেন এই নিবেদন।
উক্তি শুনি মুনি বাক্য, কহিলেন এ অশক্য,
সশরীরে স্বর্গাধিগমন॥
বশিষ্ঠ বচনে রাজা, পরাঙ্মুখ মহাতেজা,
যাম্যদেশে যাত্রা করি পরে।
যথা বশিষ্ঠের সুত, তপস্যায় এক শত,
তথা নৃপ উত্তরি সত্বরে॥
দৃষ্টি করি নরবর, ঋষি পুত্র গুণাকর,
দীর্ঘতপে তপ্ততনু জাল।
করিয়া অভিবন্দন, গাধিরাজ সুনন্দন,
কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক ভূপাল॥
মহীন্দ্রে মধু বচন, কহিলেন তপোধন,
কুশল সংবাদ মহাশয়।
কুশলী সকুতুহলী, হত জরা মহাবলী,
গুরু পুত্রগণ অনাময়॥
মহাতেজস্বান নৃপ, পূর্ব্ব উক্ত তপঃজপ,
গুরু হতে অসিদ্ধ মানস।
লজ্জাতে অধোবদন, শুন গুরু পুত্রগণ,
সারল্যে প্রকাশ নিজ যশঃ॥
শরণ্য সেবক প্রতি, শরণ প্রদ সংপ্রতি,
পরিত্রাণ করিবার যোগ্য।
প্রপন্ন শরণাগত, অবশ্য রক্ষিত মত,
শুক সম গৌরব সৌভাগ্য॥
যাগেচ্ছু হইয়া আমি, সম্প্রতি নিকট গা,
মহাযজ্ঞে কর অনুমতি।
গুরু পুত্র সর্ব্বজনে, অগ্রে করে করি মনে,
পুরোহিত করি হেন মতি॥
এমতে করি সম্ভাষ, জানাইলা অভিলা,
তপস্বি গণের অগ্রস্থলে।
অর্থ সিদ্ধি হয় যায়, করিতে সর্ব্ব জনায়,
পরলোক পাই করতলে॥

যে যজ্ঞেতে সাধুবর্গ, সশরীরে যান স্বর্গ,
যাগারম্ভ কর সেই রূপ।
গুরু স্থানে ক্ষুণ্ণমতি, ত্বদন্য না দেখি গতি,
এই বাক্য কহিলেন ভূপ॥
ইক্ষাকু কুল সম্ভব, নৃপতি মণ্ডল সব,
বশিষ্ঠ সে সকলের গুরু।
গুরুপুত্র গুরু সম, সুগোচর শাস্ত্র ক্রম,
বাঞ্ছিতের বাঞ্ছাকল্পতরু॥
যদ্যপি বঞ্চিত কর, লাঞ্ছিত হইয়া পর,
লব অন্য গুরুরে শরণ।
যজ্ঞার্থে হতমানস, প্রকাশ করিয়া যশঃ,
হবে পরে কুযশঃ ঘোষণ॥
আদিকাণ্ডে রামায়ণে, ত্রিশঙ্কু নৃপ আখ্যানে,
উক্ত নৃপতির প্রত্যাখ্যান।
অপূর্ব্ব সুশ্রাব্য কাব্য, ভাবনীয় ভবভাব্য,
ভব্যগণে ভাবুক বিধান॥
৫৯ সর্গঃ।

পয়ার।

ত্রিশঙ্কু বচন শুনি গুরুপুত্র গণ।
ক্রোধান্বিত ভ্রাতৃ শত কহিলা বচন॥
গুরু হৈতে অসিদ্ধ মানস হয় যার।
বিশেষতঃ সত্যবাদী সংসারে প্রচার।
অজ্ঞানে করিয়া তাঁর বচন লঙ্ঘন।
কি কারণে আমাদের লইলে শরণ॥
কল্পতরু মূল তুমি করি উল্লঙ্ঘন।
পাইবে কি ফল শাখা করিলে সেচন॥
মূল পরি হরি শাখা করিবে আশ্রয়।
তব উপযুক্ত নহে জানিবে নিশ্চয়॥
ইক্ষাকু কুলের গুরু পুরোধা প্রধান।
পরাৎপর তর গতি পরম কল্যাণ॥
লঙ্ঘিয়া তাঁহার বাক্য অন্য উপক্রম।
তদন্য শরণ জন্য বৃথা পরিশ্রম॥
অশক্য দুর্লক্ষ্য যথা বশিষ্ঠ বচন।
সে কর্ম্ম সাধন যোগ্য কে আছে এমন॥
তপো বলে আমরা তাদৃশ যোগ্য নই।
বশিষ্ঠের অসাধ্য সাধনে শক্ত হই॥
মূর্খতায় বলিতেছ বচন দুষ্কর।
মন্দ মতি গৃহে যাও হইয়া সত্বর॥
যাজনে তোমার শক্ত দেবর্ষি বশিষ্ঠ।
আমাদের কর্ম্ম নহে সাধি তব ইষ্ট॥
গুরুপুত্র গণের বচনে ক্রোধ যুত।
অত্যন্ত ব্যাকুল মনে গাধিনৃপ সুত॥
অপমান বিশিষ্ট আবিষ্ট নৃপবর।
কহিলেন গুরুপুত্রে কোপে করি ভর॥
বঞ্চিত বশিষ্ঠ হতে না হইল ইষ্ট।
আপনারা করিলেন ততোধিক রুষ্ট॥
ধর্ম্ম সাক্ষী ইহাতে আমার দোষ নাই।
ধর্ম্মে মুক্ত হইলাম অন্য স্থলে যাই॥
যাগ জন্য ভূপতির অন্যত্র গমন।
এই বাক্য শ্রবণে বশিষ্ঠ সুত গণ॥
ক্রোধ করি অভিশাপ দিলেন তৎকাল।
কল্য তুমি ভূমিস্বামি হইবে চণ্ডাল॥
এই অভিশাপ নৃপে করিয়া প্রদান।
আশ্রমে প্রবিষ্ট সর্ব্বে বশিষ্ঠ সন্তান॥

পর রাত্রি প্রভাত সময়ে নৃপবর।
দেখিলা চণ্ডাল সম আত্ম কলেবর॥
দুরাকৃতি নৃপতি বিধৃত নীলাম্বর।
উত্তরীয় রক্তাম্বর ধারি নরেশ্বর॥
ঘোর তর তাম্রাকার করাল পিঙ্গল।
বিষম বিকৃত ঘোর নয়ন যুগল॥
ঋক্ষ চর্ম্ম পরিধায়ী লৌহ অলঙ্কার।
বিভূষণ ভূপতির দেখি কদাকার॥
সর্ব্বাঙ্গে হইল সদ্যঃ চণ্ডালের বেশ।
দেখিয়া পলায় সবে নিজ নিজ দেশ॥
অনুযায়ী যাবতীয় পুরবাসি জন।
নৃপে করি পরিত্যাগ করে পলায়ন॥
একামাত্র পরে ভূপ কুচেল কুরূপ।
আকুল হইল চিত্ত নিরখি স্বরূপ॥
শাপ জন্য দৈন্য হেতু অপ্রসন্ন মন।
দিবা নিশি দেহ দহে দীপ্ত হুতাশন॥
বিশ্বামিত্র মহাত্মার চরণে শরণ।
স্পর্দ্ধা করি লইলেন ভূপতি তখন॥
শরণদ মহাতপা অতি সাহসিক।
নৃপবর অনুগত শিষ্যের অধিক॥
করুণা সমূহ যুক্ত মুক্ত কলেবর।
চণ্ডাল সদৃশকায় অযোধ্যাধীশ্বর॥
কহিলা করুণা রসে গাধির নন্দন।
বাক্য বিশারদ বাক্য ললিত শ্রবণ॥
গতশ্রী কুদৃশ্য নৃপ ত্রিশঙ্কুর প্রতি।
কি হেতু আগত অত্র ঈক্ষাকু ভূপতি॥
অযোধ্যার অধিপতি অদ্বিতীয় বীর।
অভিশাপে গুরুপাপে চণ্ডাল শরীর॥
বিশ্বামিত্র বাক্য শুনি ত্রিশঙ্কু রাজন।
প্রচণ্ড চণ্ডাল দেহ বিকৃতি দর্শন॥
করিলা প্রাঞ্জলি করে নৃপ নিবেদন।
বিশেষ কারণ বিশ্বামিত্র তপোধন॥
গুরু স্থানে পাইয়াছি প্রথমে বন্ধন।
না করিলা কৃপাদৃষ্টি গুরুপুত্র গণ॥
আকাঙ্ক্ষিত লভ্য দূরে করি পরিহার।
বিপরীত লাভ এই চণ্ডাল আকার॥
সশরীরে স্বর্গে যাব আকাঙ্ক্ষা আমার।
মহা যজ্ঞ করিয়া হইব পাপোদ্ধার॥
সে আকাঙ্ক্ষা প্রাপ্তি ভাগ্যে নাহি তপো।
নাহি জানি পূজ্য পাত্র অসত্য বচন॥
ক্ষত্র ধর্ম্ম যজনে কষ্টের নাহি পার।
অব্যর্থ ব্রাহ্মণ বাক্য অবশ্য স্বীকার॥
বহুযজ্ঞে করিলাম দেবতা সন্তোষ।
ধর্ম্মে ধরা পালিলাম তাহে নাহি দোষ॥
শীলতায় তুষিয়াছি সব গুরু জন।
ধর্ম্মে রত চিত্ত সদা বুদ্ধি বিচক্ষণ॥
কৃত কর্ম্মে পরিতুষ্ট না হইয়া গুরু।
বিফল আমার প্রতি বাঞ্ছাকল্পতরু॥
অতএব দৈব সত্য যথার্থ সঙ্গত।
পুরুষের সাধ্য নহে কারণ ব্যতীত॥
শুভাশুভ ফল প্রাপ্তি মূল দৈবগতি।
নর প্রতি নরনাথ এই লয় মতি॥
পরম পীড়িত আমি দৈব হত কর্ম্ম।
তোমার শরণাগত কর দয়া ধর্ম্ম॥
প্রসাদ প্রদান যোগ্য তুমি ভগবান।
অনন্য গতিক শিষ্যে কর পরিত্রাণ॥

দৈবকর্ম্মে কিম্বা তব পৌরুষ প্রকাশে।
উদ্ধার করিতে যোগ্য তুমি এই দাসে॥
রামায়ণে ত্রিশঙ্কু বচন ষষ্টি সর্গ।
সতানন্দ মুনি বাক্য শুন সাধুবর্গ॥

৬০ সর্গঃ।

ত্রিপদী॥

ত্রিশঙ্কু বচন শুনি, বিশ্বামিত্র মহামুনি,
কহিছেন মধুর বচন।
সর্ব্ববাক্য বিশারদ, ঋষি অতি প্রিয়ম্বদ,
ত্রিশঙ্কুর হর্ষ বিবর্দ্ধন॥
ঈক্ষাকু কুল প্রকাশ, এই স্থানে কর বাস,
জানি তুমি পরম ধার্ম্মিক।
আশ্রয় দিলাম আমি, থাক পুত্র নরস্বামি,
ভয় নাই কি কব অধিক॥
আমন্ত্রিয়া আনি আমি, তব হেতু ধরাস্বামি
যাবতীয় মহা তপোধনে।
তব আকাঙ্ক্ষিত সিদ্ধি, যজ্ঞকর্ম্ম মহাঋদ্ধি,
করিবেন যোগ্য ঋষিগণে॥
গুরু শাপ কৃতরূপ, ধরিয়াছ যেই রূপ,
এই রূপে হবে স্বর্গগামী।
সৎকুলে তুমি উদ্ভব, করস্থ ত্রিদিব তব,
বিশেষ সহায় রূপ আমি॥
আমার নিকটে আসি, হইলে স্বর্গাভিলাষী,
এই কথা নরেন্দ্রে কহিয়া।
আপনার পুত্রগণে, বিশ্বামিত্র তপোধনে,
আনাইলা কাছে ডাকাইয়া॥
শিষ্যাদি বন্ধু সকলে, আনিয়া অতিকৌশলে
এই বাক্য বলেন বিশেষ।
কর পুত্র আয়োজন, শিষ্য সর্ব্ব মহাজন,
যজ্ঞদ্রব্য বিশেষ অশেষ॥
এই নৃপতির দ্রব্য, যাবতীয় হব্য কব্য,
গব্য আদি ভব্যের আনীত।
তাহে অতি যথা যোগ্য, সম্পন্ন করিব যজ্ঞ,
আমি মাত্র হয়ে উপস্থিত॥
কহিলেন শিষ্যগণে, আন সর্ব্ব ঋষিজনে,
আহ্বান করিয়া সন্নিকটে।
মম আজ্ঞা বলবান, মম যজ্ঞ করি জ্ঞান,
কর কার্য্য সর্ব্বে অকপটে॥
তোমার আমার পক্ষ, বাক্য মাত্র উপলক্ষ,
যা কহিবে সে বাক্য আমার।
অশেষ বিশেষ রূপে, জানাইবে সৎস্বরূপে,
যাহে হয় নৃপতি নিস্তার॥
বিশ্বামিত্র বাণী শিরে, শিষ্যগণ ধরি পরে,
সর্ব্বদিকে করি সমাগম।
ঋষিগণে আমন্ত্রিয়া, গুরুস্থানে উত্তরিয়া,
কহিছেন সুন্দর সঙ্গম॥
অগ্রে কৃতাঞ্জলি পুটে, যাইয়া গুরুনিকটে,
সন্নিকটে দেখ তপোধন।
তব আমন্ত্রিত যত, সর্ব্ব মুনি সমাগত,
অবগত যজ্ঞ নিমন্ত্রণ॥
তব আজ্ঞা প্রতি গ্রাহী, আসমুদ্রা এই মহী,
তাহে স্থিত যত তপোধন।
মহা যজ্ঞ করি ত্যাগ, এই যজ্ঞে অনুরাগ,
কি কহিব অধিক বচন॥

অপরঞ্চ নিবেদন, বশিষ্ঠের পুত্র গণ,
শত সংখ্য ক্রোধে করি ভর।
কহিলেন শুন তাই, নিবেদন তব ঠাঁই,
দুর্ব্বাক্য অত্যন্ত ঘোরতর॥
ক্ষত্রিয় যাজক যথা, চণ্ডাল কর্ত্তৃত্ব তথা,
সে যজ্ঞে কি আছে মহোদয়।
দেবগণে সেই স্থান, গিয়া কোথা ঘৃত খান,
সে যে কার্য্য অত্যাশ্চর্য্য ময়॥
মহাত্মা ব্রাহ্মণব্রজে, চণ্ডালান্ন সদা ভুজে,
স্বর্গমনে সিদ্ধি কিবা তার।
বিশ্বামিত্র সহায়তা, ভিন্ন আর স্বর্গ কোথা,
এ কথা অত্যন্ত চমৎকার॥
হইয়া রক্তলোচন, শুনিয়া দুষ্ট বচন,
কহিলেন সর্ব্বজন তাঁরা।
বশিষ্ঠ সম্ভব যত, পৌনঃ পুন্যে অবিরত,
সঞ্চারিত কত ক্রোধ ধারা॥
শিষ্যগণ বাক্য শুনি, বিশ্বামিত্র মহামুনি,
ক্রোধ ভরে আরক্ত নয়ন।
সম্বোধিয়া শিষ্যগণে, সকলের সন্নিধানে,
কহিছেন কর্কশ বচন॥
বশিষ্ঠ অশিষ্ট সুত, দুষ্টগণ অভিভূত,
দোষ যত দিয়াছে আমায়ে।
দুর্ব্বৃত্ত দুরাত্মা তারা, পাবে অঙ্গে ক্রোধধারা
কাল প্রাপ্ত হইবে এবারে॥
বদ্ধ হয়ে কাল পাশে, অদ্যই শমন বাসে,
বিনাশে বিশেষ পাবে গতি।
শত শত জাতিপ্রাপ্ত, আহারার্থে হবে ক্ষিপ্ত,
অঙ্গমাংস খাবে প্রেতাকৃতি॥
মৃতপশু মাংসাহারী, হইবে নির্ঘৃণাচারী
বিরূপ বিকৃতাকার ধারী।
ভ্রমণ করিবে লোকে, দুর্ব্বুদ্ধি আবৃত শোকে
দুরাত্মা আমার নিন্দাকারী॥
সর্ব্বলোকে করে দোষ, তবে যাবে এই রোষ
যবে হবে নিষাদ আকার।
আত্মঘাতি নিরন্তর, নাশিবে অশেষ নর,
নির্লজ্জ দুরাত্মা দুরাচার॥
দীর্ঘকাল মমক্রোধে, অভিশাপ অনুরোধে
করিবে দুর্ব্বৃত্তগণে বাস।
করি এই ক্রোধ উক্তি, বিশ্বামিত্র রাগে মুক্তি
বিরাম করিলা সুনির্য্যাস॥
ঋষি প্রোক্ত রামায়ণ, শুনি সর্ব্ব ঋষিগণ
বশিষ্ঠ নন্দনে ঋষি শাপ।
সাঙ্গ একষষ্টি সর্গ, শুন সর্ব্ব সাধু বর্গ,
অনায়াসে বিনাশিবে পাপ॥

৬১ সর্গঃ।

পয়ার।

নিজ ক্রোধ হলাহল করিয়া উদ্গার।
বিশ্বামিত্র মহামুনি গাধির কুমার॥
বশিষ্ঠ তনয় সহ সর্ব্ব তপোধন।
ভস্মরাশি করিব কহিলা তপোধন॥
মহা বংশ ঐক্ষাকুর অংশ অবতার।
ত্রিশঙ্কু নৃপতি খ্যাত অখিল প্রচার॥
সত্যশীল সুধার্ম্মিক আশ্রিত আমার।
এই স্বীয় শরীরে স্বর্গার্থী বারম্বার॥
অনুজ্ঞার যোগ্য যাবতীয় মুনিগণ।
ঋষিবর্গ শুনি বিশ্বামিত্রের বচন॥

পরস্পর সুমন্ত্রণা করিলেন পরে।
বিশ্বামিত্র ভয়ে ভীত যত মুনিবরে॥
কুপিত কুশিক বংশ তেজস্বী মহান।
উপযুক্ত নাহি হয় বিবাদ বিধান॥
অগ্নিসম শরীর জাজ্বল্য সুসন্তাপ।
দেখে দোষে পাছে রোষে দিবে অভিশাপ॥
এই হেতু এই যজ্ঞ করিতে সাধন।
সমারম্ভ কর সবে শুন ঋষি গণ॥
সশরীরে ত্রিশঙ্কু যাহাতে স্বর্গে যান।
যে প্রকারে তপস্যার শুভ ফল পান॥
এই উক্তি এই যুক্তি করি মুনি গণ।
করিলেন যজ্ঞারম্ভ পরে সর্ব্বজন॥
হোতৃ কর্ম্মে নিযুক্ত তপস্বী শুদ্ধ মনঃ।
প্রবৃত্ত হইলা তথা গাধির নন্দন॥
ঋত্বিক সাত্ত্বিক যত তাহে মুনি গণ।
দৃঢ় ব্রত তারা যত উপস্থিত জন॥
সেই যজ্ঞে সেই স্থলে ত্রিশঙ্কু রাজার।
বিশ্বামিত্র ভগবান সর্ব্ব মন্ত্র পার॥
যজ্ঞ ভাগ হেতু বিশ্বামিত্র দেবগণ।
করিলেন স্ব স্ব মন্ত্রে যজ্ঞে আবাহন॥
আহূত প্রকৃত মন্ত্রে তবু দেবগণ।
ভাগার্থে না করিলেন যজ্ঞে আগমন॥
হইলেন ক্রোধাবিষ্ট মুনি বিশ্বামিত্র।
শ্রুব দণ্ড করে করি সকম্পিত গাত্র॥
কহিলেন ত্রিশঙ্কুকে কর নিরীক্ষণ।
তপস্যার বর মম উন্নত কেমন॥
এই তুমি নৃপতি কুৎসিত পাপ তনু।
সশরীরে স্বর্গে যাও নৃপ অঙ্গ জনু॥
দুষ্প্রাপ্য এ দেহে স্বর্গ শুন নরবর।
বাল্যাবধি মম কর্ম্ম যে কিছু দুষ্কর॥
সেই তপস্যার ফল করি সম্প্রদান।
সশরীরে স্বর্গে যাও নৃপতি সন্তান॥
উক্ত বাক্য ফলে ঐক্য বলে নরেশ্বর।
করিলেন সশরীরে স্বর্গ পথে ভর॥
মুনিগণ দেখিয়া করিলা চিত্র জ্ঞান।
দেবগণ দেখিলা ত্রিশঙ্কু স্বর্গে যান॥
সমস্ত দেবতা সহ সহস্রলোচন।
ত্রিশঙ্কু পতিত হও কহিলা বচন॥
ভূমিতলে যাও তুমি না আসিও দিবে।
ত্রিদিবের যোগ্য নহ আসিবে ত্রিদিবে॥
গুরু শাপ প্রাপ্ত পাপ মূঢ় গূঢ় কর্ম্মী।
অধো মুণ্ডে ভূমি তুণ্ডে থাক রে অধর্ম্মী॥
এই কথা যেই মাত্র মহেন্দ্র কহিলা।
স্বর্গ মার্গ হতে রাজা পতিত হইলা॥
অধোমুখে কহিলেন ত্রাহি গাধিসুত।
হইল ত্রিশঙ্কু বাক্য বিশ্বামিত্রে শ্রুত॥
ক্রোধভরে করিলেন অতুল আশ্বাস।
তিষ্ঠ তিষ্ঠ বাক্যে স্পষ্ট জন্মান বিশ্বাস॥
ব্রহ্মতপো যোগে তথা মহর্ষি সত্তম।
দ্বিতীয় ব্রহ্মার প্রায় কর্ত্তৃত্ব উত্তম॥
অপূর্ব্ব দক্ষিণ মার্গে করিলা সৃজন।
উত্তপ্ত তেজস্বী অতি সপ্ত ঋষিগণ॥
অন্য অন্য জন তথা করিয়া সৃজন।
অপর নক্ষত্র চক্র সৃজিলা রাজন॥
তপোবল আশ্রয় করিয়া তপোধন।
সৃজন করিয়া পরে আরক্ত লোচন॥

ইন্দ্র আদি অপর অমরগণ যত।
সৃষ্টি করিবারে নৃপ হইলা উদ্যত॥
পরে পুরন্দর সর্ব্ব অমর সভ্রান্ত।
দেব ঋষিগণ সহ দেখিয়া একান্ত॥
সবিনয়ে কহিলেন বিশ্বামিত্র প্রতি॥
এই রাজা ত্রিশঙ্কু অত্যন্ত পাপমতি।
গুরু শাপ বিক্ষত অধর্ম্ম অপ্রমিত।
সশরীরে স্বর্গ প্রাপ্তি অতি অনুচিত॥
প্রমাণ প্রয়োগ বিজ্ঞ যথা যোগ্য জন।
অতিযত্নে সপ্রমাণে করিবে পালন॥
পুরাতন জন যাহা করিলা স্থাপিত।
অতিক্রম করা তাহা তব অনুচিত॥
এই বাক্য অমরের করিয়া শ্রবণ।
কহিলেন বিশ্বামিত্র সম্ভব বচন॥
সকল দেবতা গণে করিয়া সম্ভাষ।
সশরীরে স্বর্গে যাত্রা দিয়াছি আশ্বাস॥
প্রতিজ্ঞা পালন হেতু কীর্ত্তি সমুদয়।
মিথ্যা করা আমার উচিত কর্ম্ম নয়॥
সশরীরে ত্রিশঙ্কুর ত্রিদিবে গমন।
নিগ্রহ বিগ্রহ তাহে নহে কদাচন॥
মৎকৃত নক্ষত্র যত থাকিবে তাবৎ।
অন্যান্য সকল লোক থাকিবে যাবৎ॥
ত্রিশঙ্কু নামক স্বর্গ হইল স্থাপন।
অনুজ্ঞা ইহাতে কর সর্ব্ব সুরগণ॥
বিশ্বামিত্র ভয়ে নত সর্ব্বামর দল।
তিষ্ঠতু তিষ্ঠতু বাক্য বলিলা সকল॥
এই যোগে যাবতীয় অগ্নি বহির্দ্দেশে।
অধঃশিরা রহিবেন ত্রিশঙ্কু বিশেষে॥
উজ্জ্বল প্রভাব ভাবে নৃপ জন্মভাগে।
রহিবেন চির দিন নিজ অনুরাগে॥
এই বাক্য শ্রবণে করিয়া অঙ্গীকার।
কহিলেন দেবগণে গাধির কুমার॥
পশ্চাতে অমরবর্গ স্বর্গ পথে যান।
যজ্ঞ সাঙ্গ করি সর্ব্ব মহর্ষি প্রস্থান॥
ঋষিপ্রোক্ত রামায়ণে ত্রিশঙ্কুর স্বর্গে।
আরোহণ আদি কাণ্ড শুন সাধুবর্গে॥

৬২ সর্গঃ॥

ত্রিপদী॥

প্রতিবাসি মুনিগণ, দৃষ্টি করি তপোধন,
বিশ্বামিত্র কহিলা বচন।
নর ব্যাঘ্র মুনিবর, দেখে দৃষ্য বহুতর,
দুর্নীতি দেশের বিলক্ষণ॥
কহিলেন মুনিগণে, বনবাসি যত জনে,
অত্যন্তদুর্ব্বৃত্ত এই দেশ।
দক্ষিণ নামক দেশে, না রহিব সবিশেষে,
পশ্চিমেতে করিব প্রবেশ॥
পুষ্কর অরণ্যস্থলে, আশ্রিত হয়ে সকলে,
করিব তপস্যা মুনিগণ।
আপনি করিব তপঃ, সকলে করিবে জপ,
কহিলাম সর্ব্ব তপোধন॥
এই কথা উপযুক্ত, নৃপবর করি উক্ত,
পুষ্করে করেন সমাশ্রয়।
হয়ে ফল মূলাহারী, বিশ্বামিত্র যত্নাচারী,
এই রূপে রহিলা নির্ভয়॥

বিশ্বামিত্র তপোধন, যে কালেতে স্থিত হন,
সেই কালে অম্বরীষ নাম।
মহারাজ রাজ ঋষি, নৃপতি অতি তপস্বী,
যাগ করিবারে মনস্কাম॥
আরম্ভ করিলা যাগ, নর মেধে অনুরাগ,
নর পশু করিয়া প্রোক্ষণ।
সেই পশু মন্ত্রবান, হরিলেন মঘবান,
যূপে বদ্ধ ছিল সে যখন॥
সর্ব্ব সুলক্ষণ যুক্ত, নর পশু দেব উক্ত,
মুক্ত করি হরিলা মহেন্দ্র।
যাবতীয় বিপ্র গণ, দেখিয়া পশু হরণ,
কহিলেন শুন হে নরেন্দ্র॥
প্রোক্ষণ করিলে পশু, হরিয়া কে নিল আশু,
ফলে কিছু বলা নাহি যায়।
কিন্তু পশু অরক্ষণে, এ যজ্ঞ অসমাপনে,
বহু দোষে নষ্ট করে তায়॥
যজ্ঞকর্ত্তা হয় পাপী, মহা পরিতাপে তাপী,
প্রায়শ্চিত্ত যোগ্য হয় তারে।
যদ্যপি সে পশু পাও, শীঘ্র আন গিয়া যাও,
কিম্বা অন্য লক্ষণানুসারে॥
ক্রয় করি দ্রুত গতি, আন পশু নরপতি,
কর্ম্মকাল যে পর্য্যন্ত রহে।
উপাধ্যায় বাক্য শুনি, অম্বরীষ নৃপমণি,
অন্বেষণে অতি ব্যগ্র তাহে॥
পশু লক্ষণ বিশেষ, বহু জনপদ দেশ,
বিশেষ নগর বন যত।
অনেক আশ্রম স্থান, পুণ্য ভূমি বলবান,
প্রবেশ করিয়া অবিরত।
করি পশু অন্বেষণ, দেখিলা নৃপ নন্দন,
ঋচিক নামক দ্বিজবর।
বহু পুত্র ধন হীন, দ্বিজবর অতি দীন,
গৃহী বিপ্র দুঃখিত কাতর॥
দৃষ্টিমাত্র নরপতি, অম্বরীষ শীঘ্রগতি,
দ্বিজপ্রতি কহেন বচন।
তপস্বী বেদজ্ঞ অতি, দেখিয়া দ্বিজে ভূপতি,
জানাইলা নিজ প্রয়োজন॥
গোশত সহস্র নিয়া, অনুগ্রহ প্রকাশিয়া,
এক পুত্র করহ প্রদান।
মহাযজ্ঞ নরমেধে, পশু বিনা সুবিরোধে,
লিপ্ত আমি শুন বুদ্ধিমান॥
বহু পুত্র ধনহীন, বৃদ্ধ বিপ্র অতি দীন,
অভিরুচি যদি তব হয়।
একপুত্র দিয়া দান, রাখিয়া নৃপতিমান,
খণ্ডাবে এ দুঃখ সমুদয়॥
বহুদেশ দেশান্তর, অন্বেষিয়া বহুতর,
অপ্রাপ্ত যজ্ঞীয় পশু দ্বিজ।
লইয়া উচিত মূল্য, তোমার নন্দনতুল্য,
সিদ্ধ কর প্রয়োজন নিজ॥
জন্ম কশ্যপের কুলে, কেবা বিপ্র তব তুলে,
পশু অর্থে করহ কৃতার্থ।
অম্বরীষ বাণী শুনি, ঋচিকর্ষি বহুগুণী,
নৃপবরে কহেন যথার্থ॥
না করিব কোন রূপে, সন্তান প্রদান ভূপে,
কুল শ্রেষ্ঠ জ্যেষ্ঠ যে সন্তান।
ঋচিক বচন শুনে, পুত্র মাতা ভাবি মনে,
কহিছেন শুন পুণ্যবান॥

বিক্রয়ের যোগ্য নয়, জ্যেষ্ঠ পিণ্ডপ্রদ হয়,
এই কথা কহেন কাশ্যপ।
শুনহ আমার মত, বেদ উক্ত অনুগত,
নারীজাতি নাহি জানি তল॥
পিতৃপ্রিয় হয় জ্যেষ্ঠ,প্রায় কুল পতিশ্রেষ্ঠ,
কনিষ্ঠ মায়ের প্রিয় অতি।
উভয়ের বাক্য জানি, নরেন্দ্র বিষয় জ্ঞানী,
মধ্যমে চাহিলা নরপতি॥
মাতৃ পিতৃ অভিপ্রায়, বুঝিয়া মধ্যম তায়,
কহিলেন ভূপতির প্রতি।
জ্যেষ্ঠ পুত্র অবিক্রেয়, কনিষ্ঠ জননী প্রিয়,
অনুভবে বুঝ মহামতি॥
বিক্রয়ের যোগ্য পাত্র, তবেই মধ্যম পুত্র,
জানিয়া আমাকে লয়ে চল।
পরে গোশত সহস্র, দানে নৃপ চতুরস্র,
শরীরে পাইয়া মহাবল॥
শুনঃশেফে নরপতি,লয়ে অতি শীঘ্রগতি,
প্রীতি যুক্ত করিলা গমন।
আরোহিয়া রথোপরে, শুনঃশেফ দ্বিজবরে,
সত্বরে সাধিতে প্রয়োজন॥
ঋষি উক্ত রামায়ণে, ত্রিষষ্টি সর্গ কথনে,
শুনঃশেফ বিক্রয় কথন।
শ্রবণে বিনাশে পাপ, শান্ত হয় মহাতাপ,
শুন সুখে সর্ব্ব সাধুজন॥

পয়ার॥

শুনঃশেফে সহিতে লইয়া নৃপবর।
আপনার যজ্ঞভূমে চলিলা সত্বর॥
পথি মধ্যে শ্রান্ত অতি সবাহন ভূপ।
বিশ্রাম করিলে পরে শুন অপরূপ॥
পুষ্কর তীর্থের মধ্যে দুষ্কর তপনে।
রাজার বিশ্রাম দেখি দ্বিজসুত বনে॥
শুনঃ শেফ মহামতি পুষ্কর অরণ্যে।
আশ্রয় করিলা দেখে পরম শরণ্যে॥
বিশ্বামিত্র রাজর্ষি ছিলেন সেই স্থানে।
দীনদুঃখী দ্বিজসুত দেখিয়া কাননে॥
পিতৃকৃত বিক্রয়ে অপর পরিশ্রমে।
বলবান গাধির সন্তানে দেখে বনে॥
মুনিপদে বন্দিয়া কহেন দ্বিজসুত।
কেহ নাহি মাতা পিতা সঙ্গে ভৃত্য দূত॥
ন মিত্র বান্ধব মম ত্রাণ কর্ত্তা তুমি।
তোমার শরণাগত বন্ধু ত্যক্ত আমি॥
তুমি ত্রাণকর্ত্তা মম পিতা প্রতিষ্ঠিত।
ভূপতির যজ্ঞে পশু আমি উপস্থিত॥
যে উপায়ে আমার জীবন রক্ষা পায়।
স্ববীর্য্য আশ্রয়ে ঋষি রক্ষিবে আমায়॥
অনাথের নাথ তুমি শাস্ত্রে বিচক্ষণ।
ভব্যচিত্তে ভূপভয়ে করহ রক্ষণ॥
পিতাপ্রায় পুত্রজানি কর পরিত্রাণ।
মুনিসুত বাক্য শুনি গাধির সন্তান॥
বিশ্বামিত্র শুনঃশেফে করিয়া সান্ত্বনা।
কহিলেন পুত্রগণে হয়ে স্নিগ্ধমনা॥
যার জন্যে জনক বাঞ্ছেন বহু সুতে।
দুর্গ উদ্ধারণ হেতু বাক্য শাস্ত্র শ্রুতে॥
সেই কাল আমার হইল উপস্থিত।
এই মুনিপুত্র মম শরণ্য উদিত॥

ইহার জীবন দান এই প্রিয় কর্ম্ম।
করনে তোমরা সবে রাখ পুত্রধর্ম্ম॥
সকলে আত্মীয় মম মঙ্গল আশ্রয়।
সকলে সুব্রতাচারি বলবুদ্ধিময়॥
সেই সব গুণান্বিত সকল সন্তান।
মম বাক্যে দ্বিজ সুতে কর পরিত্রাণ॥
যজ্ঞায়ুধসমীপে গিয়া তৃপ্তি কর দান।
আমার শাসনে শুনঃশেফে করি ত্রাণ॥
আমার শরণাগত ঋচিকের সুত।
অবিঘ্নে নৃপতি যজ্ঞ সাধু যথা শ্রুত॥
শুনঃশেফে অনুগ্রহ করহ প্রকাশ।
অথচ না হয় যাতে নৃপ যজ্ঞনাশ॥
দেবতা সকলে হন যাহে সুতর্পিত।
মম বাক্য রক্ষা হয় যশঃ প্রতিষ্ঠিত॥
পিতৃ অনুশাসনে সকল পুত্রগণ।
মধুস্যন্দ আদি করি তারা যত জন॥
কহিলেন অভিমানে হইয়া নির্ভয়।
পরিহরি নৃপতি আপন পুত্র চয়॥
পরপুত্রে পরিত্রাতা এই তব কর্ম্ম।
শ্বমাংস আহারি ঋণে সাধিলে স্বধর্ম্ম॥
পুত্রগণ বচন শ্রবণ কটুতর।
শ্রবণ করিয়া বিশ্বামিত্র মুনিবর॥
ক্রোধে কম্পে কলেবর আরক্ত লোচন।
পুত্রগণ প্রতি শাপ দিলা তপোধন॥
নির্ভয়ে লঙ্ঘিয়া ধর্ম্ম কহ কুবচন।
এ অতি দুষ্টতা দেখি নহে সুলক্ষণ॥
শ্বমাংস উদ্দেশ করি না মান পিতায়।
সকলে শ্বমাংস জীবী হইবে ত্বরায়॥
বশিষ্ঠের পুত্র শত পতিত যেমন।
শত বর্ষ পতিত হইবে সর্ব্ব জন॥
সতত কুৎসিতাকারে ভ্রমণ করিবে।
পিতৃ শাপে অভিভূত হইয়া রহিবে॥
কুশিক নন্দন বিশ্বামিত্র তপোধন।
শুনঃশেফে শান্ত করি কহেন বচন॥
যেকালে আপনি পুত্র হইবে প্রোক্ষিত।
এই মন্ত্র জপিবে জীবন সুরক্ষিত॥
ইন্দ্রের অভীষ্ট মন্ত্র করিলে জপন।
অবশ্য বাসব আসি করিবে রক্ষণ॥
অথবা পশুত্ব হেতু এই নৃপতির।
বিঘ্ন উপস্থিত হবে জানিবে সুস্থির॥
অনন্তরে সেই মন্ত্র করি অধ্যয়ন।
ত্বরায় নৃপতি অগ্রে করিলা গমন॥
আসিয়া কহিলা অম্বরীষ নৃপবরে।
আমাকে লইয়া যজ্ঞে চলহ সত্বরে॥
পশুত্বে নির্দ্দিষ্ট করি আমাকে রাজন।
প্রোক্ষণ করিয়া যজ্ঞ কর সমাপন॥
সেই ঋষি সুত বাক্য শ্রবণে হর্ষিত।
চলিলেন যজ্ঞে নৃপ হয়ে আনন্দিত॥
সদস্য গণের অনুজ্ঞায় নৃপবরে।
বন্ধন করিলা যূপে ঋষিপুত্র নরে॥
পরম পবিত্র সুলক্ষণ যুক্ত শিশু।
রক্তাম্বর পরিধান সুলক্ষণ পশু॥
বন্ধন করিলা তারে নিয়া যজ্ঞ যূপে।
তুষ্ট করে শুনঃশেফ মন্ত্রে সুর ভূপে॥
ভাগার্থী হইয়া ইন্দ্র তথায় আগত।
শুনঃশেফ মন্ত্র উচ্চারণে মনোমত॥

প্রীতিযুক্ত উক্ত মন্ত্রে সহস্র লোচন।
প্রদান করিলা বর অভীষ্ট যেমন॥
আয়ুঃ আর ইষ্ট সিদ্ধি যশঃ অতিশয়।
শুনঃশেফে দিলা দান মহেন্দ্র নিশ্চয়॥
রাজা অম্বরীষ প্রাপ্ত যথাযোগ্য ফল।
মনে যাহা ছিল রাজা পাইলা সকল॥
যশো ধর্ম্ম স্থিরা লক্ষ্মী ইন্দ্রের প্রসাদে।
বিশ্বামিত্র তপেতে রহিলা অপ্রমাদে॥
পুষ্করে সহস্র বর্ষ হইয়া সুব্রত।
আদিকাণ্ডে চতুঃষষ্টি অধ্যায় নির্গত॥

৬৪ সর্গঃ।

ত্রিপদী॥

সহস্র বৎসরে তূর্ণ, তপস্যা হইল পূর্ণ,
তপোবলে পূর্ণ দেবগণ।
বিশ্বামিত্র সন্নিধানে, গমন করিলা বনে,
পরে ব্রহ্মা কহিলা বচন॥
তুমি সর্ব্ব ঋষি শ্রেষ্ঠ, অতএব অতি কষ্ট,
নিবৃত্ত করিলে ভাল হয়।
এই কথা প্রজাপতি, উক্ত করি শীঘ্রগতি,
চলিলেন আপন আলয়॥
ব্রহ্মার বচন শুনি, বিশ্বামিত্র মহামুনি,
উৎখাচ করেন তদাচার।
বহুকাল মহাতপঃ, করি ইষ্ট মন্ত্র জপ,
তপস্যার বিঘ্নে পুনর্ব্বার॥
মেনকা নামে অপ্সরা, কাম্য তপো ভঙ্গকরা,
লোভ দেখাইতে মুনিবরে।
সুশ্রোণী মোহিনী প্রায়, বিশ্বামিত্রাশ্রমেযায়
স্নান ছলে তথায় পুষ্করে॥
অদ্ভুত আকার তার, সুমোহিনী মেনকার,
রূপ দেখি কুশিক তনয়।
রূপে অপ্রতিমা রামা, সাক্ষাত্ যেমন রমা,
মূর্ত্তিমতী অতি গুণাশ্রয়॥
নিরখি নির্জ্জন বনে, আর্দ্র বস্ত্রা শুভাননে
কন্দর্পে কম্পিত মুনিরাজ।
মদনে মোহিত মুনি, মেনকা হৃদয়েজানি,
সন্নিকটে আসিল অব্যাজ॥
তপস্বী আপনি শুচি, যদি তব হয় রুচি,
ভজমানা ভজ ভগবান।
এই রূপ সুমধুর, বাক্যে দুঃখ করে দূর,
সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী হানে বাণ॥
ধরিয়া তাহার করে, আশ্রমে প্রবেশি পরে,
যথা সুখ তাহার সহিত।
পঞ্চবিংশতি বৎসর, বিশ্বামিত্র মুনিবর,
রমণেতে রহিলা মোহিত॥
ক্ষণেকে কুহক ধরে, মুগ্ধ করে মুনিবরে,
পরে মুনি জানিলা নিশ্চিত।
তপস্যা বিঘ্নের হেতু, লঙ্ঘিবারে ধর্ম্মসেতু,
জন্মাইতে মহেন্দ্রের প্রীত॥
করিল তপো হরণ, হরিল আমার মনঃ,
এ সংসর্গে থাকা নহে আর।
মধুর বচনে পরে, ত্যজিলেন মুনিবরে,
পুষ্করে করিলা পরিহার॥
উত্তর পর্ব্বতে যান, নিষ্ঠাচার বুদ্ধিমান,
কমলজে করিলা মানস।
কৌশিক কৌশিকীতীরে, তপস্যা করি অচিরে
সহস্র বৎসর স্বীয় বশ॥

তপোবলে দীপ্তিমান, মুনি অতি তেজস্বান,
দুষ্কর তপস্যা অনিবার।
দেখিয়া বিবুধ রাজ, সর্ব্বদেব সহ সাজ,
আইলেন নিকটে ব্রহ্মার॥
এই তপস্যার ফলে, গাধিপুত্র মহাবলে,
মহর্ষিত্ব করহ প্রদান।
উগ্র তপঃ নিবারণ, করিয়া চতুরানন,
রক্ষা কর রাখ প্রভু মান॥
উগ্রতপে দেয় তাপ, পায় সবে পরিতাপ,
তোমা বিনা কেবা আছে গতি।
শুনি দেবগণ যুক্তি, করিলেন ব্রহ্মা উক্তি,
বিশ্বামিত্রে শুন সাধুমতি॥
নিবৃত্ত হইয়া তপে, মহর্ষি অধিক জপে,
কিবা কর্ম্ম কুশিক নন্দন।
ঋষি মুখ্য দেখ যত, প্রধানত্ব মহাব্রত,
করিব তোমাকে সমর্পণ॥
ব্রহ্মার বচন শুনি, বিশ্বামিত্র মহামুনি,
কৃতাঞ্জলি কৌশিক প্রবীণ।
প্রণাম করিয়া পর, কহিলেন দেব বর,
ব্রহ্ম ঋষি শব্দ সুকঠিন॥
তোমার প্রসাদে প্রভু, অসমর্থ নহি কভু,
যদি কৃপা কর ভগবান।
যদ্যপি তপঃপ্রভাব, থাকে মম করি লাভ,
ব্রহ্মর্ষিত্ব করহ প্রদান॥
বিশ্বামিত্র মুনিবরে, স্বয়ম্ভু কহেন পরে,
তথা তুমি নহ জিতেন্দ্রিয়।
কামাদি না করি জয়, কেমনে কল্মষ ক্ষয়,
ব্রহ্মত্ব বাসনা কর প্রিয়॥
কাম ক্রোধ লোভ মোহ, তাবতে পূরিত দেহ
কর তাহা সর্ব্ব পরিত্যাগ।
পরে পাবে মহাধন, ব্রহ্মত্ব হে তপোধন,
ত্যজিবে বিষয় অনুরাগ॥
একথা কহিয়া পরে, ব্রহ্মা গেলা নিজঘরে
বিশ্বামিত্র ঘোর তপে রত।
ঊর্দ্ধ বাহু নিরন্তর, এক পদাঙ্গুষ্ঠে ভর,
স্থাণু প্রায় স্থির দৃঢ় ব্রত॥
পবন অশন মাত্র, পঞ্চ তপে তপ্ত গাত্র,
গ্রীষ্মে গ্রীষ্ম করি সম্বরণ
বর্ষার সময়ে ধীর, মস্তকে ধরেন নীর,
শিশিরে সলিলে প্রবেশন॥
এই রূপ বর্ষ শত, তপস্যায় হয় গত,
উগ্রতপে ঐকান্তিক মনঃ।
তপস্যা দেখিয়া তাঁর, শুন কৌশল্যা কুমার,
ভয়ান্বিত সর্ব্ব দেবগণ॥
পরম সন্ত্রান্ত পর, সুর সহ সুরেশ্বর,
তপোবিঘ্ন চিন্তা করি মনে।
রম্ভা নামে বিদ্যাধরী, আদরে আহ্বান করি,
বায়ু বৃত অদিতি নন্দনে॥
আত্মহিত অভিলাষ, বিশ্বামিত্র তপোনাশ
মানসে মহেন্দ্র পরিশ্রম।
ঋষি প্রোক্ত রামায়ণে, রামচন্দ্র সম্বোধনে,
হইলে রম্ভার সমাগম॥
পঞ্চষষ্টি সর্গ সাঙ্গ, পরে শুন সাধু রঙ্গ,
বিশ্বামিত্র তপোভঙ্গ ছল।
শ্রবণে শ্রবণ সিক্ত, বিষয় হইবে তিক্ত,
সুধাসিক্ত সংসার সকল॥ ৬৫ সর্গঃ।

সর্ব্বগুণ যোগ্যোপমা, অপ্সরা সুমনোরমা,
সুরকার্য্য সাধনে তৎপরা।
ভামিনী কামিনী মান্যে, এই কর্ম্ম কর ধন্যে,
হইবে কৌশিক মনোহরা॥
জন্মাও মানসে লোভ,না থাকে তপের ক্ষোভ
এই বাক্য ইন্দ্র মুখে শুনে।
কৃতাঞ্জলিপুট করে, উদ্বিগ্ন মানসে পরে,
প্রত্যুত্তর করিছে স্বগুণে॥
শুন ইন্দ্র সুরশ্রেষ্ঠ, কৌশিক তপস্বিজ্যেষ্ঠ,
বিশ্বামিত্র কুপিত বিগ্রহ।
করিলে তপস্যা লোপ,মম প্রতি করি কোপ,
অভিশাপে জন্মাবে নিগ্রহ॥
অতএব সুরপতি, প্রসন্ন আমার প্রতি,
হয়ে প্রভু করিবে প্রসাদ।
এ নহে আমার ধর্ম্ম, না পারিব এই কর্ম্ম,
করিতে তপস্যা পরিবাদ॥
রম্ভার বচনান্তর, কম্পমান পুরন্দর,
কম্পমানা দেখিয়া তাহারে।
পুরোভাগে যোড়করে; নিজরূপেমনোহরে,
কহিলেন দেবরাজ তারে॥
নাহি তব কোন ভয়, অবশ্য হইবে জয়,
তুমি প্রিয়বাদিনী ভামিনী॥
সহচর পিকবর, মনোভব অনুকূল,
হবে তব শঙ্কা কি কামিনি॥
প্রকাশিবে পুষ্প শ্রেণী,ভালরূপে বান্ধ বেণী
আমি তব রহিব নিকটে।
অদ্ভুত সুসজ্জা পর, মনোহর রূপ ধর,
মুনিতপো ভঙ্গ যাহে ঘটে॥

শুনি দেবরাজবাণী; যথা যুক্তি উক্তি মানি
ভয় মুক্তা হইল অপ্সরী।
সাজিল মনোহারিণী,যোগীন্দ্রমোহকারিণী
মানস হরণ বেশ করি॥
ইন্দ্র সাজি পিকবর, সম্বরারি সহচর,
তার সহ করিলা গমন।
মনোহর স্বর যুত, রবে করি অভিভূত,
নিভৃতে রহিলা দুই জন॥
কোকিলের রব শুনি, ব্যাকুলিত মহামুনি
রম্ভার সুমনোহর গান।
সুখস্পর্শ সমীরণ, কামি কাম বিবর্দ্ধন,
প্রফুল্লিত কুসুম বিতান॥
চিত্ত হরে হঠাৎ কার, গীতশব্দ চমৎকার
রম্ভার আকার মনোহর।
দর্শনে মোহিত দৃষ্টি, শব্দে করে সুধাবৃষ্টি,
আকৃষ্ট হইলা মুনিবর॥
তপোভঙ্গে হয়ে স্মৃতি, মহাশঙ্কা উপস্থিতি
মনে মনে করিলেন জ্ঞান।
ইন্দ্রের ঘটিত কর্ম্ম,জ্ঞানেতে বুঝিলা মর্ম্ম
সন্নিকৃষ্টে রম্ভা অধিষ্ঠান॥
কহিলেন মুনি তাহে, শুন রম্ভে বরারোহে,
নিজ গুণ সম্পদে মোহিনী।
দেখায়েআমারে লোভ,মানসেজন্মালেক্ষোভ
সেই হেতু সুরসৌরভিনী॥
শিলাময়ী মূর্ত্তি ধরী, এই বনে বাস করি,
রহিবে অযুত সম্বৎসর।
মম শাপে সমাচ্ছন্না, নিস্পন্দা মলিন বর্ণা,
স্বপাপে পাষাণ কলেবর॥

তপঃসিদ্ধ কোন দ্বিজ,প্রকাশি তপস্যা নিজ,
করিবেন তোমারে উদ্ধার।
রম্ভাকে পাষাণ করে, মুনিবর তদন্তরে,
করিলেন সন্তাপ সঞ্চার॥
রম্ভাতনু ক্রোধভরে, পাষাণ করিয়া পরে,
দেখিলেন মহেন্দ্র মদনে।
তপোহারি স্মর ইন্দ্র, দর্শন করি যোগীন্দ্র,
জিতেন্দ্রিয় নহি ভাবি মনে॥
নিন্দা করি আপনার, মুনিবর বারম্বার,
হৈমবতী করি পরিত্যাগ।
পূর্ব্বদেশে গিয়া পর, তপস্যায় অনন্তর,
মিতাচার হয়ে বীতরাগ॥
তপস্যা হইল ভঙ্গ, করিয়া সুচিন্তা সঙ্গ,
প্রতিজ্ঞা করিলা দৃঢ়তর।
আর না করিব কোপ, সম্প্রতি ভক্ষণ লোপ,
না করিব এ কর্ম্ম দুষ্কর॥
বাসনা করিব ত্যাগ, শতাব্দ ব্রহ্মণ্যে রাগ,
করি নিজ আত্মার শোষণ।
জিতেন্দ্রিয় হয়ে পরে, থাকিব এ কলেবরে,
যাবৎ না হইব ব্রাহ্মণ।
অসংখ্যেয় সম্বৎসর, অনাহারে নিরন্তর,
পরিহরি নিশ্বাস প্রশ্বাস।
যাবত্ তপস্যা পূর্ত্তি, ক্ষয় না পাইবে মূর্ত্তি,
মুনি মনে জানিলা বিশ্বাস॥
মৌন ভাবে প্রতিজ্ঞায়, রহিলেন দৃঢ়তায়,
দশ শত বৎসর নিশ্চয়।
বজ্রস্থানে অবস্থান, অচল গিরি সমান,
আরম্ভিলা তপস্যা প্রণয়॥

রামায়ণে রম্ভা শাপ, দেবেন্দ্র কন্দর্পে তাপ,
ষট্ ষষ্টি সর্গ নিরূপণ।
বাল্মীকাখ্য মুনি কৃত, কোমলঙ্গ বর্ণনামৃত,
পান কর সর্ব্ব সাধু জন॥
৬৬ সর্গঃ।

———

পয়ার।

এই স্থানে স্থাণুপ্রায় স্থিত মহামতি।
মৌন ব্রতে কুশিক কুলজ হয়ে ব্রতী॥
করিতে না পারে কাম অন্তরে প্রবেশ।
ক্রোধ দৃষ্টি বিবর্জিত অকামির শেষ॥
শান্ত চিত্ত নিত্য কৃত্য উগ্রতপা অতি।
পরাসিদ্ধি গত প্রায় কৌশিক সুমতি॥
চিন্তিত হইয়া মনে সর্ব্ব সুর গণ।
তপোনিধি ব্রহ্মাকে করিলা নিবেদন॥
মহাব্যগ্র উগ্রতপা দেখি গাধিসুতে।
তপোভঙ্গ অসাধ্য হইল সর্ব্ব মতে॥
জিত ক্রোধ লোভাদি তপস্যা বিবর্দ্ধিত।
দোষ লেশ নাহি দেখি কলুষে বর্জিত॥
যদি কৃপা করি তারে না দেও বাঞ্ছিত।
নিজ তেজে বিনাশিবে ত্রিলোক নিশ্চিত॥
চরাচর অপর ব্যাকুল দিক চয়।
ভয়ে ভীত ভানু ভানু প্রকাশিত নয়॥
ক্ষুব্ধ সপ্ত সমুদ্র শৈলেন্দ্র বিদারণ।
কাতর কাশ্যপি কম্পে কচ্ছপ বারণ॥
ব্যাকুল হইয়া বায়ু বহে খরতর।
স্থির বুদ্ধি নহে রহে উদ্বিগ্ন অপর॥

যে পর্য্যন্ত গাধিসুত করিবেন তপঃ।
সুররাজ পুরী অক্ত পরিইরি জপ॥
অনন্তর অপর অমর সুরপতি।
প্রজাপতি পশ্চাতে চলিলা শীঘ্রগতি॥
বিশ্বামিত্র সমীপে সকল সুর গণ।
কহিলেন সন্তোষক মধুর বচন॥
ব্রহ্মর্ষিত্ব লাভার্থ তপস্যা গুরুতর।
পরিহর ধর বাক্য সে বড় দুষ্কর॥
বাঞ্ছিত মরণ মার্গ যদি মনে লয়।
ব্রহ্মর্ষিত্ব দুর্লভ জানিবে মহোদয়॥
পরম মঙ্গল অকুশল নাহি রবে।
উগ্রতপঃ ফলে ফুলে বহু সিদ্ধি হবে॥
পিতামহ সুবচন রচন বিচিত্র।
কৃতাঞ্জলি কহিলেন মুনি বিশ্বামিত্র॥
যদ্যপি ব্রাহ্মণ্য লাভ হয় পিতামহ।
কৃতার্থ যথার্থ তবে জানিব এ দেহ॥
অভিপ্রায় অবগতে অভিমত সিদ্ধি।
তথাস্তু বলিয়া ব্রহ্মা দিলেন সুঋদ্ধি॥
বিশ্বামিত্র পদ্মজে করিলা নিবেদন।
যদ্যপি ব্রাহ্মণ্য দান দিলে বেদানন॥
তব বাক্যে ব্রহ্মণ্য অপর বেদচয়।
বরণ করেন দীনে সত্য সমুদয়॥
সিদ্ধি ঋদ্ধি স্মৃতি বিদ্যা মেধা ক্ষমা শম।
তপো দম দয়া ক্ষান্তি সর্ব্বজ্ঞত্ব যম॥
কৃতজ্ঞতা অসম্মোহ প্রাপ্তি অভিমত।
পূর্ব্ব পূর্ব্বজ্ঞানি গণে এ বাক্য কথিত॥
সর্ব্ব ভূতে অহিংসা পরম ধর্ম্ম জানি।
সঙ্কল্প বিহীন সঙ্গ পরিত্যাগ মানি॥
সেই সবে আমাকে ভজনা যেন করে।
তপস্যায় যে সমস্ত অপ্রাপ্য অমরে॥
এই সব সিদ্ধি চয় ব্রহ্মত্ব পাইলে।
হয়ে তুষ্ট মনোভীষ্ট তাহা তুমি দিলে॥
এই রূপ বাক্যে ব্রহ্মা হয়ে পরিতুষ্ট।
প্রত্যুত্তর করিলেন পুলকে সুপুষ্ট॥
প্রতিভা তব শরীরে যত বেদ গণ।
হইবেন অক্ষয় ব্রহ্মণ্য উদ্দীপন॥
সকলের অধিকে গণন হয় তব।
ব্রহ্মবাদিগণ যত সম্ভূত সম্ভব॥
এই কথা কহিয়া অমর গণে বৃত।
করিলেন স্বস্থানে প্রস্থান অতিদ্রুত॥
বিশ্বামিত্র মুনিবর ব্রহ্ম কলেবর।
লাভ করি কৃতকৃত্য হয়ে সিদ্ধীশ্বর॥
করিলেন পৃথিবী ভ্রমণ যথেচ্ছায়।
এই ব্রহ্মজ্ঞানী শ্রেষ্ঠ সংস্থিত সভায়।
তেজস্বির প্রধান দ্বিতীয় ভানুমান।
সিদ্ধীশ্বর ধর্ম্ম দেহ স্বয়ং অধিষ্ঠান॥
সতানন্দ সমীপে শুনিয়া সমাখ্যান।
কৃতাঞ্জলি পুট ভাবে নৃপতি প্রধান॥
জনক কহেন অদ্য আমি অতি ধন্য।
করিলেন অনুগ্রহ স্নেহ মুনি মান্য॥
শ্রীরাম সহিত মম যজ্ঞ দেখিবারে।
অভ্যাগত আপনি সিদ্ধীশ সহকারে॥
মহাযশা মুনি মুখ্য সহিত গমন।
অদ্য আমি মানিলাম সার্থক জীবন॥
তোমার দর্শনে বহু গুণ প্রাপ্ত আমি।
পবিত্র হইল সভা কৃপাগুণে স্বামি॥

শুনিলাম তোমার গুণের প্রভা যত।
কহিলেন সতানন্দ সাধু সুসঙ্গত॥
মহাত্মা রামের সহ সভায় উদয়।
শুনেছি তোমার গুণ ব্যাখ্যা সমুদয়॥
অতএব সদস্য স্বরূপে মুনিবর।
শুভাগম করিবেন সভার অন্তর॥
অপ্রমেয় তপস্তব অপ্রমেয় বল।
অপ্রমেয় গুণ গণ শুনেছি সকল॥
অত্যন্ত আশ্চর্য্য কথা তোমার যে সব।
তাহে তৃপ্তি সীমান্ত না হয় অনুভব॥
পুনঃ পুনঃ শ্রবণে মানস সদা হয়।
কিন্তু মুনি কর্ম্মকাল অম্বরে উদয়॥
প্রত্যূষ সময়ে কল্য করিবা গমন।
পুনর্ব্বার করিব অপূর্ব্ব দরশন॥
আগমন কুশল কহিয়া সুকুশলী।
করিবেন আমারে পরম কুতূহলী॥
আজ্ঞা কর আমারে কহিয়া এই কথা।
প্রশংসা করিলা বহু মুনি যোগ্য যথা॥
মুনিরাজ বিশ্বামিত্র বহু প্রীত ভায়।
শীঘ্রগতি করিলেন জনকে বিদায়॥
মিথিলাধিপতি পরে জনক ভূপতি।
চলিলেন সম্মান লইয়া শীঘ্রগতি॥
বিশ্বামিত্রে প্রদক্ষিণ করি নরবর।
পশ্চাতে পরম তোষে গমনে সত্বর॥
বিশ্বামিত্র ধর্ম্মপূত শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
লইয়া স্বাবাসে পরে করিলা গমন॥
দ্বিজগণ সহিত পূজিত ভাবে ভূপে।
রহিলা রজনী যোগে যথা বিধি রূপে॥

বিশ্বামিত্র ব্রহ্মত্ব প্রাপণ সুকথন।
সপ্তষষ্টি সর্গে মুনি বাল্মীকি বর্ণন॥

৬৭ সর্গঃ॥

ত্রিপদী॥

উদয় রবি মণ্ডলে, নৃপতি প্রভাত কালে,
কর্ম্ম জালে করি সমাপন।
সহিতে রাম লক্ষ্মণে, বিশ্বামিত্র সন্দর্শনে,
উপস্থিত হইলা রাজন॥
করিয়া অর্চ্চন পরে, শাস্ত্র দৃষ্টি সহকারে,
মুনিবরে নরেন্দ্র প্রধান।
দশরথাত্মজ দ্বয়ে, যথা মতি জ্ঞানোদয়ে,
পূজিয়া কহিলা জ্ঞানবান॥
ভগবান গাধিসুত, সন্নিকটে সমাগত,
কহ দ্রুত কি করি মুনীন্দ্র।
আজ্ঞা কর এ কিঙ্করে, অনুরূপ করি পরে,
তুমি মুনি দ্বিতীয় মহেন্দ্র॥
জনক বদনে শুনি, এই বাক্য মহামুনি,
বিশ্বামিত্র করিলা উত্তর।
ধীর মতি প্রিয়ম্বদ, তাহে বাক্য বিশারদ,
সকলের মুখ্য মুনিবর॥
দশরথ নৃপতির, পুত্রদ্বয় জান স্থির,
ক্ষত্রবংশ বীর দুইজন।
বিশ্ব মধ্যে সর্ব্বজ্ঞাত, সূর্য্যবংশ অতিখ্যাত
নাম দুই শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥

তব গৃহে শরাসন, মহাদেব দত্ত ধন,
দর্শনে কামনা অতিশয়।
অনুকূলে অগ্রসরে, তুষ্ট কর রঘুবরে,
কৃতকর্ম্মা এই সুতদ্বয়॥
তুমি হবে কৃতকার্য্য, হইবে কর্ম্ম সাহায্য,
সৌকুমার্য্য কর্ম্ম সুকঠিন।
এই কথা মুনি মুখে, জনক শুনিয়া সুখে,
কৃতাঞ্জলি জ্ঞানীন্দ্র প্রবীণ॥
শুন সে ধনুর কথা, যথার্থ স্বরূপে যথা,
সম্প্রতি আমাতে শরাসন।
দেবরাত ইতি খ্যাত, মহীপতি তব জ্ঞাত,
ছিলা পূর্ব্বে নিমির নন্দন॥
দক্ষযজ্ঞ নষ্ট কালে, মহাদেব মন্ত্রজালে,
ন্যাস ভূত করি ত্রিলোচন।
দক্ষযজ্ঞ ভঙ্গ করি, সন্তাপে ত্রিপুর অরি,
সুরগণে কহিলা তখন॥
ভাগার্থী অমর গণ, লইয়া দক্ষ অর্চ্চন,
মম ভাগ না করি কল্পন।
সেই হেতু সর্ব্ব অঙ্গ, ধনুতে করিব ভঙ্গ,
ভাগে হত হবে সর্ব্বজন॥
সাক্ষাতে সে অমঙ্গল, দেখিয়া নির্জ্জর দল,
বিশ্বনাথে করিলা প্রণাম।
প্রসন্ন হইয়া দক্ষে, দৃষ্টিপাতে দিব্য চক্ষে,
কর হর যজ্ঞ পরিণাম॥
দেব বাক্যে প্রীত হয়ে, ভঙ্গ দেব অঙ্গচয়ে,
পুনর্ব্বার করিয়া প্রদান।
যে যে অঙ্গ ভঙ্গ তায়, সুরে দেন পুনরায়,
কাশীপতি করিয়া কল্যাণ॥

সেই দেব দেব ধনুঃ, আমার গৃহে কৃশানু,
কৃপা করি করেন অর্পণ।
অদ্যাপি সে শরাসনে, পূজা করি ভক্তিমনে,
করিলাম পূর্ব্ব নিবেদন॥
বলিষ্ঠা কন্যকা জ্যেষ্ঠা, দিব্য রূপা গুণে শ্রেষ্ঠা,
সীতা হতে সমুত্থিতা সীতা।
অযোনি সম্ভবা রমা, তুল্য রূপে অনুপমা,
বহু ভাগ্যে আমি তাঁর পিতা॥
পূর্ব্ব পূর্ব্ব নৃপ কুল, মম গৃহে সানুকূল,
উপনীত মন্দিরে আমার।
সীতার বরণ হেতু, কহে মহাবল সেতু,
দেহ সীতা সবে বারম্বার॥
সীতার বলের কথা, আমি কহিলাম তথা,
যথার্থ শুনিয়া সর্ব্বজন।
তথাচ প্রার্থনা করে, দেখাইলে ধনুর্ব্বরে,
তুলিতে অশক্ত নৃপগণ॥
নির্ব্বীর্য্য দেখিয়া পরে, যাবতীয় নরবরে,
সীতা দিতে না করি স্বীকার।
এই রূপে যত রাজা, মহীমধ্যে মহাতেজা,
পুরী আসি ঘেরিল আমার॥
প্রত্যেকে প্রবীণ রণে, পূর্ব্ব রোষ করি মনে,
মিথিলায় করিল প্রবেশ।
সম্বৎসর পরিপূর্ণ, মম বল করে চূর্ণ,
মহা রঙ্গে ভঙ্গ হৈল দেশ॥
সকলে বেষ্টন করে, রুদ্ধ রাজ্য অনুচরে,
পরে আমি হয়ে অতি ক্ষীণ।
দেব দেব ত্রিলোচনে, আরাধিয়া আরাধনে,
দয়াবান দেব দেখে দীন॥

দিয়া চতুরঙ্গ বল, ভঙ্গ করি রণ স্থল,
সকলে করিল পলায়ন।
তারা অল্প বলবান, অল্পবীর্য্য অভিমান,
পূর্ণমাত্র না সহিল রণ॥
পলাইলে নৃপকুলে, উমা পতি সানুকূলে,
সর্ব্বারম্ভে ভঙ্গ দিলা রণে।
সেই দিব্য শরাসন, করাব রামে দর্শন,
সলক্ষ্মণে আমার ভবনে॥
যদি দশরথ সুত, ধনুতে জ্যা দিয়া দ্রুত,
এই ধনু করেন চালন।
তবে সীতা গুণযুতা, অযোনি সম্ভবা সুতা,
রামচন্দ্রে করিব অর্পণ॥
জনক ঋষির বাক্য, অনুসারে সারে ঐক্য,
রচিত বাল্মীকি মহামুনি।
অষ্ট ষষ্টি সর্গ তায়, সমাপন ভব দায়,
মুক্তি পায় সাধুজনে শুনি॥
৬৮ সর্গঃ॥

পয়ার॥

রাজ বাক্য শুনিয়া কহিলা মুনিবর।
দেখাও শিবের ধনুঃ শ্রীরাম গোচর॥
সুরোপম জনক অমাত্য গণ প্রতি।
কহিলেন সেই ধনুঃ দেখাব সম্প্রতি॥
আন আন শরাসন সমীপে আমার।
জনকের আদেশে সমস্ত মন্ত্রিসার॥
আনাইলা কোদণ্ড তৎক্ষণে অনুচরে।
অষ্টশত নরে ধরে উদ্ধরে সত্বরে॥
মহা মহা বলবান রাজ বল গণ।
অষ্ট চক্র মঞ্জুষায় করে আনয়ন॥
আনিয়া ধূর্জ্জটি ধনুঃ কহে নৃপবরে।
আনিলাম শরাসন আজ্ঞা অনুসারে॥
দেখাও রাঘবে ধনুঃ ধরণীর পতি।
ভাস্বর ভাস্কর তুল্য যাহে মহাজ্যোতিঃ॥
অনন্তরে মুনিবরে শ্রীরাম লক্ষ্মণে।
গৃহস্থিত ধনুঃ উপস্থিত সন্দর্শনে॥
উদ্ধারে অশক্ত যার অবনীপ গণ।
গুণ দিতে অশক্ত সুরেন্দ্র সুরজন॥
যক্ষ রক্ষঃ ভুজঙ্গ অক্ষম বলিচয়।
উত্তোলনে গুণ দানে বিনা মৃত্যুঞ্জয়॥
শরাসন প্রপূরণে অশক্ত মানবে।
কি রূপে এ ধনুঃ রামে উদ্ধার সম্ভবে॥
সন্ধানে কি আকর্ষণে কিসে হবে শক্তি।
আনিলাম তব আজ্ঞা পালন প্রসক্তি
রাজপুত্র উভয়ে করাও সন্দর্শন।
বিশ্বামিত্র শুনিলেন জনক বচন॥
অন্তরে প্রসন্ন ভাব অতি হৃষ্ট হৃদয়।
কহিছেন বিশ্বামিত্র দাশরথি দ্বয়ে॥
মহাবাহু দিব্য ধনুঃ করহ গ্রহণ।
জ্যারোপণে যত্ন কর শ্রীরঘু নন্দন॥
দেখ বৎস দিব্য চাপ কর আকর্ষণ।
শ্রুত পরে দ্রুত রাম মুনীন্দ্র বচন॥
ধনুঃ যথা তথা শীঘ্র করিয়া গমন।
বিশ্বামিত্রে কহিছেন মধুর বচন॥

এই ধনুঃ দেখ সর্ব্বে উঠাই উপরে।
জ্যারোপণে আকর্ষণ দেখাইব পরে॥
ইঙ্গিতে করেন আজ্ঞা গাধির সন্তান।
এক করে করিলেন কার্ম্মুক উত্থান॥
দর্শন করেন তথা সদস্য সকল।
অযত্নে ধরিয়া গুণ দিলা মহাবল॥
হাস্য মুখে কৌতুকে করিয়া জ্যারোপণ।
ধনুঃশব্দে দশ আশা করিল পূরণ॥
ভঙ্গকালে সেই স্থলে শব্দ অতিশয়।
বিশীর্ণ হইল যেন দিক্ সমুদয়॥
ধরাতে হইল যেন ঘোর বজ্রপাত।
গিরিশিরে যেন ইন্দ্র করিলা আঘাত॥
সেই রূপ মহা শব্দে পড়ে শরাসন।
মোহিত হইলা সর্ব্ব মনুপুত্র গণ॥
বিশ্বামিত্র মাত্র নহে অন্য রাজা যত।
নিকটস্থ সকলে বিস্ময়ে অভিভূত॥
মুনীন্দ্র সমীপে সবে করি কৃতাঞ্জলি।
বিশ্বামিত্রে বলিছেন যত মহাবলী॥
শুনিয়াছি পূর্ব্বে রাম দশরথ সুত।
পরে কর্ম্ম দেখিলাম অত্যন্ত অদ্ভুত॥
জানকী জনক কুলে সুকীর্ত্তি সঞ্চার।
করিবেন রামে পতি করিয়া স্বীকার॥
বীর্য্য পণ প্রদানে প্রতিজ্ঞা ফলবতী।
অবশ্য শ্রীরামে দান দিব সীতা সতী॥
প্রাণাধিক প্রিয়তমা জানকী আমার।
দান হেতু অনুমতি দেও পুনর্ব্বার॥
মিথিলা হইতে দূত অযোধ্যায় যায়।
বেগবন্ত অশ্ব পৃষ্ঠে তিষ্ঠিয়া ত্বরায়॥
জানাইয়া যত বার্ত্তা নৃপ দশরথে।
মম পুরী প্রবেশ করেন শীঘ্র রথে॥
বীর্য্যশুল্কা সুতা দান প্রতিজ্ঞা সকল।
এই কথা নৃপতিকে কহ অবিকল॥
গুপ্তভাবে রাঘবে লইয়া মহামুনি।
আছেন জনকালয়ে এই বাক্য শুনি॥
আসিবেন অবশ্য আহ্লাদ যুক্ত মনে।
সন্তোষিবে সন্তাষে সকল সাধুজনে॥
কৌশিক আদিষ্ট নৃপ শ্রেষ্ঠ শীঘ্র গতি।
উপস্থিত দূতে আজ্ঞা দিলা নরপতি॥
ত্বরান্বিত দূত গণ যাও অযোধ্যায়।
যথা শ্রুত দ্রুত আন নৃপে মিথিলায়॥
রামায়ণে আদিকাণ্ডে নৃপতি বচন।
একোন সপ্ততি সর্গে কোদণ্ড ভঞ্জন॥

৬৯ সর্গঃ।

লঘু ত্রিপদী॥

জনক আদেশে, রঘুবর দেশে,
সবাহনে চলে দূত।
পথে তিন দিন, হয়ে উদাসীন,
অযোধ্যায় গেল দ্রুত॥
প্রবেশিল পুরে, জানিলা নৃবরে,
দেখিল নরেন্দ্রে তারা।
নৃপতি সত্তম, প্রজা মনোরম,
বিচারে সত্য সুধারা॥
বৃত মন্ত্রি গণে, অসংখ্য ব্রাহ্মণে,
দেব সম শোভাকর।
বশিষ্ঠ প্রভৃতি, মন্ত্রী মহামতি,
তাঁরা যথা শশধর॥

যথা সুরপতি, তথা বৃহস্পতি,
আশ্বাসে সুস্থির মনঃ।
সেই রূপে স্থিত, অধর্ম্ম লাঞ্ছিত,
স্বধর্ম্মে সর্ব্ব আচরণ॥
লোকপাল সম, নৃপ মহত্তম,
লোকপালে প্রতিষ্ঠিত।
দেখি নৃপবরে, সুখী কলেবরে,
কৃতাঞ্জলি করে দ্রুত॥
স্থির চিত্তে রহে, সাবধানে কহে,
লোক প্রিয় মধু বাণী।
বিদেহ রাজন, অতি মহাজন,
নৃপতি বিশেষ জ্ঞানী॥
কুশল সংবাদ, দিয়া সাধুবাদ,
জিজ্ঞাসা অনুজ্ঞা করি।
দিলা পাঠাইয়া, আপনাকে নিয়া,
যাইতে মিথিলা পুরী॥
অমাত্য সহিত, নিজ পুরোহিত,
সহযোগে তথা গতি।
সহচর গণে, অবশ্য গমনে,
পুনঃ পুনঃ চেষ্টা অতি॥
সম্প্রতি কুশল, পূর্ব্ব সুমঙ্গল,
জিজ্ঞাসিয়া আপনায়।
কহিলা নৃপতি, মিষ্ট বাক্যে অতি,
দ্রুত চলিতে তথায়॥
বিশ্বামিত্র মুনি, সহায়তা শুনি,
জানাইলা নৃপবর।
বীর্য্য শুল্কা সতী, খ্যাতা সীতা অতি,
সকলি তব গোচর॥
হীন বীর্য্য যত, নৃপ সমাগত,
আছিলা প্রার্থক সবে।
সেই মম সুতা, গুণে মহাত্মতা,
ধরণী সম্ভবা রবে॥
বিশ্বামিত্র স্থানে, আদেশ সন্ধানে,
মিথিলা প্রবেশি রাম।
করি পরাজয়, নৃপ সমুদয়,
ধনুর্ভঙ্গে খ্যাত নাম॥
হর ধনুঃ ধরি, মধ্যে ভঙ্গ করি,
নৃপে দেখাইব বল।
কহিলেন রাজা, বলে মহাজ্ঞাঃ,
জনক সত্য সকল॥
দিব সীতা রামে, কিঞ্চিত্ বিরামে,
মনো অভিরামে রামে।
এ শুভ সম্বন্ধ, করিতে নির্ব্বন্ধ,
আজ্ঞা দেহ আসি ধামে॥
উপাধ্যায় সহ, স্বজন আনহ,
লয়ে পদাতিক নর।
হয়ে ত্বরান্বিত, যাইতে উচিত,
নিবেদন নৃপবর॥
করিতে সম্বন্ধ, যথার্থ নির্ব্বন্ধ,
নিজে প্রভু মহাশয়।
এই সমাচার, দিতে আপনার,
ইহ আগমন হয়॥
উভয় সন্তানে, কন্যা রত্ন দানে,
মনে করি মহাজন।
এই বাক্য পরে, কহিলা নৃবরে,
সাধিতে স্বপ্রিয় প্রয়োজন॥

বিশ্বামিত্র মুনি, আজ্ঞা নৃপ শুনি,
সতানন্দ মতে স্থিত।
নৃপ দশরথ, পূর্ণ মনোরথ,
দূত স্থানে শ্রুত হিত॥
দূত মুখে বাণী, শুনি মহাজ্ঞানী,
নৃপমণি রঘুজাত।
অতি শীঘ্রগতি, বশিষ্ঠ প্রভৃতি,
সকলে করিলা জ্ঞাত॥
গোপনে কৌশিক, কি কব অধিক,
সঙ্গে করি মম সুত।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ, সহ মহাজন,
মিথিলায় গিয়া দ্রুত॥
দৃষ্ট বীর্য্য রামে, তথায় বিশ্রামে,
জনক প্রসঙ্গ যত।
সীতা সম্প্রদানে, সাধুবাদ জ্ঞানে,
পাঠাইলা নৃপ দূত॥
যদি হয় রুচি, তিনি অতি শুচি,
জনক ধরণী পতি।
সম্বন্ধ নির্ব্বন্ধে, যাইব স্বচ্ছন্দে,
মিথিলাতে শীঘ্রগতি॥
ভাল ভাল বলি, শুনিয়া সকলি,
আজ্ঞা দিলা দ্বিজ গণ।
বশিষ্ঠ প্রভৃতি, হৃষ্ট হয়ে অতি,
প্রফুল্ল নৃপতি মনঃ॥
কল্য যাত্রা হবে, আজ্ঞা দিলা সবে,
গমন হইল স্থির।
রজনী সংযোগে, রহিলা সুযোগে,
দতগণ হয়ে ধীর॥

পরম সৎকারে, নৃপ সবাকারে,
আলয়ে রাখিলা তথা।
নৃপ অনুচর, স্বকর্ম্ম তৎপর,
পক্ষী পক্ষ ঢাকা যথা॥
এই রামায়ণে, দূতের বচনে,
সপ্ততি সংখ্যক সর্গ।
অমৃত সমান, রাম গুণ গান,
পান কর সাধু বর্গ॥
৭০ সর্গঃ॥

পয়ার॥

সেই রাত্রি সুপ্রভাতে সভাতে রাজন।
উপস্থিত মনোনীত উপাধ্যায় গণ॥
নরবর লক্ষ্মীধর সুমন্ত্রের প্রতি।
সমাখ্যান মতিমান্ কহেন সম্প্রতি॥
অদ্য মুখ্য ধনাধ্যক্ষ আনি বারে ধন।
কৃতযত্ন মহারত্ন আন বহু জন॥
চতুরঙ্গ সতুরঙ্গ সেনা সহকারে।
পথ বিজ্ঞ আজ্ঞাবহ সংযোগানুসারে॥
বশিষ্ঠ বিশিষ্ট বামদেব মহাজন।
জাবালি কাশ্যপ ভৃগু আর কাত্যায়ন॥
মার্কণ্ডেয় মৃত্যুঞ্জয় আদি যত জন।
সঙ্গে রঙ্গে যাইবেন রথে আরোহণ॥
কাল গত যেন তথা না হয় কিঞ্চিত্।
ত্বরান্বিত উপস্থিত চিন্তা কর হিত॥
এই বাণী মহাজ্ঞানী শুনি মন্ত্রি শ্রেণী।
আনে সেনা সর্ব্বজনা চতুর্ধা রঙ্গিণী॥

রাজ ঋষি মহা ঋষি নৃপতি সহিত।
উপদেশে পৃষ্ঠ দেশে ছিলা উপস্থিত॥
চারি দিনে দিনে দিনে বেগবন্ত ধায়।
অহোরাত্র চলে মাত্র পুরী মিথিলায়॥
দেখে পরে মনোহর জনকের পুর।
শোভাকর শোভাকর প্রভাকর পুর॥
পরে নরবরে শীঘ্র সংবাদ জানায়।
দূত মুখে শুনি সুখে নৃপতি ত্বরায়॥
সতানন্দ সহ আসি দশরথ স্থানে।
বিবিধ প্রকার পূজা করিলা সম্মানে॥
এই রাজা দশরথ সুপ্রবীণ তর।
পরিচয়ে প্রিয়োদয়ে তুষ্ট নৃপবর॥
জনক কহিলা নৃপ সুখে আগমন।
দেখিলাম মম গৃহে পুণ্য উদ্দীপন॥
পুত্র দ্বয়ে নিরখিয়া হইবেন প্রীত।
বশিষ্ঠ আমার পুণ্যে পুরে অধিষ্ঠিত॥
সর্ব্ব মুনিগণ সহ শতক্রতু প্রায়।
পুণ্যে প্রাপ্ত মার্কণ্ডেয় আদি সমুদায়॥
শুভোদয় সর্ব্ব বিঘ্ন নিঘ্ন নৃপবর।
পবিত্র আমার কুল পূজিত বিস্তর॥
বিখ্যাত সদ্গুণ যুক্ত রঘুবংশ বীর।
তাঁর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ করে স্থির॥
অদ্য মম জন্ম কর্ম্ম আসিল সফলে।
হইলাম অদ্য পূজ্য অবনী মণ্ডলে॥
রাজঋষি তোমা সহ সম্বন্ধ কারণ।
সবান্ধবে সৎকার আমার তপোধন॥
এই সব মহর্ষি গমনে বিশেষতঃ।
আপনি পবিত্র তর অতি আপ্যায়িত॥

স্বপ্রভাতে মহারাজ কর নিবর্ত্তন।
যজ্ঞাঙ্গ সমস্ত কর্ম্ম করি সমাপন॥
অনন্তর রঘুবর সমাপ্য উদ্বাহ।
যদ্যপি আমায় কৃপাদৃষ্টে নৃপ চাহ॥
জনক বচনে তুষ্ট বিশিষ্ট রাজন।
বশিষ্ঠাদি মধ্যস্থলে কহিলা বচন॥
জানিবে জনক সত্য মিথিলা ঈশ্বর।
দাতা আর গ্রহীতা নির্ব্বন্ধ পূর্ব্বাপর॥
তথাচ গ্রহীতা হয় দাতা বশীভূত।
যা কহিবে করিব অন্যথা নহে শ্রুত॥
যে স্থানে যে কালে কন্যা করিবে প্রদান।
সেই কালে আমি কর্ত্তা করিব সম্মান॥
প্রতি রূপ সুধাময় স্বরূপ বচন।
পাইয়া পরম প্রীত জনক রাজন॥
কুশলজ্ঞ মহাবিজ্ঞ জনক নৃপতি।
নৃপবাক্যে সানন্দ হইয়া মহামতি॥
পরে পরস্পর মুনিগণ সমাগমে।
রহিলা মহর্ষি তথা বিশিষ্ট সম্ভ্রমে॥
পুণ্য কথা শ্রবণ কীর্ত্তন নিশাকালে।
পরস্পর পরিতোষে মিষ্ট বাক্য জালে॥
বিশ্বামিত্র দর্শনে পবিত্র কলেবর।
প্রণত পদারবিন্দে রঘুবংশ ধর॥
কহিলেন বন্দনা করিয়া দশরথ।
পবিত্র করিলা দৃষ্টে পূর্ণ মনোরথ॥
মহাপ্রীতে কহিলা বশিষ্ঠ মুনি পর।
শুভ কর্ম্মে সুপবিত্র তুমি নৃপবর॥
এই রাম পুত্র হতে সুকর্ম্মের ফলে।
দেবের সম্মত পূজ্য তুমি ভূমিতলে॥

এই রামে গুণধামে লক্ষ্মণ সহিত।
পাঠাইলে আমার পশ্চাতে ভাবি হিত॥
ভ্রাতৃসহ সুকুশলী কমল নয়ন।
মুনি মুখে শুনি প্রীত রাজেন্দ্র তখন॥
আলিঙ্গন দিয়া রাজা উভয় সন্তানে।
সংপ্রাপ্ত পরম প্রীতি চন্দ্রাস্য চুম্বনে॥
পিতৃ পদে প্রণতি করিয়া রঘুবর।
প্লাবিত আনন্দ জলে সর্ব্ব কলেবর॥
পরে রাম ঘনশ্যাম লক্ষ্মণ সহিত।
বশিষ্ঠাদি গুরুগণ বন্দিলা ত্বরিত॥
তাঁরা সবে রাঘবে করিয়া নিজ অঙ্কে।
দুগ্ধ সিন্ধু হতে যেন পাইলা শশাঙ্কে॥
ক্রমে ক্রমে যথা ক্রমে করিয়া বন্দনা।
করিলেন রাঘবের প্রশংসা বর্ণনা॥
আলিঙ্গন চুম্বন ধারণ কর দ্বয়।
উচিত জিজ্ঞাসা বাদ পরস্পরে হয়॥
ভরত ধর্ম্মাত্মা শ্রীশত্রুঘ্ন সহকারে।
শ্রীরাম পদারবিন্দ বন্দিলা সৎকারে॥
শ্রীরঘুনন্দন পরে আলিঙ্গন করি।
পরিতুষ্ট মহাহৃষ্ট আনন্দিত হরি॥
সুলক্ষণ লক্ষ্মণ নীতিজ্ঞ মহাশয়।
বন্দিলেন বিহিত ভরত পদদ্বয়॥
নতশিরে ধরাগত সুমিত্রা নন্দন।
কোলে করি ভরত করিলা আলিঙ্গন॥
দশরথ মনোরথ পূর্ণ পরিচয়ে।
লয়ে সুত চতুষ্টয় সর্ব্ববন্ধুচয়ে॥
হৃষ্টমনে রজনী যাপেন মিথিলায়।
ক্রিয়া ধর্ম্মে ধর্ম্মাত্মা জনক অবস্থায়॥
নৃপতি উচিত কর্ম্ম করি সমুদয়।
সেই রাত্রি সুপ্রভাত পর্য্যন্ত আলয়॥
রামায়ণে শ্রীরাম চরিত বাল্য লীলা।
দশরথ জনকের সম্বন্ধ মিথিলা॥
সাঙ্গোপাঙ্গ একাধিক সাপ্ততিক সর্গ।
শ্রীরাম কীর্ত্তন কথা শুন সাধুবর্গ॥

৭১ সর্গঃ॥

ত্রিপদী॥

নিশাকর শোভা গতে, প্রভাকর প্রভাগতে,
জাগিয়া জনক নৃপবর।
কৃত কৃত্য পূত চিত্ত, ডাকিলা অমাত্য ভৃত্য,
সতানন্দ প্রভৃতি সত্বর॥
সতানন্দ সম্বোধিয়া, সাধুবাদে সম্ভোষিয়া,
কহিলেন মধুর বচন॥
অনুজ শ্রীমান মম, বীর্য্যবান প্রিয়তম,
কুশধ্বজ বিখ্যাত যে জন।
সাঙ্কাস্য স্বর্গসঙ্কাশ, সেই পুরে তাঁর বাস,
পুরীপুষ্প বিমান সমান॥
ইক্ষুমতী নদী নীর, পর্য্যন্ত সমস্ত তীর,
ত্বাট্টালিকা ব্যাপিত নির্ম্মাণ॥
শীঘ্র মম অনুজ্ঞায়, দূত পাঠাইয়া তায়,
আনাও আপনি মহামতি।
ইন্দ্র আজ্ঞা অনুসারে, বিষ্ণুদেবে আনিবারে,
অনুমন্তা যথা বৃহস্পতি॥
আপন শাসন স্থান, পরিহরি বুদ্ধিমান,
আসিবেন আজ্ঞায় আমার।
উপস্থিত হয়ে ভ্রাতা, অবশ্য আমারে হেথা,
করিবেন যোগ্য পুরস্কার॥

পরে সাঙ্কাস্য নগরে, উপস্থিত অনুচরে,
কুশধ্বজ শুনিয়া সংবাদ।
মিথিলা নগরে আসি, জনক নিকট বাসী,
সন্তাষিলা খণ্ডিল বিষাদ॥
জনক ভ্রাতৃ বৎসল, বন্দি তাঁর পদতল,
সতানন্দে করি নমস্কার।
নৃপতির অনুজ্ঞায়, রাজ যোগ্যাসন তায়,
অধিষ্ঠান উপরে তাহার॥
এক স্থানে অবস্থান, দুই মহা মতিমান,
আজ্ঞা দিলা তথা অনুচরে।
মন্ত্রিশ্রেষ্ঠ গুণবর, সুদামা আখ্যান ধর,
দশরথে আনহ সত্বরে॥
সবান্ধব পুরোহিতে, আনিবে আমার হিতে,
শ্রুত মাত্র দ্রুত মন্ত্রী যান।
নৃপতি নিকটে গিয়া, পদদ্বয়ে প্রণমিয়া,
করিলেন তাঁহাকে আহ্বান॥
ইক্ষাকু কুলনন্দন, পদে করি নিবেদন,
আপনার দর্শনাকাঙ্ক্ষিত।
শীঘ্র তর মহাশয়, চল তথা সমুদয়,
পুত্র বন্ধু সহ পুরোহিত॥
মন্ত্রিবর বাক্য শুনি, দশরথ নৃপমণি,
ঋষিশ্রেণী সহ বন্ধুগণ।
যথা মিথিলাধিপাতি, তথা নৃপ শীঘ্রগতি,
আসি উপনীত মহাজন॥
জনক নৃপতি প্রতি, কহিলেন মহামতি,
এই বাক্য বাক্য বিদাম্বর।
ইক্ষাকু কুলবিস্তার, বিদিত আছে তোমার,
বিশেষে বৈদেহ নৃপবর॥
ধর্ম্মকার্য্যে বক্তা অতি, বশিষ্ঠ সুমহামতি,
বিশ্বামিত্র প্রভৃতি আজ্ঞায়।
সকলের অনুমতি, সর্ব্বজ্ঞ অগ্র সম্প্রতি,
বর্ত্তমান বশিষ্ঠ সভায়॥
বলিবেন বংশাবলী, সবে ক্ষান্ত ইহা বলি,
মহাবলী দশরথ ক্ষান্তে।
মৌন ভাবে দশরথ, প্রকাশিয়া কুলপথ,
কহিলেন বশিষ্ঠ তদন্তে॥
শুন বলি ধর্ম্মনীত, জনক সপুরোহিত,
অবধান যথা শ্রুত কথা।
আকাশে উৎপন্ন ব্রহ্মা, এই সর্ব্ব সৃষ্টি কর্ম্মা,
নিত্য স্থির যথাক্ষয় তথা॥
ব্রহ্মসুত গুণাদ্ভুত, মরীচি মুনি বিশ্রুত,
তৎসুত কশ্যপ মহাশয়।
কশ্যপের অংশে হন, অঙ্গিরাখ্য মহাজন
তদংশে প্রচেতা জন্ম হয়॥
প্রচেতার পুত্র মনু, ঈক্ষাকু তদঙ্গ জনু,
অযোধ্যার আদি নৃপবর।
ঈক্ষাকুর পুত্র কুক্ষি, তৎসুত নাম বিকুক্ষি,
শ্রীমান ধীমান গুণাকর॥
বিকুক্ষির পুত্র বেণু, অনরণ্য বেণু জনু,
পৃথু রাজ অনরণ্য সুত।
পৃথু পুত্র মতিমান, ত্রিশঙ্কু যাঁর আখ্যান,
তাঁর কীর্ত্তি অশ্রুত অদ্ভুত॥
ত্রিশঙ্কু পুত্র বিস্তার, মহাযশা ধুন্ধুমার,
যুবনাস্য তাঁহার তনয়।
মান্ধাতা পৃথিবীশ্বর, যুবনাস্য পুত্রবর,
সুসন্ধি তাঁহার অংশ ময়॥

সুসন্ধির দুই সুত, ধ্রুব সন্ধি পূর্ব্ব শ্রুত,
প্রসেনজিৎ দ্বিতীয় নন্দন।
যশো নিধি তেজোময়, ধ্রুব সন্ধি মহাশয়,
তদংশে ভরত মতিমান॥
অসিত তাঁহার পুত্র, ধর্ম্মশীল ধর্ম্মসূত্র,
বাহু রাজা অশিত তনয়।
হৈহয় অসুর গণে, পরাজিলা যিনি রণে,
বিখ্যাত তাঁহার গুণ চয়॥
গর্ভবতী গৃহে নারী, রাখিয়া অরণ্য চারী,
বাহু নৃপ বহু কথা তায়।
সপত্নী গরল দানে, সেই গর্ভ বিনাশনে,
তাহে গর্ভ দৈবে রক্ষা পায়॥
অনন্তরে বনান্তরে, বিস্তর ভ্রমণ পরে,
ঔর্ব্বের আশ্রমে নরধর।
কিছুকাল করি বাস, পরে যান স্বর্গবাস,
ত্যজিয়া মানব কলেবর॥
ভর্ত্তার মরণে সতী, শোকার্ত্তা হইয়া অতি,
চিতা সজ্জা করি গুণবতী।
দেখিয়া মরণোদ্যমা, বাহু রাজ মনোরমা,
নিষেধিলা ঔর্ব্ব মহামতি॥
না কর এমন কর্ম্ম, রক্ষা পাবে সতী ধর্ম্ম,
হবে পুত্র রাজচক্রবর্ত্তী।
ঔর্ব্ব বাক্য করি সার, চিতা না প্রবেশি আর,
রাখিলা কুমার কুলবর্ত্তী॥
পতির মৃতাদি কার্য্য, সমাপিয়া অনিবার্য্য,
যাতনাদি সহিলেন সতী।
সপ্ত বর্ষ অনন্তরে, পতি শোকাতুরা পরে,
পুত্রদান দেন প্রজাপতি॥
গরদানে বাঁচি প্রাণে, জন্মিলা গরলসনে,
সগর হইল সমাখ্যান।
অসমঞ্জা সুত তাঁর, অংশুমান সুকুমার,
অসমঞ্জা পুত্রের প্রধান॥
খ্যাত অংশুমান সুত, দিলীপ নৃপতি শ্রুত,
দিলীপ নন্দন ভগীরথ।
যে জন জাহ্নবী আনি, ধরাতে পরম জ্ঞানী,
করিলেন পূর্ণ মনোরথ॥
সাগর গামিনী গঙ্গা, ভক্তাধীনা ভব ভঙ্গা,
ভগীরথ ভক্তিভাবে তাঁয়।
তজ্জল নির্ব্বাণ মূল, তাহে উদ্ধারিলা কুল,
মুনি শাপে ভস্মীভূত কায়॥
ভগীরথ নৃপ অংশ, কাকুৎস্থ কাকুৎস্থ বংশ,
রঘু রাজ বিদিত ভুবন।
রঘু সুত বর বৃদ্ধ, প্রবৃদ্ধ বিজ্ঞান সিদ্ধ,
প্রবৃদ্ধ সন্তান মহাজন॥
কল্মাষ পাদ ভূপতি, তদংশে জন্ম সুমতি,
খলরাজ তাহে সুদর্শন।
সুদর্শন সুকুমার, অগ্নি বর্ণ নাম যাঁর,
তাঁর পুত্র শীঘ্রগ গণন॥
শীঘ্রগ তনয় মনু, জ্ঞানী দাতা পুণ্য তনু,
মনু পুত্র প্রশুশ্রুক নাম।
তাঁর পুত্র অম্বরীষ, যাঁর প্রভু জগদীশ,
তদংশে নহুষ গুণধাম॥
তৎসুত নামে যযাতি, অযোধ্যাদি নরপতি,
নাভাগ নামক পুত্র তাঁর।
নাভাগের পুত্র অজ, অজপুত্র কুলধ্বজ,
দশরথ সম্মুখে তোমার॥

নৃপতির সুতনয়, শ্রীরাম লক্ষ্মণ দ্বয়,
কহিলাম পরিচয় সার।
আমনু পর্য্যন্ত বংশ, শুদ্ধ সত্ত্ব নৃপ অংশ,
সবে মহারথী সুবিস্তার॥
কাকুৎস্থ ঈক্ষাকু পর, সগর রঘু প্রবর,
উদার চরিত ধর্ম্মশীল।
অব্ধি সম সুপালনে, সুসমান গুণ গণে,
দুই বংশ বিদিত অখিল॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ জন্ম, নৃপ কুল অগ্রগণ্য,
তোমার তনয়া দুই জন।
প্রার্থনা করি নৃপতি, কন্যা বরে শুদ্ধ অতি,
অনুমতি করহ রাজন॥
মুনিবাক্য শ্রুতিমতে, জনক ক্ষণেক গতে,
সুহৃদয়ে কহিলেন পাছে।
মম কুল সমুদয়, সুবিস্তার মহাশয়,
শ্রবণে অপেক্ষা মাত্র আছে॥
কন্যাদানে ব্যক্ত কুল, উভয়ের স্থূল মূল,
ব্যাখ্যান উচিত মহাশয়।
নাম বিত্ত কর্ম্ম শীল, বিদিত হয়ে অখিল,
সেই কর্ম্ম শোভান্বিত হয়॥
রামায়ণে আদিকাণ্ডে, বাল্যলীলা সুধাভাণ্ডে,
কন্যা বরণাখ্য স্বাদু সর্গ।
ভবার্ণব পারসেতু, দ্বিসপ্ততি সংখ্যা হেতু,
বিস্তার শুনিলে সাধুবর্গ॥
৭২ সর্গঃ।

পয়ার।

অনন্তর কহিছেন জনক বচন।
দশরথ বশিষ্ঠে করিয়া সম্বোধন॥
ত্রিভুবনে তেজস্বী স্বকীয় কর্ম্ম বলে।
পরম ধর্ম্মাত্মা নিমি রাজা ভূমিতলে॥
সত্ত্বগণে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ তাঁহার তনয়।
মিথি নাম নৃপতি জগতে পরিচয়॥
জনক নামক নৃপ মিথির সন্তান।
জনকের পুত্র উদাবসু সমাখ্যান॥
তৎসুত প্রথিত লোকে শ্রীনন্দিবর্দ্ধন।
সুকেতু নৃপতি তাঁর সুত মহাজ্ঞান॥
তস্য পুত্র দেবরাত নৃপ মহাবল।
তদাত্মজ বৃহদ্রথ বিখ্যাত মণ্ডল॥
বৃহদ্রথ সুত মহাবীর্য্য বলবান।
মহাবীর্য্য সন্তান সুধৃতি ধৃতিমান॥
সুধৃতির পুত্র ধৃষ্টকেতু ধর্ম্মশীল।
হর্য্যশ্ব তদীয় সুত বিখ্যাত অখিল॥
হর্য্যশ্বের পুত্র মরু প্রসিদ্ধ তৎসুত।
প্রসিদ্ধ তনয় কৃতিরথ ধর্ম্মপূত॥
কৃতিরথ পুত্র দেবীমীঢ় মহাবল।
বিবুধ তাঁহার পুত্র সমরে অটল॥
তৎসুত অন্ধক নৃপ তৎসুত শ্রীমান।
কৃতিরাত সুবিখ্যাত নৃপতি প্রধান॥
কৃতিরাত সন্তান বিখ্যাত কৃতিরোমা।
কৃতিরোমা সুত সুবিশ্রুত স্বর্ণরোমা॥
ক্রুস্বরোম তৎসুত নৃপতি মহাবলী।
তস্য বংশ শ্রেষ্ঠ অংশ বিস্তারিয়া বলি॥

আমি আর কুশধ্বজ অনুজ আমার।
ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যে করি রাজত্ব প্রচার॥
যৌবরাজ্যে রাজা করি দুই সহোদরে।
রাজ্যত্যাগী পিতা মম গত বনান্তরে॥
স্বর্গে গত হলে পিতা পরে ভ্রাতৃবর।
নিজাঙ্গ সমানে করি চক্ষুর গোচর॥
কিছুকাল তার শোকে দুঃখী মম প্রাণ।
সাঙ্কাস্য নগর হতে এক বলবান॥
সুধন্বা নামক সে পাতকী মম পুরে।
মিথিলা নগর রোধে থাকিয়া অদূরে॥
আমার নিকটে দূত করিল প্রেরণ।
তোমার গৃহেতে আছে দিব্য শরাসন॥
অর্চ্চনা করিব আমি দেহ ধনুঃ দান।
অপ্রদানে কর যুদ্ধ অনর্থ বিধান॥
মহাবল গর্ব্বিত খর্ব্বিত হয় শরে।
সমরে সে মরে পরে মহাযুদ্ধ করে॥
সুধন্বাকে শমন ভবনে পাঠাইয়া।
সাঙ্কাস্য নগরে মম অনুজে পাইয়া॥
কুশধ্বজে সেই রাজ্যে অভিষিক্ত করি।
বীর্য্য দর্প সুপ্রভাবে বিনাশিয়া অরি॥
সেই এই কুশধ্বজ আমার কনিষ্ঠ।
মম বশীভূত পূত বিশ্রুত ধর্ম্মিষ্ঠ॥
ইহার দুহিতা দ্বয় আছে বর্ত্তমান।
তাহাদিগে এই সঙ্গে করিব প্রদান॥
সীতা মম কন্যা রামচন্দ্রে দিব দান।
উর্ম্মিলা লক্ষ্মণে দিব শুন গুণবান॥
বীর্য্য শুল্কা সুতা মম দেবকন্যা সমা।
অযোনিসম্ভবা সীতা জনমনোরমা॥
হলমুখে ক্ষেত্র হতে সমুৎপন্না সীতা।
সেই সীতা দান দিব রামে বলার্জ্জিতা॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ উভয়ের সুকল্যাণে।
দ্বিজে দেবে গোপ্রদান কর সুবিধানে॥
পিতৃ শ্রাদ্ধ মঙ্গলাদি করিয়া বিধান।
পরে বৈবাহিক কৃত্য কর সমাধান॥
অদ্য মহারাজ মঘা দার কর্ম্মে উক্ত।
পশ্চাতে ফল্গুনী কল্য হবে নহে যুক্ত॥
রামায়ণে জনক আখ্যান আদিকাণ্ডে।
ত্রিসপ্ততি সর্গ পরিপূর্ণ সুধাভাণ্ডে॥

৭৩ সর্গঃ।

ত্রিপদী॥

শুনি জনকের উক্তি, বিশ্বামিত্র করি যুক্তি
কহিছেন মধুর বচন।
বশিষ্ঠ মুনি সহিত, যথাযোগ্য রাজনীত,
সুবিহিত করিয়া রচন॥
উভয়ে সমুদ্র সম, সুগভীর মনোরম,
সৎকুল ঈক্ষাকুবংশ খ্যাত।
তৎসম জনক কুল, সুপবিত্র কুশমূল,
নিষ্কলঙ্ক মহাবংশ জাত॥
সমান সম্বন্ধ যোগ, না হইবে অনুযোগ,
মম মতি এই নৃপবর।
সীতা আর ঊর্ম্মিলার, রূপে গুণে তুল্যাধার,
শ্রীরাম লক্ষ্মণ মনোহর॥
বক্তব্য ইহাতে নাই, কুশধ্বজ তুল্য ভাই,
তব মহা শূর সত্যজ্ঞানী।
ইহাঁর তনয়া দ্বয়, অপ্রতিম রূপচয়,
তদর্থ বরণ মহামানী॥

ধর্ম্মতঃ ভরত হেতু, শত্রুঘ্ন সুধর্ম্ম সেতু,
তদর্থে করিয়া নিরূপণ।
বধূদ্বয় হয় পরে, দান হেতু রঘুবরে,
এই মম প্রার্থনা রাজন॥
দশরথ নৃপ সুত, চতুষ্টয় সুবিশ্রুত,
পৌরুষ অপরিমিত ধরে।
বীর লোকপাল সম, সর্ব্বে সত্ত্ব পরাক্রম
এজন্য উচিত হয় বরে॥
তোমারে বরণ করি, শুন হে নৃপ কেশরী,
রঘুকুল তুল্য কুলাচারী।
প্রভাবে সমান তুমি, উভয়ে পবিত্র ভূমি,
তবানুজ সম দণ্ডধারী॥
ঈক্ষাকু স্বধর্ম্ম শীল, বিখ্যাত মিথিলাখিল,
অতিশয় পবিত্র চরিত্র।
কহিলেন মুনিবর, বিশ্বামিত্র মিষ্টতর,
বাক্য শুনি জনকে পবিত্র॥
বিশ্বামিত্র বশিষ্টের, সুসম্মতি সকলের,
বুঝিলেন জনক নৃপতি।
কৃতাঞ্জলি নৃপবর, কহিছেন মিষ্ট স্বর,
প্রত্যুত্তর মুনি দ্বয় প্রতি॥
উভয় সম্মত কুল, বর্ণন করিলে স্থূল,
যা কহিলে তাই নিরূপণ।
কুশধ্বজ সুতাদ্বয়ে, দিব দশরথান্বয়ে,
ভরতে প্রথমা কন্যা ধন॥
অপরা ভ্রাতৃ তনয়া, যদ্যপি করেন দয়া,
শত্রুঘ্নে করিব সমর্পণ।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ দ্বয়, শত্রুঘ্ন ভরতোভয়,
দেবতা স্বরূপ সর্ব্ব জন॥
ইচ্ছা করি পুনঃ পুনঃ, সম্বন্ধ প্রীতিবর্দ্ধন,
চারি জন শ্রীরঘু নন্দন।
রাজকন্যা চারি জনে, পাণিগ্রহ এক দিনে,
করেন প্রার্থনা মুনিগণ॥
কহেন বশিষ্ঠ মুনি, পরাহে পূর্ব্ব ফল্গুনী,
ভগদেব ঋক্ষ প্রশংসিত।
বিবাহে প্রশস্ত হয়, শাস্ত্রমতে শুদ্ধ কয়,
মহারাজ ইহাই বিহিত॥
জনক কহেন বাণী, করপুটে কিবা জানি,
শিষ্য আমি উচিত যা হয়।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ আদি, চতুষ্টয়ে স্বথাবিধি,
বর ধর্ম্ম করিয়া আশ্রয়॥
এই চারি মুখ্যাসন, ইহাতে রঘুনন্দন,
অধিষ্ঠান ক্রিয়া যোগ্য সবে।
সহামাত্য সহ বলে, অবস্থান এই স্থলে,
সকলে করুন কৃপা তবে॥
আমার বিষয় যত, প্রভু তাহে দশরথ,
তোমরা সকলে বিষ্ণুসম।
বিষয় যে সমুদয়, রাজ্য অন্য ধনচয়,
সকলের ঈশ্বর সত্তম॥
সকলের যাহে প্রীতি, জন্মায় আমার প্রতি,
সেই রূপ কর যথামত।
জনকের মিষ্টবাক্য, পরে সর্ব্ব কর্ম্মাধ্যক্ষ,
কহিলেন রাজা দশরথ॥
হৃষ্ট হয়ে মহামানী, মহারাজ ধর্ম্মজ্ঞানী,
হাস্য মুখে মৃদু মধুরব।
সুপ্রিয় সম্বন্ধি কথা, সুস্নিগ্ধ সুপ্রীতি যথা,
সেই রূপ কহেন রাঘব॥

তোমার সর্ব্বস্ব স্বামী, নৃপতি এক্ষণে আমি,
তুমি মম আমি তব স্থির।
যে কিছু আছে তোমার, সকলি বটে আমার,
সত্য কথা কহিলে সুধীর॥
বিশ্বামিত্র আদি যত, মুনিগণ ইহাগত,
উভয়ের কর্ত্তা পরাৎপর।
তোমাতে প্রণয় বন্ধ, সর্ব্বভাবে সুসম্বন্ধ,
কহিলেন পঞ্চাল ঈশ্বর॥
আমরা তোমার প্রীতি, জন্মাইব যথানীতি,
ইহাতে কি আছে অন্যথার।
অসংখ্যেয় গুণধর, জ্ঞানী দুই সহোদর,
তোমরা ঈশ্বর মিথিলার॥
সুপ্রিয় সম্বন্ধি লাভ, পাইয়া পূজিত ভাব,
হইলাম লোকে সুপূজিত।
তোমার মঙ্গল হয়, সংসারে সুযশঃ রয়,
কর্ম্মালয়ে গমন উচিত॥
করিতে গোদান কর্ম্ম, সাধিতে অপর ধর্ম্ম,
বৃদ্ধি উপযুক্ত কালাগত।
ইহাতে অনুজ্ঞা হয়, শীঘ্রগতি মহাশয়,
এ কার্য্যেতে আমরা সম্মত॥
এই রূপ অভিমত, করিলেন দশরথ,
শ্রবণে মিথিলা পতি পরে।
বশিষ্ঠাদি মুনিগণে, অগ্রে করি স্বভবনে,
চলিলেন কর্ম্মার্থ সত্বরে॥
গৃহে গিয়া মহাজন, শ্রাদ্ধ কর্ম্ম সমাপন,
পুত্রের কল্যাণে বুদ্ধিমান।
উত্তর গোধন লক্ষ, সংখ্যায় প্রদান দক্ষ,
দ্বিজপক্ষে করিলা প্রদান॥

ব্রাহ্মণে বিলান ধন, প্রতি পুত্র অর্থে মনঃ,
পৃথক্ পৃথক্ তথা দান।
দুগ্ধবতী অতিশয়, সহিতে সুবৎস চয়,
চারি লক্ষ লক্ষণে সমান॥
সুবর্ণে মণ্ডিত শৃঙ্গ, সুসজ্জা সজ্জিত অঙ্গ,
কাম রূপা কাংস্যের দোহনা।
অন্য ধন বহুতর, দ্বিজে দিলা নৃপবর,
রঘুবর সুন্দর সুমনাঃ॥
সন্তান কল্যাণে দান, দিয়া রাজা পুণ্যবান,
পুত্র সহ করিলা বিরাজ।
লোকপাল গণ সহ, যথা শোভা পিতামহ,
সেই রূপ স্বপুত্র সমাজ॥
অমর গণে বেষ্টিত, পুরন্দর প্রতিষ্ঠিত,
সুপ্রীত সুমনাঃ যথা হর্ষ।
সেই রূপ সুহর্ষিত, নৃপ ধর্ম্ম আকর্ষিত,
অবনীপ অখিল উৎকর্ষ॥
আদিকাণ্ডে রামায়ণে, গোধন ধনাদি দানে,
বেদাধিক সপ্ততিক সর্গ।
শুন সর্ব্ব সাধুগণ, হইয়া সুস্থির মনঃ,
সাধন হইবে চতুর্ব্বর্গ॥
৭৪ সর্গঃ॥

পয়ার॥

যে দিবসে গোদান করেন নৃপবর।
সেই দিন সেই স্থানে নৃপ গুণাকর॥
কেকয় রাজার পুত্র নাম যুধাজিত্।
ভরতের মাতুল আসিয়া উপস্থিত॥
দর্শন করিয়া নৃপ জিজ্ঞাসি কুশল।
আলিঙ্গনি করিলেন মঙ্গলে মঙ্গল॥

প্রণাম করিয়া যুধাজিত মহা বল।
জিজ্ঞাসিলা ভূপতিকে সমস্ত কুশল॥
তব সন্দর্শনে তব মঙ্গলে মঙ্গলী।
আছেন কেকয়পতি সর্ব্বার্থে কুশলী॥
যাহাদের কুশলে কুশল অতিশয়।
তাহাদের ভদ্র কহ শুনি মহাশয়॥
অত্যন্ত বাসনা তব ঐশ্বর্য্য দর্শনে।
সবান্ধবে দেখিতে এসেছি হৃষ্টমনে॥
আপনার পুরী পরিহরি অযোধ্যায়।
আসিয়া অবনীপতি না দেখি তোমায়॥
শুনিলাম কোশলায় কুশল কথন।
মিথিলায় মহারাজ সহামাত্য গণ॥
দেখিবারে আসিলাম হয়ে ত্বরাবান।
মহাঋদ্ধি বৃদ্ধি কর্ম্ম সিদ্ধি সমাধান॥
যুধাজিতে সুপ্রীতে নৃপতি দশরথ।
প্রিয়াতিথি গমনে সম্পূর্ণ মনোরথ॥
দৃষ্টমাত্র হর্ষ গাত্র পরম সৎকার।
যথাযোগ্য পূজা নৃপ করিলা তাঁহার॥
সেই রাত্রি সমাধানে সপুত্র ভূপতি।
বশিষ্ঠাদি অগ্রে করি যজ্ঞে ত্বরা গতি॥
উপযুক্ত বৈবাহিক মুহূর্ত্ত উদয়।
অপূর্ব্ব অম্বর ভূষা ভূষিত নিশ্চয়॥
পুত্র চতুষ্টয়ে করি কৌতুক মঙ্গল।
পুত্র সহ দশরথ উত্তম উজ্জ্বল॥
বশিষ্ঠ প্রভৃতি অতি মহামতি গণে।
অগ্রে করি অবতরি জনক সদনে॥
যথাযোগ্য আসনে হইয়া অধিষ্ঠান।
মিথিলাধিপতিকে কহিলা বুদ্ধিমান॥

ভূপতি ভদ্র তোমার সম্প্রতি ভবনে।
সভা মধ্যে আসিয়াছি সপুত্র সগণে॥
আমাদের শুভ চিন্তা করিয়া এখন।
প্রবিষ্ট করিতে যোগ্য আপনি রাজন॥
সবান্ধবে সকলে তোমার বশীভূত।
কুলোচিত কর্ম্ম কর স্বধর্ম্ম সংযুত॥
বিবাহের যথা ক্রম উত্তম বিধান।
এই বাক্য কহিয়া স্থগিত মতিমান॥
নৃপ উক্তি যথা যুক্তি করিয়া শ্রবণ।
কহিলা মিথিলেশ্বর মধুর বচন॥
কেবা আছে আমার তোমার প্রতীহারী।
আত্ম গৃহে আসিয়াছ নহ আজ্ঞাকারী॥
স্বভবনে বিবেচনা অযোগ্য বিচার।
ইচ্ছাক্রমে এস্থানে প্রবেশে অধিকার॥
কৌতুক মঙ্গলা মম কন্যা চতুষ্টয়।
যজ্ঞ ভূমি সমাগতা দেখ মহাশয়॥
কিরণে সম্পূর্ণ যথা হয় হুতাশন।
সেই রূপ অঙ্গরূপ স্বরূপ দর্শন॥
সজ্জীভূত আছি তব গতি প্রতীক্ষায়।
প্রবিষ্ট বিবাহ বেদী উৎসর্গ আশায়॥
নির্ব্বিঘ্নে বিবাহ সাঙ্গ করুন নৃপবর।
কি হেতু বিলম্ব আর অযোধ্যাধীশ্বর॥
জনক ভূপতি উক্তি সমস্ত শ্রবণে।
দশরথ নরপতি পরে দ্বিজগণে॥
প্রবেশ করাণ্ ক্রমে বশিষ্ঠাদি সনে।
বসিলেন দ্বিজগণ শোভন আসনে॥
অনন্তরে অবনীপ জনক বিজ্ঞানী।
কহিলেন রাম প্রতি সুমধুর বাণী॥

বেদী মধ্যে আনিয়া অখিলেশ্বরে ভূপ।
দেখ রাম সধর্ম্মিণী কন্যা অপরূপ ॥
এই সীতা মম সুতা গৃহিণী তোমার।
কর রঘুবর পাণি গ্রহণ ইহার ॥
আসিয়া লক্ষ্মণ শুভক্ষণে ঊর্ম্মিলার।
করে করে কর গ্রহ কর আপনার ॥
ভরতের প্রতি পরে কহিলা নৃপতি।
মাণ্ডবীর কর গ্রহ কর মহামতি ॥
শত্রুঘ্ন আসনে উপনীত যথোচিত।
যথা শ্লোক্য বাক্য নৃপ কহিলা বিহিত ॥
শ্রুতকীর্ত্তি কুশধ্বজ কন্যা মনোহরা।
কর গ্রহ করিয়া করহ নিজদারা ॥
সকলে সদৃশ দারা করিয়া সংযোগ।
যতব্রত কুলোচিত কর্ম্মে মনোযোগ ॥
কল্যাণে কল্যাণী গণ সনে সুকল্যাণে।
সম্প্রীত সুস্থির মতি থাক সর্ব্বজনে ॥
জনক নৃপতি বাক্য করিয়া শ্রবণ।
স্বীয় স্বীয় দারা করে করিলা গ্রহণ ॥
সতানন্দ যথোচিত মন্ত্র উচ্চারণ।
অনুক্রমে বক্তব্য বলিলা সর্ব্বজন ॥
অগ্নি প্রদক্ষিণ কর্ম্ম যথাক্রমে করি।
তুষ্টিভাবে তুষ্ণীস্থিত কৃতাঞ্জলি করি ॥
করিলেন মহর্ষি সকলে স্বস্ত্যয়ন।
সলাজ কুসুম বৃষ্টি করিল গগণ।
পুণ্য কর্ম্ম বিবাহ মঙ্গলে সর্ব্বোপরি।
স্বর্গে দেব দুন্দুভি বাজিল ভূরি ভূরি ॥
মনোহর সুমধুর বাজে বীণা বেণু।
গান করে গন্ধর্ব্ব সুস্বরে স্নিগ্ধতনু ॥
অসংখ্যেয় অপ্সরা করিছে ঘন নৃত্য।
রামাদির বিবাহে হইয়া কৃতকৃত্য ॥
ঈদৃশ সদৃশ কাল শুভ সমাশ্রয়।
ত্রিধা অগ্নি বেষ্টন করিয়া সমুদয় ॥
ক্রিয়া সাঙ্গ করিয়া পশ্চাতে বধূগণ।
করিলেন ভিন্ন ভিন্ন যানে আরোহণ ॥
পশ্চাতে অযোধ্যাপতি সহ ঋষিদলে।
চলিলেন রাঘবাদি মিলিয়া সকলে ॥
রামায়ণে রঘুবংশ দশরথান্বয়।
বিবাহ করণ কর্ম্ম সমাধান হয় ॥
সংখ্যায় পঞ্চ সপ্ততি সর্গ নিরূপণ।
শুভকর্ম্ম শ্রবণে কল্যাণী সর্ব্বজন ॥

৭৫ সর্গঃ।

লঘু ত্রিপদী ॥

অতীতা রজনী, বিশ্বামিত্র মুনি,
উত্তর পর্ব্বতে যান।
সঙ্গে রঘুদ্বয়, সানন্দ হৃদয়,
যথার্থ কৃত্য বিধান ॥
বিশ্বামিত্র গতে, তৎকাল আগতে,
দশরথ নৃপবর।
জনকে জিজ্ঞাসি, মধুর সম্ভাষি,
স্বপুরে গত সত্বর ॥
অনন্তরে তথা, অসম্ভব কথা,
জনক নৃপতি পর।
দিলা কন্যা ধন, কম্বল আসন,
অজিন রত্ন বহুতর ॥

বিবিধ দুকুল, যাহা বহু মূল,
রঞ্জিত বিবিধ বাসঃ।
শুভ আভরণ, রত্নাদি রঞ্জন,
দুর্ম্মূল্য রত্ন সঙ্কাশ ॥
দিলা মতিমান, নানা জাতি যান,
গো ধন সহস্র শত।
প্রতিকন্যা প্রতি, বিতরি ভূপতি,
যথা মতি অনুগত ॥
কন্যারা ইচ্ছায়, চাহিলা যে যায়,
দিলেন সুপ্রিয় মান।
চতুরঙ্গ বল, নানা রত্ন ফল,
রত্ন পাত্র দিলা দান ॥
নিষ্ককণ্ঠী দাসী, সহস্র বিলাসী,
রূপসী হৃদয় লোভা।
দিলা নৃপ তুর্ণ, অযুত সম্পূর্ণ,
সুবর্ণ হিরণ্য শোভা ॥
হয়ে প্রীত মনঃ, দিলা কন্যা ধন,
সম্ভব বিভব রূপ।
এবম্বিধ দান, দিয়া মতিমান,
আজ্ঞা লয়ে পরে ভূপ ॥
ভূপতি আদেশে, মিথিলা প্রবেশে,
মিথিলাধিপতি পরে।
রাজা দশরথ, অযোধ্যার পথ,
সুগত আদ্য বাসরে ॥
বশিষ্ঠ প্রভৃতি, তেজঃপুঞ্জ অতি,
গতিকালে নতিপর।
সপুত্র বান্ধবে, মুনীন্দ্র পুঙ্গবে,
অগ্রে করি অনুচর ॥
গুরুগণ লয়ে, আপন আলয়ে,
তনয়ে বেষ্টিত ভূপ।
বিবাহিত সুত, নৃপ গতি দ্রুত,
মহী মহেন্দ্র স্বরূপ ॥
এইকালে তথা, অমঙ্গল যথা,
বাম বাসি পক্ষি কুল।
চলে দক্ষ পথে, নৃপ দশরথে,
পথে হয়ে প্রতিকূল ॥
ধায় মৃগ গণ, সশঙ্কিত মনঃ,
প্রদক্ষিণ করে পরে।
দেখিয়া ভূপতি, অকল্যাণ অতি,
জিজ্ঞাসিলা মুনিবরে ॥
দেখ ভগবান্, উৎপাত বিধান,
দারুণ করুণ রব।
দশ আশা ধূমে, পরিপূর্ণ ভূমে,
সূর্য্যে শোভা অসম্ভব ॥
নভঃ অন্ধকারে, পূর্ণ সুবিস্তারে,
কিছুই দৃষ্টি না হয়।
দেখি উপসর্গ, মহোৎপাত বর্গ,
সভয় মম হৃদয় ॥
হবে কি অনিষ্ট, কহ হে বশিষ্ঠ,
দেখি দুঃখি ভীত মনঃ।
তুমি সর্ব্ব বিজ্ঞ, উপদেষ্টা যোগ্য,
কি বিধি হয় এখন ॥
তুমি বিনা আর, সাধ্য আছে কার,
কহিবে মুনি পুঙ্গব।
অসৌম্য বিহঙ্গ, রসিত কুরঙ্গ,
প্রদক্ষিণ করে সব ॥

মুনি অকস্মাত্, কি হেতু উৎপাত,
হৃদয় হয় কম্পিত।
দশরথ বাণী, শুনি মহাজ্ঞানী,
কহিলেন পুরোহিত॥
আছে পূর্ব্ব শ্রুত, শুন নৃপ স্রুত,
যার যে ফল সকল।
উপস্থিত ভয়, ঘোর অতিশয়,
পক্ষি দেখি অমঙ্গল॥
প্রদক্ষিণ করি, মৃগ সৌম্যাচারি,
তদ্দোষ করে প্রকাশ।
কথোপকথনে, তথা দুই জনে,
না হতে সর্ব্বসন্তাষ॥
উৎকট পবন, বহিল সঘন,
প্রচণ্ড শর্করাবর্ষী।
কম্পে বসুন্ধরা, উল্কাপাত ধারা,
দিবি ভুরি জনাকর্ষী॥
তিমিরে প্লাবিত, আদিত্য আবৃত,
ধূলি ধূসর জগতী।
সৈন্যগণ তথা, অচেতন যথা,
মূঢ়চেতাঃ হতমতি॥
বশিষ্ঠ প্রভৃতি, রাঘব সংহতি,
বর্জ্জিত মূর্চ্ছিত সব।
পরে সেনাগণ, পাইল চেতন,
রজনী বৃত্ত সম্ভব॥
জটা সটাচ্ছন্ন, মস্তক সম্পূর্ণ,
কালান্তক যমপ্রায়।
মহেন্দ্র সমান, অতি বলবান,
দেখি রাম মহাকায়॥

দুর্দ্দর্শ দর্শন, দীপ্ত হুতাশন,
তেজস্বী তপনাধিক।
স্বস্কন্ধে কুঠার, ইন্দ্রায়ুধাকার,
ধনুর্দ্ধারী সাহসিক॥
ধরি এক শর, অতি ঘোরতর,
আগত রুদ্রসমান।
রামে কৃতকোপ, হরধনু লোপ,
সধূমানল সমান॥
জমদগ্নি সুত, ভুবনে অদ্ভুত,
সমাগত দেখি রাম।
বশিষ্ঠ প্রমুখ, দ্বিজ অধোমুখ,
কাঁপিয়া জপয়ে রাম॥
করয়ে জল্পন, ঋষি সর্ব্ব জন,
পুনঃ পুনঃ এই কথা।
পিতৃ বধ কোপে, ক্ষত্র কুল লোপে,
পুনশ্চ আসিলা হেথা॥
অশেষ শান্ত্বন, তাহে নিবারণ,
না মানি পরশুরাম।
পুনঃ পুনর্ব্বার, ক্ষত্রিয় সংহার,
করিলেন গুণধাম॥
অদ্যাপি সে ক্রোধ, হয় নাহি শোধ,
হেন বোধে মুনিগণ।
এই জ্ঞান করে, অর্ঘ লয়ে পরে,
পরশুরামেরে কন॥
বশিষ্ঠ প্রভৃতি, বিপ্র মহামতি,
কহিলে বিনতি পূর্ব্ব।
সুখে আগমন, করহ গ্রহণ,
হে প্রভু অর্ঘ অপূর্ব্ব॥

ভার্গব মুনীন্দ্র, সমরে সুরেন্দ্র,
পুনশ্চ ক্রোধ কি উচিত।
সল্লোক পূজন, করিয়া গ্রহণ,
শমতা কর নিযোজিত॥
রামায়ণে সার, করি সমুদ্ধার,
পরশুরাম দরশন।
ষড়ধি সপ্ততি, অধ্যায়ে সম্প্রতি,
সমস্ত হয় সমাপন॥
৭৬ সর্গঃ॥

পয়ার॥

সল্লোক সমূহ পূজা করিয়া গ্রহণ।
প্রত্যুত্তরে সন্তোষ সংযুক্ত ঋষিগণ॥
জমদগ্নিসুত রাম বিখ্যাত সমরে।
কহিলেন অসম্ভ্রম বাক্য রঘুবরে॥
শুন রাম গুণধাম দশরথসুত।
তব বীর্য্য মহাশৌর্য্য শুনেছি অদ্ভুত॥
পঞ্চানন দত্ত শরাসন দেব অংশ।
প্রকাণ্ড কোদণ্ড তুমি করিয়াছ ধ্বংস॥
রঘুসুত সে অদ্ভুত কোদণ্ড ভেদন।
তব কৃত সুনিশ্চিত করেছি শ্রবণ॥
শুনে আমি দ্রুতগামী নিয়া মহদ্ধনুঃ।
যে কার্ম্মুকে ক্ষত্রলোকে জয় লব্ধতনু॥
করিয়াছি এই ধনুবলে পৃথ্বী জয়।
বীরবর ধনুর্দ্ধর ধর মহোদয়॥
দেহ গুণ দেখি গুণ স্ববল দেখাও।
শরাসনে এই বাণ সন্ধান জানাও॥

ধর ধনুঃ রঘুজনু ধর ধর শর।
এই বাণ সুসন্ধান কর রঘুবর॥
পার যদি সুখী হই তবে দিব রণ।
দেখি যদি যোগ্য শ্লাঘ্য উত্তম দর্শন॥
শ্রীরামের প্রতি এই রাম বাক্য পরে।
দশরথ অগ্রপথে কৃতাঞ্জলি করে॥
প্রণত নিকট গত বিষণ্ণ বদন।
রাম রোষ ক্ষম দোষ আপনি ব্রাহ্মণ॥
ভুবনে বিজ্ঞাত সবে প্রভু তব বল।
পুত্রগণ সর্ব্বজন ভয়েতে চঞ্চল॥
মহাশয় আপনি অভয় কর দান।
জন্ম ভৃগুকুলে শান্ত সর্ব্ব শক্তিমান॥
মহাত্মা পুণ্যাত্মা তপঃ স্বাধ্যায় সংযুক্ত।
সর্ব্বথা জানিবে ক্রোধ করা নহে যুক্ত॥
ঋচীক চ্যবন আদি পিতৃগণ অগ্রে।
না করিলা যুদ্ধ শস্ত্র না স্পর্শিলা ব্যগ্রে॥
তপো দম যম রত হইয়া আপনি।
কশ্যপে প্রদান করি সমগ্রা ধরণী॥
বনগামী হয়ে স্বামী করিলে সন্ন্যাস।
মম শিশু বিনাশে সমর অভিলাষ॥
রাম নামে এই মম পুত্রের প্রধান।
ইহার বিনাশে নাশ সবার বিধান॥
সুপ্রসন্ন শরণ শরণ্যে কর ত্রাণ।
ভৃগু মৃগাদন রাখ সেবকের প্রাণ॥
বালক আমার রাম না কর দাহন।
দশরথ রাজা এই, কহিলে বচন॥
জামদগ্ন্য প্রতাপী করিয়া অনাদর।
দশরথে কিছু মাত্র না করি উত্তর॥

কহিলা রামের প্রতি পুনশ্চ ভার্গব।
দুই ধনুঃ রঘুজনু ব্যাখ্যা করে সব॥
বিশ্বকর্ম্মা কৃত সার সংসারে ব্যাপিত।
অল্পবীর্য্য জন হয় ইহাতে কুণ্ঠিত॥
দুই ধনুঃ মধ্যে এক শিবে দিলা দান।
ত্রিপুর বিনাশ হেতু সেই মতিমান॥
হেন ধনুঃ রঘু শ্রেষ্ঠ করিলে ভঞ্জন।
দ্বিতীয় ধনুর বার্ত্তা করহ শ্রবণ॥
সুরগণ যে ধনুকে সবে দিলা দান।
প্রমাণ আকৃতি সর্ব্ব সমান সমান॥
কুতুহলে সকলে যখন সুরগণ।
ব্রহ্মার নিকটে জিজ্ঞাসিলা সর্ব্বজন॥
শিব বিষ্ণু উভয়ের কিবা বলাবল।
শিব ধনুঃ বিষ্ণু ধনুঃকে অধিক বল॥
দেবগণ অভিপ্রায় জ্ঞাতা পিতামহ।
শিব বিষ্ণু বিরোধের এই সমারোহ॥
পরস্পর বিরোধ জন্মান অকস্মাত্।
শিব বিষ্ণু দ্বয়ে যুদ্ধ তুমুল নির্ঘাত॥
পরস্পর জয়েচ্ছু জটিল যোগেশ্বর।
সেই ধনু প্রপূরণ করেন শঙ্কর॥
ভীমের পূরিত ধনুঃ ভীম পরাক্রম।
হুঙ্কারেতে মহাদেব কালান্তক যম॥
শিবধনুঃ শব্দে স্তব্ধ হয় ত্রিভুবন।
পরে বিষ্ণু ধনুঃ বিষ্ণু করিলা পূরণ॥
হুঙ্কারে টঙ্কারে শিব হইলা স্তম্ভিত।
অচেতন ত্রিলোচন হইলে নিশ্চিত॥
ঋষি সংঘ সহ পরে সমস্ত অমরে।
প্রার্থনা করেন রক্ষা করিতে শঙ্করে॥
শম্ভু বল স্তম্ভিত হইল বিষ্ণু বলে।
বিষ্ণুকে অধিক জ্ঞান করিলা সকলে॥
শিব ধনুঃ তুল্য নহে বিষ্ণু ধনুঃ সহ।
এজন্য সে ধনুঃ শিব না করি সংগ্রহ॥
বিদেহ রাজ্যের রাজা নাম দেবরাত।
তাঁরে দিলা ধনুর্ব্বাণ লম্বোদর তাত॥
এই ধনুঃ বৈষ্ণব অধিক হয় বলে।
উর্জ্জিত উত্তম ধনুঃ ভৃগু বংশে ফলে॥
ঋচীক ভার্গবে হরি করিলেন ন্যাস।
ঋচীক স্বপুত্রে ধনুঃ দিলেন নির্য্যাস॥
পাইয়া আমার পিতা এই শরাসন।
নিরস্ত্র নিঃশস্ত্র ভাবে ছিলেন যখন॥
সেই কালে আসিয়া দুর্জ্জন দুরাচার।
কার্ত্তবীর্য্য করে মম পিতার সংহার॥
প্রাকৃত ব্রাহ্মণ বোধে দুর্ব্বুদ্ধি সঞ্চার।
রাম আমি এই কর্ম্ম শুনিয়া তাহার॥
পিতৃবধ বিপদ্ শ্রবণে ক্রুদ্ধমতি।
বারম্বার ক্ষত্র শূন্যা করি বসুমতী॥
এই ধনুঃ ধরিয়া ধরণী করি জয়।
ধনুর্ব্বলে অচলায় সর্ব্বদা বিজয়॥
পরে ধরা সমস্ত কশ্যপে দিয়া দান।
নিরস্ত্রে নিঃশস্ত্রে করি পর্ব্বতে প্রস্থান॥
সুমেরু সমীপে করি তপস্যাচরণ।
শুনিলাম এই ক্ষণে কার্ম্মুক নাশন॥
তোমাকে দেখিতে তাই এ স্থানে আগত।
লইয়া বৈষ্ণব ধনুঃ তোমার অগ্রতঃ॥
পিতৃ ক্রমাগত এই মম শরাসন।
ক্ষত্রধর্ম্মাশ্রয় করি করহ গ্রহণ॥

ধনুকে যোজনা কর ধর খর শর।
যদ্যপি ইহাতে শক্ত হও রঘুবর॥
সন্ধান করিলে শরে যুদ্ধ দিব দান।
হইল সপ্ত সপ্ততি সর্গ সমাধান।

৭৭ সর্গঃ।

ত্রিপদী॥

জামদগ্ন্য বাণী শুনি, রাম রঘুবংশ মণি,
কহিছেন রেণুকাতনয়।
শুন হে পরশুরাম, কর্ম্মে কর গর্ব্ব গ্রাম,
তবে তব গর্ব্ব শোভা হয়॥
আন তব শরাসন, পুরুষত্ব নিদর্শন,
দেখহ আমার কত বল।
ক্ষত্রিয় তেজো মহতি, দৃষ্টিকর ভৃগুপতি,
দেখ মম বিক্রম কৌশল॥
ইহা বলি লয়ে ধনুঃ, রাম রঘুবংশজনু,
ভৃগুরাম কর হতে করে।
অত্যল্প হাস্যবদন, পরে রাম নারায়ণ,
হস্ত হতে লইলেন শরে॥
করি লঘু পরাক্রম, শর ধনুঃ রঘূত্তম,
কর্ষণ করেন মহামনঃ।
টঙ্কারিয়া মহাবলে, সেই ধনুঃ সেই স্থলে,
শর পূর্ণ দেখিলেন জন॥
কহিলা রেণুকা সুতে, এই বাক্য নমোস্তুতে,
ব্রাহ্মণ আপনি পূজ্যতম।
বিশ্বামিত্র জন্য আমি, প্রাণহর শর স্বামী,
মুক্ত করি কালান্তক যম॥
অবধ্য ব্রাহ্মণ জাতি, তপস্যা অর্জ্জিত গতি,
তাই তব করিব বিনাশ।
করিব সুপুণ্য নষ্ট, যে পুণ্যে ধরণী কষ্ট,
না হইবে দিব্য লোকে বাস॥
এই যে বৈষ্ণব শর, ক্ষিপ্ত করি ঘোরতর,
উৎসাদনে শক্তি আছে কার।
পর দর্প বিনাশন, ধৃত শর শরাসন,
জামদগ্ন্যে লাগে চমৎকার॥
পরে রাম রঘুবর, অস্ত্রধারী ভয়ঙ্কর,
রথে দশরথের নন্দন।
দেখিবারে প্রজাপতি, সহিতে দৈব সংহতি
সেই স্থলে করিলা গমন॥
যক্ষ রক্ষঃ নাগ যূথ, দেখিতে পরমাদ্ভুত,
হইয়া একত্রী ভূত সবে।
রামচন্দ্র ধনুর্দ্ধরে, আসিলেন দেখিবারে,
লোকে ধরা পূর্ণ কলরবে॥
নির্ব্বীর্য্য হইয়া রাম, জামদগ্ন্য গুণধাম,
রামচন্দ্রে করি নিরীক্ষণ।
সেইক্ষণে হতবীর্য্য, জড়াত্মা না ধরে ধৈর্য্য,
দেবগণে দেখিলা তখন॥
দিব্য দৃষ্টে ধ্যান যোগে, বুঝিলেন দৈবযোগে,
নারায়ণাংশজ এই রাম।
রামে বীর্য্য অভিভূত, এ নহে অতি অদ্ভুত,
কহিলেন বীর গুণধাম॥
বলিলেন মহাবলী, জামদগ্ন্য কৃতাঞ্জলি,
শুন রামচন্দ্র রঘুবর।
কশ্যপ মুনীন্দ্র প্রতি, দান দিয়া বসুমতী,
বিষয়ে রহিত ধনুর্দ্ধর॥

কি কর শাসন মম, সেই হেতু রঘূত্তম,
না করিব ক্ষিতিতলে বাস।
এ মিথ্যা প্রতিজ্ঞা তব, কি কারণ হে রাঘব,
ইহাতে কি বীরত্ব প্রকাশ॥
যথা মনে তথা যাই, এই দিব্য গতি পাই,
তাহে হন্তা না হইলে হয়।
মম সর্ব্ব লোক হর, শরে পুণ্য নাশ কর,
বাক্য ধর রাঘব তনয়॥
অক্ষয় মধুঁ ঘাতন, জানি তুমি সনাতন,
প্রসন্ন আমারে হও প্রভু।
তোমার মঙ্গল রাম, ভূরি ভাবে গুণধাম,
হইবে অন্যথা নহে কভু॥
এই ধনুঃ এই শর, যেহেতুক রঘুবর,
করিলে টঙ্কার আকর্ষণ।
বিনা দৈব কিঙ্কু বল, কে হরে আমার বল,
অনুমানে এই নিরূপণ॥
সর্ব্ব সুর সমাগত, দেখিতে কৌতুক যত,
শ্রেষ্ঠ শর ধারী বীর বরে।
আপনি সাক্ষাৎ বিষ্ণু, ব্রহ্ম পূজ্য প্রভবিষ্ণু,
মহিমা সুব্যক্ত চরাচরে॥
তব স্থানে পরাজয়, তাহে লজ্জা নাহি হয়,
ত্রিলোকের নাথ তুমি হরি।
আমারে করি বিমুখ, তাহে যদি হয় সুখ,
সেই সুখে সুখজ্ঞান করি॥
অপ্রতিম এই শর, শুন কহি বীর বর,
কোদণ্ড হইতে মুক্ত কর।
বিমুক্ত হইলে বাণ, যাত্রা করি নিজস্থান,
মহেন্দ্র পর্ব্বত পরিহর॥

ভার্গবের বাক্য উক্ত, মানিলেন যুক্তি যুক্ত,
শর মুক্ত করিলেন রাম।
তদবধি ইহ লোকে, শর ত্যাগ জন্য শোকে
দর্শন না দেন ভৃগু রাম॥
বিমুক্ত করিলে শরে, যাবতীয় সুরবরে,
রঘু বীরে করিলা প্রণতি।
বিমানে আকাশ পথে, আরোহিয়া স্বস্বরথে,
স্বস্ব পথে করিলেন গতি॥
সর্ব্বত্র তিমির নাশ, সর্ব্ব দিক সুপ্রকাশ,
প্রশংসিলা রামে সুর ঋষি।
পশ্চাতে পরশুরাম, রামচন্দ্রে গুণধাম,
প্রদক্ষিণ করিয়া মনীষী॥
স্বস্থানে প্রস্থান পরে, সাঙ্গ সর্গ অনন্তরে,
অষ্টাধিক সপ্তশতি সংখ্যায়।
জামদগ্ন্য লোকাতীত, আদিকাণ্ডে সুরচিত,
শ্রবণে কলুষ দূরে ধায়॥
৭৮ সর্গঃ॥

পয়ার।

জমদগ্নি সুত রাম করিলে গমন।
ধনুঃ লয়ে দাশরথি শ্রীরঘু নন্দন॥
বলোৎকৃষ্ট ধনুঃ দেখাইলা দশরথে।
করিয়া অভিবাদন ঋষিগণে পথে॥
বশিষ্ঠ প্রভৃতি প্রণমিয়া সর্ব্ব ইষ্ট।
পিতা প্রতি কহিছেন বচন সুমিষ্ট॥
জামদগ্ন্য আগমনে বিহ্বল ভূপতি।
সন্তুষ্ট করিয়া তাঁরে কহিলা ভারতী॥

জামদগ্ন্য রাম দেখ স্থানান্তর গত।
অযোধ্যাভিমুখী হয়ে সেনাগণ যত॥
তোমার আজ্ঞায় এই চতুরঙ্গ দল।
অযোধ্যায় গমন করুক সর্ব্ব বল॥
এই বাক্য রামের শুনিয়া নৃপবর।
আলিঙ্গন করিলেন অতি তুষ্ট তর॥
রাম সমাগত শ্রুতে পুত্র গত প্রাণ।
অতি হর্ষে নিন্না পুত্র মস্তক আঘ্রাণ॥
যোজনা করিয়া সৈন্যগণে পুনর্ব্বার।
শীঘ্রগতি চলিলেন পুরে আপনার॥
উচ্চধ্বজবতীপুরী অতি সুশোভন।
সদা পরিপূর্ণ তুরী ভেরীর নিস্বন॥
পরিষিক্ত রাজপথ যাহে মনোরম।
কুসুমে আচ্ছন্ন অতিশয় প্রিয়তম॥
রাজপুর প্রবেশনে পুরবাসি জন।
করিলেন মুখ্য গণে মঙ্গল বাদন॥
প্রকৃষ্ট প্রকীর্ণা পুরী প্রবেশে নৃপতি।
স্বীয়ালয়ে প্রবেশ করিলা শীঘ্রগতি॥
মহেন্দ্র ভবন প্রায় রত্নাদি রঞ্জিত।
কৌশল্যা সুমিত্রা আদি রমণী সজ্জিত॥
প্রতিগৃহে গৃহিণী গৌরবে গুরুতরা।
নৃপ আগমনে সবে করিলেন ত্বরা॥
অনন্তরে সত্বরে সকলে উপনীতা।
লক্ষ্মীসমা প্রতিমা জনক সুতা সীতা॥
ঊর্ম্মিলা অখিলারাধ্যা অতি যশস্বিনী।
কুশধ্বজ কন্যাদ্বয় রূপে তেজস্বিনী॥
ক্রোড়ে করি লয়ে চারি নৃপতির সুতা।
প্রবেশ করিলা পুরে অতি হর্ষযুতা॥

সালঙ্কৃতা শোভিতা সুপট্ট বস্ত্র ধরা।
দেবালয় দেখাইলা সকলে সত্বরা॥
গুরুগণে করাইয়া যথাভিবাদন।
তাঁরা সবে যথারীতি করিলা বন্দন॥
অতিপ্রিয় হিতে রতা মুদিতা সকলে।
সুরাগে রহিলা সবে রমণীয় স্থলে॥
বিশেষে বৈদেহী সীতা জনক নন্দিনী।
অধিক রামের মনঃ মোহিলা মোহিনী॥
বিষ্ণুপ্রীতি বিমলা জন্মান যথা রূপ।
সেই রূপ সীতা রামে সন্তোষে স্বরূপ॥
রঘুনাথ প্রিয়া সীতা সুচারু মঙ্গলা।
অন্যপুত্র ত্রয়ে বধূ ত্রয় প্রিয়তমা॥
স্বীয়গুণে জানকী বর্দ্ধিতা গুণবতী।
জানকী জীবনাধিক প্রিয় রঘুপতি॥
উভয়ের মনোজ্ঞাতে উভয় সমান।
পরস্পর প্রীতি যোগে সুযোগ সন্ধান॥
সীতার সহিত রাম হইয়া সঙ্গত।
প্রাণাধিক প্রিয়া সীতা রাম অভিমত॥
দেবতুল্য দুইজনে করেন বিরাজ।
প্রীতিরূপ পত্নী লয়ে রঘুকুল রাজ॥
হইলা শ্রীরামচন্দ্র অতি শোভাকর।
কান্তাযুক্ত কান্তে কটি কন্দর্প সুন্দর॥
শ্রিয়ান্বিত শ্রীপতি সমান শুদ্ধবেশ।
একোন অশীতি সর্গে অযোধ্যা প্রবেশ॥
৭৯ সর্গঃ।

ত্রিপদী ॥

এইরূপে কাল গত, চারিপুত্র মনোমত,
লয়েস্থিত রাজা দশরথ।
উপনীত কাল সূত্র, ডাকিয়া কেকয়ীপুত্র,
ভরতে কহিলা অভিমত ॥
কেকয় রাজার সুত, যুবরাজ লয়ে দ্রুত,
মাতামহ গৃহে যাত্রা কর।
লইতে তোমারে বীর, যুধামন্যু অতিস্থির,
অযোধ্যা আসিলা বীরবর ॥
তোমার মাতুল সঙ্গে, আপনি পরম রঙ্গে,
মাতামহ দেখিবারে যাও।
অবশ্য গন্তব্য তব, দেখ গিয়া পুর সব,
মাতামহ জীবন যুড়াও ॥
দশরথ বাক্য শুনি, কেকয়ী সন্তান গুণী,
ভরত গমনে ত্বরাবান।
শত্রুঘ্ন সহিত তথা, চলিলা কেকয়ী যথা,
মাতৃ পদে প্রণতি বিধান ॥
কেকয়ী শুনিলা পরে, দেখি নিজ সহোদরে,
ভরতের পিতৃ আজ্ঞা প্রাপ্তি।
রাজীব লোচন রাম, আসিলেন নিজধাম,
আমোদের না হয় পর্য্যাপ্তি ॥
ভরতের গতিচিন্তা, ভর্তৃ আজ্ঞা শুনে শান্তা,
জানাইয়া ভরতজনকে।
সুত সুরসুত সম, ভরত ভরতোপম,
পাঠাইলা দেখিতে জনকে ॥
অশেষ অমাত্য গণ, বলবান বহুজন,
বহুরথ সারথি পদাতি।
সেনা বৃন্দে সমাবৃত, করিপুত্রে পুরস্কৃত,
পাঠাইলা যথায় নৃপতি ॥
মহাত্মা মহেন্দ্র তাত, তাঁরে করি প্রণিপাত,
কৃতাঞ্জলি কহিলা ভরত।
যাত্রা করি নরবর, তবে দুই সহোদর,
যদি হয় তব অভিমত ॥
শুনি রাজা দশরথ, পুত্র দ্বয় মনো রথ;
শিরোপরি করিয়া চুম্বন।
বিদায়ে কুমার দ্বয়, মনঃপীড়া অতিশয়,
করিলেন প্রেম আলিঙ্গন ॥
সিংহ সম ক্রিয়াগতি, কহিলেন রাজ্যপতি,
সভামধ্যে অতি সুশোভন।
শোভনীয় তুমি সুত, হইয়া কল্যাণ পূত,
যাও মাতামহের ভবন ॥
আমার সন্দেশ সুত, শ্রবণ করিবে দ্রুত,
সর্ব্বদা থাকিবে সাবধান।
যাও মাতামহ ঘরে, শত্রুঘ্নকে সঙ্গে করে,
কি কহিব তুমি জ্ঞানবান ॥
শত্রুঘ্ন তোমার ভক্ত, সর্ব্বকাল অনুরক্ত,
অনুব্রত সতত তোমার।
প্রাণাধিক প্রিয়তর, তবানুজ বীরবর,
তুমি ভাব এরূপ প্রচার ॥
আত্মতুল্য সৌম্য জ্ঞানে, দেখিবে রাখিবে মানে
স্বীয় গুণে বদ্ধ করে তুমি।
করি ভ্রাতৃ পরিত্যাগ, গমনে না করে রাগ,
সেই রূপ হবে শান্ত ভূমি ॥

মহামতি গুণে তব, প্রকৃতি যতেক সব,
রক্ষিতা হইবে সর্ব্ব কাল।
সেই রূপ আচরণ, করিবে তুমি নন্দন,
না থাকিবে অপর জঞ্জাল ॥
আমার সমান সুত, জানিবে পরম পূত,
মান্যতম মাতুল নিশ্চয়।
গুরুজন যাবতীয়, জ্ঞান কর পূজনীয়,
দেব তুল্য সদয় হৃদয় ॥
সর্ব্বদা বিনীত হবে, তথায় সুশীল রবে,
অহঙ্কৃত না হও সন্তান।
অজ্ঞান কি জ্ঞানবান, দ্বিজগণে রেখে মান,
প্রযত্নে হইবে সেবাবান ॥
বিদ্বান বেদজ্ঞ গণে, আত্ম হিত সযতনে,
জিজ্ঞাসিবে হয়ে সাবধান।
তাঁহাদের হিত বাণী, পরম কল্যাণ জানি,
গ্রাহ্য করো অমৃত সমান ॥
মহাত্ম ব্রাহ্মণ গণ, লক্ষ্মী বৃদ্ধি মূল হন,
বিশেষে ভবের মূল জানি।
সর্ব্ব কার্য্যে যুক্ত করি, ব্রহ্ম বাক্য মনে স্মরি,
শুশ্রূষা করিবে তুমি জ্ঞানী ॥
এ ভব নিমিত্ত পুত্র, দেবতা কল্পিত সূত্র,
দ্বিজ রূপে হয়ে অধিষ্ঠান।
মনুজ লোকে আশ্রয়, সর্ব্বদা ভূদেব চয়,
অভিলাষী জীবের কল্যাণ ॥
তাঁদের নিকট হতে, বেদ শাস্ত্র বিধি মতে,
ধর্ম্ম শাস্ত্র সতত অক্ষয়।
নীতি শাস্ত্র বহু আর, ধনুর্ব্বেদ সুবিস্তার,
পরিগ্রহ করিবে নিশ্চয় ॥
অশ্ব পৃষ্ঠে রথে নাগে, পরিশ্রম অনুরাগে,
প্রতি দিন কর্ত্তব্য ভরত।
গন্ধর্ব্ব বিদ্যায় যোগ, মানসে বিজ্ঞান ভোগ,
শিল্প শাস্ত্রে আর যেবা মত ॥
অভিজ্ঞ হইবে তায়, সতত বিদ্যা শিক্ষায়,
বৃথা কাল না করিবে ক্ষয়।
মঙ্গলার্থে সদা তব, দূত গণে নিযুক্তিব,
পাঠাইব জানিবে নিশ্চয় ॥
দূত করি গতায়াত, তোমার কুশল তাত,
জানাইবে করিয়া শ্রবণ।
আমোদিত ভাবে রব, তোমার কল্যাণ কব,
শুনে তুষ্ট হবে সর্ব্ব জন ॥
এ কথা কহিয়া পরে, নৃপতি অতি কাতরে,
অশ্রু পূর্ণ করিলা নয়ন।
বাষ্প পূর্ণ নরবর, জড়ীভূত কলেবর,
কহিলেন গদ্গদ বচন ॥
গচ্ছ গচ্ছ এই ভাষে, ভরতের প্রীতি আশে,
ভাসিলেন বিরহ সাগরে।
পিতাকে করি প্রণাম, জিজ্ঞাসিয়া তথা রাম
চন্দ্রে নতি স্তুতি বাক্য পরে ॥
মাতৃগণে প্রতি জনে, প্রণতি করি যতনে
শত্রুঘ্ন সহিতে রঘুবর।
বহু বল বৃত হয়ে, চতুরঙ্গ সেনা লয়ে,
শুভ যাত্রা করিলা সত্বর ॥
পুরবাসি বহু জন, পশ্চাতে করে গমন,
শ্রীরাম লক্ষ্মণ সহকারে।
ক্রোশ দ্বয় গিয়া পরে, পূজিত হইলা নরে,
দেখিলেন পশ্চাতে দুবারে ॥

রথ হইতে ভূমি গত, কৈকেয়ী সুত ভরত,
শত্রুঘ্ন সহিতে দুই জন।
শ্রীরামের শ্রীচরণ, মস্তকে করি ধারণ,
যথা বিধি করিলা বন্দন॥
শ্রীরামের পদদ্বয়ে, পতিত ভ্রাতৃ উভয়ে,
প্রেমদর্শন করিয়া তখনি।
দুই ভুজ প্রসারিয়া, ভ্রাতৃ দ্বয়ে উঠাইয়া,
আলিঙ্গন দিলা রঘুমণি॥
কহিছেন রামচন্দ্র, শুন রঘু কুলচন্দ্র,
ভরত কৈকেয়ী সুতবর।
না হইবে বিস্মরণ, আমাতে রাখিবে মনঃ,
লক্ষ্মণের প্রতি দৃঢ় তর।
তোমাদিকে দুই জনে, আমি না ভুলিব মনে,
স্মরণ রাখিব সর্ব্ব কাল।
এমত হইলে উক্ত, শ্রীরামের কণ্ঠ মুক্ত,
মধু বাক্য পরম রসাল॥
প্রণতি করিয়া বীর, লক্ষ্মণে পরে সুধীর,
আলিঙ্গন করিলা বিহিত।
শত্রুঘ্নকে নিয়া পরে, যাত্রা সৈন্য অনুচরে,
সুহৃদ্বন্ধু চলিলা সহিত॥
আর যত অনুগত, হইলেন অনুগত,
প্রিয়গণ রহিলেন সঙ্গে।
সহিতে স্বজন গণ, করিলা শীঘ্র গমন,
মাতামহ ভবনে সুরঙ্গে॥
প্রিয়বাদি প্রিয়জন, সহিতে রঘু নন্দন,
করিলেন ইতস্ততঃ গতি।
গণিত দিবস কয়, অক্লেশে করিয়া ক্ষয়,
অশ্রান্ত বাহন মহামতি॥
সহচর সৈন্যদল, সকলে অসীম বল,
হইলেন শৈল নদী পার।
সন্নিহিত রাজপুরে, থাকিয়া অত্যল্প দূরে,
দূত দ্বারা দিলা সমাচার॥
জানাইতে মাতামহে, দূত গিয়া পরে কহে,
সমাগত দৌহিত্র তোমার।
দূত মুখে বার্ত্তা শুনি, কেকয় নরেন্দ্রমণি,
হর্ষ যুক্ত হইলা অপার॥
গিয়া অতি দ্রুত তরে, রঘুবংশ দুই নরে,
করাইলা স্বপুরে প্রবেশ।
রাজধানী পরিষ্কারে, আজ্ঞা দিলা এক বারে,
না রাখিলা অপকৃষ্ট লেশ॥
পুষ্প পরিপূর্ণ করি, রাজমার্গ অনুচরী,
অনুচরে করে পরিষ্কার।
জলে অভিষিক্ত করে, পূর্ণকুম্ভ প্রতিঘরে,
বনমালা ভূষিত প্রচার॥
দিলা অতি উচ্চতর, পতাকা গণ সুন্দর,
ধূপ গন্ধে আমোদিতা ক্ষিতি।
তৎপরে পুর নিবাসি, একত্র অনেকে আসি,
পুরে নিলা কৈকেয়ী সন্ততি॥
নানা বাদ্য উপক্রম, সুস্বর সুমনোরম,
আনন্দের নাহি পরিসীমা।
বার মুখ্যা গণে নাচে, বাদ্য অনুগত কাছে,
অগ্রে নর্ত্তে নর্ত্তকী অসীমা॥
মধুর বচনে স্বরে, বন্দিবর্গে স্তুতি করে,
কত শত মাগধ প্রভৃতি।
শ্রিয়ান্বিত গৃহবরে, ভরত প্রবেশে পরে,
করিলেন মাতামহে নতি॥

রাজা দিয়া আলিঙ্গন, বদনে করি চুম্বন,
কল্যাণ কুশল জিজ্ঞাসিলা।
কহিয়া নিজ মঙ্গল, কোশলার সুকৌশল,
পরে অন্তঃপুরে প্রবেশিলা॥
রাজপুরনারী গণে, নমস্কার জনে জনে,
পুর পরিজনে গুরু তরে।
সকলে হয়ে বেষ্টিত, নৃপাত্মজ প্রতিষ্ঠিত,
সুখে কাল কত গত পরে॥
ভরত গমন পর, অযোধ্যায় রঘুবর,
কৃত কর্ম্মা সহিত, লক্ষ্মণ।
পিতৃপূজা ভক্তি রসে, সকলে আনিয়া বশে,
সুখে কাল করেন যাপন॥
পিতৃমাতৃ আজ্ঞা শিরে, ধরিয়া উভয় বীরে,
পুরবাসি কার্য্যে সদা রত।
যশস্বি তেজস্বি তম, রঘুবংশ মনোরম,
গুরুগণ সেবেন সতত॥
শ্রীরাম জানকী কার্য্য, দর্শনে সহর্ষ রাজ্য,
রাজা রাণী আদি গুরুজন।
রামের সুশীল বৃত্তি, সর্ব্বদা অতুল কীর্ত্তি,
পুরবাসী করিছে ঘোষণ॥
আদিকাণ্ড রামায়ণে, ভরতের প্রস্থাপনে,
মাতামহ পুরপ্রবেশন।
অশীতি বিমিত সর্গ, সুখে শুন সাধুবর্গ,
পাবে চতুর্ব্বর্গ সুশোভন॥
৮০ সর্গঃ।

পয়ার॥
এক দিন মাতামহ গৃহে মতিমান।
কহিলেন বৃদ্ধ মাতামহে গুণবান॥
উঠিয়া প্রভাত কালে, কেকয়ী নন্দন।
মাতামহ পদদ্বয়ে করিয়া বন্দন॥
আনাও আচার্য্যগণে যতনে সেবির।
ধর্ম্ম অর্থ জ্ঞানাদি কুশল জিজ্ঞাসিব॥
শিখিব সকল বিদ্যা আন জ্ঞানিগণে।
সেবার্থে নিযুক্ত রব ভাই দুই জনে॥
অস্ত্রশস্ত্র কুশল সুনীতি শাস্ত্রজ্ঞানী।
অপর মাতঙ্গ তুঙ্গ তুরঙ্গ সন্ধানী॥
স্যন্দন সন্ধান জ্ঞানে বিজ্ঞ যে যে জন।
গন্ধর্ব্ব বিদ্যায় পরিপক্ব বৃদ্ধগণ॥
শিল্পকার পরিষ্কার শিল্প শাস্ত্রজ্ঞানী।
স্মৃতিবেদ বেদাঙ্গ পারগগণে আনি॥
আপনার কুশলার্থী হয়ে দুই জন।
নিকটে থাকিয়া করি নিয়ত সেবন॥
ভরতের বাক্য শুনি নৃপমণি পরে।
আনিতে বিদ্বান গণে আজ্ঞা দিলা চরে॥
নৃপবাক্য উপলক্ষ করি চরগণ।
আচার্য্যে আদেশ করে করিয়া যতন॥
নৃপতির আদেশে আচার্য্য উপনীত।
বহুবিদ্য সিদ্ধশাস্ত্র অস্ত্র সমন্বিত॥
সকলে নিযুক্ত দেখি কেকয়ী নন্দন।
উপাসনা করিলেন ভ্রাতা দুইজন॥
বেদাদি বেদাঙ্গ শাস্ত্র গ্রহণে তৎপর।
গুরুস্থানে শিষ্ট বাক্যে করিলা গোচর॥

বিনয়ি ভরত পরে গুরুগণ স্থানে।
পড়িলেন বেদ শাস্ত্র যথার্থ বিধানে॥
আনুপূর্ব্বী সর্ব্বশাস্ত্র শিক্ষা নিরন্তর।
করিলেন প্রতিদিন দুই সহোদর॥
বহুল আচার্য্যগণ স্থানে বিদ্যাজ্ঞানি।
বাহুল্যে বিশিষ্ট বিদ্যা শিখিলেন জ্ঞানী॥
যে যে বিদ্যা যে যে জনে কৃতার্থ যথার্থ।
সংশয় ভঞ্জন হয় মোক্ষ কাম অর্থ॥
স্বধর্ম্ম সঞ্চার আর কি অজ্ঞান জ্ঞান।
জানিয়া হইলা জ্ঞানী ত্যজিয়া অজ্ঞান॥
জ্ঞানের যাথার্থ্য জ্ঞানে উদ্যোগী সতত।
অজ্ঞান বিজ্ঞান জ্ঞাত বিনয় সম্মত॥
যেই কালে আপনারে রঘুবংশ ধীর।
ধর্ম্মার্থে ছিন্ন সংশয় জানিলেন স্থির॥
সেই কালে এই বুদ্ধি হইল উদয়।
পিতৃস্থানে সমাচারে করিলা নিশ্চয়॥
আহ্বান করিয়া বৃদ্ধ আত্মীয় ব্রাহ্মণ।
কহিলা অযোধ্যা কর ত্বরিত গমন॥
বেগবন্ত বাজিগণে করি আরোহণ।
পিতা মাতা সমুদয়ে কর বিজ্ঞাপন॥
মাতামহ কুলে যথা রূপে বর্ত্তমান।
এই কথা কহিবে উভয় বিদ্যমান॥
শ্রীরামে আমার কথা বলিবে বিশেষ।
রাখিবে আমার সম গৌরব অশেষ॥
তব ভৃত্য ভরত তোমার পদদ্বয়ে।
মস্তকে সেবিয়া ভাবে সর্ব্বদা হৃদয়ে॥
শারীরিক মঙ্গল মঙ্গল সমাচার।
করিছেন জিজ্ঞাসা প্রণতি বারম্বার॥
পরক্ষণে লক্ষ্মণে করিয়া আলিঙ্গন।
সুমঙ্গল সুধাইবা করি নিবেদন॥
জানাইবে সুমিত্রায় প্রণতি আমার।
জানকীরে যথামতে নতি সমাচার॥
মহাত্মা ভরত মুখে পাইয়া আদেশ।
হৃষ্টচিত্তে কোশলায় করিলা প্রবেশ॥
মনু সুনির্ম্মিতা পুরী রম্য হর্ম্ম্যময়ী।
যে স্থানে ভূপতি দশরথ সমাশ্রয়ী॥
প্রবিষ্ট হইয়া সেই অযোধ্যা ভবন।
করিলা সস্ত্রীকে ভূপে অগ্রে নিবেদন॥
কৃতকৃত্য সত্য রূপে ভরত কুমার।
এইকথা নৃপবরে করিলা প্রচার॥
ধনুর্ব্বেদে বেদে নীতিশাস্ত্রে পরি পূর্ণ।
অর্থ শাস্ত্রে কুশলী সংশয় করি চূর্ণ॥
সর্ব্বশাস্ত্রে সুনিপুণ অত্যন্ত সুধীর।
হস্তিশিক্ষা সুবিজ্ঞাত সভ্রাতৃক বীর॥
স্যন্দন চালনে সুচতুর রঘুবর।
আমূল লিখিত শাস্ত্রে অতি বিজ্ঞতর॥
লেখ্য শাস্ত্রে নিপুণ আলেখ্যে অতিজ্ঞান।
লঙ্ঘনে প্লবনে জ্যোতির্গতি মূর্ত্তিমান॥
মহারাজ তব আছে পূর্ব্ব শ্রুত বীর।
এই সব ধর্ম্ম কর্ম্ম বিজ্ঞান সুস্থির॥
যথার্থ কৃতার্থ জানি জ্ঞানী মহাবল।
ত্বরা হতে আসিয়াছি অযোধ্যা মণ্ডল॥
শ্রবণে জীবন স্নিগ্ধ হৃষ্ট মহীপাল।
কৌশল্যাদি নারী আর যত বন্ধুজাল॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ আদি সকলে সন্তোষ।
পূজা পরে বাদ্যকরে করে ভেরীঘোষ॥

পূজা করি দিয়া নৃপ দূতে পুরস্কার।
ভরতের নিকটে পাঠান পুনর্ব্বার॥
ভরতের দূতাগম একাশীতি সর্গ।
আদিকাণ্ডে রামায়ণে শুন সাধুবর্গ॥

৮১ সর্গঃ।

লঘু ত্রিপদী॥

পাঠাইয়া দূত, অঙ্গরাজ সুত,
গমনে জীমূত সম।
করিলা স্মরণ, আপন নন্দন,
শত্রুঘ্ন ভরত ক্রম॥
যতেক সন্তান, সকলে সমান,
এক হতে জাত দেহ।
যথা বিষ্ণু কর, সর্ব্ব সুখাকর,
তথা নরবর স্নেহ॥
তথাপি শ্রীধরে, প্রিয় রঘুবরে,
গুণরত্নাকর রামে।
অধিক সম্মান, করি জ্ঞানবান,
সমাদর সুতগ্রামে॥
বহুবিধ গুণ, সকলে নিপুণ,
সুতগণে পুনঃ রাম।
অতি রতি কর, সর্ব্ব প্রিয়বর,
রমণীয়তর নাম॥
অতি উচ্চ মান, রেণুর সমান,
অত্যন্ত ধীমান যথা।
অপ্রিয় যে ভাষে, তারে প্রিয় ভাষে,
কহেন বিশেষে কথা॥
জ্ঞানশীল বৃদ্ধ, বয়সে সুবৃদ্ধ,
সুবিজ্ঞ সুবুদ্ধি লয়ে।
সতত যোজন, সুমিত্র করণ,
আলোচন সাধু চয়ে॥
বিদ্বান উদার, মেধা পরিষ্কার,
পুরাতনাচার প্রিয়।
অতি প্রিয়ম্বদ, বীর্য্য বিশারদ,
বর্জ্জিত ভাষা অপ্রিয়॥
কুলক্রমে যথা, বয়ঃপ্রাপ্ত তথা,
কিন্তু রাজ্য কথা হীন।
রাজ্য লোভ ত্যাগ, ধর্ম্ম অনুরাগ,
বিদ্যা শিক্ষা প্রতিদিন॥
দয়া সর্ব্বজীবে, বাঞ্ছা সর্ব্বশিবে,
উপাসনা করে সারা।
শরণ্য সে জনে, ধার্ম্মিক পালনে,
ধন দান পায় তারা॥
স্বশরণাগত, উপকারে রত,
সুদৃষ্টি সকল জনে।
কৃতজ্ঞতা অতি, সত্যে সদা মতি,
গুণজ্ঞ পূজিত গুণে॥
আত্মা বশীভূত, প্রতিজ্ঞা অদ্ভুত,
অশ্রুত সুকর্ম্ম দক্ষ।
অতিক্রত কর্ম্ম, পিতৃ কুল ধর্ম্ম,
প্রতিপত্তি খ্যাত পক্ষ॥
আত্মীয় স্বজন, সুখে সদামনঃ,
সতত সুদৃষ্টি কর।
অনুগ্রহ কারী, পরদুঃখ হারী,
প্রিয়ম্বদ রঘুবর॥

যায় প্রাণ ধন, তাহে নাহি মনঃ,
সতত সেবেন যশঃ।
অতুল বিভব, যায় ভোগ সব,
তথাচ রাঘব বশ॥
নাহি যায় সত্য, বিচারিয়া তথ্য,
অনিত্য ভোগে অস্পৃহা।
অত্যন্ত অখল, বদান্য মঙ্গল,
সদা পর প্রিয়ে ঈহা॥
বিনীত সুশীল, মৃদু ধর্ম্মশীল,
বিদিত অখিল রাম।
অত্যন্ত উৎসাহী, সদা সত্য গ্রাহী,
গুণ গ্রাহী গুণধাম॥
যথা ভানুমান্, অতি তেজস্বান,
রঙ্কু বলবান হরি।
এই সব গুণ, তাহাতে নিপুণ,
সদা শর তূণ ধারী॥
গণ্য গুণ যত, রামে অনুগত,
অনুপম গুণ দ্যুতি।
দর্শনে শ্রীরামে, সর্ব্ব গুণধামে,
যশোগ্রামে পূর্ণশ্রুতি॥
নৃপ দশরথ, পূর্ণ মনোরথ
এই চিন্তা পরে করি।
দিব রাজ্য ভার, কৌশল্যা কুমার,
গুণাদ্ভুত সুতোপরি॥
সদা এই মতি, চিন্তেন ভূপতি,
দিতে অনুমতি সবে।
হব সুধা সিক্ত, রামে অভিষিক্ত,
রাজ্যভার রাম লবে॥
রাজ্যে এই পাত্র, রঘুবর মাত্র,
দর্শনে গাত্র শীতল।
অনুকম্পা আছে, সর্ব্বজন কাছে,
হেন কার নাহি বল॥
স্বগুণে আমার, প্রিয়তর আর,
সতত প্রজার তথা।
পরাক্রমে ইন্দ্র, প্রতাপে উপেন্দ্র,
জ্ঞানে সুরগুরু যথা॥
স্থৈর্য্যে মহীধর, মম প্রিয়তর,
গুণবরধর জানি।
এ মহী মণ্ডল, আমজ্ঞে সকল,
প্রদ্যানে চঞ্চল জানী॥
এ নব্য বয়সে, দেখিয়া সরসে,
যাইব স্ববশে স্বর্গ।
নৃপতির ভাব, রামে প্রিয় লাভ,
ভাবিয়া ভাবজ্ঞ বর্গ॥
সর্ব্ব গুরু জন, বুদ্ধিমান গণ,
মন্ত্রি সব পুর নর।
আসিয়া সকলে, নৃপ সভাস্থলে,
মন্ত্রণা কৌশল পর॥
নিশ্চয় হইলে, কহিলা সকলে,
বৃদ্ধ মহাশয় তুমি।
অনেক বৎসর, আছে নরেশ্বর,
তব করে সর্ব্ব ভূমি॥
রাম গুণবান, বিশিষ্ট সন্তান,
জ্যেষ্ঠ তেজস্বান অতি।
রাজ্য সম্প্রদানে, তোষ গুণবানে,
কর সুবিধানে মতি॥

নিজ মনোগত, মন্ত্রিগণ যত,
কহিলা যথার্থ বাণী।
শুনিয়া ভূপতি, তাহে ইচ্ছা অতি,
তথাচ আপনি জ্ঞানী॥
হইয়া জিজ্ঞাসু, কহিলেন আশু,
জিজ্ঞাসা করিতে মতি।
হইল আমার, স্বধর্ম্ম সঞ্চার,
বশে রাখিয়াছি ক্ষিতি॥
তথাপি শ্রীরামে, অতি গুণ গ্রামে,
এ অযোধ্যা ধামে রাজা।
করিবার আশে, আসি মম পাশে,
কি হেতু জিজ্ঞাসে প্রজা॥
রামে যুবরাজ, করাইতে সাজ,
সকলে বিরাজমান।
ভূপতি বচন, করিয়া শ্রবণ,
পুরজন রাখে মান॥
কহিলা সন্তান, পরম কল্যাণ,
বহু গুণ স্থান রাম।
মৃদু দেব সত্ত্ব, সাধু ধর্ম্ম তত্ত্ব,
পবিত্র মহত্ত্ব ধাম॥
বহু শ্রুত জন, কি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ,
সর্ব্ব সুপালন ভূমি।
দুর্ব্বৃত্ত দমন, সদ্বৃত্ত পালন,
বিনয়ী যেমন ভূমি॥
বিনীত পূজক, সদা অহিংসক,
নব্য অধ্যাপক প্রায়।
জ্ঞাতি পুরজন, কিবা সাধুগণ,
কে না রাম গুণ গায়॥
কিবা বৃদ্ধ বালা, পুরবাসী বালা,
সমস্ত কোশলা বাসী।
রাম অনুরক্ত, রামগুণে ভক্ত,
রামরাজ্য ভাল বাসী॥
গুণ কীর্ত্তি বলে, প্রজারা সকলে,
শ্রীরাম কৌশলে রত।
ধর্ম্মজ্ঞ বিনীত, সর্ব্ব অনুগত,
সুনীতে স্ববশ যত॥
ধনুর্ব্বেদে কৃতী, দিব্য অস্ত্রে নীতি,
শাস্ত্রে অতি গুণবান।
না হয় নিষ্ফল, শায়ক সকল,
অতি দূরে সুসন্ধান॥
এই দাশরথি, রণে মহারথী,
সমরে কুপথী দমী।
দৃঢ় অস্ত্র ধর, রাম রঘুবর,
রণেতে অব্যর্থ পণ॥
তব আজ্ঞাবান, যথা তথা যান,
সমরে না হন ন্যূন।
জিনি অরি দল, সংহারি সমূল,
যুদ্ধে পটু সুনিপুণ॥
পরাজয় করি, সর্ব্ব সৈন্য অরি,
যথা যথা স্থিতি করে।
তথায় প্রস্তুত, পূজিত সুশ্রুত,
অসম্ভব কার্য্য নরে॥
সবে করে পূজা, যত পৃথ্বী ভুজা,
অদ্ভুত সুভুজ ধারী।
জিনিয়া সমর, আসিলে নগর,
কুঞ্জর বাহন চারী॥

দেখি রাজপথে, সুখী সর্ব্ব মতে,
নারীরা বিমুখী নহে।
জিজ্ঞাসে সকল, সমর মঙ্গল,
প্রয়োজন সবে কহে॥
অগ্নি হোত্র কর্ম্মে, কিম্বা দার ধর্ম্মে,
শিষ্য কিবা প্রেষ্য জনে।
অনুকম্পা ধাম, সর্ব্বদা শ্রীরাম,
জিজ্ঞাসেন জনে জনে॥
দূরে কি নগরে, ঘরে রাজপুরে,
নারী নর সবে ব্যাখ্যে।
রাম রাজ্য আশে, অত্যন্ত প্রয়াসে,
দেখনা সাক্ষাতে সাক্ষ্যে॥
রাজ্যাভিষেচন, সকলের মনঃ,
তব সুপ্রসাদে রাম।
রাজ্য প্রাপ্ত হন, কর আজ্ঞাপন,
পূরিবে বাসনা গ্রাম॥
ইন্দীবর শ্যাম, তব সুতধাম,
প্রজানুগ্রাহক অতি।
রাম যুবরাজে, অভিষেক সাজে,
অনুজ্ঞা কর ভূপতি॥
রাম অতি বীর্য্য, শুন রাজবর্য্য,
কুমারে আশ্চর্য্য গুণ।
নরবর শান্ত, নরদেব কান্ত,
সমরে দেখি নিপুণ॥
কর অভিষিক্ত, হবে সুধাসিক্ত,
সকল অযোধ্যা বাসী।
আর্ষ রামায়ণে, রাম গুণ গানে,
সকলে সুখ প্রয়াসী॥
সাঙ্গোপাঙ্গ ইতি, সর্গক দ্ব্যশীতি,
সাধুবর্গ সমাধান।
পরে অযোধ্যায়, রাজত্বাভিপ্রায়,
ইতি আদিকাণ্ড মান॥
৮২ সর্গঃ॥
সমাপ্তশ্চায়ং কাণ্ডঃ॥